"'আল্লামা জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী (রহঃ) 'উলূমুল্-কুর'আনে বিশেষ অবদানসহ তাঁর জীবন ও কর্ম"

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ---------- ১-২

ভূমিকা ---------- ৩-৫

প্রথম অধ্যায়

'আল্লামা জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী (রহঃ)-এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ---------- ৬-৫০

400490

দ্বিতীয় অধ্যায়

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতীর (রহঃ)-এর জীবনী ---------- ৫১-৯৪

বংশ পরিচয় ---------- ৫১-৬৫

"'আবদুর রহমান" নামকরণের তাৎপর্য ---------- ৬৫-৭১

শৈশবকাল ---------- ৭১-৭৪

শিক্ষা জীবন ---------- ৭৪-৮১

অধীত গ্রন্থাবলী ও বিষয়াবলী ---------- ৮২-৮৩

ফাতওয়া ও পাঠ দান ---------- ৮৩-৮৬

তাঁর শিক্ষা সফর ---------- ৮৬-৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতীর (রহঃ) উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ, শাগির্দবৃন্দ এবং সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ---------- ৯৫-১১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা)
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى

الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا، بنغلاديش

Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdhury
Ph.D. (London), M.A. (Double), B.A. Hons (Dhaka)
M.M. (Dhaka), F.R.A.S.

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. 9661920-59/4310, 4313. Res. 8612992
E-mail : harchow@du.bangla.net

Ref :

Date : ১৬/৫/২০০২

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. গবেষক মিঃ মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (রেজিঃ নং ১০২ /২০০০-০১) কর্তৃক দাখিলকৃত "'আল্লামা জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী (রহঃ) 'উলূমুল্-কুরআনে বিশেষ অবদানসহ তাঁর জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১। এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে।

২। এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-এর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

৩। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম এবং 'উলূমুল্-কুর'আন বিষয়ে এক নূতন সংযোজন।

400490

আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতে এই শিরোনামে পি-এইচ. ডি. লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এ.বি.এম. চৌধুরী ১৬/৫/২০০২
(ড. এ, বি, এম, হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) ও 'ইলমি ইখতিলাফ --------------------------১২০-১৪০

তাঁর ফাতওয়া দান ও সমকালীন সমালোচনা ----------------------------১২০-১২৬

পিতা কামালুদ্দীনের ফাতওয়া দান ও ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) এর মতামত ------- ১২৬-১২৭

মুজতাহিদ হিসেবে 'আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) ------------------------------ ১২৭-১৩২

মুজাদ্দিদ হিসেবে 'আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) -------------------------------- ১৩২-১৪০

পঞ্চম অধ্যায়

'উলূমুল্-কুর'আন --১৪১-১৭৬

উলূমুল-কুর'আন-এর পরিচিতি ------------------------------------- ১৪১-১৪৭

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ --- ১৪৭-১৫৪

'উলূমুল্-কুর'আন-এর বিষয়াবলী ------------------------------------- ১৫৪-১৬৮

'উলূমুল্-কুর'আনে ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর অবদান --------------------- ১৬৮-১৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল ইতকান ফী 'উলূমিল্-কুর'আন-এর আলোচনা ------------------- ১৭৭-২৬৭

সপ্তম অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ)-এর অন্যান্য অবদান ------------------------ ২৬৮-৩০৩

তাঁর গ্রন্থাবলী -- ২৬৮

হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী -- ২৬৮-২৭৮

ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থাবলী -- ২৭৯-২৮৫

আরবী ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী ------------------------------------- ২৮৬-২৮৯

উসূল, ইলমুল বায়ান এবং ইলুমত্-তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থাবলী -------------- ২৯০-২৯২

ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী -------------------------------- ২৯৩-২৯৮

বিভিন্ন দেশে ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর রচনাবলী ------------------------ ২৯৯-৩০৩

উপসংহার ---৩০৪-৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লহ তা'আলার জন্য। তাঁর পরম করুণা ও অসীম রহমতে আমাদের অভিমন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছ। অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর।

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য তাঁর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কুর'আন মাজীদকে অনুধাবনের জন্য পৃথিবীর প্রথিতযশা 'আলিমগণ আজীবন সাধনা করেছেন। এ সকল 'আলিমের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম হচ্ছেন ইমাম সুয়ূতী (রঃ)। তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষকগণ গবেষণায় রত আছেন। আমরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মণ পর্যালাচনা এবং 'উলূমুল-কুর'আনে তাঁর বিশেষ অবদানের ওপর গবেষণায় হাত দেই।

আমার এ গবেষণা কর্মের মূল তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান খ্যাতিমান প্রফেসর ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুর রহমান চৌধুরী। তিনি আমার আবাল্য পরম অভিভাবক। যাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি আমাকে একজন প্রকৃত অভিভাবকের ন্যায় দিক-নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। আমার এ গবেষণার কাজে তিনি যে শ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন, গবেষণার হাতেখড়ি দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভটির আদ্যোপান্ত দেখে সাজিয়ে দিয়েছেন তা সত্যিই অভাবনীয়। তাঁর এ ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য। আল্লাহর দরবারে তাঁর হায়াতে তায়্যিবাহ কামনা করছি। কৃতজ্ঞতার সাথে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিচ্ছি আমার আরেকজন শ্রদ্ধাভাজন বড়ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহকে, যাঁর একান্ত নিবিড় তত্ত্বাবধানেই গবেষণার কাজটি সুসম্পন্ন করার সাহস এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। গবেষণার প্রতিটি পরতে পরতে তাঁর নির্দেশনা ছিল আমার জন্য পাথেয়। সময়ে অসময়ে তাঁকে আমি গবেষণার কাজে বিরক্ত করেছি এবং তাঁর উদার সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে চির ঋণী।

আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমাকে আমার গবেষণা কর্মে সাহায্য, সহনুভূতি প্রদান করেছেন। আমার এ সকল শিক্ষক বৃন্দের মধ্যে রয়েছেন– প্রফেসর ইমিরেটাস ড. সিরাজুল হক, প্রফেসর ড. ইসহাক, প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন, প্রফেসর ড. আব্দুল বাকী, প্রফেসর ড. এ. এইচ, এম. মোজতবা হোছাইন, প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক, প্রফেসর ড. আ, র, ম, আলী হায়দার এবং ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন। এ ছাড়াও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীক, ড. আবুল খায়ের, ড. শামীম আরা চৌধুরী, ড. কামরুল আহসান চৌধুরী ও আমাকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধূরী আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তার নিকট একান্তভাবে ঋণি।

পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মরহুমা মাকে, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় এ গবেষণা কাজে আমাকে বারংবার তাকীদ করতেন। আল্লাহপাক যেন জান্নাতে তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন– এ মুনাজাত করছি।

কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুহাম্মদ ইউসুফ হারুনের নিকট, যিনি আমাকে এ গবেষণার কাজে উৎসাহ দান করেছেন।

গবেষণার কাজে আমাকে অনেক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করতে হয়েছে। লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতে হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে যে দু'জন আমাকে সবচেয়ে বেশী সংগ দিয়েছে ও আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে সময় ব্যয় করেছে তারা হচ্ছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান ও তেজগাঁও কলেজের আমার বিভাগীয় সহকর্মী ছোটভাই অধ্যাপক মাওদুদুর রহমান আতেকী। আমি আল্লাহর দরবারে তাদের জীবনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার সহ দেশের বিভন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আমাকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। এতদ্ভিন্ন, যে সকল শুভাকাংখী, বন্ধু-বান্ধব গবেষণা ক্ষেত্রে আমাকে সুপরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও থাকল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণা সন্দর্ভের সূচনা থেকে শেষাবধি যার সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আমি গবেষণার টেবিলে বসার, অধ্যয়ন, চর্চা ও লেখার সুযোগ লাভ করেছি তিনি হচ্ছেন আমার জীবন সঙ্গিনী অধ্যাপিকা ওয়াহিদা ইসলাম। সাংসারিক ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনিই আমাকে সার্বিকভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। গবেষণার স্বার্থে পারিবারিক বিষয়ে আমাকে চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

তারিখ ঃ ১৬-০৫-০২
ঢাকা

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন হিজরী অষ্টম-নবম (পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ খ্রীঃ) শতকের অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, 'আক'ঈদ, 'আরবী সাহিত্য, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর সময়টা ছিল মামলূক সাম্রাজ্যের পতনের যুগ। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অস্থিতিশীল। এ প্রেক্ষাপটে তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মাঝে বেড়ে উঠতে হয়েছিল। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি শিশুকাল থেকে শুরু করে তৎকালীন মিসরীয় সমাজের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরে সমকালীন বিজ্ঞ 'আলিমগণের নিকট গমন করেন। অসাধারণ জ্ঞান প্রতিভায় বিকশিত হয়ে তিনি শর'ঈ মাস'আলা ও ফাতাওয়া দানে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 'উলূমুল-কুর'আনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ। তন্মধ্যে আল্-ইত্কান ফী 'উলূমিল কুর'আন গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাফসীর বিষয়ক তাঁর অনবদ্য রচনা সকল 'আলিমের নিকট এক সুখপাঠ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের একজন মুজতাহিদ। মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন–সেসব গুণাবলীই ছিল তাঁর মধ্যে উপস্থিত। অবশ্য এক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজের কতিপয় আলিম মুজতাহিদ হিসাবে তাকে মেনে নিতে চাননি। 'উলূমুল কুর'আনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণের পরিধির দিক থেকে এ সকল অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। 'উলূমুল কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ, 'আকাঈদ, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, 'ইলমুল বয়ান, 'ইলমুল বাদী' সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক। 'উলূমুল-কুরআনের ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর অবদান অসামান্য ও অনন্য সাধারণ। কিন্তু তাঁর এ মহান অবদানের মূল্যায়নে আমাদের জানা মতে তেমন কোন গবেষণাকর্ম হয়নি। এ দিকটি বিবেচনা করেই আমরা আমাদের গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ করেছি " 'আল্লামা জারালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) 'উলূমুল-কুরআনে বিশেষ অবদানসহ তাঁর জীবন ও কর্ম।"

অতএব একান্ত প্রয়োজনে আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ সে সমাজের ব্যক্তিদের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠে তার সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে। একজন ব্যক্তিকে সার্বিক মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর সামাজিক মূল্যবোধ ও অবস্থা বিশ্লেষণ অনিবার্য। অতএব, সংগত কারণেই প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি " 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রহঃ)-এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা।"

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্ সুয়ূতী (রঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছি। কোন ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র, মন-মানসিকতা, কর্মকাণ্ড বিচার করতে হলে তার পারিবারিক ঐতিহ্য, বংশীয় পরিচয়, ব্যক্তির শৈশব ও কৈশোর, বেড়ে উঠার পরিবেশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জানা এবং বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনেই উক্ত অধ্যায়ের সংযোজন।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– "ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর উল্লেখযোগ্য উস্তাদ, শাগির্দবৃন্দ এবং সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।" শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের এক বিরাট অংশ তাঁর কেটেছিল জ্ঞান সাধনায়। 'ইলমে দ্বীন এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট গমন করেন। কেবল হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মিসরসহ বহু দেশের হাদীস বিশারদগণের সংস্পর্শে আসেন। আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের শায়খগণের স্তরভিত্তিক তালিকা উপস্থাপন করেছি। তাঁর যশ–খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। ফলে দেশ–বিদেশ থেকে জ্ঞান পিপাসুগণ তাঁর দরসে উপস্থিত হতেন। আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষকগণের তালিকা উপস্থাপন করেছি। ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর যুগে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি 'ইলমের বিভিন্ন শাখায় অনেক অবদান রেখেছেন। আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর সমকালীন কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অবদানের কথাও উল্লেখ করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমকালীন 'আলিমগণের মন্তব্য, সমালোচনা ও মতামত পর্যালোচনা করে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করা। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) নিজেকে একজন 'মুজতাহিদ' ও 'মুজাদ্দিদ' দাবী করেছেন। তাঁর এ দাবীর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করাও এ অধ্যায়ের আর একটি উদ্দেশ্য। তাই এ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে– "ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) ও ইল্‌মি ইখতিলাফ।"

'উলূম এবং কুর'আন এ দু'টি শব্দ সমন্বয়ে 'উলূমুল-কুর'আন বিষয়টি উৎপত্তি লাভ করেছে। আমরা প্রথমে 'উলূম শব্দের বিশ্লেষণ করেছি এবং পরে আল-কুর'আন-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছি। এরপর 'উলূমুল-কুর'নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ওপর আলোকপাত করেছি। 'উলূমুল-কুর'আন একটি অতি ব্যাপক বিষয়। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। ফলে কুর'আন মাজীদকে কেন্দ্র করে নব নব বিষয় আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষজ্ঞগণ কুর'আনের ওপর গবেষণা করে অনেক বিষয় উদ্ভাবন করছেন। আমরা এ অধ্যায়ে এসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছি। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ 'আলিম এবং বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল ব্যাপী এ বিষয়ে সাধনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রণিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। আমরা এ অধ্যায়ে এ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করেছি এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের আলোচনা করেছি। এ কারণেই পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করছি– " 'উলূমুল-কুরআন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়ে "আল ইত্‌কান ফী 'উলূমিল-কুর'আন"-এর আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর

Dhaka University Institutional Repository

'উলূমুল কুর'আন বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল ইত্কান ফী 'উলূমিল-কুর'আন গ্রন্থখানি হচ্ছে অন্যতম। এটি উক্ত বিষয়ে তাঁর বিশেষ অবদান। পবিত্র কুর'আনের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কুর'আনের মর্মার্থ উদঘাটনে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট এ গ্রন্থটি অতীব সমাদৃত। তিনি এ গ্রন্থটিকে আশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামও সনাক্ত করেছেন। আমরা তাঁর এ গ্রন্থের অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা করতঃ পাঠক সমাজের সামনে এর বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আর একটি প্রামাণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে এর আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

সপ্তম অধ্যায় হচ্ছে ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর অন্যান্য অবদান। 'উলূমুল-কুর'আন-এ ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু 'উলূমুল-কুর'আন ছাড়াও ইল্মে দ্বীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়। হাদীস, ফিক্হ, অলংকার শাস্ত্র,ভাষা-সাহিত্য ও ইতিহাস সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। আর এসব বিষয়ের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা করা ছিল অপরিহার্য। তাই আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রদান, বিশ্লেষণ, পরিচিতি ও পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

‘আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রঃ)-এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা।

মামলূক সালতানাতের পতন যুগের সূচনা

ইমাম ‘আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) (৮৪৯/১৪৪৫-৯১১/১৫০৫) বুরজিয়্যাহ্[১] মামলূক[২]

---

১. বুরজিয়্যাহ (برجيه) ঃ সমগ্র মামলূক সালতানাতের ইতিহাসে বুরজিয়্যাহ ঃ বাহিনী গুরুত্বের দিক দিয়ে কেবল বাহরিয়্যাঃ বাহিনীর তুলনায় দ্বিতীয়। সুলতান আল-মানসূর কালাউন বাহিনী গঠন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার নিজস্ব ৩৭০০ মামলূককে নির্বাচিত করেন এবং কায়রো দুর্গের বুরজ সমূহে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এ কারণে এ নামকরণ। ককেসাস জাতীয় মামলূকদের নিয়ে এটা গঠন করা হয়।

দ্রঃ ইব্‌ন তাগরী বারদী, আন্-নুজূমু’য্-যাহিরাহ্, ৭ম খণ্ড (কায়রোঃ ১৯৩৮-৪৪ খ্রীঃ), পৃ. ৩৩০; আয্-যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম, ২য় খণ্ড (হায়দরাবাদ ঃ ১৩৩৭ হিঃ) পৃ. ১৫৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, ১ম ভাগ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৪২৩; মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আকীল মূসা বুরজিয়্যাহ সম্পর্কে বলেন,

"هم طائفة من المماليك الذين كانوا يجلبون من بلاد الكرج (جورجيا الان) وعنى سلطان المنصور قلاوون بالاكثار منهم وتربيتهم فى ابراج القلعة ، فعرفوا من ثم (البرجية) ـ وازداد نفوذهم بعد ذالك لتصبح لهم الدولة فى مصر بعد انتهاء عهد مماليك البحرية وتولى السلطان برقوق الذى كان من المماليك البرجية، وكان ذالك سنة ٧٨٣، وانْتهت دولتهم سنة ٩٢٢ ه بدخول اسلطان العثمانى الى المصر ـ"

দ্রঃ ই’জাযুল্-কুরআনিল্-কারীম বায়নাল-ইমাম আস্-সুয়ূতী ওয়াল-‘উলামা, পৃ. ২১৫, টীকা নং ১; মিসর ওয়াশ্-শাম ফী আস্‌রিল-আইয়্যুবিয়্যীন ওয়াল্-মামালিক, পৃ. ২৪৩-২৪৭।

২. মামলূক (مملوك) ঃ আক্ষরিক অর্থ- “মালিকানাধীন বস্তু”, ‘ক্রীতদাস’। মামলূক কথাটি বিশেষ করে ‘সামরিক ক্রীতদাস’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মিসর ও সিরিয়ার মামলূক সালতানাতের অধীন মামলূকগণ ব্যতিরেকে ‘আবদ, কায়না ও খাদিম ইত্যাদি শ্রেণীর দাস বা ক্রীতদাস শ্রেণীর অস্তিত্ব মুসলিম বিশ্বে নানা অঞ্চলেই ছিল। মামলূকগণ বহু শতক যাবৎ বেশ কয়েকটি মুসলিম শক্তির উৎস ছিল। সামরিক দাসদের এ ব্যবস্থাটির উত্তম সমীক্ষা মিসর ও সিরিয়ার মামূলক সালাতানাতের (৬৪৮-৯২২/১২৫০-১৫১৭) অবকাঠামোতে পরিলক্ষিত হয়। কেননা ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্রে মিসর ও সিরিয়ার এ মামলূক আমলের বিষয়াবলীর অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ গুলিতে সালতানাতের নানা প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা এবং বিবরণও সন্নিবেশিত রয়েছে। মামলূকগণের সাথে যে সকল দাস সমাজের সমীক্ষা আবশ্যক সেগুলোর মধ্যে আয়্যূবী ‘আমল ও ‘উসমানী মিসর আমলের অব্যবহিত পূর্বের ও পরবর্তীকালের দাস সমাজ উল্লেখযোগ্য।

Cf. A. N. Poliak, Some notes on the Feudal system of the Mamluks, in JRAS (1937). P-97-107; H. M. Robie, the financial system of Egypt (Oxford: 1972), P-554-741/ 1169-1341; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৫৯৪-৬।

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলে সুলতান আয যাহির জাকমাকের[৩] (৮৪২/১৪৩৮-৮৫৭/১৪৫৩) রাজত্বকালে মিসরের[৪] আস্-যূত[৫] নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়কাল ছিল মামলূক বংশের পতন যুগ।

বুরজিয়্যাহঃ মামলূক রাজবংশের সূচনা করেন সার্কাসীয়ান (Circassian) বংশোদ্ভুত বারকূক বুরজী।[৬] মামলূক রাজবংশের দু'জন সুলতান যথাক্রমে খুশকাদাম[৭] (Khushqadam) (خوشقدم)

---

৩. আজ-জাহির জাকমাক/কাকমাক ৮৪২/১৪৩৮-৮৫৭/১৪৫৩)।

৪. মিসর **(Egypt)** ঃ 'আরবী মিসর (Misr) বাইবেলে উক্ত 'মিযরেইম" (Mizraim)। সরকারীভাবে বলা হয় যুক্ত 'আরব প্রজাতন্ত্র (United Arab Republic)। মিসর ইব্ন ইয়াসার ইব্ন হাম ইব্ন নূহ (আঃ) এর নামানুসারে মিসরকে 'মিসর' হিসেবে অভিহিত করা হয়। 'আরবী আল জাম-হারিয়্যা আল্-'আরাবিয়া আল্-মুত্তাহিদা আফ্রিকার উত্তর পূর্বকোণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সিনাই উপদ্বীপ জুড়ে অবস্থিত দেশ। রাজধানী কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া প্রধান বন্দর। এদেশের পশ্চিম দিকে লিবিয়া ও দক্ষিণ দিকে সুদান অবস্থিত। পশ্চিম মরুভূমি ও পূর্ব মরুভূমি হতে নীল নদ দ্বারা বিভক্ত ইহা একটি মালভূমি। এ দেশের শতকরা প্রায় ৯৫জন লোক নীল নদের উর্বর উপত্যকা ও ব-দ্বীপে বাস করে। জন সংখ্যার শতকরা প্রায় ৯১ জন্য মুসলমান, ৮জন কপটিক খ্রীষ্টান এবং অতি অল্প সংখ্যক ইহুদী। খ্রীঃ পূঃ ৪২৪১ খ্রীঃ মিস্রীয় বর্ষপঞ্জী দুনিয়ার ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন বর্ষপঞ্জী। একটি বহুল সমর্থিত গণনা পদ্ধতি মিসরীয় ইতিহাসকে ৩০টি রাজ বংশের শাসনে বিভক্ত করে (খ্রীঃ পূঃ ৩৪০০ খ্রীঃ পূঃ ৩৩২)।

দ্রঃ আস্-সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড (মাতবা'আতু ইদারাতিল-ওয়াতন, ২২৯৯/১৮৮২) পৃ. ২০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৫৭।

৫. আসয়ূত (اسيوط) ঃ মিসরের উজান অঞ্চলের (Upper Egypt) একটি শহর। এ এলাকার বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম শহর আস্য়ূত ১৭১১° উত্তর অক্ষাংশে নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নীল নদের অববাহিকায় কর্ষণযোগ্য, উর্বর এবং নিরাপদ এলাকা সমূহের অন্যতম একটি স্থানে প্রাচীণকাল থেকে ইহা একটি গুরুত্ব পূর্ণ শহর ছিল; এবং প্রদেশের প্রধান শহর ছিল। ইসলামী যুগেও আস্য়ূত একটি প্রধান শহর রূপে গণ্য হতো। প্রদেশ সমুহে বিভক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হলে ইহা একটি প্রদেশের রাজধানী শহরে পরিণত হয়।

দ্রঃ ইয়াকুত হামাভী, মু'জামু'ল্-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২।

৬. বারকূক বুরজী আল-মালিক আয্-যাহির সায়ফু'দ-দীন, মিসরের মামলূক বংশীয় সুলতান। ইনি ছিলেন মিসরের এক নতুন শাসক শ্রেণীর প্রথম ব্যক্তি, ইতিহাসে যাঁদেরকে সার্কাসীয়ান Circassian বলা হয়। যে অঞ্চল (পশ্চিম ককেসাস্ পর্বতমালা অঞ্চলের তেহের কীসদের আবাসভূমি) হতে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে খরিদ করা হয় এবং সে অঞ্চলের স্মরণেই এ নাম করণ করা হয়। তাদেরকে বুরজী বলেও অভিহিত করা হয়। কারন, তিনি এমন একটি রেজিমেন্টের প্রথম সদস্য ছিলেন যাদের ব্যার্যাক গুলি ছিল কায়রো দূর্গের ভূ-গর্ভস্থ অন্ধকার কক্ষসমূহে।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রীঃ), পৃ. ৬৬৪।

৭. খুশকাদাম (خوشقدم) ঃ খুশকাদামের পুর্ণ নাম আল্-মালিকুয যাহির আবু সা'ঈদ সায়ফু'দ-দীন আন-নাসিরী আল-মু'আয়্যাদী (الملك الظاهر ابو سعيد صيف الدين الناصرى المؤيدى) তিনি ছিলেন বুরজীস মামলূক সুলতান (রাজত্বকাল) ১৯ রামাদান, ৮৬৫-১০ রবী'উল আওয়াল ৮৭২/২২জুন, ১৪৬১-৯ অকটোবর ১৪৬৭। জন্মগতভাবে একজন রুমী। তিনি ৮১৫/১৪১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় খাওয়াজা নাসিরুদ্-দীন নামক জনৈক ক্রীতদাস ব্যবসায়ী কর্তৃক মিসরে আনীত হলে সুলতান মু'আয়্যাদ শায়খ তাকে ক্রয় করেন।

দ্রঃ ইব্ন তাগ'রী বারদী, আন- নুজূমুয্- যাহিরা, ১৬শ খণ্ড, কায়রোঃ পৃ. ২৫৩-৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৬১-১৪৬৭) ও তুমুর বোগা[৮] (Temir bugha) (১৪৬৮-) ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভুত। এ দু'জন ছাড়া অপর সকলেই ছিলেন সার্কাসীয়ান।

বুরজিয়্যাহ মামলূক বংশের সুলতানদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। তাদের রাজত্বকাল ছিল ১৩৪ বছর। এদের মধ্যে ৯জন সুলতান ১২৪ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ৯ জন সুলতান হচ্ছেনঃ

(১) আয যাহির বারকূক[৯](৭৮৪-৯১/১৩৮২-৯,৭৯২-৮০১/১৩৯০-৯।

(২) আন্-নাসির ফারাজ[১০] (৮০১-৮/১৩৯৯-১৪০৫, ৮০৮-১৫/১৪০৫-১২)।

---

৮. আয-যাযির বারকূক (৭৮৪/১৩৮২) (৭৮৪-৭৯১/১৩৮২-১৩০৯)

আজ-জাহির বারকূক ছিলেন সার্কাসীয়ান মামলূক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৮৪ হিজরী/১৩৮২ নভেম্বর তিনি সার্কাসীয়ান মামলূক সালতানাতের ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার আমলে তৈয়মুরলঙ্গের অধিনায়কত্বে হয় মামলূক সালতানাত, তুর্কী মোগল বাহিনীর ধ্বংশ লীলার সম্মুখীন। বারকূক ঐ আক্রমণের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ৭৯৬/১৩৯৪ সনে আহ্মদ ইব্ন উওয়ায়স জালায়িরীকে আশ্রয় দেন। আহমদকে তীমুর বাগদাদ হতে বাহিস্কার করেছিলেন। বারকূক 'উসমানীও কীপচাক তুর্ক অধ্যুষিত ইউরেশীয় অঞ্চলের সাথে একযোগে হানাদার মোগলদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গণ ও সীমান্ত গড়ে এবং তীমূরের পত্রের রূঢ় জবাব দিয়ে নিজ অবস্থানকে জোরদার করলে ঐ ভয়ংকর মোগল আক্রমণ ৮০৩/১৪০০-১ সন পর্যন্ত স্থগিত থাকে। বারকূকের পুত্র ফারাজের শাসনামলে ফারাজ মোগল চাপের মুখে সেনাবাহিনী সহ সিরিয়া পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলে তীমুর সিরিয়া দখল করে গোটা প্রদেশ বিধ্বস্ত করেন। তীমুর অবশ্য মিসর আক্রমণের কোন ও চেষ্টা করেননি। শা'বান ৮০৩/মার্চ ১৪০০ সনে তীমুর 'উসমানীদের বিরুদ্ধে অগ্রাভিযানের জন্য নিজ বাহিনীতে প্রস্তুত করার পর দামেশক হতে সরে যেতে শুরু করেন।

দ্রঃ ইব্ন তুলূন (মৃঃ ৯৫৩/১৫৪৬), মুফাকাহাতু'ল খিল্লান ফী হাওদিসিয্-যামান, সম্পা-মুহাম্মদ মুস্তফা, কায়রোঃ ১৩৮১/১৯৬২-১৩৮৪/১৯৬৪, রাজকীয় জীবনীমূলক প্রধান রচনাবলী; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃঃ ৬০৯।

৯. **তীমূর বুগা ঃ** তীমুর বুগা ছিলেন বুরজী মামলূক সুলতান। তার রাজত্বকাল ছিল ৮৭২/১৪৬৮-৬৯ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন গ্রীক বংশদ্ভূ। তীমুর বুগা এবং খুশকাদম এ দুজন ব্যতীত বুরজী মামলূক সালতানাতের অপর সকলেই ছিলেন সার্কাসীয়ান বংশদ্ভূত।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ),পৃ. ৬১৬; ডঃ এস, এম হাসান, ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব (ঢাকা ঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা) লিমিটেড, ১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃ. ১২৫।

১০. তাঁর পূর্ন নাম ফারাজ আল-মালিক আন-নাসির যায়নু'দ-দীন আবুস্-সা'আদাত (فرج، الملك الناصر زين الدين ابو االسعادت) তিনি মিসরের ২৬ তম মামূলক সুলতান সার্কাসীয়দের মধ্যে ২য় স্থান অধিকারী। একজন গ্রীক মাতা শীরীনের সন্তান ফারাজ ৭৯১/১৩৮১ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫ শাওয়াল ৮০১ জুন ১৩৯৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে সুলতানের পদ লাভ করেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার জন্য ফারাজ তার পিতার আমলের দু'জন আমীর তগরীবারদী আল-বাশবুগাভী (ঐতিহাসিকের পিতা) ও আয়তিমিশ-এর অভিভাবকত্বাধীনে রাজত্ব আরম্ভ করেন। কিন্তু শ্রীঘ্রই রাবীউ'ল-আওয়াল ৮০২/ নভেম্বর ১৩৯৯ সালে আমীরদের মতবিরোধ ও দলাদলির ফলে অকালে তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তিরঘোষণা প্রদান করা হয়। ১৪১২ সালের ২৮শে মে তারিখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আব্বাসী খলীফা আল-মুস্তা'ঈন বিল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন।

দ্রঃ ইব্ন তাগরীবিরদী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১-৩০০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃ. ৭০৪।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আল্ মু'আয়্যাদ শায়খ[১১] (৮১-২৪/১৪১২-২১)

১১. আল-মু'আয়্যাদ শায়খ (Al Muayad Shaykh) (৮১৫-২৪/১৪১২-২১) (المؤيد شيخ।) তিনি ছিলেন সার্কাসীয়ান মামলূক সুলতান। খাজা মাহমুদ শাহ্ কর্তৃক তিনি মিসরে আনীত হন (৭৩২/১৩৮০-১) এবং আয-যাহির বারকূক কর্তৃক ক্রীত হন। সে জন্য তাঁর নিসবাঃ হয় আল মাহমুদী আয-যাহরী। পরবর্তীতে তাঁকে মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তিনি সূলতানের পরিষদ বর্গে উন্নীত হন। ৮২০/১৪০০ সালে তিনি বাদশাহ্ আল-নাসির ফারাজ কর্তৃক ত্রিপোলি গভর্নর নিযুক্ত হন। পরবর্তী ১২ বছর তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থেকে সিরিয়া গমন করেন। তিনি দলাদলির রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। ৮১২/১৪১০ সালে শায়খ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নাওরূখ 'আল-হাফিযী আয-যাহিরীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। অবশেষে তারা ফারাজকে পরাজিত ও গদিচ্যুত করে (মুহাররাম, ৮১৫/মে, ১৪১২) খলীফা আল-মুস্তা'ঈনকে নাম মাত্র খলীফা রেখে অধিকৃত অঞ্চল তারা ভাগ করে নেয়। নাওরূখ সিরিয়া শাসন করে। অপরদিকে আতাবেক আল-আসাকির হিসেবে শায়খ মিসর শাসন করেন। শায়খ যখন বলপূর্বক সালতানাত অধিগ্রহণ করেন তখন এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে যায় শাবান, ৮১৫/ নভেম্বর, ১৪১২ নাওরুখ তাঁর পদবী মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং তার বিরুদ্ধে সিরিয়ার গর্ভণরকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। এতে শায়খ প্রথম সিরিয়া অভিযান পরিচালনা করেন (৮১৭/১৪১৪)। এদিকে নওরূখ তার দামিশকের দুর্গের বাইরে যেতে প্রলুব্ধ হয়ে মারা যান। সিরিয়ার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হয়। কেননা শেখ কর্তৃক নিযুক্ত গর্ভণররা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করতে সুলতান ২য় বার অভিযান পরিচালন করেন (৮১৮/১৪১৫)। তৃতীয় অভিযান (৮২০/১৪১৭) এর উদ্দেশ্যে ও পরিধি ছিল সম্পূর্ন ভিন্ন। শেখ আলেফফোর দিকে অগ্রসর হয়, যা তার উত্তর দিকের অভিযানের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে তাদের পূর্বদিকে ছিল যু'ল-কাদিরিয়া (ইলবিস্তানের যু'ল কাদের তাদের প্রধান নগরী ছিল মারা'আশ ও মালতিয়া) এর করদ রাজ্যসমূহ পার্শ্বে ছিল বৃহৎ শক্তি, পশ্চিম দিকে কারামানিরা এবং পূর্বদিকে তুর্কোমান আক-কো-য়ূন্লু ও কারাকোয়ুনলূর মিত্র সংঘ। শায়খের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল তারসূস দখল করা যা কারামানী নাসিরুদ দীন মেহমেদ বেগ তার রামাদানী অনুচরের নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়। অপর দিকে অভিযানের প্রধান ধাক্কা পূর্ব দিকে অনুভূত হয়। ইহা ইলবিস্তান ও যু'ল কাদিরীদের দুর্গসমূহের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় যার অধিকাংশই সাময়িক ভাবে আত্মসমর্পন করে। কারামানীরা ও কারাকোয়ুনলুর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কারাইয়ুসুফের অধীনে কারা কোয়ুন্লুর ক্রম বর্ধমান শক্তি শায়খের প্রধান দুর্ভাবনার কারন হয়ে দাঁড়ায়। ৮১২/১৪০৮ সালে দুটি তুর্কোমান মিত্র সংঘের মধ্যে যুদ্ধ আলেফফোর অভিযানের কারণ হতে পারে– এ আশংকায় তিনি কারাইয়ূসুফের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাই হউক, কারাইয়ূসুফ স্থান ত্যাগ করে চলে যান। ৮২২/১৪১৯ সালে শায়খের পুত্র সারিমুদ দীন ইবরাহীমের সমভিব্যহারে ফারমানী ভু খন্ড আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে কায়সারী আত্মসমর্পন করে এবং শায়খের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। সুলতানের সেনা বাহিনী কোনয়া, নিগদে ও লারান্দের দিকে অগ্রসর হওয়ায় মেহমেদ বেগ প্রস্থান করেন। ৬৭৫/১২৭৬ বায় বারস্ অভিযানের মত বর্তমান অভিযান ও আনাতোলিয়াতে মামলূক প্রভাবের সীমাবদ্ধতা ও অস্থায়িত্ব প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে শায়খের শাসনকালে আর কোন অভিযান পরিচালিত হয়নি।

এ সময় মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল দুর্বল, প্লেগের মহামারী ছিল পৌনঃপুনিক। ৮১৮/১৪১৫-১৬ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। অপরদিকে ৮২০/১৪১৭-১৮ সালে উস্তাদার ফখরুদ্ দীন ইবন্ আবুল ফারাজ মিসরের নিম্মাঞ্চলে নিপীড়নমূলক কর আদায় করেন যা ছিল মিসরের উর্ধ্বাঞ্চলের আরবদের বিরুদ্ধে একটি শাস্তি মূলক ব্যবস্থা। তার পর অর্জিত মালামাল (ক্রীতদাসীতে পরিণত করা স্বাধীন রমণী কুলসহ) ইচ্ছামত নির্ধারিত মূল্যে জবরদস্তিমূলক বিক্রয়ের মাধ্যমে বিলি-বন্দোবস্তা করা হত।

এ সময় শায়খ তাঁর পায়ের ব্যাথায় ভুগেন, যার কারণে তাঁর চলা-ফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ৮২৩/১৪২০ সাল নাগাদ তাঁর স্বাস্থ্যের অবণতি ঘটে। দৃশ্যতঃ সালতানাতের কোন উত্তরাধিকারী না রেখে ১৫ জমাদিস্ সানী, ৮২৩/২৭ জুন, ১৪২০ আস সারিমী ইবরাহীম মারা যান।

দ্রঃ আল মাকরীযী কিতাবুস-সুলূক-লিমা'রিফাতি দুওয়ালি'ল-মূলক (كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك) ৪/১খণ্ড (কায়রোঃ ১৯৭২ খ্রীঃ), পৃ. ২৪৩-৫৫১; ইবন তাগরীবারদী (মৃ. ৮৭৪/১৪৭০) আল-নুজূমুয-যাহিরা, ১৪শ খণ্ড, ফী মুলূকি মিসর ওয়াল-কাহিরা, পৃ. ১-১৬৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৪৫২।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) আল্- আশরাফ বারসবায়[১২](৮২৫-৪১/১৪২২-৩৮)

(৫) আয্-যাহির কাকমাক (৮৪২-৫৭/১৪৩৮-৫৩)

(৬) আল-আশরাফ 'ঈনাল[১৩] (৮৫৭-৬৫/১৪৫৩/৬০)

(৭) আয্-যাহির খুশকাদাম (৮৬৫-৭২/১৪৬১-৭)

---

১২. , বার সবায় আল-মালিকু'ল আশরাফ আবুন্ নসর (برسبای الملك الاشرف ابو النصر) (৮২৫-৮৪১/১৪২২-১৪৩৮) মিসরের মামলূক বংশীয় সুলতান। তিনি মামলূক সুলতান বারকূক-এর দরবারে যোগাদান করেন এবং শায়খ আল্-মু'আয়্যিদ-এর শাসনামলে প্রথম পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর ত্রিপোলী (তাবাবুলুস) প্রদেশের গভর্ণর হন। ১যূ'ল-হিজ্জাঃ, ৮৪১/৭ জুন, ১৪৩৮ সালে তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন।

দ্রঃ ইব্ন 'আবদ রাবিব্হ, 'ইকদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো ঃ ১৯৪৯ খ্রীঃ), পৃ. ৩১-২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশণ বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রীঃ), পৃ. ৭০৫-৬।

১৩. ঈনাল (বা আয়নাল) আল-আজরূদ (اینال الاجرود)ঃ আল-মালিকুল-আশরাফ সায়ফুদ্-দীন আবুন-নায্র আল-'আনাঈ' আজ-জাহিরী আল-নাসিরী ছিলেন, মিসর ও সিরিয়ার মাম্লুক সুলতান (৮৫৭/১৪৫৩-৮৬৫/১৪৬১)। ইনি সূত্রে তিনি সার্কাসীয়ান। বণিক 'আলা'উদ্ দীন ৭৯৯/১৩৭৯ সনে তাকে খরিদ করে কায়রোতে নিয়ে আসেন। এজন্য তাঁর উপাধি হয়েছে আল-"আনাঈ পরবর্তী বারকূক এর নিকট তাকে বিক্রয় করে দেয়া হয়। বারকূক তাকে 'আল-মুশতারাওয়াত বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। সুলতান ফারাজ-এর রাজত্বকাল শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কিতাবিয়্যা বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। অতঃপর ৮২৪/১৩২১ সনে সুলতান আন-নাসিরের 'আমলে তিনি সুলতানের দেহরক্ষী ও বাছাইকৃত সহচর বাহিনী 'খাস্‌সাকিয়্যা'তে বদলী হন। এ বাহিনীতে আল মু'আয়্যাদ শায়খ-এর পুত্র আল-মুজাফফার আহমাদের অধীনে তিনি "দশ জনের অধিনায়ক" পদে উন্নতি হন। বারস্বায়-এর অধীনে তিনি 'আমীরু'ত্ তাব্ল খানাঃ ও পরবর্তীকালে রা'স নাওবাঃ পদে এবং ৮৩০/১৪২৭ সনে 'আমীর আরবা'ঈন, রা'স নাওবাঃ আস্‌সানী পদে উন্নীত হন। ৮৩১/১৪২৮ সনে তিনি গাযযা'র নায়িব নিযুক্ত হন। আমির আক্রান্ত হলে তিনি আক-কোয়ূনলু সর্দার কারা'যুলুক 'উসমান বেগের বিরুদ্ধে ৮৩৬/১৪৩৩ সনে পরিচালিত বারসবায় এর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ৮৪৩/১৪৩৯ সনে সুলতান কাকমাক তাঁকে কায়রো ডেকে পাঠান এবং প্রথমে মুকাদ্দাম এবং পরবর্তীতে (৮৪৬/১৪৪২) প্রধান দাওয়াদার পদে নিয়োগ করেন। ৮৪৬/১৪৪২ সনে এবং ৮৪৮/১৪৪৪ সনে তিনি রোড্স দ্বীপর উপর ব্যর্থ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

৮৫০/১৪৪৬ সনেই য়াশবাক্ আস্-সুদূনীর মৃত্যু হলে ঈনাল প্রধান সেনাপতি আতাবাক আল-'আসাকির (আল-আমীর-আল-কাবীর) হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৮৫৭/১৪৫৩ সনে সুলতান কাকমাকের ইনতিকালের পর বিভিন্ন মামলূক গোষ্ঠীগুলোকে দেয় অনুদান নিয়ে সুলতানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী উসমানের সাথে ঈনালের মতবিরোধ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে দুপক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এর ফলে ঈনাল "কাল 'আতু'ল-জাবাল" দখল করে নেন এবং (আববাসী) ছায়া খলীফা ও ৪ জন প্রধান বিচারপতি (কাদিউ'ল-কুদাত) সহ গঠিত একটি পরিষদ কর্তৃক 'আল-মালিকুল আশরাফ সায়ফুদ-দীন উপাধিতে ভূষিত হয়ে সুলতান নিযুক্ত হন। ঈনালের বয়স ছিল তখন ৭৩ বৎসর। আট বছর রাজত্বের পর ৮০/৮১ বৎসর বয়সে ১৫ জু মাদা'ল উলা, ৮৫৬/২৬ ফেব্রুয়ারী ১৪৬১ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

দ্রঃ ইব্ন তাগরীবারদী, প্রাগুক্ত; ইব্ন ইয়াস, বাদাই'উয্- যুহূর, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ ১৩১১হিঃ), পৃ. ৪৪, ৪৮; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশণ বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রীঃ), পৃ. ৪৪৯।

`

Dhaka University Institutional Repository

(৮) আল্-আশরাফ কাইতবায়[১৪] (৮৭২-৯০১/১৪৬৮-৯৫)।

(৯) আল্- আশরাফ কানসুহ আল-গাওরী[১৫] (৯০৬-২২/১৫০১-১৬)।

এরপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ২৪জন সুলতান। ঐতিহাসিকগণ এ সকল সুলতানকে ক্ষমতাহীন বলে উল্লেখ করেছেন।

---

১৪. কাইতবায় (قايتباى) (Qaytbay) ঃ আল-মালিকু'ল-আশরাফ আবুন-নাস্র সায়ফু'দ-দীন আল-মাহমুদী আয্-যাহিরী মিসর ও সিরিয়ার সুলতান ছিলেন (৮৭২-৯০১/১৪৬৮-১৪৯৫)। তিনি বার সবায় এর ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান কাকমাক/ যাকমাক তাঁকে মুক্ত করে দেন। তিনি তাঁর দেহরক্ষী হন এবং পরে দাওয়াদার সাগীর অর্থাৎ প্রধান দাওয়াদারের দফতরে সহকারী দাওয়াদার নিযুক্ত হন, পরে ঈনাল এর অধীনে দশজন মামলূকের আমীর হন। সুলতান খুশকাদামের অধীনে তাবলাখানার আমীর এবং বিনোদী রেস্তোরার পরিদর্শক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর "হাজার সেনার" অধিনায়ক হন। ৮৭২/১৪৬৭-৮ সালে তিনি হন (অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যের বা দেহরক্ষী মামলূকদের অধিনায়ক নিযুক্ত হন)।

জুমাদাল-আউওয়াল, ৮৭২/ ডিসেম্বর, ১৪৬৭ সালে তুমুরবোগা সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি স্বীয় বন্ধু কাইতবায়কে আতাবেগ পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অধীনস্থ মামলূকদের মধ্যে তাঁর সমর্থকদের সংখ্যাল্পতা হেতু সুলতানের কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিলনা। নূতন সমর্থক সৃষ্টি করার মত অর্থবল ও তাঁর ছিল না, বায়তু'ল মাল ছিল শূন্য, উসতাদার খায়রবে কর্তৃক একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর একই বৎসরের রাজাব মাসে (ফেব্রুয়ারী, ১৪৬৮/৮৭২) কাইতবায়ের নিকট সংহাসন অর্পণ করা হলে তিনি কিছু ইতস্তত করার পর তা গ্রহণ করেন।

কাইত বায় এর রাজত্বকাল অন্যান্য সার্কাসীয়ান মামলূকের রাজত্বের তুলনায় ছিল ব্যতিক্রম। আর এটা শুধু এর স্থায়িত্বের দরুন নয় বরং তাঁর উদ্যোগ ও কার্যকারিতার জন্য ও বটে।

দ্রঃ ইব্‌ন ইয়াস, বাদা'ইয়্-যুহূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০-২৯১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃ. ২০৯-১০।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রনিধান যোগ্য ঃ

" ---- وقد تولى الحكم فى حياة الامام السيوطى ثلاثة عشر سلطانا مملوكيا، كان السلطان الاشرف قايتبايى اطولهم عهدا واستقرارا اذ حكم قرابة تسع وعشرين سنة، منذ ثنتين وسبعين وثما نمائة الى سنة إحدى وتسعما ئة ـ وكانت سنوات الاستقرار تلك من احسن السنوات التى عاشها الامام السيوطى، اذ كان عمره، عند تولى الاشرف ثلاثا وعشرين سنة ـ وعمره عند وفاة الاشرف ثنتين وخمسين سنة تقريبا، وهذه السنوات هى من افضل سنوات العمر عند معظم الناس"،

দ্রঃ মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইব্‌ন 'আকীল মূসা (সংকলক), ই'জাযুল কুরআনিল কারীম বায়নাল ইমাম আস্ সুয়ূতী ওয়াল 'উলামা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২১৫-২১৬।

১৫. কানসুহ আল-গাওরী (قانسوه الغورى) ঃ তিনি ছিলেন সার্কসীয়ান (আল-জারাকিসা) বংশোদ্ভূত এবং সুলতান কাইতবাঈ এর মামলূক (ক্রীতদাস)। তিনি আল-গাওর নামক সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন যা তাঁর উপাধির উৎস। অতঃপর তিনি উচ্চতর মিসরের গভর্ণর হন (৮৮৬/১৪৮১-২)। রাবী'উ'স সানী, ৮৯৪/মার্চ- এপ্রিল, ১৪৮৯ সালে অতঃপর তিনি আলেফ্ফোর প্রধান রাজকীয় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

৮৯৬/১৪৯১ সালে তিনি সেখানকার নগরবাসীগণের একটি মারাত্মক বিদ্রোহ দমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি মালাটিয়ার শাসনকর্তা, সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং আল-'আদিল-তূমানবাঈ এর রাষ্ট্রীয় সচিব (৯০৬/১৪০১) নিযুক্ত হন।

দ্রঃ ইব্‌ন ইয়াস, কিতাব বাদা'ই'উ'য-যুহূর ফী ওয়াকা'ইদ'-দুহূর, ৫ম খণ্ড, (ইস্তাম্বুল ঃ ১৯৩১ খ্রীঃ), ২য় সংস্করণ, কায়রো ঃ ১৯৬১ খ্রীঃ), পৃ. ৩-১০২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ট খণ্ড, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃ. ৫৩৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

(ক)'আল্লামা সুয়ূতীর (৮৪৯/১৪৪৫) জন্মের ৩ বৎসর পূর্বে একাদশ সার্কাসীয়ান সুলতান কাকমাক (৮৪২-৫৭/১৪৩৮-৫৩) সুলতান বার সবায়ের (৮২৫-৪১/১৪২২-৩৮) পুত্র ইউসুফ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। কাকমাক (৮৫৭-৬৫/১৪৫৩-৬০) এর পর তার পুত্র 'উসমান ক্ষমতা আরোহণ করেন এবং তিনি মাত্র দেড় বছর কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর আতাবেগ ঈনাল (৮৫৭-৬৫/১৪৫৩-৬০) কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। ঈনাল ৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। অতঃপর তারই পুত্র আহমাদকে ৮৬৫/১৪৬১ সালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এ সময়ই খুশকাদাম আতাবেগ পদবীতে ভূষিত হন এবং উক্ত পদে ৮৭২/১৪৬৭ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন।

দুই সুলতানের পুত্র তথা 'উসমান (Uthman) ও আহমাদের (Ahmad) পদচ্যুতির অব্যবহিত পরের গোলযোগ পূর্ণ অবস্থা থেকে এসময়টি ছিল তুলনামূলকভাবে শান্ত। ওসমান ও আহমাদের সময়কালে সুলতানগণ অবিরাম গোলযোগে মেতেছিল এবং সে সময়ের সুলতানদের নিয়ন্ত্রনহীন ও অশোভনীয় কার্য্যকলাপ ঈনালের (Inal) রাজত্বকাল থেকেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হত। মূলতঃ বেদুইনদের (Bedouin) পক্ষ থেকেই ঐ গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

এ সময় রাজ্যের অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন। সরকারী কোষাগার ও ছিল প্রায় শূন্য। এমতাবস্থায় এ সংকট উত্তরণ ও সরকারী কোষাগারের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে রাজা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সরকারী মূল্য নির্ধারণ, দ্রব্য সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত কর ও শূলকারোপ এবং রাষ্ট্রীয় পরিত্যক্ত সম্পদ বিক্রয়করণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সময় রাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রার অবমূল্যায়ণসহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ নাজুক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ঈনাল (৮৫৭-৬৫/১৪৫৩-৬০) যখন মুদ্রার সঠিক মূল্যায়ণ করার লক্ষ্যে মুদ্রা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন তিনি মামলূক এবং সুবিধাবাদীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। অবশ্য রাষ্ট্রের এ আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি কখনো জনগণের ব্যক্তিগত সম্পদে হস্তক্ষেপ করতেন না। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সুলতান কাকমাক (৮৪২-৫৭/১৪৩৮-৫৩) 'রোড্স দ্বীপ' কর্তৃতাধীনে আনার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা পরবর্তীতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ঈনালের রাজত্বকালে সাইফ্রাসে (Syprus) বিভিন্ন গোলযোগ দেখা দেয়। বস্তুতঃ এ গোলযোগের সূত্রপাত হচ্ছে চারলোট (Char Lotte) এবং জেম [১৬] (Jem) এর মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

---

১৬. জেম (Jem) (جم) ঃ তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের কনিষ্ঠ পুত্র জেম সাকার ৮৬৪/২২ ডিসেম্বর, ১৪৫ সালে এদিরনে (আদারনা= Edarne) তে জন্মগ্রহণ করেন। (তু. Wakiat-i- sultan Jem (واقعات سلطان جيم) , তাঁর মাতা চিচেক খাতুন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের হেরেমস্থ জারিয়াদের (দাসীদের) অন্যতমা ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ সারবিয়ার রাজকীয় বংশের সাথে সম্পর্কিত রমনী ছিলেন।

৮৭৩/১৫-২৫ জানুয়ারী, ১৪৬৯ সালে জেমকে তাঁর দুজন লালা (গৃহ শিক্ষক) এর সাথে কাস্তা মুনীর

Dhaka University Institutional Repository

মামলূকগণ ঈনালকে জেমসের (যিনি ১৪৬০ সালে দ্বীপটির অধিকাংশ দখল করে নেয়) পক্ষে সৈন্য প্রেরণে বাধ্য করেন। জেমস কর্তৃক চারলোট কাইরেনিয়া দূর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ছিল এবং চার বছর আবরুদ্ধ থাকার পর তার পতন ঘটে। ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত যে, খুশকাদামের সময়কালে সাইপ্রাসস্থ মিসরীয় ব্যারাকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। শেষঅবধি জেম্ নিয়মিত নজরানা পাঠাতে রাজী হলে খুশকাদাম শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের সাথে মামলূকগণের সু সম্পর্ক ছিল। আনাতুলিয়া,[১৭] যুল কাদর[১৮] এবং কারান

(قسطمونى)সানজাকের গভর্ণর করে পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিক বৎসরগুলোতে তিনি পারস্য সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ৮৭৫/১৪৭০ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মদ কর্তৃক উযূন হাসানের (وزون حسن) বিরুদ্ধে অভিযানের সময় রূমেলীকে রক্ষার জন্য এ দিনের আগমণ করেছিলেন। একটি নির্ভর যোগ্য সূত্রে বলা হয় যে, চল্লিশ দিনের বেশি সময়ের মধ্যেও যখন তাঁর পিতার কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন তাঁর সঙ্গী দুজন লালা জেমকে উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীদের নিকট হতে বায়'আত গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় মুহাম্মদ প্রত্যাবর্তনের পর যদিও তিনি শাহযাদা জেমকে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু দুজন লালা, কারা সুলায়মান ও নাসূহ-কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিল। শা'বানের মাঝামাঝি ৮৭৯/২০-৩০ ডিসেম্বর , ১৪৭৪ সালে জেম তাঁর ভ্রাতা মুস্তাকার মৃত্যুর পর কোনিয়ার কারামানের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৮৮১/১৪৭৬ হতে ৮৮৬/১৪৮১ পর্যন্ত কারামানের প্রধান উযীর মুহাম্মদ পাশা জেমকে আনুকূল্য প্রদান করেছিলেন। ৮৭৯/২০-৩০ ডিসেম্বর, ১৪৭৪ সালে জেম তার ভ্রাতা মুস্তাকার মৃত্যুর পর কোনিয়ার কারামানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৪৯৫ সালে জেম নেপলসো প্রাণ ত্যাগ করেন।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ খ্রীঃ), পৃ. ৭০৪-৫।

১৭. আনাতুলিয়া (Anatolia) (اناطولى) ঃ আনাদোলূ এর 'আরবী উচ্চারণ আনাতুলিয়া (اناطولى) অর্থাৎ গ্রীক Anatole বায়য্যানটীয় উচ্চারণ 'আনাতোলিয়া'। এশিয়া মাইনর পাবর্ত্য উপদ্বীপ তার পাদদেশীয় ভুভাগ সমেত এশিয়া মহাদেশ যেখান হতে ইউরোপমুখী (বলকান উপদ্বীপ) বিস্তৃত হয়েছে, সেখান হতেই এটির শুরু। সুপ্রাচীন কাল হতে এশিয়া মাইনর নামে সুপরিচিত ৩৬° ও ৪২° উত্তর অক্ষাংশ এবং ২৬° ও ৪৫° পুর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ঐতিহাসিক কাল ব্যাপি এটি পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য ইউরোপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে আসছে। মধ্যযুগে আরব ঐতিহাসকিগণ এবং 'উসমানী সাম্রাজ্যের আমল পর্যন্ত তুর্কীগণ এ দেশটাকে বলত বিলাদুর্-রুম (রোমকদের দেশ = Country of the Rhomeans)।

গ্রীক Anatole (সূর্যোদয়) নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে বায়য্যনটীয়গণ তারা শব্দটি ব্যবহার করত একটি ভৌগলিক শব্দ হিসেবে। কারণ, Orient বা Levant কথাটি দ্বারা তারা কন্সটান্টিনোপলের পুর্বদিকে অবস্থিত সকল ভূ-ভাগকেই বুঝিয়ে থাকে। বিশেষ করে এশিয়া মাইনর ও মিসরকে বুঝিয়ে থাকে। প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট Diocletion এবং কন্সট্যানটাইন প্রশাসন পুনর্গঠনের পরে এদেশটিকে Per Orientem' নামক একটি অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করা হয়। আর এটি সাম্রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ অংশ বিশেপের এলাকা নিয়ে ইহা গঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। dioces (বিশপের এলাকা) পাঁচটি প্রশাসনিক বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়। যথা ইজিটাস, ওরিয়েন্স, পন্টাম, এশিয়ান ও ফ্রেসিয়া। এ প্রশাসনিক বিভাগকে পুনরায় কয়েকটি Theme' (প্রশাসনিক ক্ষুদ্রতর অঞ্চল) এ বিভক্ত করলে তখন প্রশাসনিক পরিভাষা Anatalaks বিলুপ্ত হয়। খ্রীঃ ৭ম শতকের প্রথমার্ধের শুরুতে Anatolikan নামটি তখন হতে আম্যোরিয়াম (Amoriam) ও আইকোনিয়াম, (IConium) এর চুতস্পার্শ্ববর্তী Theme (প্রশাসনিক অঞ্চল) অর্থে ব্যবহৃত হত। এ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক এলাকাকে বলা হতে থাকে আল-আতোলুস বা অনুরূপ কোন কিছু যাকে ইবন খুররা দাযবিহ ব্যাখ্যা করেছেন আল নাতোলীক বা 'প্রাচ্য দেশ' বলে

Dhaka University Institutional Repository

নগ্‌লু[১৯] বংশের সাথে মামলূক সুলতানদের মৈত্রী বন্ধন স্থাপিত হয়। যদিও এ সমস্ত বংশের রাজকুমারগণ

(পৃ. ১০৭, অনুঃ ৭৯) কুদামাঃ ব্যাখ্যা করেছেন আল-নাতোলীক (অর্থাৎ আল-মাশ্‌রিকী "পূর্ব দেশীয়" বলে (সম্পা, de Qoeje, পৃঃ ২৫৮, অনু. ১৯৮; H. Qelzer, Die Qenesis der byzantiai schen Theman verfassung, সাইফ্রাস ঃ ১৮৯৯, পৃ. ৮৩; F. W. Braks Arasecs list of Byrastine Themes, Jwwrnal of Hillemmic studies,১৯০১ খ্রীঃ, পৃ. ৬৭-৭৭। তুর্কী বিজয়ের পর হতে পুনরায় প্রশাসনিক অঞ্চল Theme-এর যে নাম Anatolikoa ছিল তা বিলুপ্ত হয়। সাধারণ ভৌগোলিক নাম "অনাতোলী" আবার ব্যবহৃত হতে থাকে এবং তুর্কীগণের মুখে মুখে তা আনাদোলু রূপলাভ করে। প্রথম দিকে এদ্বারা শুধু মাত্র পশ্চিম আনাতোলিয়াকে বুঝাত। এ নামের যে বৃহত্তর 'উসমানী প্রদেশ (এয়ালেত বা বিলায়েত) ছিল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল সাবেক পশ্চিম অনাতোলীয় তুর্কী ক্ষুদ্র রাজ্যাংশ সমূহ। একটি প্রদেশের নাম হিসেবে আনাদোলু কথাটি ১৯শ শতকের মধ্যভাগে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন হতে আনাতেলিয়া কথাটি ভৌগোলিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে সমগ্র উপদ্বীপটিকে বুঝিয়ে থাকে।

বর্তমানে তুর্কী ভাষায় আনাদোলু বলতে যা বুঝায় তা হলো– আধুনিক তুরস্কের সমগ্র এশিয়া মহাদেশীয় অংশ এবং সে সঙ্গে ভৌগোলিক ভাবে উত্তর মেসোপটেসিয়ার অর্ন্তগত অংশসমূহ। যথা, আল-জাযীর, (দিয়র বাক্‌র) কর্দ্দীস্তান (ভান ও বিৎলিস) এবং আরসেনিয়া এর অন্তর্গত অংশ সমূহ। ১৯৫০ খ্রীঃ তুরস্কের সমগ্র এলাকার আয়তন বলা হয় ৭,৬৭,১১৯ বর্গ কিলোমিটার এবং আনাতোলিয়ার আয়তন ৭, ৪৩, ৬৩৪ বর্গ কিলোমিটার। তন্মধ্যে থ্রেসের আয়তন ২৩, ৪৮৫ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৫০ খৃ. সম্রগ তুরস্ক দেশের লোক সংখ্যা ছিল ২০৯ ৩৪, ৬৭০, তন্মধ্যে ১৬,২৬, ২২৯ জন বাস করত তুরস্কের ইউরোপীয় অংশে, আর ১৯৩, ০৮, ৪৪১ জন বাস করত আনাতোলিয়াতে।

দ্রঃ আল্- ইদ্‌রীসী, নুয্‌হাতুলল মুশতাক ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫, ৪৫, ৫৫; ইসলামী বিশ্ব কোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীঃ) পৃ. ৩৫৩।

১৮. যু'ল কাদর (ذو القدر) (Dhul Qadr) ঃ তুর্কোমান শাসক বংশ। এ শাসক বংশ এলবিস্তান হতে প্রায় দুশতক কাল (৭৩৮/৯২৮) অবধি প্রথমে মামলূকদের সামন্ত হিসেবে ও পরে 'উসমানী সুলতানদের সামন্ত হিসেবে মার'আশ মালাতিয়া অঞ্চল শাসন করে। আর এ শাসক বংশের বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপির একটিতে "দুল গাদির" এ বানান পরিদৃষ্ট হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, 'আরবীকৃত শব্দরূপ "দুল-গাদর" ও তুল-গাদির যা পরবর্তী কালের 'উসমানী সুত্র গুলিতে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়। শব্দটি এসছে একটি নাম বা খেতাব হতে। Gabain-এর অনুমান অনুযায়ী শব্দটি তুগলাদার বা শিরস্ত্রাণধারী হতে উদ্ভুত। এ শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম যায়নুদ-দীন কারাজা ইব্‌ন দুল-কাদির।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৬৪৯-৫১।

১৯. কারানানগ্‌লু (Qarananoglu) (کروغلو) কারোগলু ঃ ১০ম/ ১৬শ শতাব্দীর অনাতুলিয়ার জালালী আন্দোলনের একজন বিদ্রোহী নেতা এবং একটি জনপ্রিয় বীরত্ব কাহিনীর নায়ক। তিনি বোলু (Bolu) অঞ্চল হতে আগমন করেন এবং সম্ভবত ঐ নামের সৈনিক চারণ কবি ও তিনি একই ব্যক্তি।

বহুকাল পর্যন্ত কারোগ্‌লু রূপ কথার একজন বীর নায়করূপে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বীরত্ব কাহিনী সমূহ আনাতুলিয়া, আযার বায়জান, তুর্কমেনিস্তান এবং উযবেকিস্তান-এর চারণ কবি ও গল্পকারগন কর্তৃক গীত হত। তুর্কী ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রচারিত পাণ্ডুলিপি সংস্করণ এবং পরবর্তীতে লিথুগ্রাকৃত শিলা লিপি ও মুদ্রিত প্রতিলিপিসমূহ এ মহান বীরত্ব কাহিনী সংক্রান্ত অলীক মহাকাব্যের সুদীর্ঘ উপাখ্যান কিরঘিয কাযশক এবং তোবোল এর তাতারদের ন্যায় সীমান্তবর্তী তুর্কী ভাষী সম্প্রদায়ের কথকদের সংগ্রহেও স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে ইহা আর্সেনী, কুর্দী, জর্জীয় এবং তাজীকদের ন্যায় অ-তুর্কী জনসাধারণের নিকটও পৌছেছে।

বিগত ১১শ/১৭ শ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রন্থকারগণ কারাগ্‌লু যে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা স্বীকার করেছেন। আওলিয়া চেলিবি কোন সুনির্দিষ্ট তারিখে উল্লেখ ব্যতীতই তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তিক্ত যার বীরত্ব কাহিনী অদ্যাবধি উত্তর পশ্চিম আনাতুলিয়ার পার্বত্যাঞ্চলে স্মরণ করা হয়। তারবীয এর আরাকেল (Arakel)

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষাপটে 'উসমানীয় সুলতানদের আনুগত্য প্রদর্শন করতো। এতদ্‌ভিন্ন, দিয়ার বকর[২০] শাসনকর্তা আককয়ূনলু,[২১] তুর্কমান[২২] ও উযূন হাসানের[২৩] সাথে ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখত। উযূন

তাঁকে একজন জালালী নেতারূপে উল্লেখ করেন। অভিযান সমূহ ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রাক্কালে পারস্য এবং "উসমানী সাম্রাজের সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের চারণ কবিগণ কর্তৃক গীত "বীরত্বকাহিনী" এর মূল উপজীব্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্বে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর পরিচয় উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ লক্ষ্যে কেউ কেউ স্থানীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছেন। আবার কেউ কেউ উক্ত বীর এর ঐতিহাসিক মৌলিকত্বের ভিত্তি সম্পর্কে কতিপয় উপাদান অথবা তাঁর বীরত্ব কাহিনী সম্পর্কিত অলীক কাহিনীর মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করে এ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৩৬০।

২০. দিয়ার বকর (ديار بكر) বলতে সম্ভবত বকরদের আবাস ভূমি কে বুঝায়। এটি জাযীরার উত্তর প্রদেশের প্রচলিত নাম। চাইগ্রিম নদীর পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রবাহের গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোড় গ্রহণের স্থান হতে উৎসমূল পর্যন্ত বাম ও দক্ষিণ তীর ভূমির বিস্তীর্ণ ভুভাগ এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। দিয়ার নাম করনের কারণ এই যে, ৭ম শতাব্দীতে বকর ইবন ওয়াইল এর রাবী'আ গোত্রের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে বাস করত এবং গোত্রটি জাহিলী যুগের গোত্রীয় সংগ্রামের পরে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। আল-কুফা অঞ্চলে কিছু কাল বসবাস করে বক্রী দল উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত 'উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে যখন মু'আবিয়া (রা) সিরিয়া ও জাযীরার শাসনকর্তা ছিলেন তখন এদের অভ্যুদয় ঐ সময়ে মুদারী ও রাবী'ঈ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক সরকারী নির্দেশে এ অঞ্চলের অনধীকৃত এলাকায় বসতিস্থাপন করে। মু'আবিয়া (রাঃ) এ মুদারীগণকে দিয়ার মুদারী নামে অভিহিত এলাকায় এবং রাবী 'ঈগণকে দিয়ার রাবী'আ নামে অভিহিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্রঃ ইয়াকুত হামাভী; মু'জামুল বুলদান; খ২ পৃ ৩৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ খ্রীঃ), পৃ. ৩৫৩-৪।

২১. আককয়ূনলূ (اقكويونلو) এর শাব্দিক অর্থ "সাদা ভেড়ার লোকেরা"। মধ্য এশিয়ার তুর্কোমান গোত্র সমূহের সম্মিলিত ঐক্যজোট। মোঙ্গল পরবর্তী যুগে (১৪শ শতকে) দিয়ার বকর অঞ্চলে এদের উত্থান ঘটে এবং ৯০৮/১৫০২ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

উক্ত ঐক্যজোটে বিভিন্ন শ্রেণীর গোত্র ছিল যারা সম্ভবতঃ সাল্‌জুকদের সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু মোঙ্গলদের অধীন তাদের অস্তিত্ব ছিল অখ্যাত। এসকল গোত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করতে হয় বায়নদুর (Bayandur) গোত্রকে।

যাদের হাতে নেতৃত্ব ছিল এবং যারা প্রত্যেক অনুগামীদের নিয়ে ঐক্যজোট বা ফেডারেশন গঠন করেছিল।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীঃ), পৃ. ৬০।

২২. তুর্কমান Turkoman (تركمان) ঃ মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির একজন গোষ্ঠী। এ নামটি একাদশ শতাব্দী হতে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে ফারসী ভাষায় " তুরক্‌মানার রূপে নামটি ব্যবহার করেন দুজন পারস্যবাসী ঐতিহাসিক। তারা নামটি ব্যবহার করতঃ তুর্কী উগুয্ ও 'আরব-উগুয্ জনগোষ্ঠী অর্থে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মত পূর্ববর্তী কালেও তথায় ওর খান শিলালিপিতে তাদের উল্লেখ রয়েছে। যতটুকু জানা যায়, এ উগুয্‌গনকে তুর্কী বলা হত।

'আরবী ভৌগলিক সাহিত্যে 'তুর্কোমান' উল্লেখ করা হয় কয়েকটি শহরের বর্ণনা উপলক্ষে। এ শহরগুলি 'আরবী জাব অথবা সায়রাম-এর উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্বে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের অবস্থান সঠিক বর্ণনা করা অসম্ভব। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তুর্কোমান শব্দটির আদি রূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাক্তন রাশিয়ার তুর্কোমানিয়া এলাকা প্রথমে একটি পৃথক অঞ্চল (Transcastoian) হিসেবে অনুমোদিত হয়। কিন্তু ১৮৯৮ সালে ইহা তুর্কিস্তান-এর গর্ভণর জেনালের প্রশাসনভুক্ত হয়। বিপ্লব ও বহুজাতিক সমস্যা সমাধানের পর ১৯২৪ খ্রীঃ তুর্কোমানিয়া প্রাক্তণ Socialist Soviet Ripublic রূপে সংগঠিত হয়। ১৯২৬-১৯২৭-এর আদম শুমারি অনুসারে এ প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা ছিল ১০,৩০,৬৪১। তন্মধ্যে ৭,১৯,৭৯২ জন ছিল তুর্কোমান। বিভিন্ন শহর ও

Dhaka University Institutional Repository

হাসান যখন তার ভ্রাতাদ্বয় জাহাসীর ও উয়াইজ সহ অন্যান্য স্থানীয় রাজ্যের ভূমি দখল করে তার খণ্ডিত রাজ্যের সীমা বর্ধিত করতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন থেকেই মূলতঃ পারস্পরিক সম্পর্কের অবণতি ঘটতে থাকে।

একথা স্বীকার্য যে, একটি সময়কাল পর্যন্ত 'উসমানীয় সুলতানদের সাথে মামলূকগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। পরবর্তীতে 'উসমানীয় রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ৮৬৮/১৪৬৪ সালে মামলূক সূলতান অপমানিত হলে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সর্বোপরি, ৮৬৯/১৪৬৫ সালে আনাতুলীয়ায় দুটি শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারকে সাহায্য করার চেষ্টা করলেও সম্পর্কের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। কারানা নগুল মামলূক সালতানাত ও উযূন হাসান এর সাহায্য নিয়ে তার ভ্রাতৃত্বয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল যারা 'উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ থেকে সাহায্য পেয়েছিল এবং ৮৬৯/১৪৬৫ সালে মুহাম্মদ যুলকাদর এর শাহ্ সুবারকে তার ভাই শাহ বুদাক এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (যাকে খুশকদম নিয়োগ দান করেন)। ৮৭২/১৪৬৭ সালে খুশকাদামের মৃত্যুর পর ইয়ালবাঈ, তুমুরবোগা এবং কাইতবাঈ প্রায় একই বছরে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। কাইতবাঈ (যিনি ক্ষমতারোহণ করতে অপ্রস্তুত ছিলেন) অন্যদের তুলনায় আশাতীতভাবে বেশী দিন ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ব্যাপক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিল। পর্যায়ক্রমিক ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা তাঁর রাজত্বকাল চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। উপরোল্লিখিত 'উসমানীয়গণ কর্তৃক সমর্থিত শাহ্ সুবার পরাজিত হবার পূর্বে মামলূকদেরকে কয়েকটি যুদ্ধে শোনচীয়ভাবে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুকৌশলে গ্রেফতার করতঃ ৮৭৭/১৪৭২ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ইতোমধ্যে উযূন হাসান এর দ্রুত উত্থানে সুলতান বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। উযুন হাসান ৮৭২/১৪৬৭ সালে কারাকোয়ূনলু,[২৪] ও জাহান শাহ্কে এবং ৮৭৩/১৪৬৯ সালে তায়মূরীদ[২৫] আবূ সা'ঈদকে পরাজিত করেন। এর ফলে তার সাম্রাজ্য বাগদাদ, হিরাত ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়।

বৃহত্তর গ্রামগুলির জনসংখ্যা ছিল ১ম খণ্ড, ৩৬, ৯৮২, তুর্কোমান ছিল মাত্র ৮,৭৯০ জন, পারস্য ও আফগানিস্তানের তুর্কোমানদের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সনে প্রাক্তণ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় তুর্কোমানীরাও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ খ্রীঃ), পৃ. ৬৮৩।

২৩. উযূন হাসান (ازن حسن) ঃ তুর্কীজাতির একটি শাখা আক কয়ূনলূ বংশের শাসক ছিলেন উযূন হাসান। ৮৫৮/১৪৫৪ হতে দিয়ার বক্রের এ যুবরাজ পরবর্তীকালে আর্মেনিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী রাজ্যের সার্বভৌম শাসক (৮৭২-৮৮২/১৪৬৭-৭৭) ছিলেন। হাসান বেগ ইব্ন 'আলী বেগ ইব্ন কারা 'উসমানের দৈহিক উচ্চতার জন্য উযূন (দীর্ঘ) ডাক নাম লাভ করেন। উযূন হাসানের শাসন কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সুপরিচিত নয়।

দ্রঃ ইব্ন 'আয়াস 'তারীখ মিসর ঃ ২য় খণ্ড (কায়রো ঃ ১৩১১ হিঃ) পৃ. ১৬০।

২৪. কারা কোয়ূনলু (Kara Koyunlu) হচ্ছে তুর্কী রাজবংশ। তারা পূর্ব আনাতোলিয়ার কতিপয় অংশ, 'ইরাক, আল-জাযীরাঃ ও ইরানের অধিকাংশ ভূভাগ শাসন করেন। বারানী (বারানলু) বংশ নামেও পরিচিত, কিন্তু কেন এ নাম তা জানা যায় নি। কারা কোয়ূনলু গোত্র নিঃসন্দেহে ওগুয (Oghuz) গোত্রের একটি উপগোত্র (Oba) ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ৮৭৭/১৪৭২ সালে তিনি মামলূক সালতানাতের কাখতা (Kakhta} ও গারগার (Gargar) কিল্লাদ্বয় দখল করলেও শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। একই বছরে তার দু'জন আমীর মদীনায় কাজীগণকে (Qadis) খুৎবা (Khutba) পাঠকালে সালতানাতের নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁকে সার্বভৌম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাধ্যকরার চেষ্টা করলে উক্ত আমীরদ্বয় গ্রেফতার হন।

Minorsky-র এ দাবী অনুযায়ী। এ উপগোত্র য়িওয়া (Yiwa) হতে উদ্ভুত। (The Clan Of the Qara Qoyunlu rulers in koprulu Armagani, ইস্তাম্বুল ঃ ১৯৫৩ খ্রীঃ পৃ. ৩৯১-৫)। রাজনৈতিক সাফল্যের , কারণে অন্যান্য বহু গোত্র এ রাজবংশের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোত্রগুলো ছিল- সাদল, (নাখজিবান অঞ্চল) দুখারুলু, হেরযুরুম-বাযবুয়ত্ অঞ্চল, আলপাগুত ও এগাচতরি (মার'আশ অঞ্চল) বাহারলু, (হামাদন অঞ্চল জিহানশাহ এর শাসনামলে কারামানলু গোন্জাও বারদা'আ অঞ্চল, জাকিরুল আর্দাবী অঞ্চল) এবং আঈনুল গোত্র। এতদ্ব্যতীত কারা উলুস নামে পরিচিত এক বিরাট সম্প্রদায় ও কারা কোয়ূনলুদের অধীনে ছিল। পরবর্তী কালে এ সকল গোত্র আককয়ূনলুদের এবং তৎপর সাফাবীদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। মোঙ্গল আমলে কারা কয়ুনলুদের শীতকালীন বাসস্থান ছিল মাওসিল (موصل) অঞ্চলে। আর তাদের চারণ ভূমি ছিল ভান (সম্ভবত আর জিহশ) অঞ্চলে এবং তারা ছিল উইরাত (Uyrat) গণের অধীনে। সুতায়লীগণ (Sutayli) যখন ৭৩৭/১৩৩৭ উইরাতগনের মালিকানাধীন পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আনাতুলিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে তখন কারাকয়ূনলুগণ তাদের সামন্ত হয়ে পড়ে। সুতায়লী গোত্রের পীর মুহাম্মদ যখন ৭৫১/১৩৫০ সালে তায়বুগার পুত্র এবং তার অন্যতম আমীর হুমায়ন বেগ এর হাতে নিহত হয় তখন এ আমীর তার স্থান দখল করেন। তবে অল্প দিনের মধ্যে তিনিও আমীর বায়রাম খোজার হস্তে নিহত হন (৭৫২/১৩৫১), যিনি কারা কয়নলূ গোত্রকে ইতিহাসের মঞ্চে স্থান দান করেন।

কারা কায়ূনলূ রাজ্যের গঠন ছিল জালযীরী রাজ্যেরই অনুরূপ। এ বংশের শেষ সদস্যগণের এবং কোন কোন উপজাতীয় বেগগণের নাম ছিল ইয়ার 'আলী, পীর'আলী, হাসন 'আলী, হুমায়ন 'আলী ও 'আলী শাকির ইত্যাদি। কারা কয়ূনলু বংশীয় শাসকগণের শী'আ প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদুপরি জানা যায় যে, ইসফাহান বার (১২) ইমাম এর নামের মুদ্রাংকনও করেছিলেন। অপর পক্ষে, জিহান শাহ্ এর আমলে অঙ্কিত মুদ্রাতে চারি খলীফার নাম দেখতে পাওয়া যায় এবং সমসমায়িক কোন ঐতিহাসকির লেখায় এমন কোন প্রমাণ মিলে না যে, শী'আ ঃ মতবাদের প্রতি তার কোনরূপ আকর্ষণ ছিল। মধ্য আনাতুলিয়া ও ইরানে ভেড়ার আকৃতিযুক্ত যে সকল সমাধি প্রস্তর দেখতে পাওয়া যায় সাধরণত বীরত্বের খ্যাতি অর্জন কারীদরে স্মৃতি রক্ষার্থে তা নির্মিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলো সমাধি প্রস্তর অবশ্যই কারা কয়ূনলু বংশীয়গণের।

দ্রঃ দা, মা, ই, (উর্দূ), লাহোর ঃ ১৬/২খণ্ড পৃ. ৮৭; ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃ. ২৭৩-৭৮।

২৫. তায়মূরীদ ঃ তায়মূরীগণ সাধারণতঃ আমীর তীমুরের বংশধর। এ ছাড়াও নামটি বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় শাসন পরিচালনাকারী তাঁর পরিবারের রাজন্যবর্গের ক্ষেত্রে ও ব্যবহৃত হয়।

তীয়মুরীদের ইতিহাস দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম যুগে বিজেতার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত সাম্রাজ্যটি যা পরবর্তীতে দুটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়। পশ্চিমেরটি মীরানশাহর পুত্র আবু বকর্ ও মুহাম্মদ 'উমার এর এবং পূর্বেরটি শাহ্রূখের (এ অংশটি প্রথমত খুরামানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে কয়েক বছরের মধ্যে ট্রান্স আকসিয়ানাও সংযুক্ত হয়)। তীমুর কর্তৃক শাসিত প্রায় সমগ্র এলাকা এ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এ ছিল অতিশয় উন্নত ও তুলনামূলক ভাবে শান্তিপূর্ণযুগ। যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় স্বভাবের শাহ্রূখ তাঁর পিতা কর্তৃক কৃত ক্ষতির খেসারত প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যতদূর সম্ভব জ্ঞানী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শাহ্ রূখের মৃত্যু হতে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগে ইরানীদের ঐক্য নিশ্চিত করে তায়মূরীয় আধিপত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হয়। সাম্রাজ্যটি ধীরে ধীরে খণ্ড-বিখন্ড হতে থাকে। প্রত্যেক যুবরাজ তাঁর নিজস্ব রাজ্য পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে। মূলতঃ খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীটি ছিল শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য স্বর্ণ যুগ।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীঃ) পৃ. ৫৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ৮৭৮/১৪৭৩ সালে উযূন হাসান (Uzun Hasan) 'উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কর্তৃক এরযিনজান (Erzinjan) এর নিকট পরাজিত হন এবং পরবর্তী বছর তথা ৮৮২/১৪৭৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন। মামলূক সুলতান 'উসমানীয় সুলতান বায়েযীদ দ্বিতীয়[২৬] (Bayezid) এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এতে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। যার ফলশ্রুতিতে সম্মুখবর্তী অঞ্চল সমূহে যুদ্ধ বেঁধে যায়, যা ৮৯৬/১৪৯১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

মূলতঃ এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল কাইতবাঈ (Qaytbay) কর্তৃক জেম্ (Jem) কে সিংহাসন দখল করার জন্য মিসর আগমনের আহবান জানান। অবশ্য বারংবার উদ্যোগ নেয়া সত্বেও কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান বিজয় ছাড়া কাইতবাঈ তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এ যুদ্ধোত্তর কালে দেশের প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হয়। পাশাপাশি দেশের সেনা বাহিনীর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডও ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তীতে যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যয়ভার মিটানোর জন্য কাইতবাঈ টাকা সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য তিনি মুদ্রার অবমূল্যায়ণ ঘটান। এমনকি তিনি জোরপূর্বক টাকা হরণ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ, রেশন ও উপবৃত্তি সমূহ হ্রাস করণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সাত মাসের বেতন সমান আয় কর্তন সহ বিভিন্ন অযৌক্তিক ও অন্যায় উদ্যোগও গ্রহণ করেন।

এতদ্ভিন্ন, শষ্য বিক্রির উপর কর ধার্য করণ, ভূমি মালিক ও জায়গীয়রদার থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করণ, খারাজের পরিমাণ হ্রাস করণসহ বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্যদিকে রাজ্যে প্লেগ, (Plague) দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির আক্রমণে এবং বনুহারাম ও যুবাইল নামক বেদুইন (Bedouin) গোত্রের মধ্যকার ঝগড়া বিরোধের কারণে সুলতানের ক্ষমতা আরো দূর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপামি জুলবান [২৭] (Julban) গণ ও দেশের গোলযোগ সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগান দিত।

বস্তুতঃ কাইত বাঈ (Qayt bay) এর শাসনকাল দল উপদলের মধ্যকার সৃষ্ট যুদ্ধ সংঘাতের মধ্যে দিয়ে

২৬.
বায়েযীদ দ্বিতীয় (Bayzid) (بايزيد ثانى) ঃ 'উসমানী সুলতান (৮৮৬- ৯১৮/১৪৮১- ১৫১২) সম্ভবতঃ শাওয়াল বা যু'ল-কা'দ, ৮১৫/ডিসেম্বর, ১৪৪৭ বা জানুয়ারী, ১৪৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। (কতিপয় উৎসে তাঁর জন্ম তারিখ ৮৫৬ বা ৮৫৭/ ১৪৫২ বা ১৪৫৩ সাল উল্লেখ করা হয়েছে)। পিতা দ্বিতীয় মুহাম্মাদের জীবদ্দশায় তিনি আমাশিয়া প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন এবং ৮৭৮/১৪৭৩ সালে তলুক বেলীর যুদ্ধে উপস্থিত থেকে আককূয়নলূ তুর্কী গোত্রীয় নেতা উযূন হাসান এর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৮৮৬/১৪৮১ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মদের ইনতিকালের পর বায়েযীদ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনয়া-এর অধিবাসী কারামানের গভর্ণর জেম্ এর মধ্যে সিংহাসন নিয়ে একটি সংঘর্ষ শুরু হয়। জেনিসারী বাহিনী ও তুর্কী সরকারের একটি শক্তিশালী কুচক্রী দলের সমর্থন বায়োযীদের সিংহাসনারোহণ নিশ্চিত করে।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রীঃ), পৃ. ৬৪৫-৬৪৮।

২৭. জুলবান রাজদন্ডাধিকারী সুলতানদের কার্যে নিয়োজিত মামলূকগণ। সাধারণতঃ যাদেরকে 'জুলবান' বা 'আজলাব' নামে অভিহিত করা হতো। তারা মূলতঃ সুলতানের নিজস্ব মামলূক।

Cf ঃ E. M. Sartain, VOL.1.

Dhaka University Institutional Repository

অতিবাহিত হয় যা দেশের জন্য সমূহ ক্ষতি ডেকে আনে। এসময় [৯০১/৯০৬/১৪৯৬-১৫০১) জনগণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিলনা। কাইত বাঈ এর রাজত্ব কালেই কানসু খামসুমিয়া[২৮] (Qansuh -KhamSu miah) ও আকবিরদী (Aqbirdi) এর মধ্যে এহেন দন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

কাইত বাঈ এর ছেলে মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করলে কানসু আতাবেগ পদে ভূষিত হন। উক্তপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ৯০২/১৪৯৭ সালে তিনি মুহাম্মদ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু মুহাম্মদ তার চাচা (যিনিও কানসু নামে অভিহিত ছিলেন) কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং শক্তভাবে সে অপচেষ্টা প্রতিহত করেন। এরপর থেকেই কানসু [Qansuh] ক্ষমতাহীন হয়ে উঠে।

পরবর্তীতে কানসু খামসু মিয়া (Qansuh -KhamSu miah) মুহাম্মদের নিকট পরাজিত হন। কিছুকাল পলাতক অবস্থায় থাকার পর আকবিরদীর হাতে ধৃত হয়ে নিহত হন। অন্যদিকে আকবিরদী মুহাম্মদ এর চাচা কানসু কর্তৃক পরাজিত হয়ে সিরিয়া (Syria) পলায়ন করেন। এবং আমীর তুমান বাঈ[২৯] (Tuman bay) কর্তৃক নিহত হন। মুহাম্মদের চাচা কানসু (Qansuh) ৯০৫/১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এদিকে তুমান বাঈ ক্ষমতা লাভের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কানসু দেড় ছরের বেশী ক্ষমতায় থাকতে পারলেন না এবং ৯০৫/১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে জানবুলাত[৩০] (جانبلاط)

---

২৮. কানসু (كنسوة) ঃ চীন দেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রদেশ। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে জেক ওয়ান ও শেনসি প্রদেশ এবং পশ্চিম ও উত্তরে চিংহাই, সিংকিয়াং, উইগুর ও ইনার মঙ্গোলিয়া শাসিত প্রদেশ সমূহ দ্বারা বেষ্টিত। মহান খান কুবীলায়-এর অধীনে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে এ প্রদেশ প্রান্তীয় উত্তর পশ্চিমের শহরগুলি হতে এ নাম গ্রহণ করেছে। কান্চু (চাংয়ে) ও সুচৌ (কিউচুয়ান) উভয় শহরের কথাই 'হুদূদুল-'আলাম' ও গারদীযীতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমোক্তটি খামসু (মঙ্গোল আমলে কামজু) এবং শেষোক্তটি সুবুজ বা সূকজু নামে পরিচিত।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃ. ৫৩৮।

২৯. তূমানবায় দ্বিতীয় (طومان بائی ثانی) (Tumain bay 2nd) ঃ আল-মালিকুল আশরাফ (আমীরকানসূহ আল-গাওরী) সর্বশেষ মামলূক সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ১৪ রামাদান, ৯২২/১৭ অক্টোবর, ১৫১৬ সাল হতে ২১ রাবী, ৯২৩/১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ১৫১৭ সাল পর্যন্ত, আমীর কানসূহ পরবর্তীকালে সুলতান কানসূহ আল-গাওরী নামে অভিহিত হন।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীঃ), পৃ. ৬৯৮।

৩০. জানবুলাত (جانبلاط) অথবা জানবূলাত (جانبولط) ঃ কুর্দী ভাষায় এটির অর্থ- লৌহ আত্মা, দুরূযী মাযহাবের অনুসারী ও কুর্দ বংশোদ্ভূত একটি রাজ পরিবার। পরিবারটি লেবাননে তাদের আবাসভূমি গড়ে তুলে এবং জানবুলাতী দল গঠন করে। লেবাননী তথ্য সূত্র অনুযায়ী আয়্যূবী পরিবারের সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এরা ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধে কেলেস নামক এলাকায় আত্মপ্রকাশ করে। জানবুলাত আল-নাসিরী নামক ব্যক্তি ৯০২/১৪৯৭-৯০৪/১৪৯৯ সালে প্রথমে হালাব ও পরে দামিশকের গর্ভনর ছিলেন। অতঃপর আল -মালিকুল আশরাফ আবুল নাসার নাম ধারণ করে ছয় মাসের জন্য মিসরের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ৯০৬/৯০৭, সালে ইন্তেকাল করেন।

Cf. A. N. Poliak, Feudulism in Egypt, Syna, Palestine and the labanon, 1250-1900, লন্ডন ঃ ১৯৩৯ খ্রীঃ), পৃ. ৪৪, ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

(Ganbulat) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হন। নতুন সুলতান তুমানকে সিরিয়ার গর্ভনর খসরুকে দমন করার জন্য পাঠান। তুমানবাঈ (Tumanbay) এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খছরুর (Qasruh) সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। তুমান বাঈ ৯০৬/১৫০১ সালে খছরুকে [Qusruh] আতাবেগ (Atabeg) হিসেবে গ্রহণ করে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। অতঃপর তুমান বাঈ [Tuman bay] কায়রোর (Cairo) দিকে অগ্রসর হন এবং কায়রোর রাজকীয় দুর্গ স্বীয় নিয়ন্ত্রনে এনে তাঁর একান্ত সহযোগী খসরুকে হত্যা করেন। তদুপরি তিনি মামলূক ও আমীরগণকে নিষ্ঠুর ভাবে বিতাড়িত করেন। এতকিছুর পরেও তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত গণ আন্দোলন ও বিদ্রোহের মুখে ৯০৬/১৫০১ সনে রমযান (Ramadan) মাসে পরাজিত হন এবং কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর নিহত হন। কানসু আল-গাওরী (Qunsuh Al-Ghawri) অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও সুলতান হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে ১৬ বছর কাল যাবত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে তাকে নানাবিধ সমস্যার মুকাবিলা করতে হয়।

সমস্যাগুলোর মধ্যে অনত্যম হচ্ছে– তাঁকে ক্ষুধার্ত মামলূকদের জন্য প্রচুর টাকা সংগ্রহ করতে হতো। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করণ, জনগণ থেকে জোর পূর্বক অর্থ আদয় করণ, বেতনহ্রাস করণ, ইত্যাদি। রাজনৈতিক অস্থীরতার কারণে ব্যবসা বাণিজ্য তথা বাজার অর্থনীতিতে ও অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে মুদ্রা মানের অবমূল্যায়ন ঘটে। এতদ্‌ভিন্ন, দ্রব্য-সামগ্রীর উপর প্রচুর শুল্ক ও ভ্যাট আরোপ করার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়।

মূলতঃ মিসরে মামলূক সালতানাতের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথাই সুপ্রতিভাত হয় যে কোন প্রভাবশালী ও শক্তিধর জাতি, বংশ কিংবা সালতানাত চিরদিন টিকে থাকতে পারেনা। ইতিহাসের নির্মম সিড়ি বেয়ে একদিন উহার পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

মামলূক সুলতানগণ ক্ষমতা লাভের সূচনা থেকে দীর্ঘকাল ব্যাপী অত্যন্ত প্রতাপের সাথে মিসরে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার জাল বিস্তার করলেও পরবর্তী কালের সুলতানগণ বিশেষতঃ বুরজী মামলুকের শেষের দিকে তথা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে (সুলতান আজ-জাহির জাকমাক/কাকমাক এর সময় কাল থেকে) নিজেদের দূর্বলতা, অনৈতিকতা, অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা, রাজ্যের আভ্যন্তরীন কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দৈণ্যতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে ক্ষমতার মসনদ ধীরে ধীরে পতনোম্মুখ হয়ে পড়ে। 'উসমানী সাম্রাজ্যের প্রভাব বলয় এবং তাদের তীব্র আক্রমণ এবং মামলূক সেনাবাহিনীর মধ্যকার অনৈক্য ও দায়িত্বহীনতা ও মামলূকদের ক্ষমতাকে দুর্বল করে তোলে। অবশেষে ৯২২/ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশেষ মামূলক সুলতান কানসু আল-গাওরীর নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালের মামলূক সালতানাতের অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান

সার্কাসীয়া (Circassia) 'আমলের সূচনাতে বারকূক (برقوق) ও কানসু আল্-গাওরী (Qunsuh al-Gawri) (৯০৬-২২/১৫০১-১৬) এর শাসন কালের শেষ ভাগের মধ্যবর্তী সময় মামলূক সালতানাত 'উসমানীয়দের[৩১] সঙ্গে (৮৯০/১৪৮৫/৮৯৬/১৪৯১) একটি স্থল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কাইত বাঈ (Qayt bay) (৮৭২/৯০১/১৪৬৮-৯৬) এর 'আমলে মামলূক সালতানাত ও তুর্কী সীমান্তবর্তী কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য বিশেষতঃ "এলবিস্তারের" বিরুদ্ধে 'উসমানী আক্রমণ ছিল মূলতঃ এ যুদ্ধের কারন। অষ্টাদশ/চর্তুদশ শতকের প্রথমার্ধে এ ক্ষুদ্র রাজ্যটি উহার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মামলূক সালতানাতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে

---

৩১. 'উসমানলী বা 'উসমানীয় শব্দটির উৎপত্তি হয় এশিয়া মাইনরে-তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান 'উসমানের নাম থেকে এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচনাবলীতে 'উসমানী শব্দটি বিকৃত হয়ে 'অটমান' হয়েছে। ইলামের ইতিহাসে অটমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অবদান অনস্বীকার্য।

ত্রিশ বছর বয়সে 'উসমান তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাজত্ব শুরু করেন। দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর কালব্যাপী তিনি দৃঢ়তা ও বিচক্ষনতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মূলতঃ তাকেই বিশাল অটমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতানরূপে অভিহিত করা হয়।

প্রাচীন কাল হতে চীনের গোবি মরুভূমির পশ্চিমে তুর্কী সম্প্রদায়ভুক্ত একটি দূর্ধর্ষ যাযাবর জাতি বসবাস করত। পরবর্তী পর্যায়ে তাতার নামক অপর এক বেদুঈন জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তারা দক্ষিণ পশ্চিমে আগমন করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অটমান তুর্কীদের পূর্ব পুরুষ ছিল মধ্য এশিয়া ও পারস্যের সেলজুক জাতি। ৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সেলজুক নামক একজন দলপতির নেতৃত্বে 'খুজ' অথবা 'ওখুজ' তুর্কী গোত্রের একটি দল তুর্কীস্তানের কিরঘিজ মালভূমি হতে মধ্য এশিয়ার বুখারায় এসে বসবাস আরম্ভ করে। সেখানে তারা ইসলাম ধর্মের সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করে। মতবাদের দিক হতে তারা সুন্নী পন্থী ছিল। সেলজুকের পৌত্র তুগ্রিল তার ভ্রাতার সহায়তায় ১০৩৭ খ্রীঃ গজনবী সুলতানদের নিকট হতে মার্ভ ও নিশাপুর অধিকার করেন। তিনি পারস্যের বহু অঞ্চল জয় করে বুয়াইদদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বাগদাদে শাসন ক্ষমতা দখল করে। সেলজুক তুর্কী বংশের সঙ্গে দেশ শাসন করেন। তিনি তার পিতা আলপ আরসালানের শাসনামলে ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে মানযে কার্ভের যুদ্ধে বায়জানটাইনদের পরাজিত করে আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনর তুর্কীদের আধিপত্য বিস্তার করেন। হিট্টির ভাষায়, "এই সেলজুক যাযাবর জাতি এশিয়া মাইনরে তুর্কীকরণের প্রক্রিয়া চালু করেন। আলপ আরসালানের চাচাত ভাই সুলায়মান এশিয়া মাইনরে নব অধিকৃত সেলজুক অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১০৭৭ খ্রীঃ রোমে (রোমানদের দেশ) তথা এশিয়া মাইনরে একটি স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। নাইসিয়া ছিল এর রাজধানী। ১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আইকোনিয়ামে (কুনিয়াইতে) সেলজুক রুমের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রধান সেলজুক বংশের পতনের পর সেলজুক অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দূর্ধর্ষ মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ও সমরাভিযানে তুর্কী সম্প্রদায় খোরাসান হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিতাড়িত হয়। এ গোত্রের দলপতি সুলায়মান মাইনরের দিকে যাত্রা করেন। চেঙ্গিস খানের পারস্য অভিযান সমাপ্ত হলে তুর্কী সম্প্রদায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইউফ্রেটিস নদীতে সুলায়মানের সলিল সমাধি হলে তার সহচর বৃন্দ একে কুলক্ষণ বলে অভিহিত করেন। সুলায়মানের পুত্র শুংকুর ও শুনদোগদুরের নেতৃত্বে অধিকাংশ তুর্কী খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করলেও অপর পুত্র আত তুগ্রিল ও দুন্দার নেতৃত্বে অবশিষ্ট তুর্কীগণ এশিয়া মাইনরে আগমন করে বসতি স্থাপন করে এবং ইতিহাসে তারা 'উসমানলী' অথবা 'ওসমানীয় তুর্কী গোত্র নামে পরিচিত।

দ্রঃ এস, এম, হাসান, ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব, (ঢাকা ঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃ. ১৩৯-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

গণ্য ছিল। চরম পন্থী সুলতান দ্বিতীয় বায়েযীদ ক্ষমতায় আরোহণ করলে (৮৮৬-১৪৮১) তাদের মধ্যকার সংঘাত আরো ঘোরতর রূপ ধারণ করে। সে সময় কাইত বাঈ তুর্কী সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা জেমকে (Jem) আশ্রয় দান করেন। অবশ্য মামলূকগণ এসময় 'উসমানীয়দের সঙ্গে স্বাভাবিক লেনদেন করত।

বায়েযীদ তার সেনা শক্তি ঐ যুদ্ধে পাঠাতে ব্যর্থ হলে মামলূকদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির আভ্যন্তরীন দূর্বলতাগুলোর স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলে মামলূকগণের সামরিক বাহিনী কালের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের দিক থেকে 'উসমানী শক্তি ছিল সমৃদ্ধ। পক্ষান্তরে, মামলূক সামরিক শক্তি এ দিক থেকে ছিল অপর্যাপ্ত। সামরিক শক্তি বলতে তাদের তেমন কিছু ছিল না। এমন কি নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মামলূক দাস সেনাদের(জুলবান) আনুগত্যহীনতা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।। কাইত বাঈ (Qayt bay) এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আন-নাসির মুহাম্মদের (৯০১-৪/১৪৯৬-৮) ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল তাঁর মধ্যেযোগীয় ভারীগাদা বন্ধুকবাজ কৃষ্ণকায় সেনাদল নিয়োগ প্রদান। অবশ্য কানসু আল্-গাওরী তাঁর রাজ্যের শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পুনঃ চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি বন্দুক ও কামান পরিচালক একটি সেনা ইউনিট গঠন করেন। এতদসত্বেও মামলূক সেনা বাহিনীর আমূল পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য পরবর্তীতে ঐ সেনা ইউনিটটিকে (৯২০/১৫০৪) ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

কানসু আল-গাওরীর শাসন কালের শুরুর দিকে মামলূক সালতানাত (৯০৬-২২/১৫০২-২৬) তিন দিক থেকে তিন দল শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। মামলূকদের এমন কোন শক্তি ছিল না যে, তাদের এ হুমকির মোকাবেলা করবে।

এ দিকে তুর্কী সুলতান প্রথম সেলিম তাঁর সেনা বাহিনীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সিরিয়া আক্রমণ করেন এবং কানসুকে মারজ দাবিকের যুদ্ধে ২৫ রাযাব, ৯২২/২৪ আগষ্ট, ১৫১৬ সালে পরাজিত করেন।

পরবর্তীতে সুলতান প্রথম সেলিম মিসরের দিকে অগ্রসর হয়ে আর রায়দানিয়্যা ঃ এর নিকট দ্বিতীয় বারের মত মামলূক বাহিনীকে ২৯ যুল হিজ্জা, ৯২২/২৩ জানুয়ারী, ১৫১৭ সালে পরাজিত করেন।

'উসমানীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কায়রোর পতন ঘটে। সর্বশেষ মামলূক সুলতান আল্-আশরাফ তুমান বাঈ (طومان بائى) প্রথমতঃ বন্দী হয়। পরবর্তীতে তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এভাবে মামলূক সালতানাতের পতনের মধ্য দিয়ে 'উসমানী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে এবং পৃথকভাবে সিরিয়া থেকে মিসর শাসিত হতে থাকে।৩২

---

৩২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃ. ৬১; Studies on the Mamluks of EgyPt London : 1977, P. 1250-1517.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থা

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী এর (রঃ) [৮৪৯/১৪৪৫-৯০৫] সমকালীন মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল গোলযোগ পূর্ণ ও অস্থিতিশীল। ১৩৪ বছর কালব্যপী শাসন কার্যে প্রতিষ্ঠিত মামলূক সালতানাত তখন প্রায় পতনোম্মুখ।[৩৩]

বিশেষত ঃ মামলূক শাসনামলের শেষ অধ্যায়ে সার্কাসীয়ান[৩৪] [circassian] বংশোদ্ভূত বারকূক[৩৫] কর্তৃক বুরজী[৩৬] মামলূক[৩৭] রাজত্বের (১৩৮২-১৫১৭) যে সূচনা হয়েছিল ইতিহাসের অনিবার্য ঘটনা প্রবাহে সে রাজত্বের পতন ঘন্টা বেজে উঠল। এ সময়কার বুরজী মামলূক শাসকদের পারস্পরিক বিশ্বাস ঘাতকতা, অযোগ্যতা, বিলাসিতা, অদূরদর্শীতা, রাজনৈতিক অসচেনতা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে 'উসমানী সাম্রাজ্যের বিজয় ধারা তখন প্রবাহিত হতে লাগলো যা ছিল ইতিহাসের স্বাভাবিক দাবী।

বুরজিয়্যা ঃ মামলূকগণ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই একটি সামরিক জোটের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হত, যার সভাপতি থাকত স্বয়ং সুলতান।

'আল্লামা সুয়ূতীর (রাঃ) জীবদ্দশায় বুরজিয়্যা ঃ মামলূকদের রাজত্বকালে পারস্পরিক কোন্দল, ষড়যন্ত্র, হত্যা, রাহাজানি রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে মিসরের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় সূচীত হয় যা মূলতঃ মামলূকদের পতনকে তরান্বিত করে। এ সময়কার মামলূক সুলতানদের রাজনৈতিক দূরদর্শিত, ও যোগ্যতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। এদের মধ্যে কতিপয় সুলতান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, কতিপয় ছিলেন অযোগ্য ও বিলাসপ্রিয়।

---

৩৩. এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রনিধানযোগ্য ঃ

عَاش الامام السيوطى ـ رحمه الله تعالى ـ فى مصر التى كانت عاصمة لسلطنة المماليك الذين بسطوا نفوذهم كذالك على الشام والحجاز ـ وكانت الدولة انذاك للمماليك الجراكسيه، الذين كانوا يعرفون بالمماليك البرجيه، وقد كان عصر السيوطى يغلب عليه الاستقرار والهدوء ـ الا ما تخلله من اضطرابات متفرقة فى الجانبين السياسى والاقتصارى ـ

দ্রঃ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আকীল মূসা, (সংকলক) 'ইজাযু'ল-কুরআনিল কারীম বায়নাল ইমাম আস্‌সুয়ূতী ওয়াল উলামা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২১৫।

৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৪।

৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯।

৩৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, ১ম ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩।

৩৭. ইসলামী বিশ্বকোষ ১৭শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪-৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মু'আয়্যাদ শায়খ[৩৮] [৮১৫-২৪/১৪১২-২১] কে বারকূক (برقوق)[৩৯] ক্রয় করেন। তিনি ছিলেন একজন স্বেচ্ছাচার। বুরজিয়্যাঃ[৪০] মামলূক বংশে বারকূকের পিতা ছাড়া আর কেউ মুসলিম ছিলেন না। বারকূকের অপর একজন ক্রীতদাস ছিলেন ঈনাল[৪১] [Inal] [৮৫৭-৬৫/১৪৫৩-১৪৬০] যিনি ছিলেন অশিক্ষিত।

তাঁর তৃতীয় উত্তরাধীকারী ইয়াল বাঈ[৪২] [Yal bay] [৮৭২/১৪৬৭-৮/১৪৬৮-১৪৯৫] ছিলেন একজন মাতাল ও অশিক্ষিত। কাইত বাঈ[৪৩] [Qayt bay] ৮৭৩-৯০১/১৪৬৮/১৪৯৫] ছিলেন একজন স্বেচ্ছাচার ও অপরিণাম দর্শী সুলতান।

মূলতঃ বুরজিয়্যাঃ মামলূকদের বিভিন্ন গোত্র-উপদলের মধ্যকার চরম বিরোধিতা, বিভেদ ও সংঘাতে এ সময় মিসরে এক রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা লিপসু ও স্বৈরাচারী মামলূক সুলতানগণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কোন দিষ্টিপাত করত না।

বুরজিয়্যা ঃ মামলূকদের 'আমলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ও অবনতি ঘটে। তাদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অনুপস্থিত। কূটনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে সৃষ্ট একটি মারাত্মক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সিরিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষিত করে তোলে।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাষকডাগামা উত্তমাশা আন্তরিন প্রদক্ষিন করে পূর্ব ভারত বর্ষের দিকে সমুদ্রাভিযান করেন। অন্যদিকে পর্তুগীজগণ লুহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে মুসলিম বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বিধস্ত করলে ভারত বর্ষের সঙ্গে মিসরের সামুদ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে মিসর অর্থনৈতিক ভাবেও বিপদগস্থ্ হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অস্থিরতায় জর্জরিত তৎকালিন মিসরে বুরজিয়্যা ঃ মামলূকদের শক্তি ও আধিপত্য ক্রমান্বয়ে খর্ব হতে থাকে। সিরিয়ার [Syria] শাসনকর্তাগণ মোগলদের[৪৪] দ্বারা প্রলোভীত হয়ে বুরজিয়্যাঃ সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেয়। এ সময়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে সাইফ্রাস [Cyprus] বিজয়।

৩৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২।

৩৯. ইসালামী বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯।

৪০. ইসালামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩।

৪১. ইসালামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯।

৪২. ইসালামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত।

৪৩. ইসালামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০।

৪৪. মোগল/মুগল (مغل) ঃ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের এক মুসলিম রাজবংশ। তাঁদের শাসন কাল ছিল ৯৩২-১২৭১/১৫২৬-১৮৫৮, যদি ও শেষ ভাগে এ রাজ বংশের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯ শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ) পৃ. ৫৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৪২৪-১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে বারসবে[৪৫] [Barsbay] [৮২৫-৪১/১৪২২-৩৮] ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ সাইপ্রাস [Syprus] অধিকার করেন। যার ফলে ইউরোপীয় জলদস্যুদের ঘাটির পতন ঘটে। সাইপ্রাসের খ্রীষ্টান রাজা ক্রুসেডারদের মিত্র ছিল। মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাসের রাজা ও তার একহাজার সৈন্যকে বন্দী করে কায়রোতে নিয়ে আসে এবং বেনিসের দূতের মধ্যস্থতায় এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীতে বারসবে[৪৬] [Barsbay] এবং 'রোড্স দ্বীপের' শাসকের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মামলূকদের গোটা শাসনকালকে হিসেব করলে পরিলক্ষিত হয় যে, এদের প্রতিজনের গড় শাসন কাল ছিল অনধিক পাঁচ বছর। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের স্বাভাবিক একটা ধারণা ছিল যে, তাদের শাসনকাল অতি সংক্ষিপ্ত। ফলে, ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং আনন্দ উপভোগের চেষ্টায় মত্ত হয়ে যেত।

জনগনের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে তারা থাকত নির্লিপ্ত। নিজেদের ক্ষমতাকে পাকা-পোক্ত করার জন্য তারা আমীরদিগকে জমীনসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দান করত। আর এ সব আমীরগণ ছিল দাস। আবার তারাও দাস পোষণ করত। মামলূকগণ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেনাবাহিনী গঠন করার জন্য একদল দাস সংগ্রহ করত।

'স্তুপ অঞ্চলের (কিপাকইদাস্ত) জীবন ধারণের কঠোর প্রতিকূল পরিবেশ এসব মামলূকদের মাঝে কষ্ট, সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা এবং ত্যাগের যে অনুপম আদর্শ সৃষ্টি করেছিল, যদি তাদের মাঝে অভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত না থাকতো, তাহলে তারা বিশ্বের ইতিহাসে একটি সোনালী অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হত নিঃসন্দেহে। অবশ্য তাদের মাঝে এমন কতিপয় শক্তিশালী শাসকের আবির্ভাবও ঘটেছিল, যাদের শাসনামলে অভ্যান্তরীন কোন্দল না থাকার কারণে তারা ফ্রাঙ্ক, কোসেডার, মোঙ্গল হানাদার বাহিনীর কবল থেকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা সংস্কৃতিকে অনিবার্য ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা করে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসে অদ্যাবধি নন্দিত আসনে সমাসীন হয়ে রয়েছেন।

'আল্লামা সুয়ূতীর (রাঃ) জীবনের শেষ প্রান্তে (১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে) মামলূক সুলতান কানসু আল গাওরী[৪৭] মিসরের সিংহাসনে সমাসীন হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর দৃঢ়ভাবে প্রশাসন পরিচালনা করে মিসরের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আলেফফোর গর্ভনর খায়র ব্যাগ ও তার সহযোগীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান প্রথম সেলিমের সাথে মারজদাবিকের[৪৮](مرج دابق) প্রান্থরে মামলূক ও আটোমানদের ['উসমানীয়দের] সাথে এক

---

৪৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫-৬।

৪৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫-৭০৬।

৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

আকস্মিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খায়ের ব্যাগের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। পরন্তুঃ এ যুদ্ধ শেষে মিসরের ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয়ে যায়।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিসর তুর্কীদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তুর্কীদের দ্বারা পরাজিত ও লুণ্ঠিত হয়ে মিসর তার প্রাচীন গৌরব হারিয়ে ফেলে। অত্যন্ত বেদনা দায়ক হলেও সত্য যে, বহিঃর্বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ছোবলে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকা সত্বেও মামলূকগণ তাদের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব সংঘাত ও কোন্দল হতে নির্বিত্ত হতে পারেনি। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তাদের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। ইতিহাসের বিস্ময়কর দিক 'হচ্ছে- সুলতানগণের মধ্যকার এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল, প্রাশাননিক জটিলতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কূটনৈতিক অদূরদর্শীতা এবং বহিঃর্বিশ্বের আগ্রাসন সত্বেও মিসর,[৪৯] আলেকজান্দ্রিয়া,[৫০] আলেফ্ফো,[৫১] দামিস্ক[৫২] প্রভৃতি শহরগুলো তৎকালীন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্র ও শিক্ষা-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

ক্ষমতার অসংখ্য পালা বদলের মাঝেও কতিপয় মহা মনীষী মামলূক সুলতানদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর ও

---

৪৮. মারজ দাবিক (مرج دابق) উত্তর সিরিয়ার নাহরুল কুওয়াকের তীরে দাবিকের নিকটবর্তী এক সমভূমির নাম। আসীরীয়দের নিকট দাবিক শহরটি Dabigu নামে পরিচিত ছিল। থিওফেন্সে (Theophance) এ জনপদ টিকে Bexov নামে অভিহিত করেছেন।
দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ ১৮শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৮১।

৪৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৭।

৫০. আলেক জান্ডার (আল-ইস্কানদার) এর নামের সাথে সংযুক্ত বহু সংখ্যক শহরের নাম। এ গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ ১. যেগুলি বাস্তবে আলেকজান্ডার কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। ২. যেগুলি তৎকর্তৃক স্থাপিত বলে কিংবদন্তী রয়েছে এবং ৩. যেগুলি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে উক্ত নামে স্থাপতি হয়েছে।
Cf: Pauly-wissowa-এর Real- Encyclo padia, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; ইসলামী বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রীঃ), পৃ. ১০৭।

৫১. আলেফ্ফো/হালাব ঃ উত্তর সিরিয়ার একটি শহর। গুরুত্বের দিক থেকে দামিশকের পরই এর স্থান। তুর্কী ভাষায় একে হালেপ (Halep)। ইতালী, ইংরেজী, জার্মান ও বাংলা ভাষায় আলেফ্ফো এবং ফরাসী ভাষায় আলেপ্ (Alep) বলা হয়।
একটি শহর কেন্দ্র হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে আলেফ্ফোর গুরুত্ব বহু পূর্ব হতে। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, শহরটি পৃথিবীর অতি প্রাচীন শহর গুলির অন্যতম। ইহা সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ মালভূমির উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এবং কুবায়ক নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এ নদীটি তাউরাস (Taurus) এর পাদদেশের টিলা সমূহ হতে প্রবাহিত। অনিয়মিত ও নিম্ন মাত্রার বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য এবং মরু প্রায় অঞ্চলের ন্যায় তীব্র ভাবাপন্ন হলেও ইহা স্বাস্থ্য প্রদ আবহাওয়া সম্বলিত বিশাল সমভূমি দ্বারা বেষ্টিত। গম, তুলা ও মেষ পালন এ উর্বর অঞ্চলের মূল সম্পদের উৎস। জলপাই, ডুমুর, মাছ ও আঙ্গুর লতা ইত্যাদি এখানে উৎপন্ন হয়। খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসে সর্বপ্রথম আলেফ্ফো নামটি উল্লিখিত হয়েছে।
দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃ. ৫০৭; আল-হারারী, কিতাবুয-যিয়ারাত, অনু, ৬১২ (সম্পা ও অনু ১. Sourdil- Thomine, ১৯৫৩-৭ খ্রীঃ), পৃ. ৪-৬।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের স্মারক আজও তাদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ধারণ করে কালের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

মামলূক শাসন পদ্ধতি ও প্রশাসনিক অবকাঠামো

আমাদের আলোচ্য যুগে মিসরের শাসন পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক অবকাঠামোর মধ্যে দাসদের দ্বারা গঠিত সামরিক অভিজাত তন্ত্রের প্রভাব ও উপস্থিতি ছিল ব্যাপক ও সুদুর প্রসারী। শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দাসরাই ছিল প্রধান ও মূল চালিকা শক্তি।

আজকের রাজতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিংবা সংসদীয় পদ্ধতির চর্চা সেখানে তেমনটি ছিল না। সর্বস্তরে দাস সেনা বাহিনীদের প্রভাব বলয় ছিল বিদ্যমান। শতাধিক বছরের মামলূক সালতানাত কর্তৃক পরিচালিত শাসন পদ্ধতির সিড়ি বেয়ে আসা বুরজিয়্যা মামলূকগনও সে ধারা অব্যাহত রেখেছে।

নিম্নে 'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ)-এর সমকালীন মিসরের শাসন পদ্ধতি ও প্রশাসনিক অবকাঠামো তুলে ধরা হলো ঃ-

শাসনতান্ত্রিক বিন্যাস

মামলূক প্রশাসন দাসদের দ্বারা গঠিত সামরিক অভিজাত তন্ত্র কর্তৃক পরিচালিত। ঐ শাসনামলে শাসনতান্ত্রিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল সুলতান। এর পর আমীর [আমীর 'আরবী শব্দ, বহুবচনে উমারা] এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বৃন্দ, সেনা বাহিনীর অফিসার বৃন্দ, সুলতানের সেবারত কর্মচারী মামলূক ও আমীরগণ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হতো। মামলূক সেনাবাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত ছিলঃ-

প্রথমত ঃ রাজদন্ডাধিকারী সুলতানদের কার্যে নিয়োজিত মামলূকগন। সাধারণতঃ যাদেরকে জুলবান বা আজলাব নামে অভিহিত করা হত। তারা মূলতঃ সুলতানের নিজস্ব মামলূক। বিগত সুলতানের অধিনস্থ মামলূকগণ, আমীরদের মামলূকগণ যারা তাদের প্রভুদের মৃত্যুর পর সুলতানের অধীনে চাকুরী করত।

দ্বিতীয়ত ঃ আমীরদের মামলূকগণ।

তৃতীয়ত ঃ আজনাদ আল্ হালকা স্থানীয় অধিবাসী। আওলাদ আন্ নাস[৫৩] তথা মামলূক বংশের সন্তান-সন্তুতি যারা জন্ম সূত্রে মিসরীয় এবং সেখানেই তারা প্রতিপালিত। এতদ্ভিন্ন, বেদুইন তুর্কী যাদের প্রধানদেরকে বলা হতো আমীর। কুর্দীদের দ্বারা গঠিত বাহিনী এবং সিরিয়া, ফিলিস্তীন[৫৪] ও লেবাননী[৫৫]

---

৫২. দামিসক; দিমাস্ক (دميسق)ঃ দিমাস্ক আশ-শাম (ল্যাটিন ঃ Damascus, ফরাসী ঃ Damas। বর্তমানে সিরিয়ার বৃহত্তম নগর ও রাজধানী। ইহা পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন নগরী হিসেবেও পরিচিত। ৩৬.১৮° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৩৩. ৩০° উত্তর অক্ষাংশ অর্থাৎ বাগদাদ ও ফান্স নগরীর একই অক্ষাংশে ইহা অবস্থিত।

৫৩. আওলাদ আন্-নাস (اولاد الناس) (Awlad an nas)-এর শাব্দিক অর্থ মানব সন্তান। ইতিহাসে মামলূকদের সে উচ্চ শ্রেণীকে বলা হয় যারা একটি সতন্ত্র ও একচেটিয়া সমাজে পরিণত হয়। সে ব্যক্তিই কেবল ঐ সমাজে প্রবেশ করতে পারত যে ব্যক্তি কাফির রূপে জন্ম লাভ করত ও বিদেশ হতে শিশু-দাস রূপে আনীত হত এবং ইসলাম ধর্মে

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক বাহিনীর সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিল। তবে তারা ছিল মামলূক আমীরদের তুলনায় নিম্ন পদ মর্যদা সম্পন্ন।

অমিসরীয় দাস ব্যবসায়ীগণ বিশেষতঃ জেনোয়ার খৃষ্টান ব্যবসায়ীগণ ইউরোপীয় শাসন দন্ড ও পপের

ধর্মান্তরিত ও সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপনের পর মুক্তি প্রাপ্ত হত এবং যে সাধারণত ঃ অনারব নাম বহন করত। এ সকল বিধি মালার তাৎপর্য এই যে, মামলূক উচ্চ্ শ্রেণী হয়ে অ-বংশানুক্রমিক অভিজাত। কারণ মামলূক এবং মামলূক আমীরগণের পুত্রগণ ছিল মুসলিম ও জন্মগত ভাবেই স্বাধীন। তাদের জন্ম ও লালন পালন হত মামলূক সালতানাতের সীমার মধ্যে এবং তাদের নাম হত 'আরবী'। এমতাবস্থায় তারা উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারত না এবং আপনা আপনিই তা উক্ত সমাজ হতে বহিষ্কৃত হত। তাদেরকে হাল্‌কা (حلقة চক্র) নামক একটি অ-মামলূক দলের সাথে সংযুক্ত করা হত। এদলটি সামাজিক ভাবে বিশুদ্ধ মামলূক দলের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। হালকাঃ অভ্যন্তরে আমীর পুত্র এবং মামলূক পুত্র গণের অবস্থান ছিল উচ্চ্তর। এরাই আওলাদুন্ নাস্ "মানব সন্তান" নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ মানবের সন্তান, সম্ভ্রান্ত মানবের সন্তান।" কারণ এস্থলে 'মানব' বলতে মামলূকগণকে বুঝাত।

অতি সামান্য সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত আওলাদ আন্-নাস দশ-ওয়ারী এবং চল্লিশ ওয়ারী আমীরের পদের উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে আওলাদ আন্-নাস এর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হত। উদাহরণ স্বরূপ সুলতান আন্-নাসির হাসান (৭৪৮/১৩৪৭-৭৫২/১৩৫১) মামলূক আমীরগণের তুলনায় আওলাদ আন্-নাস উদ্ভূত আমীরগণের প্রতি অধিকতর আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন। অবশ্য সুলতান হাসানের রাজত্ব কালে আওলাদুন নাসের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল এবং অন্য সুলতানগনের রাজত্বে তাদের মর্যাদার সাথে তা ছিল বিশেষভাবে বৈপরীত্ব মূলক। স্বাভাবিক কারণেই তারা মামলূকগণের সমমর্যাদা হতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং তাদের অগ্রগতি এবং গুরুত্ব পুর্ণ পদলাভের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সময়ের গতিধারায় তাদের অবণতি সংঘটিত হতে থাকে, তাদের প্রতি একই প্রকার বিধি নিষেধ প্রয়োগ করা হয়। যথা বেতন হ্রাস, তাদের জায়গীর বিক্রয়, নগদ অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে সামরিক অভিযান হতে অব্যহতি, তাদের প্রশিক্ষণ নিম্ন মানের প্রমাণ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে তীরন্দাজীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে তাদেরকে বাধ্য করা– যাতে তারা পূর্ণাঙ্গ সৈনিকের সকল সুবিধা পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। মামলূক 'আমলের শেষের দিকে হালকা নামটি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু আওলাদুন নাস নামের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধিপায়।

আওলাদুন্-নাস এবং হালকা অন্য সদস্যদের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা এবং আখিরাতের ব্যাপারে প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের অনেকেই সামরিক পেশা পরিত্যাগ করে পরবর্তীকালে 'আলিম এবং ফকীহ্তে পরিণত হন।

Cf. Ayalon, studies on the structure of the Mamluk Army in BSOAS, ১৯৫৩, পৃ৪৫৬-৫৮ এবং ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় উল্লিখিত রেফারেন্স সমূহ; ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীঃ), পৃ. ৪৫।

৫৪. ফিলিস্তীন (فلسطين)ঃ কথ্য ভাষায় ফালাস্তীন। প্রাচীন Palaestine এর আরবীকৃত নাম (গ্রীক ভাষায় Palaistine, ভাষায় ল্যাটিন Palaustine। এ নামটি ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (১ম খণ্ড, ১০৫, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯) এবং অন্যান্য গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থাকারগণ কর্তৃক Philistine- এর উপকূল অংশকে বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এর পূর্বপার্শ্বস্থ অঞ্চল যা প্রায় আরব মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত, সে অঞ্চলকে ও ফিলিস্তীন বলা হয়ে থাকে। ১৩২-৫ খ্রীষ্টাব্দে য়াহূদী বিদ্রোহ দমনের পর এবং ইয়াহুদী জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলকে Judaea নামের স্থলে রোমানগণ প্রথমে Syria Palaestine, পরে Palaestine নামে অভিহিত করে। রোমান সাম্রাজ্যের Palaestine প্রদেশ নামে পরবর্তীকালে এর সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়।

১৫ মে, ১৯৪৮ খ্রীঃ. ইয়াহুদী রাষ্ট্র ঘোষণার সময় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির পূর্বে ইয়াহুদী অধিকৃত ফিলিস্তীন ভূমির পরিমাণ ছিল ৫.৬৫%, মার্কিন চাপের মুখে জাতি সংঘের অনুমোদিত ফিলিস্তীন বিভক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী ইয়াহুদীদের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমির পরিমাণ ছিল ৫৬.৪০% এবং অবশিষ্ট ৪৩.৬% মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ব্যাপক হারে মামলূকদেরকে বহিঃর্বিশ্ব থেকে আমদানী করা হতো। এ মামলূকদের মধ্যে যুবকদের সংখ্যা ছিল বেশী।

মামলূক শাসনামলের প্রথম দিকে তথা ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গোল্ডেন হোলড থেকে ক্রয় করা দাসেরা ছিল প্রধানত কিপক্যাপ/কীপচাক[৫৬] তুর্কী, যাদের সাথে মামলূক শাসকগণ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখত।

কিপক্যাপ/কীপচাক[৫৭] জনবস্তি উচ্ছেদের পরে বিশেষত তীমূরলং[৫৮] এর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে গোল্ডেন হুড় হাত ছাড়া হওয়ার পর চর্তুদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দাসদেরকে ককেশিয়া

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ১৪ মে ১৯৪৮ খ্রীঃ এর পরে ইয়াহুদীদের জবর দখলকৃত ভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮%।

১৯৪৮ খ্রীঃ. ফিলিস্তীনীদের মুসলিম জনগোষ্ঠী মাতৃভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে 'আরব ও অনারব দেশ সমূহে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এত বিপর্যয়ের পরও তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তাদের উদ্বাস্ত জীবনের দুঃখ কষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ বিশৃংখলার মধ্যে খ্রীষ্টীয় ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়। ১৯৬০ খ্রীঃ- এর গোড়ার দিকে ফিলিস্তীনীরা জাতীয় সংগঠনের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৪ খ্রীঃ- এর মে মাসে ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফিলিসতীন

মুক্তি সংস্থা (পি, এল, ও) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়াসির 'আরাফাত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এ ছাড়াও গণ চীন ও এশিয়া সভাপতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের 'আরব ও অনারব দেশ সমূহের পক্ষ হতে পি, এল, ওকে স্বীকৃতি দেয়।

Cf. Report on Palestine Administration (Annual), লণ্ডণ ঃ The statesmans year Book, ১৯৩৩ খ্রী ঃ পৃ. ১৯০-২০০; সোহ্‌রাব উদ্দিন আহমদ, মুসলিম জাহান, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২য় সস্করণ, ১৯৮৯ খ্রীঃ; The Arab News jeddah, 26 March, 1983; The Arab News jeddah 18, Fab. 1983.

৫৫. লেবানন ঃ ইহার আরবী রূপ হচ্ছে লুবনান (لبنان)। লেবানন আরব সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা পরিমন্ডলের দেশ। দেশটি যুগপৎ খৃষ্টান জগৎ ও ফরাসী ভাষাভাষী অঞ্চলেরও অঙ্গ যা গঠিত হয় ১৯২০ সালে। দেশটি সমসাময়িক নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতই এক সুপ্রাচীন দেশ। পতাকায় বাইবেলীয় সিডার বৃক্ষের প্রতীক। এখানকার পারিবারিক প্রথা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক, অধিবাসীগণ সাধারণ কৃষি নির্ভর ও ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। দেশটি স্রষ্টার প্রতি আস্তার বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ।

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩তম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃ. ৩২৩।

৫৬. কিপচাক (قبيصق) তুরস্কের অধিবাসী ও উপজাতীয় সংঘ। সাধারণতঃ কিপ্‌চাক্‌ অথবা কিফ্‌চাক ও লেখা হয়ে থাকে, কিফচাখ, খিফ্‌শাক্‌, কিফ্‌শাখ এবং খিফ্‌চাখ্‌ আকারেও দেখা যায়। নামটির ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্য অনিশ্চিত। পুরাতন তুর্কী শব্দ কিফ্‌চাখ যা কেবল মাত্র কিভ্‌চাক কোভি 'অশুভ'-এরূপে পরিচিত।

Cf. Clauson, An etymological dictionary of Pre Thirteentnth century, Tarkush, oxford : 1972, P. 581; ইসলামী বিশ্বকোষ ৮ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রীঃ), পৃ ৭৬।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬ ।

৫৮. তীমুর লং (تيمور لنك) ঃ তীমূর এশিয়ার মহান দিগ্বিজয়ীদের অন্যতম। মধ্য এশিয়ায় তাঁর নামের বানান সাধারণত তিমুর লিখা হতো এবং 'উসমানী লেখকদের নিকট হতেও অনুরূপ বানান উল্লেখিত রয়েছে। ইউরোপে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চল থেকে আমদানী করা হত। আর এজন্য সুলতান বারকূকের[৫৯] সময় থেকে (মৃঃ ১৩৯৯) সার্কাসীয়ান মামলূকগণ অভিজাত তন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ট হয়ে উঠে।

পক্ষান্তরে, অন্যান্য উপজাতির মামলূক তথা মোঙ্গল,[৬০] কুর্দী[৬১] এবং গ্রীক, বর্ণগত প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতনা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাসেরা আমীর অথবা সুলতানের অধিকারভুক্ত হত। এবং প্রভূদের নিকট থেকে শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে বয়ঃপ্রাপ্তির সময় মুক্তি লাভ করত।

সাধারণত ঃ সুলতানের দাসগণ উত্তম প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেত। তারা কায়রোর সামরিক ব্যারাকে (কোলাত আল্ জাবাল) বসবাস করত। সেখানে তারা ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞানসহ সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করত। অবশ্য পরবর্তী মামলূক শাসনামল তথা চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত মামলূকদের এ প্রশিক্ষণ নিম্ন মানের ছিল। কারণ মামলূক সুলতান ও আমীরগণ তাদের অনেক বয়স্ক আত্মীয়কে নিয়োগ দিত। যাদেরকে বার্ধক্য জনিত কারণে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভম হত না। এর পরিণতি স্বরূপ সেখানে দক্ষ সেনা বাহিনীর অভাব দেখা দেয়। মামলূক কৃতদাসগণ পরিপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিলাভ করত। আমীরগণ তাদেরকে বেতন হিসেবে জায়গীরের অংশ বিশেষ দিয়ে দিতেন। এতদভিন্ন, রাজকীয় মামলূকগণ মাসিক বেতনের পাশাপাশি জায়গীর, বস্ত্রভাতা, রেশন, বোনাস ইত্যাদি সুগোয সুবিধা লাভ করত।

মামলূক ক্রীতদাসগণ তাদের মুক্তিদাতা ও প্রশিক্ষক প্রভূর প্রতি সর্বদা অনুগত থাকত। যদি ও তাদেরকে

নামের সাথে ফারসী লেং (খোঁড়া) শব্দ সংযুক্ত হয় এবং সেখানে তিনি তামের লেইন (Tamerlane) নামে ও পরিচিত। তীমুরের নিজ বংশধরগণ তাঁকে সর্বদা তিমিরে বেক নামে অভিহিত করতেন।

তীমূর ২৫ শাবান, ৭৩৯ মোতাবেক, এপ্রিল, ১৩৩৬ সনে মধ্য এশিয়ায় এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রামটি তৎকালে হিজা ইলগার (Hija ilgar) নামে পরিচিত ছিল।

দ্রঃ নিজামুদ্দীন শামী, জাফার নামা ১ম খণ্ড, (বৈরূত ঃ ১৯৩৭), জাফার ইব্ন মুহাম্মদ জাফারী হুমায়নী, তারীখ কাবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা ও লেনিনগ্রাদ পান্ডুলিপি (ফারহাম-ই-ইরান যামীল, পৃ. ৮৯-৯৪।

৫৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত।

৬০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪।

৬১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৬২. খোশদাস ঃ খোশদাস (khusdash) শব্দটি Khoja- dash শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। একই প্রভুর অধীনে নিয়োজিত একজন সতীর্থ দাস মুক্তি প্রাপ্তির পর একজন মামলূক পেশাগত উন্নয়নে যাত্রা আরম্ভ করতো। M. Sobernheim Encyelopacdia of Islam- এ তাঁর মামূলক নামক article এ বলেন, মামলূক এ দাসগণ কায়রোর তাঁর "মামলূক" স্কুলে শিক্ষালাভ করত (দুর্গ মধ্যস্থিত সামরিক স্কুল) অতঃপর ক্রীতদাস বালক সেনা দলের অন্যান্য শাখায় অধিকতর প্রশিক্ষনের জন্য স্থান্তরিত হত। অতঃপর আমীর অথবা সুলতানের অধীনস্থ কর্ম খালীতে নিয়োগ হত অবশ্য এ বিবৃতি সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ, আমীরদের মামলূকগণ তাঁদের নিজস্ব স্কুলে শিক্ষা লাভ করত। অন্য দিকে দুর্গ মধ্যস্থিত সামরিক স্কুল সুলতানের নিজস্ব ক্রীতদাস দিগের জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং তারা মুক্তি লাভের পর সুলতানের কার্যে নিয়োজিত হত, যদি অন্য কোন কারনে তাদেরকে আমীরের অধীনে নিয়োগ না করা হত।

Cf. M. Sobernheim এর "Mamluks" Encyclopaedia of Islam. Vol. 111. p. 217; D

Dhaka University Institutional Repository

নতুন কোন প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করা হত। এ ক্ষেত্রে আবার কিছু সমস্যার সৃষ্টি হত যে, পূর্ববর্তী সুলতানের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত মামলূকদেরকে পরবর্তী সুলতান বিশ্বাস করতে পারত না। পরবর্তী সুলতানের নিকট তারাই বিশ্বাস যোগ্য হত যাদেরকে তারা স্বয়ং প্রতিপালন ও মুক্তি দিত। একই প্রভু থেকে মুক্তি লাভকারী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মামলূকগনের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বন্ধুত্ব বজায় থাকত। এরা 'খোশ্‌দাসিয়া অথবা খোশদাসীন নামে অবিহিত হতো।

সাধারণতঃ রাজকীয় মামলূক কৃতদাসদের থেকে আমীর নিয়োগ করা হত এবং তারাই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হত। কাকমাক ঈনাল[৬৩] [৮৫৭-৬৫/১৪৫৩-৬০], খুশকাদাম[৬৪] [৮৫৬-৭২/১৪৬১-৭০], ইয়ালবাঈ[৬৫] [৮৭২/১৪৬৭-৮], তুমুর বোগা[৬৬] [৮৭২-৩/১৪৬৮],] কাইতবাঈ[৬৭] [৮৭৩-৯০১/১৪৬৮-৯৫], জানবুলাত[৬৮] [৯০৫-৬/১৪৯৯-১৫০১], কানসু আল-গাওরী[৬৯] [৯০৬-২২/১৫০১-১৬] প্রমূখ সুলতানগণ আমীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে খাস্‌সাকিয়্যা[৭০] [khashaha kiyyah] এর সদস্য ছিলেন।

পক্ষান্তরে, আমীরদের মামলূকগণ রাজকীয় মামলূকদের থেকে নিম্ন মানের বলে গণ্য হত এবং মুক্তি

Ayalan সাহেবের মামলূক সেনা বাহিনীর গঠন সম্পর্কিত পাঠ, আফ্রিকীও প্রাচ্য দেশীয় স্কুল বিষয়ক বুলেটিন ১৫শ খণ্ড (১৯৫৩ খ্রীঃ, পৃ. ২৫; আল-মাওয়া ইজ-ওয়াল। আতাহার, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩; ইব্‌ন শাহীনের জুবদাত কাশফ্‌ আল-মামালিক পৃ. ২৭; আলকাকাসদর সুব-আন-আমা ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬।

৬৩. শাসনকাল- ৮৪২/১৪৩৮-৮৫৭-১৪৫৩।

৬৪. ইব্‌ন তাগরীবারদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-৩৫৫।

৬৫. প্রাগুক্ত।

৬৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত।

৬৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-১০।

৬৮. A. N. Poliak, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪, ৫৭।

৬৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮।

৭০. খাস্‌সাকিয়্যা (خاصكية) মামালূক শাসনামলে সুলতানদের দেহরক্ষী ও মনোনীত অনুচর হিসেবে পরিচিত ছিল। এদের অধিকাংশ ক্ষমতাসীন সুলতানের নিজস্ব সেবায় নিয়োজিত মুক্তি প্রাপ্ত দাস বাহিনী ছিল। বহু সেনা নায়ক (আমীর) 'খাসসাকিয়্যা' হতে উদ্ভূত। অভিজাত মামলূক সেনা বাহিনীর মধ্যে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত দল বলে বিবেচিত এবং তাঁরাই ছিল সুলতানের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি বর্গ। মামলূক রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বিদেশে তাদের প্রেরিত হওয়ার ঘটনা, সিরিয়ার কোন কোন প্রদেশে গভর্ণর হিসেবে তাদের নিয়োগের বিবরণ এবং বিদ্রোহী সেনাপতিও প্রশাসক দিগকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করার উদেশ্যে তাদেরকে প্রেরণ করার কাহিনী প্রায়স উল্লেখিত হয়ে থাকে। তাদের মধ্য হতেই মনোনিত করা হত কলমদান বাহক, পেয়ালা বাহক, কোষাধ্যক্ষ, রাজপোশাক রক্ষক, অস্ত্রাধ্যক্ষ এবং পাদুকা বাহক, অবিশিষ্ট খাসসাকিয়্যাদের কোন সরকারী দফতর না থাকায় তারা সরকারী অফিসারগণের তুলনায় নিম্ন মর্যদা সম্পন্ন ছিল।

খাসসাকিয়্যাদের সংখ্যা নূন্যতম ৪০ এবং সর্বাধিক ১২০০ শত। মামলূক শাসনামলের শেষ বৎসর গুলিতে খাস্‌সাকিয়্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল রাষ্ট্রের সামরিক আভিজাত্যের অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্যণ, কিন্তু এ প্রক্রিয়া রোধের প্রচেষ্টা কেবল আংশিক এবং সাময়িক সাফল্য লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

লাভের পূর্বে সুলতানের অধীনে নিয়োগ লাভ না করলে অথবা আমীর নিজে সুলতান না হলে তাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকত না। যদিও আমীরের মৃত্যুর পর তার অধীনস্ত মামলূকদের সুলতানের কার্যে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ ছিল, তথাপি তারা রাজকীয় মামলূকদের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হত না, বরং রাজনৈতিক ভাবেই তারা দুর্বল থাকত।

আমীরগণ চারটি স্তরে বিভক্ত ছিল। সর্ব নিম্ন স্তরে যিনি আমীর হতেন, তার অধীনে থাকত পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য। অবশ্য এ পদ মর্যদা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হত। ফলশ্রুতিতে 'আওলাদ আন-নাস' তথা মামলূক ও আমীরদের পুত্রদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হত।

এর উপরের পর্যায়ের ছিল দশজনের আমীর। এদের অধীনে ছিল দশ/বিশজনের একদল অশ্বারোহী। তার উপর ছিল বাদক দলপতি আমীর (তাবলা খানা)। চল্লিশজনের একদল অশ্বারোহী এদের অধীনে থাকত, তবে এ সংখ্যা কখনো কখনো একশতে উন্নীত হত।

সর্বোচ্চ আমীর যার অধীনে ছিল একশত জন সৈনিক এবং একশত জন অশ্বারোহী। যুদ্ধ কালীন সময় তারা 'আজনাদ আল্ হালকা' নামীয় একহাজার সৈন্যের একটি দল পরিচালনা করত। এপদ মর্যদার আমীরকে কখনো হাজার জনের আমীর ও বলা হত।

আমীরদের মধ্য হতেই সুলতান নিয়োগ করা হত। যেমন, আতাবেগগণ [আরবীতে যাদেরকে আমীর আল আসকারী বলা হতো], সেনা বাহিনীর অফিসার বৃন্দ, রাজনবাদ আল্ নওয়াব[৭১] রাজকীয় মামলূকগণ, আমীরে মজলিশ, সুলতানের চিকিৎসকগণ, সুলতানের অস্ত্র-শস্ত্র বহনকারী দল, অস্ত্র কারখানার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, রাজকীয় আস্তাবলের তদারককারীগণ, সুলতানের পত্র বিলিকারীগণ, সুলতানের নিকট আবেদন পত্র উপস্থাপনকারীগণ, হাসিব আল্ হুজুর আমীর ও সেনাদলের বিচার পরিচালনা

Cf. D. Ayalon, Studies on the Structure of the Mamluk army in Bsoas, (1953), P. 213-16, The biography on P. 213; ইসলামী বিশ্বকোষ ১০ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীঃ), পৃ. ৬৬।

৭১. নাওয়াব/ নওয়াব (نواب) এর আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্বকারী, স্থলাভিষিক্ত, সরদার, রাঈস, কর্মকর্তা, শাসনকর্তা। এটি একটি সম্মানজনক শাহী খেতাব যা মুসলিম ভারতে সাম্রাজ্যের উমারাদের জন্য ব্যবহৃত হত। 'আরবী ও ফার্সীতে نواب শব্দটি 'ن'-এ পেশ ও 'و' হরফে তাশদীদ (দ্বিত্ব উচ্চারণ চিহ্ন) দিয়ে পড়া হয়। শব্দটি নাইব (نائب) শব্দের বহুবচন। অর্থ প্রতিনিধিবর্গ, প্রতিনিধিত্বকারিগণ। উর্দূতে ব্যঙ্গার্থে অপব্যয়কারী, অহংকারী, আরাম প্রিয় লোককে নাওয়াব বলা হয় (যেমন রাজ্যহীন নবাব), নূতন অর্থশালী, ধনী, নূতন আমীর প্রভৃতি অর্থে এর ব্যবহার রয়েছে।

বাংলাদেশে ও উপমহাদেশে ফিরিঙ্গীদের আগমনের পর এ শব্দটি বিভিন্ন ইয়ূরোপীয় ভাষায় ও ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন ঃ ইংরেজী Nabab, ফরাসি Nabab, পূর্তগালী Nababo ইত্যাদি।

শব্দটি বিশেষত সে সব লোকের জন্য ব্যবহৃত হত যারা ভারতবর্ষ হতে বিপুল ধন সম্পদ লয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করত। বৃটিশ ভারতে মুসলিম রাজ্য সমূহের শাসকবর্গ এ আরবী খেতাবে ভূষিত ছিলেন। যেমন রামপুরের নবাব, বুপালের নবাব এ ছাড়া নাওয়াব একটি সন্মান সূচক উপাধিও ছিল। নেতৃস্থানীয় মুসলিম গণকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

কারীগণ।[৭২] প্রধান প্রধান শাসনকার্য যথা, দামেস্ক ও আলেফ্ফোর শাসন কার্য শতজনের আমীর দ্বারা পরিচালিত হত।

বাদ্যদল পতি আমীরগণ ও দশজনের আমীরগণ ছোট খাট পদ লাভ করত। অথবা উচ্চ পদাধীকারী অফিসারদের সহকারী হিসেবে নিয়োগ পেত। কতিপয় প্রশাসনিক পদ বিশেষতঃ অর্থনৈতিক পদগুলো সবসময়ই অমামলূকদের অধীকারে ছিল। যেমন, শতজনের আমীরগণ এবং বাদ্য দলপতি আমীরগণ প্রত্যেকেই একজন ছোট-খাট আমীর ছিল। আমীরের অধীনস্থ মামলূক কৃত দাসগণ তাদের প্রভূর ব্যবস্থাপনায় আস্তাদার, আল্ রাওবা, ধোয়াদার প্রভৃতি পদ গুলি ধারণ করত যা সুলতানের গৃহস্থলিতে নিয়োজিত ছিল। মামলূক সালতানাতের সোনালী যুগের মামলূক কৃত দাসদের পদোন্নতি অনেকটা ধীর গতিতে হত এবং উচ্চ মর্যদা ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো লাভ করা যেত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি, ঘুষ, অবৈধ লেন দেন অধিক চর্চা হওয়ার কারণে মধ্যবর্তী পদগুলো উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়াই মামলূকগণ সরাসরি সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ লাভ করতে পারত।

পাশাপাশি যে কোন পদে আমীরের কার্যকাল অনিশ্চিত ছিল। সালতানাতের ক্ষমতা বদলের সাথে সাথে উচ্চতর পদগুলো কখনো কখনো পূণঃবন্টন হত এবং সুলতানের আনুকল্যহীনতা পদচ্যূতি, নির্বাসন অথবা কারা ববরনের মত অঘটনও ঘটে যেত।

যখন কোন আমীর অথবা উচ্চপদাধীকারী কোন বিপদ দেখত, তখন তিনি আত্নগোপন করত। কোন মামলুকের পদোন্নতির সাথে সাথে তাকে অধীক রেশন দেয়া হত এবং একটি বড় ধরনের জায়গীরও দেয়া হত। এতে তার বাৎসরিক আয় বেড়ে যেত। চাষযোগ্য জমি, শহর, গ্রাম ও গ্রামের অংশ বিশেষ নিয়ে জায়গীর সমূহ গঠিত হত এবং কোন একক জায়গীরের ভূমি সমূহ পরস্পর সংলগ্নছিল। আবার একটি জায়গীর সরকার নির্ধারিত শূলক, আন্তঃশূল্ক ও রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের ভাতা দ্বারা ও ঘটিত হত।

একটি খনি অথবা সরকারী কোন ভূমির উপরে শূলক ও কর নির্ধারণ করার অধিকার নিয়ে কোন জায়গীর সংগঠিত হত। উত্তরাধীকার নীতির পরিবর্তে সামরিক সন্তুষ্টির উপরই জায়গীর দারী অনুমোদীত হত।

যে আমীর যে প্রদেশে কর্ম নিযুক্ত হত সে প্রদেশেই উক্ত আমীর জায়গীর লাভ করত। তার বদলীর সাথে সাথে জায়গীর ও পরির্তন হয়ে যেত। জায়গীর অনুমোদন ও তদারকী সরকারী বিভাগের নাম ছিল 'দিওয়ান আল-জায়িসা' বা 'দিওয়ান আল-ইদ্কা'।

পক্ষান্তরে, দিওয়ান আল-ইন্শা জায়গীর সম্পর্কিত সম্পদ তত্ত্বাবধান করত। আমীরদের মামলূকগন

হতে এ উপধি প্রদান করা হত।

Cf. Burnell ও jule, 'Hobson jobson, (লন্ডন ঃ ১৯৬৮ খ্রীঃ), পৃ. ৬১১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৬১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জায়গীর ও জায়গীর সম্পর্কিত সম্পদ আমীরদের থেকেই লাভ করত। তথাপি আমীরদের অধীনস্থ কোন মামলুকের কর্মচ্যুতি বা পদচ্যুতি অথবা কর্ম নিয়োগের সময় দিওয়ান আল-জায়েস [Jayash] কে অবহিত করতে হত।

যখন কোন সুলতান মৃত্যু বরণ করত অথবা কোন সংকট কালে সুলতানের যখন অধিক সংখ্যক সমর্থনের প্রয়োজন হত কিংবা কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বা প্লেগে অধিক সংখ্যক জায়গীরদার মৃত্যুবরণ করত, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বোক্ত জায়গীর বন্টন করা হত।

দেওয়ান আল্ জায়েস' [Jayash] ভিন্ন জাতীয় জায়গীর কর্মচ্যুত অথবা অবসর ভাতা প্রাপ্ত আমীরদেরকে তাদের বিধবা পত্নী, এয়াতীম অথবা মামলূক কৃতদাসদেরকে অথবা 'আওলাদ আন-নাসদের' মাঝে বন্টন করা হত। সার্কাসীয়ান শাসনামলে বহু সংখ্যক সামরিক জায়গীরকে আরজাত আমলাক [নিষ্কর ভূমি] এবং 'ওয়াক্ফ' [ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি] হতে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। কারণ, জায়গীরদারগণ এটা নিশ্চিত করতে চাইতেন যে, তাদের রাজ্যের একটি অংশ তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য মওজুদ থাকুক। আর এ জন্যই সাময়িকভাবে একটি সামরিক জায়গীরকে বেসামারিক জায়গীরে পরিণত করা হত।

পক্ষান্তরে, আমলাক ছিল উত্তরাধীকারী সম্পত্তি ও ওয়াক্ফ্ এর প্রতিষ্ঠাতা যার প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁদের উত্তরাধীকারীদের কে উত্তরাধীকার সূত্রে সম্পত্তির পরিচালক নিযুক্ত করত। এভাবে সামরিক জায়গীরের অবলুপ্তি সামরিক বহিনীর সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৭৩]

মূলতঃ মামলূকদের বিভিন্ন উপজাতীর মধ্যে সর্বদা ক্ষমতা লাভের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী একথা সুপ্রতিভাত হয় যে, মামলূকদের কাছে প্রশিক্ষণ দাতা, মুক্তিদাতা এবং সতীর্থ খুশ্দাশীয়ার প্রতি আনুগত্য একটি গ্ররুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হত।

এভাবে মামলূকগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ত। আর প্রতিটি উপদল সুলতানের প্রাক্তন দলকে নিয়ে গঠিত হত এবং প্রভূদের নামানুসারে তারা পরিচিত হত। যেমন– আল-মুয়াইয়্যাদিয়্যা। শায়খদের নামানুসারে মুয়াইয়্যাদিয়্যা আল আশরাফ মুয়াইয়্যাদ এবং আল-জাহির কাকমাকের নামানুসারে আল-জাহিরীয়্যা। একমাত্র সুলতানই অধিক সংখ্যক মামলূক কৃতদাসদের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষন দেয়ার মত একটি সুবিধা জনক অবস্থানে ছিল। তিনি প্রভূদের মৃত্যুর পরে অথবা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে ও একটা শক্তিশালী দল হিসেবে টিকে থাকতে পারত। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে নিজেরা টিকে থাকার প্রচেষ্টাই ছিল তাদের ব্রত। কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সম্বনয় সাধন হত বটে, কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হত না। এক্ষেত্রে একজন সুলতান ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইলে একদলের বিরুদ্ধে

---

৭২. এ, এন, পোরিয়াক, মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও লেবাননে সামন্ত তন্ত্র; পৃ. ১৪-১৫; মামলূক রাষ্ট্রের সাধারণ গঠন, চেঙ্গিচ খানের ইয়াছার প্রভাব, আফ্রিকাও প্রাচ্য দেশীয় পাঠ সম্পর্কিত বুলেটিন, ১০ম খণ্ড, (১৯৩৯-৪২ খ্রীঃ) পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

অন্য দলকে ব্যবহার করা হত। ফলে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবতারণা হত। যার ফলে বারংবার সুলতানের পরিবর্তন ঘটত।

তুর্কী বংশোদ্ভূত সুলতানদের রাজত্বকালে (১২৫০-১৩৮২) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধীকারীর ভিত্তিতে সালতানাত হস্তান্তর করা হত, যদিও এটা সুলতানের সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার সহায়ক হত না।

প্রধানতঃ সার্কাসীয়ান শাসনামলে [১৩৮২-১৫১৭] সুলতানের পুত্ররাই তার উত্তরাধীকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করত এবং তাদের স্থান দখল করত আতাবেগ গন [যারা ক্ষেত্র বিশেষে ইতোপূর্বে অল্প বয়স্ক সুলতানের অভিভাবক নিযুক্ত হত]।

সুলতানের মৃত্যু অথবা সিংহাসনচ্যূতীর পর শক্তিশালী উপদলের কতিপয় আমীরের সম্মতিতে স্বাভাবিক পন্থায় উত্তরাধীকারী নিয়োগ হত। এমনকি কোন কোন প্রার্থীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হত। একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে অনেক কৌশল ও চেষ্টা তদ্‌বীর চলত। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপদল সমূহ তাদের কাঙ্খীত ব্যক্তিকেই ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টায় নিরত থাকত।

আবার আমীরগণও তাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত। একজন সুলতানের ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা বৈধ হত না, যতক্ষণ না খলীফা চারজন প্রধান বিচারকের[৭৪] [কাজী] উপস্থিতিতে নতুন সুলতানের প্রতি সমর্থন সূচক অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করত এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তাকে স্বীকৃতি প্রদান না করা হত।[৭৫]

সুলতান তার নিজস্ব আমীরদেরকে পূণঃ পূনঃ পদোন্নতি দান করতেন। এক্ষেত্রে যারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ অধিক সংখ্যক পদোন্নতি তারাই লাভ করত। আর এ পদোন্নতির সাথে সাথে জায়গীর ও বন্টন করা হত। একজন সুলতান তার পূর্ববর্তী সুলতানদের অনুগত মামলূকদের সমর্থন নিশ্চিত করতে না পারলে জুলবানদের উপরেই অধীক নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত।

সার্কাসীয়ান শাসনামলে তথা ঈনালের (১৪৫৩-১৪৬১) শাসনামলে এবং তারপর হতে সুলতান

৮৬২-৭৬; ইব্‌ন তাগরী বারদী, আন্-নাজূমূয্ যাহিরাহ। ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-৩।

৭৩. E.M. Sartain, "AL-Tahadduth Binima tillah"jalal-al-din-al Suyuti: Biography and background. (London : 1975), VoL. I, P. 6.

৭৪. চারজন প্রধান বিচারক (কাজী) বলতে সে সমস্ত বিচার পতিকে বুঝানো হতো যারা কোন মোকাদ্দামায় আইনগত রায় দান করতেন।

Cf. E. M. Sartain; Ibid. P. 7.

Dhaka University Institutional Repository

জুলবানদের সমর্থন ব্যাপক হারে হারিয়েছিল। তারা সুলতানের প্রতি নির্ভরশীলতার সুযোগে যা ইচ্ছে তাই করত।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তথা সিংহাসনারোহণ কিংবা কোন বিজয় উপলক্ষ্যে জুলবানগণ অপরাপর মামলূকদের সাথে হাত মিলিয়ে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলী প্রদর্শন করে অন্ন, বস্ত্র, নাফাক্বাহ (খরচাদী) সহ বিভিন্ন দাবী দাওয়া পেশ করত।

সুলতানগণকে দাবী পূরনার্থে বিভিন্ন ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনে বাধ্য করা হত। এমনকি তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও হস্তক্ষেপ করত। জুলবানগন তাদের অফিসারদের প্রতি হামলা চালাত ঘর-বাড়ী লুটপাট সহ অসহযোগ আন্দোলন চালাত।[৭৬]

মূলত ঃ মামলূক শাসনের অবলুপ্তি বলতে আমদানী ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শক্তিশালী সামরিক অভিজাত তন্ত্রের অবলুপ্তিকেই বুঝানো হয়েছে যা সার্কাসীয়ান শাসনামলে উল্লেখযোগ্য পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যায় ও ক্ষমতায় সেনা বাহিনীর ক্রমঘাটতি এবং সরকারের অস্থায়ীত্ব এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

মিসরীয় উচ্চ পদাধীকারী কর্মচারীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হত। যথা- প্রাশাসনিক কর্মকর্তা ও ধর্মীয় কর্মকর্তা। অমামলূকগণ যে সমস্ত পদ লাভ করত সেগুলোর মধ্য খতীব আন্-নাসীর অর্থাৎ সুলতানের ব্যক্তিগত সচীবই ছিলেন সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

খতীব আল-মীর সুলতানের চিঠিপত্র আদান-প্রদান, আদালতে আবেদন পত্র পাঠ [দার আল্আদল] এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি কাজের জন্য দায়ী থাকত।

এতদভিন্ন, নাযির আল্-খাস। যিনি সুলতানের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করত অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন জায়গীর বিষয়ক দায়িত্বশীল। নাযির বাঈতুলমাল রাজ কোষাগারের প্রধান, নাযির আল-ইসতাবলা্ত আল -সুলতানিয়া রাজকীয় ঘোড়া, খচ্চর, উট, উহাদের খাদ্য, আস্তাবল রক্ষনা বেক্ষন ও কর্মচারীদের বেতন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ক দায়িত্বশীল।

প্রাশাসনিক পদ বিশেষতঃ অর্থ সংক্রান্ত পদ সমূহ ক্যাপ্ত [capt] নামীয় অফিসারগণ অলঙ্কিত করতেন। ধর্মীয় পদ সমূহ আবার বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। চার মাযহাবের চারজন প্রধান বিচারপতি থাকত। সুলতানের সফর সঙ্গী এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সেনা সঙ্গী হিসেবে ছিলেন কাজী আস্কার। ওয়াকীল বাঈত আল-মাল [وكيل بيت المال] যিনি ছিলেন রাজকীয় কোষা গারের তত্ত্বাবধায়ক। প্রয়োজনীয় চুক্তি সমূহ সম্পাদনের জন্য দায়ী ছিলেন নাজিব আল্ আহরাস আল্ মাবরুরাহ। আর ধর্মীয় কার্যে নিয়োজিত ছিলেন খতীব এবং মুদার্‌রিস।

---

৭৫. ডি. আয়ালানের মতে, "খলীফার কৃতিত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খলীফার সম্মুখে দুটো বিষয় উন্মুক্ত ছিল ঃ (১) তার অগ্রগামী পূর্বসূরীর আজলাব দেরকে যথা সম্ভব দুর্বল করা এবং (২) যথাসম্ভব স্বল্পসময়ে তার অনুগত

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান শুধুমাত্র প্রশাসনিক অফিসারদের নিয়োগ ও পদচ্যুতিই নিয়ন্ত্রন করতেন না বরং ধর্মীয় কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদচ্যূতি ও নিয়ন্ত্রন করতেন।

যেমন- প্রধান বিচারপতি, সামরিক অফিসার, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদির ইমাম ও কর্মকর্তা নিয়োগ দান ও পদচ্যূতী করণ, এমনকি খলীফা নিয়োগ দানও সুলতান কর্তৃক কার্যকর হত।

একজন খলীফার মৃত্যুর পর সুলতান চারজন কাজী, কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদাধীকারীদের দ্বারা ও তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনয়ণ দিতেন। বস্তুতঃ একজন সুলতান নিযুক্ত হত আব্বাসীয় বংশ থেকে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী খলীফার মতামত বিবেচ্য হত। এক্ষেত্রে একজন খলীফার ক্ষমতা ছিল অতীব সীমিত। তিনি কিছু ধর্মীয় কর্মকান্ড সম্পাদন করতে পারলেও নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে কোন ক্ষমতা তার ছিল না। মামলূক সুলতান খুশকাদামের 'আমলে খলীফাকে রাজকীয় দূর্গেই বসবাস করতে হত।

অমামলূক কর্মচারীদেরকে পদানুযায়ী বিভিন্ন উপবৃত্তি দেয়া হত। মাসিক বেতনাদি সহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য তথা গোস্ত, রুটি, পশুর খাবার, মোমবাতী, চিনি, পোষাক সহ প্রয়োজনীয় ভাতা দেয়া হত।

সার্কাসীয়ান শাসনামলের শেষের দিকে যখন অত্যধিক আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তখন মিসরীয় প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কর্ম কর্তাদের উপবৃত্তি এবং ভাতা কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। মিসরীয় কর্ম কর্তাগণ সর্বদা সুলতান কিংবা প্রভাবশালী আমীরগণের হাতের পুতুল হিসেবে অবস্থান করত।

এক্ষেত্রে যদি তারা (মিসরীয় কর্ম কর্তাগণ) সুলতান কিংবা প্রভাবশালী আমীরের বিরাগ ভাজন হত। তখন তারা পদচ্যূত হত কিংবা শারীরিক ভাবে শাস্তি পেতে হত। অথবা কারারুদ্ধ সহ শিরচ্ছেদ পর্যন্ত হত।

মামলূক রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠিত হয়, যা তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ-

(ক) মামলূক আস্-সুল্তানিয়া অর্থাৎ রাজকীয় মামলূক।

(খ) মামলূক আল-উমারা অর্থাৎ উমারাদের মামলূক বাহিনী যারা সুলতানের দেহরক্ষী হিসেবেও কাজ করত এবং জমিদারী ভোগ করত। এ শ্রেণী হতে আমীর বা দলপতি নিযুক্ত হত।

মামলূক দরবার ছিল খুবই জাক-জমকপূর্ণ। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত কাঠামোতে উহাতে বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিয়োজিত থাকত। প্রধান রাজকর্মচারীদেরকে বলা হত- নায়েব আল-সুলতান অর্থাৎ রাজসভায় [৮২৫-৪২/১৪২২-৩৮] সুলতানের পরেই তাঁর পদ মর্যদা ছিল এবং তিনি রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রধান সেনাপতি 'আতাবেগ' নামে পরিচিত ছিলেন।

'ওস্তাদ আল-দার' অর্থাৎ গৃহস্থলীর অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিল রাজকীয় রন্ধনশালা। পানীয়- এর দায়িত্বে ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ভৃত্য ও পরিচারিকাগণ। তাদেরকে সুলতানের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকেও নজর রাখতে হত। মামলূক প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী বিভিন্ন কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল। যেমন জানদার, সুলতান সমক্ষে অতিথিদের উপস্থিত করাই তার প্রধান কর্তব্য ছিল। অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেঃ- দাওয়াদার (দোয়াত-কলম বহনকারী) জমাদার (সুলতানের পোষাক তদারককারী)। খিজনাদ, খাজাঞ্চী প্রধান, উজীর, উপদেষ্টা, আমীর আখুর- অশ্বশালার অধ্যক্ষ। জুকাদার (রাজকীয় ক্রীয়ার তাদারককারী) আমীর তাবলখানা (সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ) শিলাদার, বর্মরক্ষক, আমীর মজলিস, সুলতানের চিকিৎসার তদারকে নিযুক্ত কর্মচারী প্রভৃতি। উপরন্তু, মামলূক যুগে বন্দুকদার প্রভৃতি কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এভাবে সুবিন্যাস্ত করনের মাধ্যমে তারা গোটা সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে।

সামাজিক অবস্থা

ইমাম সুয়ূতী (রাঃ)-এর সময়কাল সমাজ ব্যবস্থা ছিল মামলূক[৭৭] সুলতান শাসিত। সমাজে একধরনের শ্রেণী সংগ্রাম বিরাজ করত। মামলূকগণ স্থায়ী মিসরীয়দের প্রতি ছিল সহানুভূতিহীন। বিদেশী সামরিক অভিজাত শ্রেণী এবং মিসরের স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে আচরণগত এবং মর্যদাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হত। শিক্ষা-দীক্ষায় বৈষম্য বিরাজ করত। ফলে ভিনদেশ থেকে আগত দাস সম্প্রদায় এবং স্থানীয় মিসরীয় জন সাধারনের মাঝে স্বাভাবিক ভাবেই এক মনস্তাত্বিক দ্বন্দ ও স্নায়ূ যুদ্ধ লেগে থাকত।[৭৮]

সামাজিক মর্যদাগত বৈষম্যের ধারাবাহিকতায় দেখা যেত যে, আওলাদ আন নাস[৭৯] [তথা মিসরের জাত-মামলূক পিতা-মাতার সন্তানগণ] আমদানীকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মামলূকদের তুলনায় নিম্ন মানের পদাবলী লাভ করত।

মামলূকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

Cf. E. M. Sartain, Ibid.

৭৬. E.M, Sartain, Ibid, P. 8.

৭৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪-৬।

৭৮. এ প্রসংগে নিম্নাক্ত উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"كان المجتمع ايام المماليك مقسما الى طبقات اعلاها طبقة السلاطين والامراء - وادناها طبقة الفلاحين، وبينهما طبقات مثل طبقة العلماء وطبقة التجار - وكان تلك الطبقات عاداتها الاجتماعية فى التزاور والتنزه والتردد على الاسواق والحمامات، وكان للناس عموما احتفالات بالاعياد - ووقت تولية السلاطين والخلفاء"

দ্রঃ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইবন আকীল মূসা (সংকলক), ই'জাযুল-কুরআনিল কারীম বায়নাল ইমাম আস সুয়ূতী ওয়াল

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের আদি অধিবাসীদের জন্য উচ্চ পদে আরোহন করা ছিল খুবই দুষ্কর। উপরোক্ত আওলাদ আন-নাস [Awlad-al-nas] এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যকার অমামলূক সদস্যরা আজ-নাদ- আল-হালকা [Ajnad-al-halqa] নামের মামলূক উপদলের সাথে যোগ দিতে পারত এবং স্বীয় কর্মের জন্য জায়গীর ও লাভ করত বটে, কিন্তু এজায়গীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মামলূকদের তুলনায় নিম্ন মানের ছিল।[৮০]

শাতধিক কালব্যাপী মামলূকদের ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার সূচনা থেকে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর জীবদ্দশা পর্যন্ত আচার-আচরণ, লেন-দেন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছেদ, চলণ-বলন তথা সব কিছুর মধ্যেই অভিন্ন ধারাবাহিকতা এবং মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মূলত ঃ তৎকালীন সময় মামলূক দাস সমাজ তথা বুরজি মামলূক ছিল একটি বিচ্ছিন্ন সমাজ। এ সমাজের সদস্য হতে হলে কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা আবশ্যক ছিল। যেমন– সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফর্সা চামড়ার লোক হতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই মামলূকগণকে হতে হবে ইসলামী জগতের উত্তর হতে উত্তর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী ও জন্ম সূত্রে বিধর্মী।[৮১]

মামলূক শিশু কিশোর ও বালককে সামরিক অভিজাত কোন বেসামরিক কর্মকর্তা ক্রয় করে মুক্তি দান করলে ঐ মামলূক দাসটির অভিজাত তন্ত্রের সদস্য ভুক্তি হওয়ার সম্ভবনা ছিল খুবই দুষ্কর।

ঐ সময় দাসগনের প্রায় সকলই তাদের আদি আবাস তুর্কী নাম ধারণ করত। সার্কাসীয়ানদের বেলায় ও তেমনটি ঘটত। তারা যখন সামরিক অভিজাত মহলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করত, তখন তারা ও তুর্কী নাম ধারণ করত।

মামলূক দাসগণের পুত্র গণের [আওলাদ-আন-নাস][৮২] নাম মুসলিম হওয়ার কারণে তাদেরকে সামরিক অভিজাততন্ত্র হতে বহিস্কার করন সহজ ছিল। যার ফলে সামরিক অভিজাততন্ত্রকে এক পুরুষের অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

'উসমানীয়গণ মিসরে সংখ্যা গরিষ্ঠ মামলূক মুসলিম নাম গ্রহণ করে। যার ফলে এমন একটি সমাজের জন্ম হয়– যেখানে উত্তারাধীকার তন্ত্র ও এক পুরুষের অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।

তৎকালীন মামলূক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে সমাজের সদস্যগণ প্রধানতঃ তার নিজের দেশের কৃতদাসী বা মামলূকদাস কন্যাকে বিবাহ করত। আর তথাকার মামলূকগণের বাঁদীদের সকলেরই আদী নিবাস ছিল স্বামীর আদি দেশ কিংবা তৎসন্নিহিত আদি দেশ। স্থানীয় মহিলাদের সাথে

উলামা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২১৬।

ঃ আত-তারীখ-বি-ইব্‌ন খালদূন, পৃ. ২৭৯।

৭৯. ঃ প্রাগুক্ত ;

৮০. Cf. E. M. Sartain, "Biography and back ground, jalal al-din al Suyuti" (Cimbridge :

Dhaka University Institutional Repository

[প্রধানত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বড় ব্যবসায়ী, কিংবা বিশিষ্ট 'আলিমগণের কন্যা] বিবাহ ছিল কাদচিৎ। এর কারণ ছিল, যে সকল অঞ্চল থেকে মামলূক সামরিক দাসের যোগান দেয়া হত। সে সকল অঞ্চল থেকে প্রায় সমসংখ্যক কৃতদাসী আনা হত। অবশ্য মামলূকগণের পুত্রদের সঙ্গে স্থানীয় মহিলাদের বিবাহের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। এ বৈবাহিক সম্পর্কের কারনে সাধারনের মধ্যে একটা সম্পর্ক বিরাজ করত।

এ কালে মামলূকদের পোষাক-পরিচ্ছেদ ও ছিল ভিন্নতর যা ছিল কোন শ্রেণীর লোকদের তুলনায় অধিকতর ভদ্রোচিত ও শালীন। মামলূকদাসের মালিকানায় মামলূক শাসকদের একান্ত অধিকার ছিল। তৎকালিন সমাজে মামলূকগণ নিজেদের মধ্যে প্রধানতঃ তুর্কী ভাষায় কথা বলত। আরবী ভাষা জ্ঞান তাদের অধিকাংশের মধ্যেই ছিল না। তৎকালীন মিসরে মামলূকদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাদের নির্মিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলো তার স্বাক্ষর হন করে। ইবনে খালদুনের ভাষ্যানুযায়ী একথা প্রতিভাত হয় যে, তাদের এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্যে বৈষয়িক কারণ ও ছিল। মামলূকগণ তাদের উত্তরাধিকারীদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করত। বিশেষতঃ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ শ্রেণী তথা অভিজাত পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হত না তাদেরকে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের রক্ষনা-বেক্ষনের দায়িত্বে নিয়োগ দান করত।[৮৩]

তৎকলীন মিসরীয় সমাজে সাধারণ নাগরিকগণ মামলূক কৃতদাস (সুলতান) কর্তৃক নির্যাতিত হত, মামলূকগণ সাধারণ মিসরীয়দের পাগড়ী টেনে ধরে অপমান করত, স্থানীয় নারীও বালকদের অপহরণ করত, স্থানীয় মিসরীয়দের দোকান-ঘাট, অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। স্থানীয় মিসরীয়দের শায়েস্তা করার জন্য তারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিত। রাজকীয় মামলূকদের কৃত এ সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের পাশা-পাশি মিসরীয়দের মামলূক অফিসারদের অত্যাচার ভোগ করতে হত। তাদেরকে উচ্চহারে কর দিতে হত। মুদ্রা মানের উঠা নামায় তাদেরকে অনেক দূর্ভোগ পোহাতে হত।[৮৪] দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, সে সময় মিসরীয় সমাজ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একশ্রেণী ছিল শোষক আর অপর শ্রেণী ছিল শোষিত অর্থাৎ একশ্রেণী ছিল প্রভূ আরেক শ্রেণী ছিল দাস।

মিসরীয় ভূমিদাসগণ [ফেল্লাহীন] ছিল বঞ্চিত। প্রভূর অনুমতি ব্যতিরেকে ভূমি দাসগণ গ্রাম ত্যাগ করতে পারত না। এমনকি প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারত না। প্রভূদেরকে ভূমি দাসগণ বাৎসরিক খারাজ (ভূমিকর), কর্ষিত ভূমির খাজনা প্রদান করত। এতদব্যতীত, তাদেরকে আরো অনেক কর দিতে হত। যেমন, বৎসরে নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন শস্য উপহার, সেচ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য কর এবং গো-চারণ ভূমির

1975) VoL. 1, P. 9.

৮১. আল-মাস'উদী, মুরূজুয-যাহাব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।

৮২. প্রাগুক্ত।

৮৩. আত-তারীখ -বি-ইব্‌ন খালদূন, পৃ. ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য কর দিতে হত। কৃষকরা ছিল সর্বদায়ই ঋণগ্রস্থ। তাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগে প্রভূরা তাদেরকে উচ্চহারে সুদের উপর টাকা, বীজ, খাদ্য সরবরাহ করত। কৃষকরা পরবর্তীতে শস্য দিয়ে তা পরিশোধ করত।[৮৫]

এ সময় মিসরে 'আরব বেদুইনরা ফেল্লাহীন তথা ভূমি দাসদের চেয়ে উন্নত জীবন যাপন সহ অধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৮৬] 'আরব সমাজে 'আরব ও মিসরীয় এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এ বিভাজন মেনে চলা হত। 'আরব গ্রাম ও মিসরীয় গ্রামের মধ্যে একটা দূরত্ব বিরাজ করত।[৮৭] এতদ্ব্যতীত, বনু হারাম ও বনু বাঈল্ নামক দু'টি গোত্র ছিল যাদের মধ্যে সর্বদাই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। মামলূকগণ এ বিবাদ দমনে দোষী ব্যক্তি অথবা তার পরিবার বর্গের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করত।[৮৮]

মাললূক কর্মচারীদের তুলনায় মিসরীয় কর্মচারীরা অধিক নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হত। মামলূক কর্মচারীগণ আর কিছু না পেলেও অন্ততঃ তাদের খুশ্‌দাশীয়াঃ থেকে কিছুটা আশ্রয় পেত। 'আলেম, আইন ও ধর্মতত্ত্ব বিশারাদগণের মধ্যে থেকেই কাজী, অধ্যাপকসহ অন্যান্য ধর্মীয় কর্মকর্তা বাচাই করা হত। মামলূকগণ তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান ভান্ডর বলে ভয় করত। কারণ, 'আলেম-ওলামা তথা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি সাধারণ জনগণের বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। সুতরাং 'আলেমদের এ শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধে আঘাত হানে এমন আচরণ থেকে তারা বিরত থাকত। নতুবা তাদরেকে সাধারণ জনগণের রোষানলে পতিত হতে হত। স্বাভাবিকভাবেই সুলতানগণ 'আলেম তথা ধর্মীয় ব্যত্তিত্বের সাথে একটি আপোষ মূলক নীতি অবলম্বন করে চলত।[৮৯]

তৎকালীন মামলূক সুলতানদের জীবন যাত্রা ছিল বিলাস বহুল। রাজকীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাক জমকের সাথে দরবারে পালিত হত। শোভা যাত্রায় সুলতান আকর্ষণীয় পোষাক পরিধান করতেন। এবং বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার যথা- হার, বাহু বন্দ, ঝুম্‌কা ইত্যাদি পরিধান করতেন। রাজকীয় ভোজ সভায় আগন্তুকদের আপ্যায়ন করতে ৫/৬ জন গায়ক, নর্তকী অনুষ্ঠান পরিবেশন করতেন। হিট্রি বলেন, "সুলতাদেরন [আল-নাসির] মধ্যে সৌন্দর্য বোধ ছিল। ঝাকজমক পূর্ণ জীবন যাত্রা সংরক্ষণ করতে এবং পরিবেশকে শোভা মণ্ডিত করার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। কায়রো দুর্গে প্রত্যাবর্তনের সময় আল-নাসিরের কর্মচারিগণ প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) হস্ত পরিমাণ কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হত। শাক-সবজি বহণকারী ৪০টি উট হজ্জ যাত্রার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁর এগারটি কন্যার বিবাহে তিনি প্রত্যেকের জন্য ৮লক্ষ দিরহাম ব্যয় করেন।

দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৬০২।

৮৪. Cf. E. M. Sartain, "Biography and background, jalal al-din al Suyuti" (Cambrige : 1975), VOL. I, P. 10.

৮৫. Ibn lyas, Badai al-Zuhur fi waqai al-duhhr, VoL, 3, P. 59-6; E. M. Sartain, "Biography and back ground, jalal al-din al suyuti (Cambridge : 1975), P. 10.

৮৬. Poliak, Feudalism, P. 64-9, and "desrevoltes populaires in Egypt a Japoque des mamelouks"

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) এর সময়কালে (নমব/পঞ্চদশ শতক) মামলূক সালতানাতকে বাহ্যিকভাবে একটি শক্তিশালী সালতানাত বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে উহার অভ্যন্তরীন অবস্থা তেমনটি ছিলনা। সালতানাতের অভ্যন্তরে তৎকালীন মিসরে বয়ে চলেছিল এক সুদীর্ঘ আর্থ-সমাজিক অবক্ষয়। অস্থীতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে।

আমীরগণের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ও উপদলীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সে সময় বিরাজ করছিল। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র দূর্বল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়ণের উৎস কৃষিতেও অবণতি দেখা দেয়। অর্থনৈতিক অবণতির প্রধান কারণ ছিল প্রাকৃতিক দূর্যোগ। তৎকালীন মামলূক মিসরীয় সমাজে একাধিক বার প্লেগ ও মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে। এ মহামারি সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সুলতান আন্-নাসির হাসানের প্রথম শাসনামলে (৭৭৮-১৩৪৮-৯), ইউরোপীয় ইতিহাসে যা' Black Death হিসেবে পরিচিত।

মামলূক সালতানাতের শেষ শতকে ১২ বার গুরুতর রকমের মহামারী দেখা দেয়। এ মহামারী গুলোতে মামলূক দাসেরাই অধিক হারে মারা যায়, যার প্রেক্ষিতে সুলতান ও আমিরগণের স্ব-স্ব বাহিনীর শক্তিও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করতে হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও মামলূক সামরিক দাস সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। আন্-নাসির মোহাম্মদের শাসনামলে রাজকীয় মামলূকগণের সংখ্যা আনুমানিক ১২ হাজর থেকে হ্রাস পেয়ে সার্কাসীয়ান সুলতানদের 'আমলের অর্ধেকে নেমে আসে। এ ক্ষেত্রে চাষী ও শিল্প শ্রমিকরাই প্লেগ মহামারীর অধিক শিকার হয়েছিল। প্লেগ আতঙ্কে গ্রামের পর গ্রাম লোক শূন্য হয়ে পড়ে। উৎপাদনের জন্য পানি সেচ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে আবাদী জমীন অনাবাদী হয়ে পড়ে এবং সে কারণে সালতানাতের রাজস্বের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেতে থাকে।[৯০]

Revue des Etudes Islamiques (1934) P. 254, 260-1.

৮৭. E. M. Sartain, Ibid P. 10.

৮৮. E. M. Sartain, Ibid, P. 10-11.

৮৯. Ibn Iyas, Safahat, P- 85, 183; E. M. Sartain, P. 13.

৯০. এ প্রসংগে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"..... ولقد ازدهرت الزراعة والصناعة فى عهد المماليك وكانت الدولة تعيش فى رخاء إلا ما يكدر صفوها من حين لأخر من نقص مياه النيل، وحدوث بعض المجاعات التى كانت قليلة فى عهد الامام السيوطى، ولقد تأثرت التجارة كثيرا باكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح فى نهاية القرن التاسع الهجرى- مما أوجد للاوربيين طريقا الى جنوب شرق أسيا حيث كسورا احتكار المماليك لتجارة التوابل والبخور، فاضروهم

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে মিসরে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ নব্বই লক্ষ দিনার থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র বিশ লক্ষ দিনারে। প্লেগজনিত মৃত্যুর কারণে বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্রগুলো দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই সার্কাসীয়ান 'আমলে আলেকজান্দ্রীয়ায় অবক্ষয় চলতে থাকে। সিরিয়া ও মিসর উভয় প্রদেশেই প্রশাসনিক দূর্বলতা দেখা দেয় এবং স্থায়ীভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। আবাদযোগ্য ভূমি ও বাণিজ্য পথের উপর উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর চাপ বেড়ে যায়। ঐ 'আমলে উত্তর মিসরে বারকূক কর্তৃক পুনর্বাসিত 'হাওয়ারা' নামক উপজাতীর একটি অংশ সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে যা 'উসমানী 'আমল পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়।

ভূমি রাজস্বের এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সুলতান ও আমীরগণ বাণিজ্যিক খাত হতে জোর পূর্বকভাবে অধিক হারে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃত্ত হন। তারা ব্যবসায়ীকদেরকে পণ্য সামগ্রী কৃত্রিমভাবে বর্ধিত দামে ক্রয় করতে বাধ্য করে। অবশ্য রাজস্ব ক্ষেত্রে এহেন অপব্যবহার ও অপ-প্রয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্ত পূর্ব থেকেই ছিল।

ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতক হতেই ভারত মহাসাগর দিয়ে যে বাণিজ্য সওদাগর গোষ্ঠী কৃর্তক পরিচালিত হত, পরবর্তীতে বারসবাঈ [৮২৫-৪২/১৪২২-৩৮] উহা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ৮২৮/১৪২৫ সাল হতে জেদ্দা বিমান বন্দর কার্যত [লৌহিত সাগর পথে] প্রাচ্য-দেশীয় বাণিজ্যের প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হয়। ৮৩২/১৪২৮ সালে মরিচ ব্যবসায়ী বারসবাঈ একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে মরিচের দাম বেড়ে যায়। অন্য দিকে এসকল কারণে ভেনিসের বনিকদের ও ক্ষতি সাধিত হয়। বারসবাঈ-এর শাসনামলে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যদিয়ে পরিচালিত বাণিজ্য দু' দু'বার বিঘ্নিত হয়। মামলূক সুলতান সাইফ্রাসে পরপর তিনবার অভিযান চালিয়ে অবশেষ ৮২৯/১৪২৬ সালে ঐ দ্বীপ জয় করেন এবং সাইফ্রাসের রাজাকে তার অধীনস্ত রাজা হিসেবে বৈশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ফলে ফ্রাঙ্ক নিয়ন্ত্রনাধীন সাইফ্রাস তথা ভূমধ্য সাগরীয় বহিঃ বন্দর থেকে মুসলিম জাহাজ গুলোর বিপদাশংকা দূরীভূত হয়। কৌশলগত দিক থেকে এ অভিযানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ এটাই ছিল মামলূক সুলতানদের একমাত্র বড় ধরণের নৌ সামরিক অভিযান। বারসবাঈ শাহরুখকে পবিত্র কাবা গৃহের গিলাফ পাঠানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। এ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি (বারসবাঈ) মামলূক সালতানাতের প্রভাবাধীন অঞ্চলে তৈয়মূরীয় তুর্কী মঙ্গলদেরকে যে কোন মর্যাদাকর অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর ছিল।[৯১]

মূলতঃ বুরজী মামলূকদের সময়ে তৎকালীন মিসরের সার্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, তথাকার অর্থনৈতিক জীবন ছিল আড়ম্বর পূর্ণ ও স্বচ্ছল। যদিও তাদের অনেকেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থনৈতিকি বিপর্যয় ঘটে, তবুও মামলূক সুলতানগণ জাঁক জমকপূর্ণভাবে বসবাস করতেন।

اقتصاديا ضررا شديدا - انعكس على حياة الناس ومعاشهم -

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে সামগ্রিকভাবে মামলূক সালতানাত (১২৫০-১৫১৭) মিসরের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায় রচনা করে। মিসর তথা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে মামলূক বংশের অবদান অনস্বীকার্য। ১৩৪ বছর ব্যাপী মামলূক সালতানাতের সূচনা লগ্ন থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কম-বেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নের ধারা অব্যহত ছিল।[৯২]

মোগল এবং ক্রুসেডারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং তাদেরকে বিতাড়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে তারা সচেষ্ট ছিল। অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগণ আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা প্রথমিক পর্যায়ে মামলূকদের রাজত্বে খানিকটা স্তিমিত হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যভাগ হতে মামলূক কর্তৃক সে প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় কালে আরবগণ অংক শাস্ত্রে, জ্যামিতি, চিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষু চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সিরীয়া ও মিসরীয় মামলূক রাজ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নত সাধিত হয়। পূর্ববর্তী মামলূক সালতানাতগণ কর্তৃক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সাংস্কৃতির যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল, 'আল্লামা সুয়ূতীর সময় তথা বুরাজিয়্যাহঃ মামলূকদের শাসনামলেও সে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ছিল। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশের পাশাপাশি ইতিহাস রচনায় ও এক অভূত পূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করে।

দ্র ঃ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন 'আকীল মূসা (সংকলক), ই'জাযুল কুরআনিল কারীম বায়নাল ইমাম আস্-সুয়ূতী ওয়াল উলামা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২১৬-২১৭; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রীঃ), পৃ. ৬০৯।

৯১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮২ খ্রীঃ), পৃ. ৬১০।

৯২. এ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আকীল মূসা বলেন ঃ

" قد ازدهرا لعلم إزدهارا كبيرا فى دولة المماليك خاصة فى القرنا التاسع ، وكان لذالك أسباب منها :

(١) تفرد القاهر - وهى عاصمتهم - بمركز علمى رائد بين العواصم الاسلامية مما جعلها محط العلماء والفضلاء -

(٢) حرص عدد كبير من سلاطين المماليك على إنشاء المدارس والمساجد التى كانت بمثابت معاهد علمية -

(٣) كان كثير من السلاطين والخلفاء والامراء يعقدون مجاليس علمية فى قصورهم، ويتنافسون فى إقتناء الكتب وتخصيص دور كبيرة لها - حتى أن عددا كبيرا من مخطوطات الكتب التى بايدينا اليوم يعود زمن تصنيفها أو نسخها الى عصر

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ই ইসলামের কতিপয় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবির্ভূত হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবুল ফেদা[৯৩] ইব্নে তাগরীবারদী,[৯৪] আমাদের আলোচিত ব্যক্তিত্ব স্বয়ং 'আল্লামা সুয়ূতী এবং আল-মাকরিযী। ঐতিহাসিক আবুল ফেদা ছিলেন সুলতান আল্ নাসিরের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্ব। তিনি 'মুখতাসারু তারীখিল বাশার' অর্থাৎ মানবজাতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন।

المماليك -

(٤) برز عدد من العلماء الكبار الذين ألفوا مولفات كبيرة فى شتى نواحى العلوم ، والفنون - تلك كانت نبذة يسيرة عن عصر الامام السيوطى - رحمه الله تعالى -

দ্রঃ ই'জাযুল কুরআনিল কারীম বায়নাল ইমাম আস সুয়ূতী ওয়াল উলামা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২১৮।

৯৩. আবুল ফেদা ইসমাঈল ঃ ইব্ন (আল্ আফ্দা) আলী ইব্ন (আল-মুজাফ্ফার) মুহম্মদ ইব্ন (আল-মানসূর) মুহাম্মদ ইব্ন তাকীউদ্দীন 'উমার ইব্ন শাহান্শাহ ইব্ন আয়্যূব আল-মালিকুল -মুআয়্যাদ ইমাদুদ-দীন। তিনি ছিলেন সিরীয় নৃপতি, ঐতিহাসিক ও ভু-গোলবীদ এবং আয়্যূব পরিবারের সদস্য। জুমাদাল-উলা, ৬৭২/ নভেম্বর, ১২৭৩ সাল দামিশ্কে তাঁর জন্ম। ২৩ মুহার্‌রম, ৭৩২/২৭ অক্টোবর, ১৩৩১ খ্রীঃ হামাতে মৃত্যু।

পন্ডিত ও লিখক হিসেবে এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষকরূপে অতীতে তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল। সুলতান এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক তার মৃত্যু (৭৩২-১৩৩১) পর্যন্ত অটুট ছিল। সংক্ষিপ্ত 'আরবী জীবন চরিত মালায় তাঁর রচিত কবিতার বেশ কিছু নমুনা উদ্ধৃত হয়েছে। তৎকর্তৃক আল-মাওয়ারদীর ফিকহী রচনার আল-হাবী এর ছন্দাবদ্ধ রূপান্তর ও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর প্রায় সকল রচনাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁর খ্যাতির ভিত্তি দুটি পুস্তক। পুস্তক দুটি মুখ্যত সংকলন, কিন্তু তিনি নিজে নুতন ভাবে এ গুলি বিন্যাস করেছেন এবং উভয়টিতে নুতন কিছু তথ্য ও সংযোজন করেছেন। পুস্তক দুটির একটি হল মুখ্তাসারু তারীখিল বাশার। এটি একটি বিশ্ব ইতিহাস যাতে ইসলাম পূর্ব ইতিহাস সহ ৭২৯/১৩২৯ সাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো– 'তাকবীমুল বুলদান' এতে প্রাকৃতিক ও গাণিতিক তথ্য সমূহ ছকাকারে সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থটি ৭২১/১৩২১ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং পূর্ববর্তী প্রায় সকল ভূগোল গ্রন্থের স্থানই অনেকটা দখল করে নেয়।

দ্রঃ কুতুবী, ফাওয়াত ১ম খণ্ড (কায়রো ঃ ১৯৫১ খ্রীঃ), পৃ. ৭০; ইব্ন তাগরীবারদী, কায়রো ঃ ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬,২৩,২৪,৩৯; সুবকী, তাবাকাতু'শ শাফি'ঈয়্যা, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ৮৪-৫; ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীঃ) , পৃ. ৩৩।

৯৪. ইব্ন তাগ্রীবারদী ঃ আবুল মাহাসিন জামালুদ্-দীন ইউসুফ ইব্ন তাগ্রীবার্দী একজন 'আরব ঐতিহাসিক। ৮১২/১৪০৯-১০ সালে কায়রোত জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতা এশিয়া মাইনর এর জনৈক মামলূক ছিলেন। সুলতান আয্-যাহির বারকূক তাকে ক্রয় করে পদোন্নতি প্রদান করেন। সুলতান আন-নাসির ফারাজ এর অধীনে ৮১০/১৪০৭ সালে তিনি মিসরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ৮১৩ হিঃ সালে দামিশ্ক-এর রাজ প্রতিনিধি হন। সেখানে তিনি ৮১৫/১৪১২ সালের গোড়ার দিকে মারা যান।

তিনি খ্যাতনামা 'আলিমগণের নিকট প্রচলিত শিক্ষনীয় বিষয়াদি অধ্যয়ন এবং সঙ্গীত, তুর্কী ভাষা ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আল-মানহালুস সাফী-ওয়াল মুসতাওফী বা'দাল ওয়াফা"। এ গ্রন্থে ৬৫০/১২৪৮ হতে ৮৫৫/১৪৫১ সাল পর্যন্ত সুলতান, আমীর এবং পন্ডিতগণের জীবনী সন্নিবেশিত রয়েছে এবং ৮৬২/ ১৪৬৮ সাল সময় পর্যন্ত কিছু নতুন সংযোজন রয়েছে।

এরপর রচিত হয় "আন-নুজূমুয যাহিরা ফী মুলুকি মিসর-ওয়াল-কাহিরা" এটি ৬৪১ সাল হতে শুরু করে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থে তিনি ইবনে আল্ নাসির কর্তৃক প্রণীত ঐতিহাসিক ঘটনা পুঞ্জিকে তাঁর সময় পর্যন্ত বর্ধিত করে [১৪১১-১৪৬৯] ইতিহাস রচনায় এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। ইব্ন তাগরীবারদীর পিতা মামলূক দরবারের কর্মচারী ছিলেন। 'আরবগণ কর্তৃক মিসর বিজয় হতে ১৪৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত 'আন্ নুজূমুয যাহিরা ফী মুলূকি মিস্‌র ওয়াল কাহেরা' [মিসর ও কায়রোর রাজন্য বর্গের উজ্জ্বল নক্ষত্রাবলী] শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মিসরের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন।

একালে যে সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমাদের 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন অন্যতম।

বিশ্বকোষ রচনায় মামলূকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এ সময় দুজন খ্যাত নামা বিশ্বকোষ প্রণেতা ছিলেন– আহ্‌মাদুন নওয়াবী এবং আহমাদ আল-কালকাশিন্দী। নওয়াবী রচিত গ্রন্থের নাম ছিল আল 'আরব ফী ফনূনিল আদাব এবং কাল কাশিন্দী রচিত গ্রন্থের নাম ছিল সুবহুল আ'শা।

এ সময়ে নৌ বিদ্যার ব্যাপক চর্চা হয়। নৌবিদ্যার তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত দিক সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করেন আহমাদ ইব্‌ন মজীদ।[৯৫] তিনি ১৪৯৪ খ্রীঃ পূর্তগীজ নাবিক পর্যটক ভাস্কোভাগামার আফ্রিকা থেকে ভারত বর্ষ অভিযানে অগ্রদূতের কাজ করেন।

চারুকলা, কারুকলা তথা স্থাপত্য শিল্পেও এ সময় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বুরজিয়্যাহঃ মামলূকগণ বাহারী মামলূকগণের মত স্থাপত্য কলার পৃষ্ঠ পোষকতা করেন এবং তাদের আমলে কায়রোতে এক মনোরম 'ইমারত নির্মিত হয়।

বুরজিয়্যাহ ঃ মামলূকগণের মধ্য থেকে বারকূক এবং কানসু আল্‌গাওরী বিভিন্ন ধরনের ইমারত তৈরী করেন। হিট্টির মতে, টলেমী এবং ফিরআউনের যুগের পর মিসরের ইতিহাসে স্থাপত্য কৃর্তী ও চারু শিল্পের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বুরজী মামলূকদের ব্যতীত আর কোন নজীর নেই।

সমসাময়িক কাল পর্যন্ত মিসরের ইতিহাস সম্বলিত। তাছাড়া তিনি 'মানহাল' (পরবর্তীকালের বিখ্যাত লোকদের জীবনী) রচনার কাজ ও জারী রাখেন। উক্ত গ্রন্থ খানি তিনি লিখেছিলেন তাঁর নিজের বন্ধুবর্গ এবং সুলতান যাকমাক ইব্‌ন মুহাম্মদ এর জন্য। এটিতে তিনি যাকমাকের শাসনের শেষভাগের ইতিহাস রচনা করেন।

দ্রঃ সাখাভী আদ-দাওউ'ল-লামি" ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৮; আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত তালি, ২খণ্ড, পৃ. ৩৫১; ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীঃ), পৃ. ৩৯।

৯৫. ইব্‌ন মাজিদ (ابن ماجد) ঃ পূর্ণনাম– শিহাবুদ্-দীন আহ্‌মাদ (ইব্‌ন মাজিদ) আন্-নাজদী। ৯ম/ ১৫শ শতকের জনৈক 'আরব নাবিক, নৌ-চালনা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের প্রণেতা। এতে ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, চীন সাগরের পশ্চিমাংশ এবং ইন্দোনেশীয় দীপ পুঞ্জ সন্নিহিত জলভাগে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও নির্দেশাবলী লিখিত রয়েছে।

১৪৯৮ খ্রীঃ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোভাগামা পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত মালি নদী নামক স্থানে পৌছলে তিনি তথায় এরূপ একজন সামুদ্রিক নাবিকের সাক্ষাত লাভ করেন– যিনি তাঁকে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কালিকট নামক স্থানে সরাসরি পৌছিয়ে দেন। উক্ত অভিযানে অংশ গ্রহণ কারী জনৈক নাবিক তাঁর ডায়রীতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। উক্ত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ লেখকগণ বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সালিহ্ উদ্দীন যথার্থাই বলেন, "স্থাপত্য শিল্পে এযুগই ছিল মিসরের ইতিহাসে সম্ভবত সর্বপেক্ষাসৌন্দর্য মন্ডিত।" সালিহ্ উদ্দীন আরো বলেন, "তার (বারকূক) দুই গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি মসজিদ তার পুত্র ফারাগ কর্তৃক নির্মিত হয় কিন্তু বাঈন আল্‌কাসরীনে তাঁর সৌন্দর্য মণ্ডিত মাদ্রাসা তার রাজ্যের প্রথম ভাগের কীর্তি এবং শিল্পকলায় ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি তার অনুরাগের পরিচায়ক"। ক্রেমওয়েল মিসরীয় মুসলিম স্থাপত্যের উপর একটি নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং এতে মামলূক 'ইমারতের গঠন প্রণালী, অলংকরণ ও বিভিন্ন উপকরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কাইতবাঈ মিসর, সিরিয়া এবং 'আরবের অসংখ্য 'ইমারত নির্মান করেন। সালিহ্ উদ্দীনের ভাষায় "কায়রোতে অবস্থিত তাঁর দু'টি মসজিদ, সরাইখানা, স্থাপত্যে ব্যবহৃত জ্যামিতিক নক্‌সা এর জলন্ত দৃষ্টান্ত"। এ ছাড়া, তার রাজত্বের অসংখ্য শিলা লিপি হতে জানা যায় যে, তিনি বহু ধ্বংশ প্রাপ্ত 'ইমারতের সংস্কার করেন এবং মসজিদ, মাদ্রাসা, ও দুর্গ নির্মান করেন। পূর্ববর্তী সুলতানদের স্থাপত্য কৃর্তিধারা কায়রোতে অব্যাহত রেখে কানসু আল্ গাওরী (৯০৬-২২/১৫০১-১৬) বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মান করেন।

মামলূক স্থাপত্য রীতি নুরিদ ও আইয়্যুবী সুলতানদের নির্মিত 'ইমারত দ্বারা প্রভাবিত। বলা বাহুল্য যে, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া স্থাপত্য কলার কীর্তি কৌশলে পুষ্ট ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হালাকুখান ও পরবর্তী পর্যায়ে ইলখানীদের আক্রমনে বাগদাদ ও দামেস্ক হতে বহু স্থপতি, কারিগর ও শ্রমিক মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের মাধ্যমে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ক্রুসেডারদের বিতাড়নের ফলে উচ্চ মিসরীয় মিনার স্টীলের পরিবর্তে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হতে থাকে। খ্রীষ্টান ক্রুসের আকৃতিতে গৃহ, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়।

হালকা ভাবে নির্মিত গম্বুজ গুলির বহির্ভাগের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার ছিল খুবই আকর্ষনীয়। সাদা ও কালো পাথরের ব্যবহারে যে মনোরম অলঙ্করন সৃষ্টি করা হয়, তাতে বাঈজেনটাইন প্রভাব থাকলে ও ইহা ঐ সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কপি লিখন পদ্ধতি, জ্যামিতিক নক্‌সা, লতা-পাতা প্রভৃতি উপাদানের ব্যবহারে মামলূক স্থাপত্য শিল্প ছিল সমৃদ্ধ।

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতীর সময় কালে মামলূক শাসিত মিসর ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তাঁর সমসাময়িক মিসরীয় পণ্ডিতগণ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে খুব কম দেশে ভ্রমনে বের হয়েছিলেন। কদাচিৎ বের হলেও কেবল হিজাযের[৯৬] পবিত্র নগর গুলোতে হজ্জ্ব সম্পাদনের জন্য যেতেন। পক্ষান্তরে, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, হিজায এবং ইয়েমেনের পণ্ডিত ও ছাত্র বৃন্দ পড়া শুনার উদ্দেশ্যে কায়রো নগরীতে আগমন করত।

Cf: V. Hammer, Extracts from the Mohit, That is the Ocean, a Turkish work on Navigation in the Indian seas in JASB, ১৮৩৯ খ্রীঃ; পৃ. ৮২৩-৩০; D. Lopes Extracts da historia da conquista do yaman pelos o lkmanos, 1892. খ্রীঃ; লিসবনে ভূগোল সমিতি কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের সাথে একই সময়ে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল। এ অঞ্চলের পন্ডিত ও ছাত্রগণ নির্বিশেষে কায়রো হয়ে হিজাযে হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে যেতেন। ভ্রমন কালীন এ যাত্রা পথে কায়রোর অধ্যাপকগণের কাছে তারা কিছু শেখার সুযোগ ও গ্রহণ করত। ভারতের সাথেও মিসরীয় পান্ডিতগণের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। তবে ঐ সময়ে ইরাক, পারস্যের সাথে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না।

মধ্যপ্রাচ্যেও পশ্চিম আফ্রিকার পন্ডিতদের সাথে মিসরীয় পন্ডিতদের যোগাযোগ এ ভাবেই ঘনিষ্ঠ ছিল। যেখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্ভব ছিল না সেখানে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি-পত্র ও বই-পুস্তক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি তৎকালীন মিসরে ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও ব্যাপক চর্চা হত। বিশেষতঃ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ছিল মুসলিম ঐতিহ্যের স্বারক মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, ইসলামী পাঠাগার ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলো একদিকে যেমন আব্বাসীয় যুগ থেকে বয়ে আসা মুসলিক ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করত অন্যদিকে সেখানে কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ শাস্ত্র তথা ইলমেদ্বীনেরও চর্চা হত।

আমাদের আলোচ্য যুগে তৎকালীন মিসরের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময় সাধারণতঃ দু'টি স্তরে শিক্ষা সম্পন্ন করা হত। প্রাথামিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ মুখস্থ করণ সহ অন্যান্য জ্ঞান দান করা হত। ঐ উদ্দেশ্য সাধনে মসজিদ-মাদ্রাসা সংলগ্ন মাক্তাব নামে পরিচিত কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে কিছু কিছু ছেলে মেয়েদেরকে বাড়ীতে আত্নীয়-স্বজন অথবা গৃহ শিক্ষকদের মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া হত।

পবিত্র কুরআন হিফ্য করার পর একটা ছেলেকে আরো অতিরিক্ত ৩/৪ টা গ্রন্থ মুখস্থ করতে হত। এ গুলোর মধ্য রয়েছে ইবন্ মালিকের আল্ফিয়া, আন-নববীর মিনহাজুত্-তালেবীন, আল্ বদরীর মিন-হাজুল উসূল, আল-জামাইকীর 'উমদাতুল আহ্কাম, ইবনে মালেকের আল-তাসহীল, আল-খাতীবীর হিরযুল আমানী [আল-খতীবীয়া নামে পরিচিত] ও আল-শিরাজীর আত্-তানভীর। এ সব গ্রন্থগুলো ছিল সে সময়ের জনপ্রিয় পাঠ্য-পুস্তক।

আয়োজিত পাশ্চাত্য পন্ডিতদের আন্তর্জাতিক সন্মেলনে গঠিত একটি প্রবন্ধ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রীঃ), পৃ. ৬৬।

৯৬. হিজা'য (الحجاز) ঃ ইসলামের আবির্ভাবস্থল এবং ধর্মীয় কেন্দ্র যা 'আরব উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম ভাগ। কা'বার অবস্থান বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাসস্থান আল্লাহ্র কালাম আল কুর'আন নাযিলের স্থান এবং প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অঞ্চল। এ সকল দিক থেকে আল-হিজায মুসলমানদের নিকট পবিত্র ভূমি। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানগণ তাদের একটি পবিত্র ভূমির মর্যদা রক্ষায় অধিকতর আগ্রহী। মক্কা ও মদীনার চতুর্ষ্পার্শ্বস্থ এলাকা পবিত্র-সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে শুধুমাত্র মুসলমানদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে। হিজায এর অন্যান্য অঞ্চল সমূহে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অমুসলিমদের প্রবেশ প্রায়শই নিষিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ-মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীট এবং সুফীগণের অবস্থানের জন্য ছিল খানকা। কোন কোন সময় খানকাতে শিক্ষা দান এববং মাদ্রাসাকে সূফীদের অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হত। মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকায় যাবতীয় বিষয় পড়ানো হত। 'আল্লামা সুয়ূতী এর ক্ষেত্রে এটা কৌতুহল দ্বীপক ছিল যে, পাঁচ বছর পদার্পণ করার পূর্বেই তাঁর পিতা মাতা তাঁকে আরো বিভিন্ন বিষয়ে বৃক্তৃতা শুনাতেন।

আল-সাখাভীর মতে, 'আল্লামা সুয়ূতী ও তাঁর ১৫ জন শিক্ষক এবং তার সমসাময়িকরা যে বিষয়গুলো অধ্যায়ন করেন, সে গুলো হলো- ফিক্হ, হাদীস, আরবী ভাষা ও আরবী ব্যাকরণ। এতদভিন্ন, ফিক্হ, উসূলুল ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তি বিদ্যা, তাফসীর, অংক, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি। এর মধ্যে আরো কিছু বিরল বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। যেমন- ছন্দ প্রকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যামিতি, বীজগণিত, পুঞ্জিকার হিসাব, জ্যোতি শাস্ত্র, কুর'আন শিক্ষা, আইনবিদ্যা, ধর্মবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকা গুলোর সংলগ্ন বেশ কিছু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হত। সেখানে পুরাতন বইগুলোর নতুন কপি করা হত। এতে পন্ডিত ও ছাত্রদের জন্য বই পড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেত। তবুও ব্যক্তিগত অধ্যয়নের চেয়ে শিক্ষকদের নিকট থেকে মৌখিক পাঠ গ্রহণের উপরই প্রাধান্য দেয়া হত। এ সময় হাদীসের ব্যাপক চর্চা হত। একজন ছাত্র হাদীস শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়নে আত্ম উৎসর্গ করতে চাইলে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ গুলোর ক্লাসে কেবল যোগদানই করত না, বরং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে হাদীস বিশারদ গণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করত।

সে সময় মহিলাদের মাঝে ও হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিল। হাদীস বর্ণনা কারী হিসেবে মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। 'আল্লামা আস্ সুয়ূতীর (র) দেয়া তার শেখদের তালিকা এবং আস্ সাখাভীর আল্ দা'উল লামী-এর দ্বাদশ খন্ড থেকে এর প্রমান মিলে। এ খন্ডটি হাদীস বর্ণনা কারিণী মহিলাদের জীবনী সম্বলিত।

মহিলাগণ হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন বটে, তবে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে নয়। অধিকাংশ মহিলা বর্ণনাকারী পুরুষ হাদীস বিশেষজ্ঞদের পরিবার থেকে উদ্ভুত। দাদা, পিতা, পিতৃব্য থেকে তাদের হাদীস পঠন শুরু হত। 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) সময় ইবন্ ফাহাদ, ইবন্ জুহায়রা আল-নুয়ায়েরী এবং আল্ বুলকাইনীর পরিবার এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল। মহিলারা আবার অন্যান্য মহিলাদের নিকটও পড়তেন। এ যুগে জন জীবনে মর্মবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

খানকায় কর্তৃপক্ষ সূফীদের জন্য থাকা-খাওয়া ও বৃত্তির ব্যবস্থা করত। আর মাদ্রাসা গুলোর কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য থাকা-খাওয়া সহ অর্থের ব্যবস্থা করত। তৎকালীন সময়কার অনেক পন্ডিত সরল সহজ জীবন যাপন করত। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ)-এর সমসাময়িকদের মধ্যে ইবন্ ঈমান আল্ কামেরীয়া, আল-সুমুন্নী, আল আকসারী ইবন্ আল-হুমাম, আল-মুনাববী এবং আল-যাকারীয়া আল-আনসারী সুফী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মামলূক যুগের শেষের দিকে ইতিহাস সম্বলিত ও জীবনী মূলক গ্রন্থ ছাড়াও কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়। সে সব রচিত সাহিত্য তখনকার সময় পুরোপুরি অধিত হয়নি এবং অনেক বই অদ্যাবধি পান্ডুলিপি হিসেবে রক্ষিত রয়েছে, অথবা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সে যুগের সাহিত্য বিষয়ক ঐতিহাসিকদের দেয়া তথ্যানুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, সে সময় বিভিন্ন বিষয়ের সংকলন, বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থাবলী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনি, উদ্ধৃতাংশ সমূহ এবং সংক্ষেপন ইত্যাদি প্রণীত হয়। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ)-এর সমসাময়িকদের প্রণীত গ্রন্থগুলো ছিল সাধারণতঃ সূদ, আইন, ব্যায়াকরণ, বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস্ সংকলন, সংক্ষেপন, মন্তব্য এবং পূর্ব যুগের গ্রন্থ সমূহের উপর টীকা-টিপ্পনি। বিশেষতঃ ছাত্রদের জন্য অনূদিত বইগুলোর টিকা-টিপ্পনীর উপর লিখিত ছিল। তৎকালীন পন্ডিতগণ তাদের সৃজন শীলতা দেখানোর জন্য চিঠি পত্র অথবা রচনা সমূহ ছন্দ দিয়ে লেখতেন।

'ইজাযা তথা প্রশংসা পত্রের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। তা' ছাড়া তারা কবিতা, ছড়াও লিখতেন। অবশ্য 'আল্লামা সুয়ূতীর (র) আত্ম জীবনীতে উদ্ধৃত উদাহরণ গুলো বিচার করলে দেখা যায়, এ গুলোর সাহিত্য মান তেমন উন্নত ছিল না। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) নিজেও কাব্যাকারে ধাঁ ধাঁ লেখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। আল-দাউদী তাঁর জীবনীতে এর কয়েকটি উল্লেখ করেন। জীবনী মূলক গ্রন্থ হাদীস তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর সময় রাজনৈতিক ইতিাস লিখেন মামলূক বংশধরগণ। যেমন– ইব্‌ন তাগরীহ বিরদী এবং ইবনে ইয়াস প্রমূখ।

আলোচ্য সময়ে শিক্ষা উন্নয়ন এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে কতিপয় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল। যেমনঃ-

প্রথমতঃ দেশের আর্থিক অবস্থা দ্রুত দৈন্যতার দিকে ধাবিত হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'ওয়াকফ্' এর মান কমে গিয়েছিল এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি-হ্রাস করা হয়েছিল। অবশ্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শিক্ষাঙ্গনকে তেমন একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ মামলূকদের অন্তর্দ্বন্দ্বে তৎকালীন পন্ডিত এবং শিক্ষকগণ তেমন একটা জড়িত ছিলেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত পদ সমূহে শিক্ষকদের নিয়োগ নিরপেক্ষ ছিল না। বরং প্রার্থীরা প্রায়ই ঘুষ প্রদান ও প্রভাবশালী বন্ধু বান্ধবদের আশ্রয় গ্রহণ করত। ফলে, অনেক শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত ছিল। পক্ষান্তরে, যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিয়োগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকত।

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষা পদ্ধতি কোন মৌলিক ও মুক্ত চিন্তা বিকাশের সহায়ক ছিল না, শিক্ষা পদ্ধতি ছিল গলদ পূর্ণ। C. pellat এর মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো মুক্ত গবেষনা ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার জন্য অন্তরায় ছিল।

মূলত ঃ মিশরের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির উপর সর্বপ্রথম কুঠারগাত হানে অটোমান বিজয়াভিযান (৯২২-১৫১৭ সাল)। অতঃপর ইস্তাম্বুল সরকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে মিসরের স্থান দখল করে নেয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, একাডেমিক অঙ্গনে অবনতি ঘটে মূলতঃ এ ঘটনার অনেক পূর্বেই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

"'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) এর জীবনী।"

বংশ পরিচয়

তাঁর নাম 'আব্দুর রহমান, কুনিয়াত আবুল-ফযল এবং উপাধি জালালুদ্দীন।

তাঁর বংশ তালিকা এই ঃ

'আব্দুর রহমান[১] ইব্‌ন আবী বকর ইবন্ মুহাম্মদ ইবন 'উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খিদ্‌র ইব্‌ন আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাম আদ্-দ্বীন আল্ খুদায়রী আত্-তূলূনী আল-মিসরী আস্ সুয়ূতী[২] আশ্-শাফি'ঈ। তিনি ১লা রজব, ৮৪৯/৩রা অক্টোবর, ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিসরের কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

তাঁকে 'ইবনুল-কুতুব' নামে ডাকা হত। এর কারণ সম্পর্কে হাসান ইব্‌ন খালিদ আল মাকদিসী রচিত আস্-সুয়ূতীর (রঃ) জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি তাঁর পিতার পাঠাগারে ভূমিষ্ঠ হন। সুয়ূতীর (রঃ) পিতা তাঁর মাকে একটি বই আনতে বললে তাঁর মাতা সে মোতাবেক যখন পাঠাগারে প্রবেশ করেন, তখনই তাঁর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় এবং সেখানেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। সে কারণে তাঁকে 'ইবনু'ল-কুতুব'

---

১. আল্লামা সুয়ূতী নিজেই বলেন, তাঁর জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর পিতা তাঁর নাম রাখেন 'আবদুর রহমান' তাঁর এ নামকরণের পেছনে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

Cf: E. M. sartain, "AL-Tahadduth Binimatilla" jalal-al-din al suyuti, Biography and Background, Vol. 11, (London: 1975), P. 32.

২. ইয়াকূত হামাভী, মু'জামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২, প্রাগুক্ত।

৩. অন্য বর্ণনায় আবুল ফাদল 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বক্‌র কামালুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আত্-তুলূনী আল্-খুদায়রী আশ্-শাফি'ঈ বলে উল্লেখ রয়েছে। অন্যত্র তাঁর নসব নামা এভাবে উল্লেখ রয়েছে–

عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر
الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين ابى الصلاح ايوب بن ناصر الدين
محمد بن الشيخ همام

দ্রঃ ই'জাযুল কুরআনিল-কারীম বায়নাল-ইমাম আস্-সুয়ূতী ওয়াল-উলামা, পৃ. ২১৯।

তাঁর জন্ম সম্পর্কে আহমদ আল মিশ্রী বলেন, "সুয়ূতী (রঃ) ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ১৩ ই অক্টোবর, ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

দ্রঃ দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭; আস্-সাখাভী, আদ্-দা'উল-লামি, ৪র্থ খণ্ড, (কায়রোঃ ১৩৫৫/১৯৩৬), পৃ. ৬৫-৭০; আস্-সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮, ১৯৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ/২য় খণ্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রীঃ), পৃ. ৫১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বা পুস্তকের সন্তান' বলে ডাকা হত।[৪]

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্ সুয়ুতী (র) 'সুয়ূত' স্থানের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁর নামের শেষে আস্ সুয়ূতী সংযোজন করেন। মূলত তাঁর পরিবারটি নিরেট মিসরীয় ছিলনা। স্বয়ং আস্ সুয়ূতী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পূর্ব পুরুষ[৫] একজন 'আজমী[৬] ব্যক্তি অথবা প্রাচ্য দেশীয় ছিলেন। এ কারণেই তিনি এ কথা ব্যক্ত করেন যে, তাঁর পরিবারের অপর পরিচিতি 'আল্ খুদায়রী'। অবশ্য এর উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থ তথ্য দিতে তিনি অক্ষম ছিলেন। তবে তিনি বলেন, বাগদাদের একটি মহল্লার নাম ছিল আল-খুদায়রিয়্যা।[৭]

---

৪. এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাণিধানযোগ্য ঃ

"وقد قيل إنه ولد بين الكتب، اذ ان اباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاجأها المخاض فولدته وهى بين الكتب فصار يلقب ب (ابن الكتب)

দ্রঃ ই'জাযুল কুরআনিল কারীম বায়নাল ইমাম আস্-সুয়ূতী ওয়াল-'উলামা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২১৯।

৫. এখানে পূর্ব পুরুষ দ্বারা মুলতঃ হাম্মামকে বুঝানো হয়েছে।

৬. 'আজম (عجم) 'আরবী সমষ্টি বাচক শব্দ। এর শব্দ প্রকরণ ও শব্দার্থ বিদ্যামূলক ক্রমবিকাশ গ্রীক শব্দ Barbarioi এর অনুরূপ। যে শব্দ মূল হতে এর উৎপত্তি তার মৌলিক অর্থের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে 'আজম শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষিত ব্যক্তি। 'উজমা ভাষা ও উচ্চারণের দিক দিয়ে কাথোপথনের একটি এলো মেলো অস্পষ্ট পদ্ধতি। সুতরাং 'উজমা শব্দটি 'আরবী ফাসাহা (فصاحة) শব্দটির বিপরীত এবং 'আজম হলো অনারব জনগোষ্ঠী (Barbarioi) যাদের অসভ্যতার সর্বপ্রধান নিদর্শন দূর্বোধ ও অস্পষ্ট কথনভংগি ও পদ্ধতি, সে জন্য তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীকদের ন্যায় 'আরবগণ ও অসভ্য জনগোষ্ঠী বলতে প্রধানতঃ তাদের প্রতিবেশী পারসিকগণকে বুঝাতা এবং ইতোঃ পূর্বে জাহিলী কাব্যে বৈষম্য প্রদর্শনার্থে আল্-'আরাবকে আল-'আজম এর সাথে তুলনা করা হতো। যদিও শেষোক্ত শব্দের ক্ষেত্রে 'আজম এর বহুবচন রূপ আ'আজম (اعجم) কে অধিক পছন্দ করা হত।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীঃ), পৃ. ১৬৪-১৬৫।

৭. আল্লামা সুয়ূতী নিজে বলেন, আমি আমার পিতা ও দাদার বংশীয় উপাধির সূত্র আবিষ্কারে অপারগ হয়েছি। নামের পটভূমি সম্পর্কে নির্ভর যোগ্য কিছু পাইনি, তবে বিভিন্ন ভুগোল শাস্ত্র ও বংশ পরিচিতির গ্রন্থ সমূহ থেকে যা জেনেছি তা হল, "আল-খুদায়র" বাগদাদের একটি মহল্লার নাম।

মূল বক্তব্য ঃ

"لا اعلم ما تكون اليه هذه النسبة الا (الخضيرية) محلة ببغداد ، وقد حد ثنى من اثق به انه سمع والدى - رحمه الله تعالى - يذكر ان جدّه الاعلى كان اعجميا او من الشرق" ، فالظاهر ان النسبة الى المحلة المذكورة"

দ্রঃ সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতীর (র) জনৈক আত্মীয় তাঁর পরিবারটিকে জা'ফরী[৮] (Jafari) বলে দাবী করেন। পক্ষান্তরে তাঁর অন্য এক আত্মীয়ের বর্ণনা উহার বিপরীত পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত বর্ণনা মতে তাঁর পরিচিতি হচ্ছে আল-খুদায়রী আল-আনসারী।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর পরিবারের উৎস মূল নিয়ে যে দাবী করেছেন সে ব্যাপার ডঃ মুহাম্মদ মুস্তফা যিয়াদ মন্তব্য করেন– "আস্-সুয়ূতীর সময় উভয় স্থানে (কায়রো এবং আসিয়ূতে) একটি স্থানের নাম ছিল যা আল-খুদায়রীয়া হিসেবে পরিচিতি ছিল– এবং ঐটির নামকরণ সম্পর্কে একাধিক উক্তি রয়েছে। তবে এটা স্বতঃ সিদ্ধ যে, কায়রো এবং আসিয়ূতে এমন কয়েকটি এলাকা রয়েছে যা' খুদায়রীয়া নামে পরিচিত।[৯]

কায়রোতে যে এলাকা রয়েছ তা যথাযথভাবে আল খুদায়রীয়া মসজিদের নামে পরিচিত। আর এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল 'আল্লামা সুয়ূতীর (র) জনৈক ছাত্র কর্তৃক।[১০]

সুতরাং এটা যে সুয়ূতীর (রঃ) পারিবারিক নামকরণের মূল উৎস হতে পারে না তা অনুমেয়। এমনকি কেউ যদি একথা প্রমাণ করতে সম্মত হয় যে, আস্-সুয়ূতী (রঃ)-এর সময় অন্ততঃ একজন খুদায়রীয়ার অস্তিত্ব ছিল। তবুও ঐ নামের ব্যাপারে প্রমাণ বহন করেনা। কারণ, এটি ছিল তাঁর পূর্ব পুরুষের বংশীয় নাম এবং তাঁরা আসিয়ূতেই বাস করত। কিন্তু কায়রোতে নয়। এতে প্রতিয়মান হয় যে, আসিয়ূত অন্তর্গত আল খুদায়রীয়ার নামানুসারেই পারিবারিক পরিচয়ের উৎপত্তি হওয়াটা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।[১১]

আস্ সুয়ূতী (রঃ)-এর পরিবারটি উজান মিসরের 'আস্য়ূত' থেকে এসেছিল বিধায় পরিবারটির নামকরণ হয়েছিল 'আস্ সুয়ূতী'। অবশ্য তাঁর পিতার অনুসরণে তিনি 'আস্-সুয়ূতী' না বলে সুয়ূতী নিসবতকে অগ্রাধিকার দিতেন। আসলে দু'টোই সঠিক ছিল।

---

৮. জা'ফরী দ্বারা জনৈক আত্মীয় সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচাত ভাই 'আলী ইব্ন আবী তালিবের ভ্রাতা জা'ফরের বংশধর বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে অন্য এক আত্মীয়ের বর্ণনা বিপরীত মুখী হওয়ার কারণ হল, একই সময়ে একই ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আত্মীয় জা'ফরী এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সমর্থক মদীনার আনসার অর্থাৎ 'আউস ও খাযরাজ এর বংশধর হওয়া সম্ভব নয়। সুয়ূতী উপরোক্ত বক্তব্যদ্বয়ের কোনটিকে প্রাধান্য দিবেন– তা নিরূপন করার মত যথার্থ তথ্য পাননি। যার ফলে তিনি ঐ বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয় বলে মনে করেন।

Cf: E. M Sartain, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৯. Ziyadah, Al-Muarrikhin Fi-Misr Fil qarn al Khamis ashar al-Miladi, P. 56, note-1.

১০. Ali-Mubark, al-khitat al-Tawfiqiyyah al-jadidah, Vol. 2, P. 120.

১১. Ibn al-Imad, shadharat al dhahab Fi-akhbar man dhahaba, Vol. 8, P.329; Ahmad Taymur, Qabr Al Imam AL suyuti watahqiq mawdihi, P. 23.

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের পুস্তকাদি, বিভিন্ন অভিধান, ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাবলী, মুহাদ্দিসগণের চরিতাভিধান এবং সাহিত্যিকগণের বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে জানা যায় যে, 'সুয়ূত' শব্দটি পাঁচভাবে উচ্চারণ করা যায়। যথা, ১. উসয়ূত ২. আসয়ূত ৩. সুয়ূত ৪. সায়ূত ৫. সীয়ূত।[১২]

আল-আন্সাব নামক গ্রন্থে আস্-সাম্'আনী[১৩] উল্লেখ করেছেন যে, সা'ঈদ[১৪] মিসরের একটি শহরের নাম। সাগানী[১৫] তাঁর আল-'উবাব ও 'তাকমিলাতুস্-সিহাহ্' গ্রন্থে 'সীন' অক্ষরে যবর দিয়ে 'সায়ূত' উল্লেখ করেন যা' 'সা'ঈদ' নামক মিসরের উচ্চভূমির একটি গ্রাম।

---

১২. এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ

قال السيوطى فى ضبط هذه اللفظة، السيوطى : فيها خمسة اوجه ضم الهمزة وكسرها واسقاطها وتثليث السين -

দ্রঃ সুয়ূতী লুব্বুল-লুবাব, ১ম খন্ড, পৃ. ৬১; E. M. Sartain, ২য় খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

১৩. আস্-সাম'আনী এর পূর্ণ নাম 'আবদ আল-করীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানসুর আত্-তামীমী আস্-সাম'আনী আল-মারওযী 'আবু সাদ (৫০২-৫৬২ হিঃ/১১১৩-১১৫৭ খ্রীঃ)। তিনি একজন হাদীসবিদ, ঐতিহাসিক ও ভ্রমনকারী ছিলেন। ইরানের 'মরভ' নামক শহরের বনু তামীমের সাম'আন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় মৃত্যু বরণ করেন বলেই তাঁকে 'আস্-সাম'আনী বলা হয়ে থাকে। তাঁর লিখিত পঞ্চাশের ও উর্ধ্বে রচনাবলীর মধ্যে কিতাব 'আল-আনসাব, তারিখ 'মরভ' ২০ খন্ডের ও অধিক (অপ্রকাশিত), তারিখ আল্-'ওফায়াত, আল-তামানী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্রঃ আস্-সুব্কী, তাবাকাতুশ-শাফি'য়্যাহ 'আল-কুবরা, ৪র্থ খণ্ড (কায়রোঃ ১৩২৪ হিঃ), পৃ. ২৫৯; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাতুল-আইয়ান, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ ১৯৪৮খ্রীঃ), পৃ. ৩০১।

Cf: Tahkubrazada, Miftahal saada, Vol. 1 (Hyderabad: 1329/1911), P. 211.

১৪. মিসরের উচ্চ্ ভূমিকে সা'ঈদ' বলা হয়। এটি ফুস্তাতের দক্ষিণ দিক থেকে শুরু করে দক্ষিনের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটাকে সা'ঈদ বলার কারণ এই ভূ-খন্ডটি ক্রমাগতভাবে উচ্চগামী। অর্থাৎ যতই দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করা হয় ততই যেন উচুঁতে আরোহন করা হয়। কারো কারো মতে, বালু-কনা ও ময়লাবিহীন স্বচ্ছ ও উত্তম ভূখন্ডকে সা'ঈদ বলা হয়। ইসলামী যুগে 'আরবরা মিসরের উঁচু এবং সুন্দর ভূখন্ডকে সা'ঈদ নামে আখ্যায়িত করে।

দ্রঃ মাকরীযী, খিতাত , ১মখণ্ড, (বিরুতঃ দারুস-সাদির, নতুন সংস্করণ, তাঃ বিঃ), পৃ. ১৮৯; সুবহুল 'আশা, ৩য় খণ্ড (কায়রোঃ আমীরিয়াহ প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৩২/১৯১৪), পৃ. ৩৮০; ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্; ইমাম তাহাবী (রঃ) জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রীঃ) পৃ. ৬৩, টিকা-৮।

১৫. আস্-সাগানী (الصغانى) ঃ পূর্ণনাম য়াজয়্যুদ্ দীন আল-বাসার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন হায়দার ইব্ন 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-কুরাশী আল্-'আদাবী আল-'উমরী আস-সাগানী। ইনি ছিলেন অভিধান রচয়িতা ও হাদীস বেত্তা (মুহাদ্দিস)। তাঁর নাম উচ্চতর আমুর্দরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত চাগনিয়্যান হতে প্রাপ্ত। চাগা নিয়্যানের আরবী উচ্চারণ সাগনিয়ান।

অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত বিবরণ অনুসারে তিনি ১০ সাফার ৫৭৭/২৫ জুন, ১১৮১ সনে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ শা'বান, ৬৫০/২৫ অক্টোবর, ১২৫২ সালে ইন্তিকাল করেন।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খণ্ড, (১ম ভাগ), (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রীঃ), পৃ. ২৬৪-৬৫; যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম, হায়দারাবাদ ১৩৩৭/১৯১৯, ২য়, পৃ. ১২০;

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তাহাভী (জন্ম ২৩৯/৮৫৩, মৃত-৩২১/৯৩৩)[১৬] বর্ণনা করেন, 'সা'ঈদ' মিসরের একটি শহর। এখানে পশমের উন্নত মানের কাপড় তৈরী হত। ফিক্‌হ শাস্ত্রবীদ ইমাম আবু জা'ফর ঐ গ্রামের অধিবাসি ছিলেন।[১৭] ইয়াকূত আল হামাভী[১৮] তাঁর 'মু'জামুল-বুলদান" নামক গ্রন্থে 'সা'ঈদ' মিসরের অন্তর্গত নীল নদের পশ্চিমে একটি উচ্চভূমির শহরের নাম বলে উল্লেখ করেন।[১৯] 'আল-মাগরিব' গ্রন্থে 'আলী ইব্‌ন সা'ঈদ[২০] বর্ণনা করেছেন যে, 'সুয়ূত' শহরটি নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ঘনবসতি পূর্ণ একটি শহর। সেখান বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ের পণ্য-সামগ্রী এবং খেজুর ও আঙ্গুরের অসংখ্য বাগান রয়েছে। ঐ শহরে সুস্বাদু ডুমুরও পাওয়া যেত যা সাদা, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের হত। এ' ছাড়া তাতে পোকা

---

১৬. ইমাম আবূ জা'ফর আত্‌ তাহাভী (রঃ) (জ ২৩৯/৮৫৩ মৃঃ ৩২১/৯৩৩) এর জন্ম নিয়ে পণ্ডিতগণের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সমা'আনীর (মৃঃ ৫৬২/১১৬৬) বর্ণনানুসারে তিনি দশম আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্‌কিলের যুগে (২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১) জন্মগ্রহণ করেন। আর 'উনিশতম খলীফা কাহির বিল্লাহ এর খিলাফত কালে (৩২০/৯৩২-৩২২/৯৩৪) ইন্তিকাল করেন।

দ্রঃ ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্‌, ইমাম তাহাভীর (রঃ) জীবন ও কর্ম, পৃ. ০১।

১৭. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্‌, ইমাম তাহাভী (রঃ) জীবন ও কর্ম, পৃ. ৬৫।

১৮. ইয়াকুত আল্‌-হামাভী এর পূর্ণনাম য়াকুত ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল্‌-রোমী আল্‌-হামাভী।

আবু 'আব্দুল্লাহ শিহাব আল-দীন (৫৭৪-৬২৬হিঃ/১১৭৮-১২২৯ খ্রীঃ)। তিনি একজন ভুগোলবিদ এবং 'আরবী সাহিত্যের পন্ডিত। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ রোমের অধিবাসী ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মু'জামুল বুলদান, ইর্‌শাদ আল-'আরাব, আলা মুশতারিক ওদআন ওয়া আল্‌মুফতারিক দুফান ইত্যাদি।

দ্রঃ Wafayat al-ayan, Vol. 11, (cairo, 1948), P. 210; Zirikli, AL-Alam, Vol, 1x, (cairo, 1954-1959). P. 157.

১৯. মূল 'আরবীঃ

"قال فى حرف الهجرة --- مدينة فى غربى النيل من نواحى صعيد مصر جليلة كبيرة"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্‌-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ১৩; Yaqut al-Hamawi, Mujamal-buldan, Vol. 11, (Cairo: 1927) P. 232; Zirikli, al-Alam, Vol. Ix, P. 157

২০. 'আলী ইব্‌ন সা'ঈদ আল-মাগরিব এর পূর্ণ নাম– 'আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল মালিক ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনসী আল-মাদগিজী, আবু আল-হাসন নূর আদ্‌-দীন (৬১০-৬৮৫ হিঃ/ ১২১৪-১২৮৬ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এর বংশধর। তৎকালীন স্পেনের খ্যাত নামা ঐতিহাসিক কবি ও সাহিত্যেকদের মধ্যে অন্যতম। স্পেনের গ্রানাডার নিকটবর্তী হাসাব দুর্গের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। মিসর, ইরাক, সিরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করে তিউনিসিয়া, মতান্তরে 'ইরাকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে প্রাচ্য ও প্রাচ্যের অলঙ্কারে লিখিত আল্‌-মাসরিক ফী হুলা আল্‌-মাসরিক, আল-মাগরিব ফী হুলা আল্‌-মাগরিব (দুখন্ডে প্রকাশিত)। সাহিত্য সম্পর্কে লিখিত আল্‌-মুরকিসাত ওয়া আল-মুতারিবাত।

Dhaka University Institutional Repository

হয়না ও ঘুনে ধরে না[২১] এবং মিসরের এ' শহরেই শুধু এ' জাতীয় ডুমুর পাওয়া যায়। আল-হাসান আল-মিসরী[২২] বলেন যে, 'সুয়ূত' মিসরের একটি শহরের নাম যেখানে অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশী ডুমুর জন্মায়। এখানকার খাশখাশের পাতা দিয়ে আফীম তৈরী হয় যা সমগ্র বিশ্বে রপ্তানী করা হত।[২৩]

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) স্বয়ং এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পরিবারটির নাম আল্-খুদায়রী অথবা আন্সার বা জা'ফরী (Jafari) থেকে উৎপত্তি হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। এতে প্রতিয়মান হয় যে, বংশীয় মর্যাদাকে সমুন্নত করার অভিপ্রায়েই তিনি বংশীয় নাম করণের উৎপত্তির অনুসন্ধানে চেষ্টা করেছেন। আর এটাও ঠিক যে, এ ব্যাপারে তাঁকে দোষারোপ করাটা মূলতঃ তাঁর প্রতি অবিচারেরই নামান্তর।

আস্-সুয়ূতী তাঁর আত্মজীবনী মূলক বর্ণনার প্রারম্ভেই তাঁর পরিবার সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আসীয়ূতে তাঁরা ছিলেন উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অনেক গণ্য-মান্য ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ ছিলেন বিচার প্রতি (কাজী), কেউ ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক, কেউ মুহতাসিব, আবার কেউ ছিলেন বাজার সমূহ তদারককারী, জন সংযোগ দাতা তত্ত্বাবধায়ক ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী। আবার একজন ছিলেন আমির শাইখুর বন্ধু (মৃঃ ৭৫৮/১৩৫৭)।[২৪]

---

২১. মূল আরবী ঃ-

مدينة سيوط من غرب النيل كثيرة الا هل عامرة، فيها من صنوف التجارة وبساتين
وكروم يسيرة ونخيل كثيرة، ولها سفرجل وطب طيب الطعم ، وفيه خاصية أنه لايد وّد،
ولا يسوّس، اخضر اللون الى البياض وليس باعمال مصر سفرجل الابها -

দ্রঃ সুয়ূতী আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ১৩; E. M. Satrain, Vol, 11, p. 13.

২২. আল-হাসান আল-মিসরী এর পূর্ণ নামঃ 'আব্দ আল-হালীম হিলমী ইব্ন 'ইসমা'ঈল হুসনী আল্-মিসরী (১৩০৪-১৩৪১ হিঃ/১৮৮৭-১৯২২ খ্রিঃ)। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। মিসরের কাশী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার সামরিক মাদ্রাসায় পড়া শেষ করে সুদানে চাকুরী গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই কাটান। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দীওয়ান' নামক ছোট ছোট কবিতার বই (তিন খন্ডে প্রকাশিত), আল্-রিহলাহ আল্-সুলতানিয়্যাহ্ (দু'খন্ডে), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Cf: Zirikli, AL-Alam, Vol. IV (cairo: 1954-1959), P. 55.

২৩. Ibn Zulaq, Akhbar Sibawyh al-misri, (cairo: 1933); Sartain, Ibid, Vol. 11, P. 14.

২৪. AL-Suyuti, al Tanbiah biman yabathua eeah ala ras kull miah, P. 123; E. M. Sartain, Ibid, Vol. 1, P. 20; al-Maqrizi, khitat, Ibid, Vol. 2, P. 314.

Dhaka University Institutional Repository

'খুদায়রীয়' পরিবারের এ সদস্যটির সাথে আমীর শাইখুর পরিচয় ছিল। সে সময় তিনি (সাইফুর) উচ্চ মিসরে একটি বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্য ৭৫৪/১৩৫৩ সালে একটি অভিযানও চালিয়ে ছিলেন।

আস্-সুয়ূতী তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য সম্পর্কে এ ভাবে উল্লেখ করেন, তাঁর এ পূর্ব পুরুষ সাইফুরকে অনুরোধ করেছিলেন যে, 'আল-সালিবায় (আল্-খানকা আল শাইখুনীয়া যা কায়রোর ইবন তূলূন (কলফলভ) মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত) শাইখুর মাদ্রাসার নির্মাতাকে আনার জন্য যেন তিনি আসীয়ূতেও অনুরূপ একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করতে পারেন। তাঁর অনুরোধ গৃহীত হয়েছিল এবং তদানুযায়ী আস্-সুয়ূতীর পূর্ব পুরুষ একটি মাদ্রাসাও নির্মান করেছিলেন।

পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতীর পিতা কামালুদ্দীন ছিলেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম ও কালোত্তীর্ণ মহাপন্ডিত। তাঁর পূর্ণ নাম ও বংশ তালিকা ইতিহাস গ্রন্থে এভাবে এসেছে-

কামালুদ্দীন আবুল মানাকিব আবু বকর ইবন্ নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ সাবেকুদ্দীন আবু বকর ইব্ন ফখরুদ্দীন 'উসমান ইব্ন নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন সাইফুদ্দীন খদর (স্পষ্ট) ইব্ন নাজমুদ্দীন আবু সালেহ আইয়্যুব ইব্ন নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আশ্-শায়খ হুমামুদ্দীন আল-হাম্মাম আল্-খুদায়রী আস্-সুয়ূতী[২৫]।

তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি একাধারে ফিক্হবিদ, ফারায়েদ বিদ (ইসলামী উত্তরাধিকার আইন) অঙ্কশাস্ত্র বিদ্ 'উসূলবিদ, তর্কশাস্ত্রবিদ, ব্যায়াকরণবিদ, শব্দরূপ বিশেষজ্ঞ, ব্যাখ্যাকার, ছন্দবিন্যাসক, লিখক ও উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধকার। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।[২৬]

---

২৫. ইমাম সুয়ূতী তাঁর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

"والدى هوالامام العلامة ذوالفنون الفقيه الفرضى الحاسب الاصولى الجدلى النحوى التصريفى البيانى البديعى المنشى المترسل البارع كمال الدين ابوالمناقب ابو بكر بن ناصر الدين محمد ابن سابق الدين أبى بكر فخر الدين عثمان بن ناصرالدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين ابى الصلاح ايوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الخضيرى الاسيوطى -

দ্রঃ সুয়ূতী, আত-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

'উমার রিঘা কাহ্হালাহ, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড (বৈরুত ঃ মাকতা-বাতুল মাসনা), পৃ. ৭২।

২৬. AL-Tahadduth- Binimatillahi, Ibid, P. 5.

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী স্বয়ং বলেন, আমি এ কুষ্ঠি নামা আমার পিতার চাচাতো ভাই নূরুদ্দীন 'আলী[২৭] ইব্‌ন জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবেকুদ্দীন আবু বকর (তাঁর পূর্ব পুরুষ) সূত্রে অবগত হয়েছি। তাঁর মাধ্যমে আমি আরো অবগত হয়েছি যে, আমার পরদাদা শায়েখ হুমামুদ্দীন[২৮] একজন সূফী, ওলী ও বেলায়েত ধন্য মনীষী ছিলেন। তাঁর কামালিয়াত সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি প্রথমবার যখন হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম বেঁধে "لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك" – এ দোয়াটি পাঠ করেন, তার প্রত্যুত্তরে তিনি لا لبيك لا وسعديك আওয়াজ শুনতে পান। এর পর তিনি তওবা করেন এবং নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করতঃ দীর্ঘদিন যাবৎ সংসার বিরাগী হয়ে ইবাদতের মাঝেই নিজেকে নিরত রাখেন। পরবর্তীতে আবার যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি ইহরাম বেঁধে "لبيك وسعديك لبيك" "اللهم لبيك"– এ দোয়াটি পাঠ করতে লাগলেন, এবার তিনি "لبيك وسعديك" এ' আশির্বাদ শুনতে পান।[২৯]

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, তাঁর পিতা কেন যে খুদায়রী উপাধিতে ভূষিত হন তার সঠিক কারণ আমি কোন প্রকার নির্ভর যোগ্য সূত্রে জানতে সক্ষম হইনি। মূলতঃ এটা মহান আল্লাহর অপূর্ব কুদরতেরই একটি স্মারক যে, তিনি 'আলিমগণকে তাদের বংশ পরিচিতি প্রদানে অক্ষম করে দিয়েছেন যাতে তারা কুষ্ঠি নামার এক স্তরে এসে নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা প্রকাশে বাধ্য হয়[৩০] এবং স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ করে ঃ

---

২৭. মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪।

২৮. al-suyuti states that he will speak of his ancestor Humam al-din in the section on sufis , but I can find no mention of him there, nor any information about him in works of biography.

২৯. মূল 'আরবী ঃ

إن جد نا الاعلى الشيخ همام الدين كان احد مشائخ الصوفية وارباب الاحوال والولايات، وانه كان فى مبدأ امره على طريق غير مرضية وانه حج فاما احرم وقال : لبيك وسعيدك، لبيك اللهم لبيك، سمع صوتا :لا لبيك ولا سعيدك ، فتاب من ثم واقلع ورجع الى بلاده، فاقبل على التزهد والعبادة مدة ثم حج مرة اخرى : فاما احرم وقال : لبيلك اللهم لبيك ، سمع صوتا : لبيك وسعديك ـ ولجدنا هذا ضريح باسيوط يزار ويتبرك به ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ৫।

৩০. মূল বক্তব্য ঃ

" ---فلا أتحقق ما تكون إليه هذه النسبة ـ وهذا من بدائع قدرة الله أن يعجز العلماء بآنساب الناس عن معرفة أنسابهم ليقفو اعند حدهم وليعترفوا بالعجز والقصور

Dhaka University Institutional Repository

سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا "হে আল্লাহ্ তোমার পরিবত্রতা বর্ণনা করছি তোমার শেখানো জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান আমাদের নেই।[৩১]

এ ধরনের ঘটনা স্বনামধন্য হাফিজ আবু সা'ঈদ 'আবদুল করীম ইব্‌ন আস্-সাম'আনী[৩২] এর জীবনে ও পরিলক্ষিত হয়। তিনি কুষ্ঠিনামার উপর একখানা গ্রন্থও রচনা করেছেন যা তিন খন্ডে বিভক্ত ছিল। এতে তিনি বহু 'আলিমের কুষ্ঠিনামা বর্ণনা করেন। কিন্তু নিজের বংশ পরিচিতি "সামআনী" হবার কারণ উদঘাটনে তিনি অক্ষম হয়েছেন।

অনুরূপভাবে আমিও কুষ্ঠিনামাও বংশ পরিচিতির উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেছি। এখানে আমি "সাম'আনীর" গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করেছি এবং যে সব বিষয়ে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন– বিশেষ ভাবে আমি সে সব বিষয়কেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য আমার পিতা ও দাদার বংশীয় উপাধির সূত্র আবিষ্কারে আমি তেমন সফল হয়নি। নেসবতী নামের "পটভূমি" বা উহার কারন সম্পর্কে নির্ভর যোগ্য কিছু পাইনি, তবে ভৌগলিক অবস্থান ও বংশ পরিচিত সংক্রান্ত গ্রন্থ থেকে যতটুকু জানা গিয়েছে তা হচ্ছে– আল খুদায়রীয়া বাগদাদের একটি মহল্লার নাম।[৩৩]

আমার একজন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তির নিকট শুনেছি, তিনি আমার পিতাকে আলাপ করতে শুনেছেন যে, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ "'আজমী" ছিলেন অথবা প্রাচ্যের অধিবাসী ছিলেন। এদৃষ্টি কোন থেকে বলা যায় যে, উক্ত মহল্লার নামকরণ থেকে এরূপ বংশীয় নাম হওয়াটাই স্বাভাবিক।[৩৪]

وليقولوا : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا"

দ্রঃ সুয়ূতী; আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ৬।

৩১. আল্-কুর'আন, ২ ঃ ৩২।

৩২. আস্-সাম'আনী, আবু সা'দ (السمعاني ، ابو سعد) ঃ ভুলবশত ঃ সা'ঈদ 'আবদুল কারীম আবী বাক্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবিল-মুজাফফার আল-মানসূর আত্-তামীমী আল-মারওয়াযী আশ্-শাফি'ঈ। তাজুল-ইসলাম (আদ্-দীন) কি'য়ামু'দ্ দীন ইবনু'স-সাম'আনী নামে ও পরিচিত। (সাম'আন/সিম'আন এক দীর্ঘ, অসম্পূর্ণ বংশ তালিকা, তামীম গোত্রের একটি শাখা বিশেষ)। একজন 'আরব জীবনী প্রণেতা। তিনি ২১ শা'বান, ৫০৬/১০ ফেব্রুয়ারী, ১১১৩ সোমবার মার্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১লা রাবী'উল আওয়াল, ৫৬২/২৬ ডিসেম্বর, ১১৬৬ সোমবার একই স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

Cf: Zirikli, AL-Alam, Vol. 4 (Cairo: 1979), V4, P. 55.

৩৩. Ibn Hajar, Tabsir al-Muntabih bitahrir al mustabih, P. 159.

৩৪. মূল 'আরবী ঃ

" وحدثني من أثق به انه سمع ابى رحمه اله يذكر أن جده الاعلى كان أعجميا او من الشرق، فلا يبعد ان يكون النسبة الى المحلة المذكورة"

Cf: E. M. Sartain, "AL-Tahadduth- Binimatillah," Jalal-al-din al- Suyuti : Biograpy and Background, Vol. 2 (London: 1975), Vol. 2, P. 6.

Dhaka University Institutional Repository

তারীখে কাজভীন গ্রন্থে 'আল্লাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর পিতার জীবনী লিখতে গিয়ে বলেন, কাযভীনে[৩৫] আমার পিতার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে একদল 'আলিম ছিলেন। পরবর্তী কালে তাদের কেউই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে জড়িত ছিলেন না। একমাত্র আমার পিতার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করেন।

তিনি আরো বলেনঃ আমার পূর্ব পুরুষের মধ্যে এমন কতিপয় মনীষী ছিলেন যাদের কাছে দায়লামের[৩৬] রাজা-বাদশাহগণ ও শরনাপন্ন হতেন। আর আমার চাচার উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে যারা রাজা-বাদশাহ ছিলেন তাদের কর্মচারীরা ও দায়লামী রাজা বাদশাহদের সমকক্ষ ছিলেন।[৩৭]

'আল্লামা সুয়ূতীর পিতা তথা তাঁর পিতৃকূলের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন অত্যন্ত মর্যদা সম্পন্ন। তাদের কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী। অবশ্য একমাত্র তাঁর পিতা কামালুদ্দীন ছাড়া আর কেউ জ্ঞানের জগতে তেমন একটা অবদান রাখতে পারেননি। তাঁর পিতাই ছিলেন জ্ঞান পিপাসু ও উচ্চ শিক্ষাবিদ।

---

৩৫. কাযভীন (قزوين) উত্তর ইরানের কেন্দ্রীয় প্রদেশের অন্তর্গত একটি জিলা ও শহর। তেহরানের উত্তর পশ্চিমে ও গীলানের (জীলাম) দক্ষিণে অবস্থিত। শহরটি ৩৬.১৫´ উত্তর দ্রাঘিমাংশ ও ৫০° পূর্ব অক্ষাংশে, সমুদ্র পৃষ্ঠে হতে ৪,১৬৫ ফুট উচ্চতায় তেহরান হতে প্রায় ৯০ মাইল দূরে বিস্তীর্ণ পলি সঞ্চিত সমভূমির প্রান্তে অবস্থিত। ইহার প্রায় ৫ মাইল উত্তরে আলবুর্য পর্বতশ্রেণী। বর্তমানে শহরটি ২য় শাপুর কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন শহরের উপর নির্মিত। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৮১,০০০ এবং ১৯৮২ খ্রীঃ ছিল ২, ৪৪,৬৫। কাযভীন জাতীয় মহাসড়ক, কয়েকটি বড় সড়ক ও রেলপথ দ্বারা দেশের রাজধানী তেহরানের সঙ্গে যুক্ত; এখানে একটি বিমান বন্দর ও রয়েছে।

দ্রঃ হামদুল্লাহ্ মুসতাওফী, তারীখ-ই গুযীদা (সম্পা, E. G. Browne এবং R.A. Nicholson,১৯১০-১৩ খ্রীঃ), পৃ. ৮৩০।

ইসলামী বিশ্বকোষ,৭ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯খ্রীঃ), পৃ. ১১০।

৩৬. দায়লাম (ديلم), ভৌগোলিকভাবে ইহা ইরানের গীলান প্রদেশের উচ্চ্ অঞ্চল। দক্ষিণে খাস গীলানের নিম্ন অঞ্চল আলবুর্য পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২খ্রীঃ), পৃ. ২০৭।

৩৭. মূল আরবী ঃ

" كان فى أباء والدئ جماعة من اهل العلم بقزوين ثم لم يبق منهم (مترسم) بالعلم الى ان احيا الله بوالدى الرسم الميت (:وقد قيل : كل نهر فيه ماء قد جرى - فاليه الماء يوما سيعود"(قال : "وكان فى أ بائى جماعة استوزرهم ملوك الديلم وكان لهم جاه وقدر - والذين عملوا للسلطان من بني عمنا حذوا حذ وهم، والعرق نزاع"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্ পৃ. ৭।

AL-Rafii, al-Tadwin fi akhbar Qazwin, Vol. 1. P. 92.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা কামালুদ্দীন ৮০৬ মতান্তরে ৮০৭ খৃঃ 'আস্-সুয়ূত' শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং আটচল্লিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে তাঁর ইন্তিকালের সময়কাল হচ্ছে ৮৫৫ মতান্তরে ৮৫৬ খ্রীঃ। নিজ শহরেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানকার একজন প্রশাসনিক প্রতিনিধি ছিলেন।

তাঁর বয়স যখন ২০ বছর, তখন তিনি কায়রোতে আগমন করেন এবং এখানে এসে তিনি ৮১৭ সালে হাফিজ ইব্‌ন হাজার (মৃত-৮৫২/১৪৪৯) এর কাছে মুসলিম শরীফ শ্রবণ করেন।[৩৮]

অতঃপর তিনি 'আল্লামা শামসুদ্দীন আল্ কিয়াতীর[৩৯] সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর কাছে ফিক্‌হ, উসূল, কালাম, ব্যায়াকরন, স্বরচিহ্ন (إعراب) মা'আনী বয়ান ও তর্ক শাস্ত্র সহ প্রভৃতি জ্ঞান অর্জন করেন এবং ৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর কাছ থেকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা দানের অনুমতি লাভ করেন। এতদভিন্ন, তিনি শায়িখ আবু বকরের[৪০] কাছ থেকে 'ইলমে মা'আনী ও বয়ান শিক্ষা গ্রহণ করেন। অন্য দিকে শায়িখ মুহাম্মদ জিলামীকে[৪১] তেলাওয়াত করে তা শুনিয়েছেন। তাঁর লিখনী শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি "আল-ফায়েক" নামক একটি পুস্তক ও রচনা করেন। প্রবন্ধ, রচনা ইত্যাদি লেখায় ও তিনি অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন।

---

৩৮. এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী (র) এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"وأما من دون جدى المذكور من اجدادى، فقد كانوا من اهل الوجاهة والرياسة، منهم من وليالقضاء باسيوط -------ومنهم من كان تاجرا متمولا، ولاعلم فيهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدى،

كان مولد والدى باسيوط فى أوائل هذا القرن تقريبا ـ وربما سمعت بعض اهل البيت يذكر أنه حين مات كان عمره ثمانيا واربعين سنة ـ فعلى هذا يكون مولده سنة ست اوسبع ثمانمائة، وإشتغل بالعام ببلده، وولى بها الحكم نيابة، وقدم القاهرة سنة نيف وعشرين، فسمع صحيح لمسلم على الحافظ إبن حجر فى سبع وعشرين، ـ

দ্র ঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্ পৃ. ৭-৮।

Ibn Hajar al-Asqalani (d. 852/1449). (Vol. 2, P. 36-40.

৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ই'য়াকুব আল্-কিয়াতী (মৃ ৮৫০/ ১৪৪৬)

দ্রঃ আস্-সাখাভী-আদ্-দাউল লামী, ৭ম খণ্ড (কায়রোঃ ১৩৫৫/১৯৩৬), পৃ. ২১২-১৪।

৪০. তাঁর আসল নাম– আবু বকর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খালীদ আল খাতাভী (মৃ ৮৪৭/১৪৪৩)।

দ্রঃ সাখাভী প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৬।

৪১. সাখাভী উক্ত নামটিকে জিলামীর পরিবর্তে কিলানী (Kilani) বলে উল্লেখ করেন।

দ্রঃ সাখাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে তৎকালীন সাধারণ লোকেরা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেন। এমন কি তাঁর যুগে এ সব বিষয়ের পান্ডিতগণও তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতঃ তাঁর সমীপে আগমন করতেন। কায়রো শহের তিনি তাঁর শায়িখের প্রতিনিধিত্ব ও করতেন।

তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। বিভিন্ন সময় তিনি তূলূনী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরচিত বক্তৃতা প্রদান করতেন। খলীফা আমীরুল মুমিনীন মুস্‌তাফী বিল্লাহ্[৪২] এর সাথে তাঁর নিবীড় সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি তাঁর দরবার ছাড়া অন্য কোন রাজা বাদশাহ্ বা খলীফার দ্বারস্থ হতেন না।

মুসতাফী বিল্লাহর ভাই মু'তাদিদ বিল্লাহ্[৪৩] তার কাছে খিলাফত হস্তান্তরের পর তিনি তাঁর খিলাফত সম্পর্কে একটি পুস্তক ও রচনা করেন। তাঁকে মক্কার বিচার পতি হিসেবে ও মনোনীত করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। শায়খুল ইসলাম আল-মোনাওভীর[৪৪] পরে তিনি কায়রোর বিচারকপদে অধিষ্ঠিত হন।

গ্রন্থ রচনায় ও তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বহু গ্রন্থের পাদটীকা, ব্যাখ্যা ও নোট তিনি রচনা করেন। অবশ্য পরবর্তীতে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বলেন, আমার পিতার পান্ডলিপি গুলোর কিছুই আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, আমি তাঁর যেসব টীকা টিপ্পনী দেখেছি তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ইব্‌ন মুসাক্কাকের শরহুল আল-ফিয়্যাহ (شرح الألفية) এর পাদটীকা বর্তমানে যা বাদশাহ "কানসূহ আল-গাওরী" (মামলুক সালতানাত) কোষাগারে সংরক্ষিত আছে।

এতদভিন্ন আল আদ[৪৫] এর টীকা, আল-মিন্‌হাজ[৪৬] এর উপর একটি পুস্তিকা, 'আদাবুল কাদা[৪৭] (أدب القضاء) গুযা এর হাশিয়া এবং "আল-হাভী" এর উপর ইবনুল মুকরী[৪৮] এর অভিযোগ সমূহের জবাব সম্বলিত গ্রন্থ ইত্যাদি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

---

৪২. তাঁর পূর্ণ নাম সুলাইমান আল্-মুসতাফী বিল্লাহ্ (মৃ ৮৫৫/১৪৫১);
দ্রঃ সাখাভী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

৪৩. তাঁর পূর্ণ দাউদ আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্ (মৃঃ ৮৪৫/১৪৪১)
দ্রঃ প্রাগুক্ত; ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫।

৪৪. শারফ-আল-দীন ইয়াহিয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মোনাওভী (মৃ ৮৭১/১৪৬৭)।
দ্রঃ সাখাভী, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-৭;

৪৫. উক্ত টীকা গ্রন্থের নাম– আল-আকা'ঈদ আল-আদুদীয়া (Adudiyyah) আদুদ আল-দীন (Adud al din) আবদুর রহমান আল 'ঈয (ij) Cf: Brock. Vlol. 2, P. 270.

৪৬. Brock -Vol, P. 496.

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সময়ের একদল জ্ঞান পিপাসু তার নিকট জ্ঞাল লাভ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন– প্রধান বিচার পতি বুরহানুদ্দীন ইব্‌ন যুহাইরাহ-আশ শাফি'ঈ।[৪৯] প্রধান বিচারপতি নূরুদ্দীন ইব্‌ন আবুল ইয়ামান আল মালেকী,[৫০] হিজাযের বৈয়াকরনিক শায়খ নূরুদ্দীন সানহুরী[৫১] প্রমুখ। সে যুগের মালেকী মাযহাবর জনৈক ইমাম আমার পিতার কাছ থেকেই ফারায়েজ শিখেছেন যা তিনি নিজেই জানিয়েছেন।

মিসরের প্রধান বিচারপতি মহীউদ্দীন ইব্‌ন তাকী আল্‌-মালেকী [৫২]। শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ ফখরুদ্দীন আল্‌-মুক্‌সী বাখবারাহলী (باء خبار هلى)। 'আল্লামা মহীবুদ্দীন ইব্‌ন মুসাইফা[৫৩] (مصيفح) প্রমুখ 'আলেমগণও তার কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

'আল্লামা সুয়ূতী বর্ণনা করেন যে, "আমার পিতা তাঁর বন্ধু আমীরুল মুমিনীন আল্‌-মুসতাফী বিল্লাহ্‌ এর ইন্তিকালের চল্লিশ দিন পর ৮৫৫ সালের সফর মাসে সোমবার 'ইশার নামাযের আযানের সময় "যাতুল-জান্‌ব" নামক স্থানে মাত্র কয়েকদিন স্বাভাবিক অসুস্থ থাকার পর শাহাদাত বরণ করেন। আমি তখন তার মাথার কাছেই ছিলাম। আমার মরহুম পিতা প্রতি সপ্তাহে একবার কুর'আন শরীফ খতম করতেন। শহীদ হবার সাথে সাথে তাঁর জন্য খতম পড়া হয়। আমার অধিকাংশ ভাই ও সন্তান মাত'উন, নফসা ও যাতুল জামব এলাকায় শাহাদাত বরণ করেন। ইহা মূলত ঃ আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ।[৫৪]

---

৪৭. আদাব আল-হুককাম এবং আদাবাল-কাদা নামেও পরিচিত। by Isa ibn, প্রণেতা ঈসা ইব্‌ন উসামা আল গাজী।
দ্রঃ ইব্‌ন হাজার আল দুরার আল-কামিনা, Vol. 3, P. 205.

৪৮. AL-Hawi Alsaghir by Abd al-Ghaffar al-Qazwini in Bughyal al-wuah, P. 206, al-suyuti says that his father wrote notes on al-lrshad by ibn al Muqri; This is presumbly the same work as the Ajwibah mintioned here, Cf: Brock, Vol, P. 495.

৪৯. পূর্ণ নাম– ইবরাহীম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যুহাইরীহ (Zuhayrah) (মৃ ৪৯১/১৪৮৬)।
দ্রঃ সাখাভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯৯।

৫০. পূর্ণ নাম– 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবিল-'ইয়ামান (Iyanm) আল-মালেকী (মৃঃ ৮৮২/১৪৭৭)
দ্রঃ সাখাভী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২-১৩।

৫১. পূর্ণ নাম– 'আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আস্‌-সানহুরী (মৃঃ ৮৮৯/১৪৮৪)।
দ্রঃ সাখাভী , ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫১।

৫২. পূর্ণ নাম–আবদুল কাদির ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন তকী (মৃঃ ৮৯৫/১৪৯০)।
দ্রঃ সাখাভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৫৩. সাখাভী এ নামটিকে মুহাম্মদ আল-মুহাইভ ইন 'উসাইফা (Usayfah) বলে উল্লেখ করেন।
দ্রঃ সাখাভী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

৫৪. মূল 'আরবী ঃ

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর মাতা সম্পর্কে আস্-সাখাভী বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন একজন তুর্কী দাসী। এ প্রসঙ্গে "মুকাদ্দিমা-ফী-মানাকীব আস্-সুয়ূতী" নামক পাণ্ডলীপিতে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি লিখেন যে, তিনি ছিলেন একজন তুর্কী উম্মে ওলাদ[৫৫]।

বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন আল্-কারকী নামক একজন ব্যক্তি আস্-সুয়ূতীকে এ বলে অপদস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর মাতা ছিলেন একজন সার্কাসীয়ান মহিলা। অবশ্য ইমাম সুয়ূতী এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য করেননি, যদ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁর মাতা ছিলেন সার্কসীয়ান দাসী।

ইমাম সুয়ূতীর স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর আত্ম জীবনীতে তেমন কিছু বলা হয়নি। তবে আল-দাউদীর জীবন চরিতে তার দাসী এবং ঘুসন (Ghusun) এর মৃত্যুর শোক গাঁথা ও বিয়োগ গাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর ঘুসন (Ghusun) মুস্তাওয়ালাদাও বলা হয়। যার অর্থ হচ্ছে, আস্-সুয়ূতীর সন্তানের জননী অথবা ভাবী সন্তানের জননী।[৫৬] 'আস-সাদীলী' তাঁর (সুয়ূতীর) জীবন চরিতে একজন মুক্ত মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন যার সঙ্গে সুয়ূতীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। যদ্বারা প্রমান হয় যে, হয়ত তিনি তাঁর স্ত্রী অথবা উপপত্নী ছিলেন, যাকে তিনি মৃত্যুর সময় মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, একদা তিনি তাঁর মাতাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে, জনৈকা মহিলা দশ বছর পরে গর্ভবতী হন যাকে তিনি মৃত্যুর সময় রেখে যান এবং যিনি পরবর্তীতে বিয়েও করেন। এবং তাঁর স্বামী কর্তৃক গর্ভবর্তী ও হন।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে যদ্দুর জানা যায় যে, তাঁর ভ্রাতা, ভগ্নী ও সন্তানাদী ছিল। কারণ সুয়ূতী নিজেই বর্ণনা করেন যে, তাদের অধিকাংশই হয়ত ধর্মযুদ্ধে শহীদ হন। অথবা মহামারীতে (plague) কিংবা ফুসফুসী (pleurisy) প্রদাহ রোগে অথবা সন্তান প্রসবকালে (Childbirth) মৃত্যুবরণ করেন।[৫৭] তবুও এ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, যখন 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বই পুস্তকের তত্ত্বাবধানে তাঁর মাতাই ছিলেন। এতে প্রতিয়মান হয়, তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই ছিলেন তাঁর মাতা। আর এ সময় সুয়ূতীর কোন সন্তানাদী জীবিত ছিলেন না।

"مرض الوالد بذات الجنب أياما يسيرة وتوفى شهيدا، وأنا عند رأسه، وقت اذان العشاء لليلة الاثنين من صفر سنة خمس وخمسين ثما نمائة، بعد وفاة حبيبه أميرالمومنين المستكفى بالله باربعين يوما، وكان الوالد يختم القرأن فى كل أسبوع مرة ختم له بالشهادة، فكذا غالب اخوتى واولادى ماتوا شهداء، ما بين مطعون ونفساء وصاحب ذات الجنب، وارجوا ذالك من فضل الله ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৫৫. Ibid

৫৬. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ তাইমূর উল্লেখ করেন, আসীয়ূতের কতিপয় লোকজন আস্-সুয়ূতীর বংশধর হিসেবে দাবী করেন এবং যারা তাদের পারিবারিক নাম "আল-জালালী" বলে আখ্যায়িত করেন। আল্-জালালী নামটি আস্ সুয়ূতীর ডাক নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কতিপয় বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত হচ্ছে যে, আস্ সুয়ূতীর কোন বংশধর ছিল না এবং এটা স্বভাবিক যে, এ সমস্ত জালালীরা আস্-সুয়ূতীর আসীয়ূতের মসজিদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বংশধর। অন্যদিকে এটাও অবিশ্বস্য যে, যদি সুয়ূতীর কোন সন্তানদি বেঁচেই থাকত, তাহলে তাঁরা রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করে শহুরে পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে প্রাদেশিক শহরের বাড়ীতে পিতা মহের নিকট ফিরে যেতেন না।[৫৮]

'আবদুর রহমান' নামকরনের তাৎপর্য

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) বলেন, ৮৪৯ হিঃ সনের রজব মাসের ১লা রজনীতে সালাতুল-মাগরিবের পর আমার জন্ম হয়। জন্মের সপ্তম দিবসে[৫৯] আমার পিতা আমার নাম রাখেন 'আবদুর রহমান'। তিনি তাঁর এ নামকরনের কতিপয় তাৎপর্য তুলে ধরেছেন ।[৬০]

প্রথম তাৎপর্য ঃ "'আবদুর রহমান" হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার ধারাবাহিক সূত্রে 'আবদুল্লাহ্ ইবন্ 'উমর থেকে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম 'আবদুল্লাহ্ এবং 'আবদুর রহমান।[৬১] ইমাম মুসলিম (২৬৯/৮৭৪) আবু দাউদ

---

৫৭. Ibid.

৫৮. Ibid, al-Maqrizi, khitat, Vol. 2, P. 314.

৫৯. সপ্তম দিবস (يوم الأسبوع) yawm al-usbu (in colloquial-Egyptian al-subu) : The seventh day after the birth of a child, which is attended by ceremonies to ward off evil from the child and to ensure it long life and prosperity, it is usual to name the child on this day.

Cf: E. W. Lane, Manners and customs of the modern Egyptians, P. 510, for a description of a subu.

৬০. মূল 'আরবী ঃ-

"كان مولدى بعد المغرب ليلة الاحد مستهل رجب سنة تسع واربعين ثمانمائة، فسمانى والدى يوم الاسبوع عبد الرحمان، وفى تسميتى بذالك عدة لطائف ،

দ্র ঃ সুয়ূতী; আত-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৬১. মূল হাদিস–

عن إبن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمان ـ

Dhaka University Institutional Repository

(২৭৫/৮৮৮) এবং তিরমিযী (২৭৯/৮৯২) এর হাদীস সমূহে বিভিন্ন সনদে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, এদিক থেকে আল্লামা সুয়ূতী (রাঃ) এটাকে তাঁর জন্য একটা বিশেষ সওগাত হিসেবে গণ্য করেছেন। যেহেতু মহান আল্লাহর নিকট "আবদুর রহমান" অতি উত্তম নাম, সেহেতু তাঁর পিতা তাঁর উক্ত নাম রাখেন।[৬২]

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ- 'আবদুর রহমান নামের সাথে ফিরিশতাদের প্রধান ইস্‌রাফীল (আঃ) এর নামের মিল রয়েছে। যেমন- 'আবু-উমামা-আল-বাহিলী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন, জিব্রাইল (আঃ) এর নাম 'আবদুল্লাহ্, মীকাঈল (আঃ) এর নাম 'উবায়েদুল্লাহ্ এবং ইস্‌রাফীল (আঃ) এর নাম 'আবদুর রহমান। এই পূর্ণ হাদীসটি মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থে ইমাম দায়লামী তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা এবং তাঁর দাদা 'আবূ 'আমর থেকে বর্ণনা করেন। সুতরাং দু'দিক থেকেই সুয়ূতীর নাম 'আবদুর রহমান' রাখার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৬৩]

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ 'আবদুর রহমান নামের সাথে হযরত 'আবু বকর (রাঃ)-এর ছেলের নামের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সম্ভবত ঃ 'আল্লামা সুয়ূতীর শ্রদ্ধেয় পিতা এ উদ্দেশ্যেই এ নামের সাথে মিল রেখে তাঁর এরূপ নামকরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৬৪] পৃথিবীতে খুব কম নামই আছে যা এমনি মহা পুরুষের নামের সাথে মিল থাকে।

---

৬২. " 'আবদুল্লাহ্" এবং " 'আবদুর রহমান" নামের তাৎপর্যের কথা সাহাবীগণ ও যে গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করতেন নিম্নের ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। "হাকীম আবু 'আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০৫/১০৯৪) তাঁর আল-মুস্‌তাদ্‌রাক নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,

عن عائشة (رض): قالت : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر عبد الرحمان، والاوس عبد الله، والخزرج عبيد الله -

হযরত 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বদরের দিনে মুহাজিরদের মধ্য থেকে 'আবদুর রহমানকে, আউস সম্প্রদায় থেকে আবদুল্লাহকে এবং খাযরাজ সম্প্রদায় থেকে 'উবায়দুল্লাহ্কে নির্বাচন করেন–" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'আবদুল্লাহ্ এবং 'আবদুর রহামান নামের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কারনেই হয়তো তা করেছেন।

দ্রঃ কাশফুয যুনুন, পৃ. ৩২৫; আবদুর রহীম, "হাদীস সংকলনের ইতিহাস", পৃ. ৫৭২।

৬৩. হাদীস ঃ-

"عن ابى أمامة رضى الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم اسرائيل عبد الرحمان"

Cf: Suyti, Al-Tahadduth Bin matillah, (in Arabic), Vol. 2 (London: 1975), P. 33.

৬৪. হুফ্‌ফায এর লিখিত বহু গ্রন্থ এবং ইমাম বুখারী (১৯৪/৮১০-২৫৬-৮৭০)-এর ইতিহাস সহ অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত নাম ব্যাতীত আরো যাঁদের নাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আবূ বকর পাওয়া যায় তারা হলেনঃ ১. 'আবদুর

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ তাৎপর্য ঃ 'আবদুর রহ্মান নামটি একটি উপাধী মাত্র। সাধারণতঃ এ ধরণের উপাধী প্রশংসা অথবা সম্মানের স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ 'আবদুর রহমান নামের উপাধী প্রশংসা এবং সম্মানের জন্য এ কারনেই যথেষ্ট যে, 'আবদুর রহমান নামের "আব্‌দ" শব্দটি রহ্মানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত এই যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় "আব্‌দ"[৬৫] বলে সম্বোধন করেছেন।

পঞ্চম তাৎপর্য ঃ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) নিম্নের আরো দু'টি ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর 'আবদুর রহ্মান' নাম নিয়ে গর্ববোধ করতেন বলে অনেকেই মনে করতেন।

প্রথম ঘটনা ঃ 'আব্‌দ-ইব্‌ন হুমায়দ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত কুবায়সা সুলায়মান থেকে এবং তিনি আস্-সাদী থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন 'আবদুর রহমান'।[৬৬]

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ পবিত্র মি'রাজের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ) যখন মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হন তখন কথোপকথনের পূর্বে আল্লাহ্ তাঁর নবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করে মতামত চেয়েছিলেন যে, এশুভ মুহূর্তে আমি আপনাকে কি উপাধীতে সম্বোধন করবো? তখন নবী (সঃ) প্রতি উত্তরে নিবেদন করেন যে, আমি "আবদ" বা দাস হিসেবে ভূষিত হতে চাই।

রহমান (মৃঃ ৫৩/৬৭৩) ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক। ২. 'আবদুর রহমন ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবী মালাইকা। ৩. 'আবদর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুসাওয়ার ইব্‌ন মুখরামা আল যুহরী। ৪. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর আল্-হিযাযী। ৫. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন খালফ। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীদের যুগে এবং পরবর্তীকালেও 'আবদুর রহমান নাম ব্যাপক ভাবে সমাদৃত ছিল।

৬৫. আল্-কুরআনে 'আব্‌দ শব্দের ব্যবহার এ নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে ঃ "الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب"। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি স্বীয় বান্দাহর (দাস) প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন"।

দ্রঃ সূরা কাহাফ- ১৭ ঃ১।

"سبحان الذى اسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى" - "তিনি সে পবিত্র সত্ত্বা, যিনি রাত্রিকালে তার বান্দাহকে (দাস) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমন করিয়েছেন।"

সূরা বনী ইসরা'ঈল- ১৭ ঃ১; তাফসীরকারগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, উপরোক্ত "আব্‌দ" শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়তম বান্দাহ (দাস) হযর মুহাম্মদ (সাঃ) কে নির্দেশ করেছেন।

দ্রঃ হক্কানী, তাফসীর , মোঃ আঃ হাকিম, পৃ. ৮৯৩।

৬৬. প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের নাম রাখেন সালিহ্।

Cf: AL Dhahabi, Mizanal- itidal al fi naqd al-rijal, Vol. 3, P. 383.

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উক্ত উপাধীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই সুয়ূতী (র) সে অনুসারে এই "আব্দ" যোগে 'আদুর রহমান' নাম করনে গর্ববোধ করতেন।৬৭

ষষ্ঠ তাৎপর্য ঃ শুভ কামনার উদ্দেশ্যে ও "'আবদুর রহমান" নাম রাখা হয়। যেমনঃ পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক উত্তম বান্দাদের প্রসংসা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ "তারা রহমানের দয়াশীল বান্দা ('ইবাদুর রহমান), যারা জমিনে ভদ্রজনোচিতভাবে বিচরণ করে এবং যখন মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা তাঁদেরকে মন্দ ভাবে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে- শান্তি।৬৮

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিস্ফুট হয় ঃ

(ক) হাদীসের মর্মার্থকে কুর'আন সমর্থন করেছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ "আব্দ" শব্দ ব্যতিত অন্য কোন নামকে আল্লাহর সাথে, রহমানের সাথে, রাহিমের সাথে, ফিরিশতাদের সাথে, কুদ্দূসের সাথে এবং আল্লাহর অন্য যে কোন নামের সাথে ব্যবহার করেননি। সুতরাং এতেই প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়নাম 'আব্দুল্লাহ, এবং 'আবদুর রহমান"।

ইমাম শাফী'ঈ বলেন, পবিত্র কুর'আনে যা কিছুর বর্ণনা এসেছে উহাই মহনবী (সঃ) ব্যক্ত করেছেন। তাই 'উলামাগণ হাদীসকে কুর'আনের এবং কুরআনকে হাদীসের সমর্থনকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

(খ) পবিত্র কুর'আন থেকে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, 'আবদুল্লাহ্ নাম 'আবদুর রহমান নামের চেয়ে অধিক মর্যদাশীল। কেননা মহান আল্লাহ্ 'আবদুল্লাহ্' নবীদের শানে উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ মহানবী (সঃ) এর শানে এরশাদ হচ্ছে- وانه لما قام عبد الله ৬৯।

হযরত 'ঈসা (আঃ) এর শানে এরশাদ হচ্ছে -لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ৭০।

---

৬৭. মিরাজের রাত্রে নবী (সাঃ) কে 'আবদ' বলে খিতাব করার কারণ ছিলে যে, খ্রীষ্টানদের ন্যায় মুসলমানরা যেন মুহাম্মদ (সাঃ) কে দাস এর স্থলে খোদা হিসেবে গ্রহণ না করে।

দ্রঃ মুকাদ্দামাতুল বায়দাভী।

৬৮. আয়াত ঃ "وعباد الرحمان الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ----- --او لئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما"

দ্রঃ সূরা-আরলফুরকান, ২৫, ৬৩-৭৫।

৬৯. আয়াতের অনুবাদ ঃ "এবং ইহাও যে, যখন আল্লাহর সেবক (আবদুল্লাহ্) তাকে আহবানের জন্য দন্ডায়মান হয়।"

দ্র ঃ সুরা জ্বিন ঃ ২২ ঃ ১৯;

৭০. অর্থ ঃ "হযরত 'ঈসা তাঁর সেবক মাত্র"

দ্রঃ সূরা নিসা ঃ ৪ ঃ ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মূসা (আঃ) এর সম্পর্কে কোন একটি কেরায়াতে (قراة) উল্লেখ রয়েছে- وكان عبد الله وجيها -।[৭১]

আর মু'মিনদের সম্মানে মহান আল্লাহ্ 'আব্দুর রহমান শব্দের উল্লেখ করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের ক্ষেত্রে 'আবদুর রহমান' নামটি যথোপযুক্ত।

(গ) উল্লেখিত আয়াতে একটি রহস্য প্রকাশ পাচ্ছে যে, ঘটনাটি এমন একটি আয়াত দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে যে, আয়াতকে "يلقون فيها تحيه وسلاما" [৭২] দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।[৭৩]

'আবদুর রহমান' নামের তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতীর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে মুলতঃ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এবং রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদের নির্ধারিত নামকে সংশোধন করতঃ এ নামেই নামকরণ করেছেন। আমরা বিভিন্ন ঘটনা এবং বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কারভাবে বোধগম্য করতে পারি।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম এ'নামে অভিহিত হয়েছেন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ, যিনি হচ্ছেন জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন। জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল 'আব্দে 'আমর' অন্য বর্ণনায় 'আবদুল কা'আবা' (মৃঃ ৩১/৫৬১),[৭৪] তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাসূল (সাঃ) রেখেছেন 'আব্দুর রহমান।

অপর একজন সাহাবীর নাম পরিবর্তন করে রাসূল (সঃ) নাম রেখেছেন "আবদুর রহমান ইবন আবু ছুবরাতা আলজু'ফী"। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'আ'যীয[৭৫] (عزيز)।

মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে 'আবদুল্লাহ্ ও 'আবদুর রহমান।

একদা 'আবদুর রহমান আবু রাশিদ আল-আয্দী[৭৬] (أبو راشد الازدى) নামক একজন দূত রাসূলুল্লাহ্র (সা) দরবারে আগমন করলেন। রাসূল (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন 'আবদুল 'উজ্জা' আবু মুগভিয়া (أبو عبد العزى مغوية) রাসূল (সঃ) তখন বললেনঃ না, এখন থেকে তোমার নাম হচ্ছে'আবদুর রহমান আবু রাশিদ।

---

৭১. Ibid. 33 : 69.

৭২. সূরা ফুরকান ঃ ২৫ ঃ ৭৫;

৭৩. Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 34-36.

৭৪. Suyuti, Ibid, P. 36.

৭৫. Suyuti, Ibid. P. 37.

৭৬. Suyuti, Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

"আবদুর রহমান ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়ারবু'-তাঁর নাম ছিল 'আস সারম্। পরবর্তীতে রাসূল (রাঃ) তাঁর নাম রেখেছেন 'আবদুর রহমান'।[৭৭]

'আবদুর রহামন' ইব্‌ন সফওয়ান ইব্‌ন কুদামা- (صفوان بن قدامة) তাঁর নাম ছিল 'আবদুল-'উজ্জা'। (عبد العزى) পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ) তাঁর নাম রেখেছেন 'আবদুর রহমান।[৭৮]

'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা আবু 'উকাইল আল বালভী জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদুল-'উজ্জা (عبد العزى)। রাসূল (সঃ) তাঁন নাম রেখেছেন 'আবদুর রহমান 'আদুয়্যুল-আওসান।[৭৯] (عدوالا وثان)

'আবুদর রহমান ইব্‌ন 'আওআম ইব্‌ন খুয়াইলিদ আখুজ-যুবাইর (العوام بن خويلد أخ الزبير) তাঁর নাম ছিল 'আবদুল কা'বা। পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ) তাঁর নাম রেখেছেন 'আবদুর রহমান।[৮০]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামের সন্তানগণের নাম ছিল 'আবদুর রহমান। যেমনঃ- 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর আস্ সিদ্দীক।[৮১]

হযরত 'উমর (রাঃ) এর তিন ছেলে তথা 'আবদুর রহমান আল আকবর; 'আবদুর রহমান আল আওসাত 'আবদুর রহমান আল আসগার।[৮২]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা হযরত 'আব্বাস (রাঃ) এর ছেলের নাম ছিল 'আবদুর রহমান।

---

৭৭. Suyuti, Ibid.

৭৮. Suyuti, Ibid.

৭৯. Suyuti, Ibid.

৮০. Suyuti, Ibid.

৮১. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর সিদ্দীক (মৃঃ ৫৩/৬৭৩), উপনাম- আবু 'আবদুল্লাহ্, হযরত 'আয়িশা (রাঃ) এর সহোদর ভাই। বদর এবং উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করলেও হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় (৬/৬২৭) ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্রঃ রাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।

৮২. প্রথম আবদুর রহামন সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৭৩/৬৯২) এবং হাফসার সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁদের মাতার নাম ছিল জয়নাল বিন্‌ত মাজ'উন। বড় 'আবদুর রহমানের কুনিয়ত আবু বিয়ায, মেঝো 'আবদুর রহমানের আবু শাহমা ও ছোট আবদুর রহমানের কুনিয়াত 'আবুল মুখবির। ছোট দুই 'আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, তাঁরা সাহাবী ছিলেন না।

Cf: Ibn Abd al-Barr, al-Istiab fi Marifat al-ashab, Vol. 2, P. 738; Suyuti,Tahadduth; Ibid, P. 38.

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুর রহমান ইব্‌ন হাতিব (حاطب)। 'আবদুর রমান ইব্‌ন হারেস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগিরা আল্-মাখজুমী।

'আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মগীরা আল্-মাখজুমী। 'আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন খাত্তাব (যিনি ছিলেন হযরত উমরের ভাই)। 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আওয়ালা আল্-আনসারী।[৮৩] 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মা'য়াজ ইবন জাবাল আল-আনসারী।[৮৪]

মূলতঃ উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশাতে জন্মগ্রহণ কারী বড় বড় সাহাবায়ে কিরামের সন্তানদের নাম ছিল 'আবদুর রহমান।

এ কারনেই বলা যায় যে, 'আবদুর রহমান' নামের অনেক তাৎপর্য রয়েছে।[৮৫]

শৈশবকাল

জন্মের পর তৎকালীন কুসংস্কার অনুযায়ী একজন জ্যোতিষীর দ্বারা নবজাত শিশু সুয়ূতীর কুষ্ঠি নির্ধারণ করা হয়। 'আল-দাউদী'[৮৬] কর্তৃক রচিত আস্-সুয়ূতীর (রঃ) জীবনী মূলক গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখ রয়েছে যে, 'আল্লামা সুয়ূতীর জন্মের পর পরই তার পরিবারের জনৈক সদস্য তাঁকে নিয়ে একজন জ্যোতিষীর সংগে সাক্ষাৎ করেন।

ঐ জ্যোতিষী তাঁর কুষ্ঠি যাচাই করে জানালেন যে, এ শিশুটির জীবনের প্রতিটি বেজোড় বছর গুলোতে কিছু নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটবে, যা তার জন্য হবে অকল্যাণকর। বাস্তবে তাই ঘটেছিল। তাঁর জীবনের প্রতিটি বেজোড় বছরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁর বয়স যখন ৩ বছর, তখন তিনি মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে পড়েন। এমতাস্থায় তাঁর চিকিৎসার জন্য তাকী উদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন আল-সুরাইফ (Taqi-uddin Abu Bak -ibn-Surayyif) কে নিযুক্ত করা হয়।[৮৭]

একদা তাঁর পিতার একজন ছাত্র তার অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকের নিকট জানতে চাইলে প্রতুত্তরে চিকিৎসক বলেন, "এ শিশুটি এ অবস্থা থেকে কেটে উঠতে পারবে কিনা– এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ

---

৮৩. Ibn Abd al-Barr, al- is tiab fi marifat al-ashab, Vol. 2, P. 872.

৮৪. I Can not trace an Abd al- Rahman b. Awnah, but Ibn-al athir al-jazari in Usd al-ghabah fi marifat al- Sahabah, Vol. 3, P240, and Ibn 'Abd al Barr, Vol. 2, P. 850, Both mention the 'Abd al- Rahman b.Uwaym of al-Dawudis version.

দ্র ঃ সুয়ূতী, আত্-তহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ৫।

৮৫. Suyuti, AL-Tahadduth-Binimatillah' P. 38.

৮৬. 'উমার রিয়া কাহ্হালাহ, মু'জামু'ল মুআল্লিফীন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪।

৮৭. E. M. Sartain, Ibid, P. 24.

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। কারণ, তার দেহের আভ্যন্তরীন অবস্থা খুবই আশংকাজনক। এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতী বলেন, "সেদিন আমিও ঐ ধারণা করতে পারিনি যে, একজন মানুষের জীবন কাল পূর্ব নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কেউ মৃত্যুবরণ করতে পারে না। তার শরীরের আভ্যন্তরীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো তাঁকে আজীবন যন্ত্রনায় কাতর করে তুলত।

শিশু জালালুদ্দীন কে শেখ মুহাম্মদ আল-মাযযুব (Saykh Muhammad al Majdhub)[৮৮] নামক এক মহা মানবের নিকট আশির্বাদ (দোয়ার) এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়- যিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও আল্লাহর ওলী। তাঁর অধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি জনগণের বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়। এজন্য সকলে তাঁকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করত।

সুয়ূতী (রঃ) এর বয়স যখন পাঁচ বছর সাত মাস, তখন তাঁর পিতা কামালুদ্দীন আবু বকর আস-সুয়ূতী ৫ই সফর, ৮৫৫হিঃ/১৪৫১ খ্রীঃ মোতাবেক ৯ই মার্চ ইন্তেকাল করেন। তবে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের অভিভাকত্বে পুত্রের লালন পালনের সুব্যবস্থা করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮৯]

---

৮৮. Muhammad al-Majdhub. Unidentified; E. M. Sartain, Ibid.

৮৯. ইমাম সুয়ূতী (র) তাঁর শৈশবের বর্ণনায় বলেন,

"وحملت وأنا صغير الى الشيخ محمد المجذوب، فبرك على - وهذ الرجل كان احدالاولياء الكبار ساكنا بجوار المشهد النفيسى وحدثت ان والدى لما مرض مرض موته، ذهبت امرأة من بيتنا اليه لتسأله الدعاء له بالعا فية، فلما وصلت اليه جلست ساكتة ليخلو لها المجلس، فصار الشيخ يقول : كمال الدين، كمال الدين، كمال الدين، أنا احيى او اميت، هذا القاضى بكار ماش فى الجنازة ، فأيسوا بكلامه هذا من حياة الوالد - وتوفى الوالد

فى مرضه ذالك، ولى من العمر خمس سنين وسبعة اشهر، وقدوصلت اذا ذاك فى القران لسورة التحريم، فنشأت يتيما، وأوصى على والدى جماعة، منهم العلا مة كمال الدين بن الهمام، فانه كان من كبار اصدقائه، فاحضرت اله عقب موت الوالد فقررنى فى وظيفة الشيخو نية، ودعالى - ثم احضرت اليه مرة اخرى - فاذن لى فى الحضور بنفسى وصرف النائب، واحضرت مرة أخرى الى الشيخ محمد المجذوب، فمسح على ظهرى ورأسى -"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্–তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, পৃঃ ২৩৫-২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে আস্-সুয়ূতীর (রঃ) একজন শত্রু বুরহান উদ্দীন ইব্‌ন আল্-কারাকী (Burhan al-din abn-al-Karaki)[৯০] দাবী করেন যে, কামালুদ্দীনের জনৈক ছাত্র বালকটিকে স্বীয় আবাসে (নিজগৃহে) নিয়ে যায় এবং নিজ খরচে ও দান দাক্ষিন্য দ্বারা তাঁকে লালন পালন করেন। কিন্তু, আস-সুয়ূতী (রঃ) তাঁর এ করুনার কথা অস্বীকার করে বলেন যে, "উক্ত ব্যক্তিটি (ইব্‌ন আল-কারাকী) শুধুমাত্র অভিভাবকদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমার মঙ্গলের জন্য তিনি যে টাকা ব্যয় করতেন তা প্রতিমাসে আমার মায়ের নিকট থেকেই গ্রহণ করত এবং তা ছিল আমার পিতার টাকা। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন অবদানই ছিল না।

আমি যে বাড়ীতে বসবাস করতাম তা আমার পিতা আমার জন্য রেখে যান। আমার যাবতীয় লালন পালনের দায়িত্ব ভার আমার মাতাই গ্রহণ করেন। আমার কোন অভিভাবকই আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাননি কিংবা তাদের অর্থে লালন করেননি। মূলতঃ আমার তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্ব ছিল শেখ কামালুদ্দীন আল্-হুমাম[৯১] এর উপর।

উল্লেখিত অভিভাবক (কামালুদ্দীন আল-হুমাম) আমার এমন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যে, যার পরামর্শ ব্যতীত সামান্যতম কাজও আমি করতাম না এবং এমন কোন কাজ নেই যে, যা আমি তাকে না জানিয়ে করেছি। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর।

আমার বয়স আট বছর পূর্ণ হয়ে নবম বছরে পদার্পন করা পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধানেই আমার দিন অতিবাহিত হয়। অবশ্য এর অল্প কিছু দিন পর তিনি ইনতেকাল করেন।

আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর উক্ত অভিভাবকের নাম মুহীবুদ্দীন ইব্‌ন মুসাইফা (Muhib al-din-ibn-Musayfh)। (৮৬৩ হিঃ মহররম ১৪৫৮) যিনি সুয়ূতীর পিতা কামালুদ্দীন এর ছাত্র ছিল। আস-সুয়ূতী (রঃ) তাঁকে অধিক ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন।

আদ্-দাউদীর (AL-Dawudi) বর্ণনা অনুসারে, যখন মুসাইফা (মহররম, ৮৬৩ হিঃ/১৪৫৮) ইন্তিকাল করেন, তখন সুয়ূতী (রঃ) এর বয়স ছিল ১৩ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি সুয়ূতীর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ আল-মহল্লী এর নিকট অর্পন করে যান। তৎকালীন মিসরে তিনিও একজন বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন।

ইব্‌ন মুশাইফা (রঃ) যে সমস্ত অর্থ সম্পদ শাইখুর প্রতিষ্ঠিত 'খানকায়ে শাইখুনীয়া (khanqa Shaykhuniya) শরীফে রেখে যান, সে গুলো আল্-মহল্লী ইব্‌ন মুসাইফার (রঃ) অসিয়ত অনুযায়ী ব্যয়

---

৯০. AL-Sakawi (831/1428-902/1497) Daw, Vol. 8, P. 31-2.

৯১. Ibn al-Humam (d-861/1457).

, Cf: Sakhawi; D, Vol. 8, P. 127-32.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সম্পদ গুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে তিনি সপ্তাহে প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার এ দুদিন নিয়মিত সেখানে যেতেন। তাঁর সঙ্গে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ও যেতেন। এভাবে তাঁর এক বছর কেটে যায়।[৯২]

'আস্-সাখাভী' জনৈক শিহাবুদ্দীন ইব্ন আল্-তাবব্াখ (Tabbakh) কে সুয়ূতীর একজন অভিভাক হিসেবে উল্লেখ করেন।[৯৩] অবশ্য আস্-সুয়ূতী উক্ত তথ্যকে অস্বীকার করে বলেন যে, সিরিয়ায় তাঁর পিতার কর্মের সূত্রে তাঁর সাথে সুয়ূতীর বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি কখনো তাঁর অভিভাবক ছিলেন না।

তবে একথা ঠিক যে, 'আল্লামা সুয়ূতীর পিতা কামালুদ্দীন তাঁর সার্বিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথা সম্ভম সঞ্চয় রেখে যান। যদি ও উক্ত সম্পদ যথেষ্ঠ ছিল না।[৯৪]

শিক্ষা জীবন

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রঃ) সমসাময়িক বিশ্ব এবং তৎকালীন মিসরীয় সমাজের প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁর আত্ম জীবনীতে তাঁর নিজের শিক্ষা লাভের বিবরণ বিস্তারিত পেশ করেন। আর সে সময় শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা বুঝার জন্য আস-সুয়ূতীর পঠিত বিষয়াবলী পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ইমাম আস্-সুয়ূতী (রঃ) শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ছিলেন একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। গর্বিত পিতা মাতার অনুকুল পরিবেশে তিনি শিক্ষা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত একজন অফিসার। যার ফলে তৎকালীন সময়ের অনেক পন্ডিত ও বিজ্ঞ জনের সাথে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল।

পিতা কমালুদ্দীন তাঁকে খুব অল্প বয়সেই শায়খুনিয়াতে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। তাঁর পিতা কামালুদ্দীন ও উক্ত স্থানেই শিক্ষা লাভ করেন। 'আল্লামা সুয়ূতী (র) তাঁর পিতার সঙ্গে 'যাইন আল-দীন রিদওয়ান[৯৫] (Zayzn al din Ridwan) এর নিকট ক্লাশে যোগ দান করেন এবং শিরাজ আল্-দীন 'উমর ইব্ন ঈসা আল-ওয়ার ওয়ারী[৯৬] এর বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল ফিক্হ বিষয়ক যা ছিল সাফীত স্কুল অব্'ল' এর কারিকুলাম অনুযায়ী। আস্-সুয়ূতী উল্লেখ করেন যে, তিন বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে একটি মজলিশে যান। সেখানে তিনি একজন

৯২. E. M. Sartai, Ibid, P. 25.

৯৩. AL-Sakhawi, Daw, Vol. 4, P. 66.

৯৪. E. M. Sartain, Ibid, P. 26.

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধ লোকের বক্তব্য শোনেন। তাঁর নাম তিনি এখন সঠিক ভাবে স্মরণ করতে না পারলেও তাঁর অনুমান ছিল যে, ঐ বৃদ্ধ লোকটি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিত্ব 'ইবন্ হাজার 'আস্কালানী (মৃত ৮৫২/১৪৪৯)।[৯৭]

পরবর্তীতে তিনি তাঁর পিতার একজন ছাত্রকে (শামছুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মুনাব্বী) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে নিশ্চিন্ত হলেন যে, ঠিকই ঐ মজলিশে বক্তা ছিলেন 'ইবন হাজার আস্কালানী'। যদিও সুয়ূতী (রঃ) তাঁর বয়সের অপরিপক্কতার জন্য শ্রুত বিষয় সম্পূর্ণভাবে বুঝতে অপারগ ছিলেন। তবুও তিনি ইব্ন হাজার ও রিদওয়ান কে তার শিক্ষক বলে গণ্য করতেন।

পবিত্র কুর'আন পাঠের মাধ্যমেই 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তৎকালীন মিসরীয় সমাজের দস্তুর ছিল যে, পবিত্র কুর'আন পাঠের মাধ্যমেই একটি শিশুর শিক্ষা জীবনের সূচনা হত। এটাই ছিল তৎকালিন শিক্ষা রীতি। ৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ কুর'আন কারীম হিফজ করেন। এরপর তিনি আইন বিষয়ক জ্ঞানার্জনের ভিত্তি স্বরূপ আল -জামালীর লেখা 'উমাদাতুল-আহকাম' আয়ত্ত করেন।[৯৮]

এতদভিন্ন, তিনি 'আল্লমা আল নাওয়াবীর রচিত "মিন্হাজ-আল-তালিবীন"[৯৯] এবং আল্লামা 'বায়দাভীর লেখা "মিনহাজ আল 'উসূল" এবং 'আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে ইব্ন মালিকের লেখা আল-ফীয়া অধ্যয়ন

---

৯৫. পূর্ণনাম ঃ যাইন আল-দীন রিদওয়ান ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল 'উকবী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) ; সাখাভী, আদ্ দাউ'ল-লামী, ৩ খণ্ড, পৃ. ২২৬-৯।

৯৬. পূর্ণনাম খাদিজা বিন্ত নুর আলদীন 'আলী ইব্ন শাইখুল ইসলাম শিরাজ-আল-দীন 'উমর ইব্ন 'ঈসা আল ওয়ার ওয়ারী আল-মুলাককীন (মৃঃ ৮৭৩/১৪৬৯); AL-Sakhawi, al-Daw al-Lami, Vol. 2, P. 29; Suyuti, AL-Tahadduth binimatallah, in Arabic, Vol. 2, (London: 1975), P. 50; AL-Ghazzi, al-kawakib al-sairah biayan al-miah al-ashirah. Vol. 1, P. 74.

৯৭. আস্-সাখাভী, আদ্ দাউল-লামি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬-৪০।

৯৮. 'আল্লামা সুয়ূতী এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেন,

"وختمت القران ولى من العمر دون ثمان سنين، ثم حفظت عمدة الاحكام "ومنهاج، النووى "والفيه" ابن مالك ومنهاج البيضاوى وعرضت الثلاثة الاول فى صفر سنة اربع وستين على شيخ الاسلام علم الدين البلقيى وشيخ الاسلام شرف الدين المناوى، وقاضى القضاة عزالدين الحنبلى وشيخ الشيوخ امين الدين الاقصرائى وغيرهم واجازونى -

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, পৃ. ২৩৬।

৯৯. AL-Nawawi, yahya bin sharaf, Minhaj al talibin, Ed, and translated by L. W. C. vandin Bery, 3 vols. Batavia: 1882-4.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ৮৬৪ হিঃ সফর মাসের নভেম্বর/ডিসেম্বর ১৪৫৯ খ্রীঃ), তৎকালীন প্রখ্যাত অধ্যাপক বৃন্দের নিকট থেকে তিনি 'ইজাযা' বা 'সনদ পত্র' লাভ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, 'আলম-আল্-দীন সালেহ্ আল্-বুলকাইনী, শরফ-আল্-দীন ইয়াহ্ইয়া-আল-মুনাব্বী।

'ঈজ্-আল-দীন আহমদ-আল-কিনানী আল্-হাম্বলী, 'আমীন-আল-দীন ইয়াহ্ইয়া আল্-আকসারী[১০০] (মৃঃ ৮৮০/১৪৭৫) প্রমুখ অধ্যাপক বৃন্দ।

এটা অবশ্য সঠিক ভাবে জানা যায়নি যে, আস্-সুয়ূতী তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ কোথায় করে ছিলেন। তবে এতটুকু অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এটা তাঁর বাড়ীতে অথবা কোন মাদ্রাসাতে ও হতে পারে, কিংবা 'শায়খুনীয়াতে' ও হতে পারে যেখানে তাঁর পিতার অনেক বন্ধু তাঁকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি অবশ্য তাঁর শিক্ষক হিসাবে তাঁর পিতার একজন ছাত্র 'আকীলের কথা উল্লেখ করেন।[১০১]

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আস্-সুয়ূতী উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সমকালীন জ্ঞানী গুনীদের নিকট গমন করে স্বীয় জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করতে সচেষ্ট হন।[১০২] বিদ্যা অর্জনের এতই চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছেন যে, তিনি সাতটি বিষয়ের পান্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[১০৩] তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, অলংকার শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন ও 'ইলমুল-কালাম সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন ঃ

رزقت التبحر فى سبعة علوم ، التفسير، والحديث ، والفقه ، والنحو ، والمعانى ،
والبيان ، والبديع على طريقة العرب وا لبلغاء ، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة

"আমি সাতটি বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা লাভ করেছি। তা হল, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, নাহু, মা'আনী, বয়ান, বদী'। আর এগুলি শিক্ষা করেছি 'আরব ও বালাগাতবিদদের মতানুযায়ী কোন দার্শনিক বা অনারবের মতানুযায়ী নয়।"[১০৪]

---

১০০. সাখাভী, আদ্ দাউ'ল-লামী – Vol. x, P. 240-3.
সাখাভী তাঁর জন্ম তারিখ ৭৯৭/১৩৯৪-৫ অথবা- ৭৯৮/১৩৯৫-৬ বলে উল্লেখ করেন।

১০১. 'আকীল Aqil ঃ তিনি ছিলেন সুয়ূতীর পিতার অন্য একজন ছাত্র।
দ্রঃ প্রাগুক্ত।

১০২. আল-মুজাল্লাতু-'আরাবিয়্যাহ, পৃ. ২৩৩; হুসনুল-মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

১০৩. নযলু ইক্ইয়া, পৃ. ১।

১০৪. আন্-নুকাতুল বাদী'আত, পৃ. ১১; আদ্-দুরারু-মানসুরাহ ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; আল-মুজাল্লাতুল 'আরাবিয়্যাহ; পৃ.-২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা শাওকানী বলেন,

انه رزق التبصر فى سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى والبيان والبديع،

তাঁকে সাতটি বিষয়ে তথা 'তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, নাহু, 'ইলমুল মা'আনী, 'ইলমুল বায়ান ও 'ইলমুল বাদী'তে বুৎপত্তি দান করা হয়েছে।[১০৫]

গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশ যেমন সিরিয়া, হিজায, ইয়ামান, মিসর, দিমইয়াত, ফাইউম, মাহাল্লা ভ্রমণ করেন।[১০৬] সুয়ূতী (রঃ) এ ব্যাপারে নিজেই বলেন ঃ

وسافرت بحمد الله تعالى الى بلاد الشام، والحجاز، واليمن، والمغرب ، والتكرور ، وله رحلة داخل مصرا أيضا ، ذكرها السخاوى فى الضوء اللامع فقال : ثم سافر إلى الفيوم ، ودمياط، والمحالة، فكسب عن جماعة - ثم قال السيوطى:ولما حججت شربت من ماء زمزم لامور: منها أن أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى، وفى الحديث رتبة الحافظ ابن حجر -

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমি সিরিয়া, হিজায, ইয়ামান সহ বহুদেশ ভ্রমন করেছি।[১০৭] তিনি আরও বলেন, আমি যখন হজ্জ করি তখন যমযমের পানি ঐ উদেশ্যে পান করি যে, যেন ফিক্‌হ বিষয়ে শায়খ সিরাজুদ্দীন বুলকায়নী এবং হাদীস শাস্ত্রে ইব্‌ন হাজারের মর্যদায় উন্নীত হতে পারি।[১০৮]

শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-সারিম-শাহীর নিকট 'ইলমে ফারায়েজ (উত্তরাধিকার সত্ত্ব ও বন্টন নীতি বিদ্যা) শিক্ষা লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর।

অবশ্য সুয়ূতী উক্ত শিক্ষকের নিকট শেষ পর্যন্ত তাঁর এ পাঠ্যক্রম শেষ করতে পারেননি। কারণ এ বৃদ্ধ পন্ডিত মহোদয় বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। একই সময়ে তিনি শায়খুনীয়ার ইমাম 'শামছ আল-দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা 'আল-সাইরামী আল-হানাফী[১০৯] এর নিকট 'আরবী ব্যায়াকরন এবং হাদীসের উপর

১০৫. আল-বাদরুত- তালী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০।

১০৬. মুহাম্মদ শফীক গারবাল, আল-মওসু'আতুল 'আরাবিয়্যাতিল মুআস্‌সিয়্যাহ, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ইহ্‌ইয়া'ইত-তুরাসি-'আরাবী, তাঃ বিঃ), পৃ. ১০৫৯।

১০৭. নযলুল-ইকইয়ান, পৃ. ১।

১০৮. সুয়ূতী, আনুকাতুল বাদ'আাত, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল জিনান, ১ম সংস্করণ, ১৪১১/১৯৯১), পৃ. ৯।

১০৯. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-হানাফী (৮৯১/১৪৮৬) ছিলেন শায়খুনীয়ার খানকার ইমাম।
দ্রঃ আস-সাখাভী, আদ দাউ'লামি', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়ন করেন। আস্ সুয়ূতী (রঃ) তাঁর শিক্ষক বৃন্দের নিকট 'কাদলিয়াত' আল শিফা ফী তা'রিফী হকুক আল্-মুস্তফা্ এবং ইব্ন মালিকের 'আলফীয়া' এর শেষার্ধ, সহীহ্ মুসলীমের সম্পূর্ণটা অধ্যয়ন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিয়ম ছিল যে, প্রথমে তিনি স্বাভাবিকভাবে মুখস্থ করতেন এবং পরে উক্ত গ্রন্থ সমূহের সারবস্তু ও মমার্থ উদঘাটন করতেন। আর এ নিয়মে তিনি সফলও হয়েছেন।[১১০]

আল-হানাফী হিঃ ৮৬৬/১৪৬১ খ্রীঃ সনের প্রারম্ভে সুয়ূতীর উপর 'ইজাযা' নামক একটি পুস্তক লিখেন, যার মধ্যে তিনি বর্ণনা করেন যে, আস-সুয়ূতী তার সাথে ইব্ন মালিকের "আলফীয়া' এবং অন্যান্য মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী ব্যাকরণ ও ছোট ছোট সাহিত্য বই শিক্ষা করেন।[১১১] এ 'শিক্ষক তাঁর মেধা ও প্রতিভা দেখে স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাঁকে শিক্ষা প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ইব্ন আল হাজীবের মন্তব্য সহ তাঁর রচিত কাফীয়া, আল-যরাবরদীর রচিত আল-শাফীয়ার কিছু অংশ এবং এ ছাড়া 'আরবী ব্যাকরণ এর উপর সম্পূর্ণ গ্রন্থ সহ বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন।

তিনি শায়খুনীয়ার লাইব্রেরীয়ান শাসছুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মারজুবানী আল-হানাফীর নিকট ও শিক্ষা লাভ করেন। এতদভিন্ন, তিনি আল-'ইরাকীর আল-আলফীয়া, উসূলুল হাদীস এবং কিতাব ইজাগুজীর পটভূমি আল কাতীব মন্তব্য সহকারে 'আরবী ভাষায় অনুদিত ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কীয় যুক্তি বিদ্যা অধ্যায়ন করেন।

আস্-সুয়ূতী স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, এ সময়ে তিনি 'আরবী ভাষা অধ্যায়নে মনোনিবেশ করেন এবং এ বিষয়ের উপর বহু সংখ্যক বই তিনি অধ্যায়ন করেন। ৮৬৫/১৪৬২ সালে আস্-সুয়ূতী প্রধান বিচারপতি 'আলম-আল-দীন সালিহ্ আল-বুলকায়নীর নিকট শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হ সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন। 'আলম-আল্-দীনের পিতা শিরাজ-আল-দীন 'উমর আল-বুলকায়নীর নিকট 'আল্-তাদরীব ফীল ফিক্‌হ, আল-কাজেনীর নিকট আল্ হাওয়াইল সাগীর, আল্-নওয়াবীর নিকট 'মিনহাজ-আল্-তালেবীন,[১১২] আল্-শিরাজীর নিকট 'আলতানবীহ্ রাওদাত আত্-তালেবীন ও আল্-জারাকশীর নিকট আল্-তাকমীলাহ অধ্যায়ন করেন।

পরবর্তী বছর তথা ৮৬৬/১৪৬২ সালে আল-বুলকায়নী (রঃ) আস্-সুয়ূতীকে 'ইজাযা নামক একখানা গ্রন্থ প্রদান করেন যার মধ্যে তিনি তাঁর পঠিত গ্রন্থাদির তালিকা প্রনয়ণ করেন এবং তাকে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরনে ফিকহ্ শাস্ত্র এবং ফাতওয়া দানের অনুমতিও প্রদান করেন। তিনি (সুয়ূতী) 'আলম আল-দীন আল-বুলকায়নী যত দিন জীবিত (৮৬৮/১৪৬৪) ছিলেন ততদিন তাঁর নিকট যথারীতি শিক্ষা গ্রহণ

---

১১০. Suyuti, Ibid, P. 27.

১১১. Presumably al-jaraqis Alfiyyah fi usul al-hadith on which al-suyuti Later wrote a commentary, although there is also an Alfiyyah fi l- siyar by the same author.
Cf: Brockelman, Geschichteder arabischenr Literatur, Vol. 1, P. 78.

১১২. Suyuti, Ibid, P. 28.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। যদিও 'আল্লামা বুলকায়নী তাঁকে পূর্বেই সনদ পত্র প্রদান করেছিলেন।[১১৩]

আস্-সুয়ূতী (রঃ) কাজী শারফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল মুনাববীর নিকট ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাদের নিকট আল নববীর 'মিনহাজ্ আল্-তালেবীনের অংশ বিশেষ সহ-বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর পাঠ গ্রহণ করেন। যার অধিকাংশই ছিল ইব্ন আল-ওয়ার্দীর 'আল-বাহজায়ের' উপর আল্-মুনাব্বীর উচ্চ স্তরের ভায্যকার আবু জুরা ইব্ন আল 'ইরাকী এর মন্তব্য এবং তাফসীরে বায়দাভীর অংশ বিশেষ।

সাইফ (ওটহত) আল-দীন মুহাম্মদ ইব্ন কুতলূবোগা আল্-হানাফী নামে আস্-সুয়ূতীর আরেকজন শিক্ষক ছিলেন। যার জ্ঞানের পরিধি ও প্রশস্থতার ব্যাপারে 'আল্লামা সুয়ূতী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আস্-সুয়ূতী তাঁর নিকট বহু সংখ্যক গ্রন্থাবলীর পাঠ গ্রহণ করেন।[১১৪]

যেমন 'আল্লামা জামাখশারীর (Zamakhsharis) আল্-কাশ্শাফ নামক কুর'আনের ব্যাখ্যা, ইব্ন হিশামের আত্-তাওজীহ্ (Tawdih) (ইব্ন মালিকের আলফীয়ার উপর একটি ভাষ্য) এতে ইব্ন-কুতলূবোগার ভাবমূর্তি সহ 'আরবী ব্যাকরনের উপর ইব্ন হিশামের শরহ আল্-সুদূর (Sharh al-Shudur), অলংকার শাস্ত্রের উপর আল-কাযভীনির তালকাহী আল্-মিফ্তাহ। আল্-সাকাফীর মিফতাউল 'উলূমের অংশ বিশেষ এবং আল্-ইয্যীর (অনধর) মতবাদের উপর আল্-'আকায়ীদ আল্-আযূযীয়া (Adudiyyah) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।[১১৫]

এমনিভাবে আস্-সুয়ূতী মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ 'আলী কাফীয়াজির ও প্রশংসা করেন, তিনি তার নিকট ১৪ বছর অধ্যায়ন করেন। এ সময় তিনি তাফসীর, হাদীস ও 'আরবী ভাষা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠ সম্পন্ন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আল্-কাফীজী (Al-Kafiyaji) তাঁর ব্যাখ্যায় এত বিস্তৃত আলোচনা করতেন যে, শুধু মাত্র কয়েকটা লাইন ব্যাখ্যা করতে দেড় ঘন্টার মত সময় লাগাতেন। এজন্যই তিনি যে বই পড়াতেন তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হতেন না।

৮৬৮/১৪৬৪ সাল আল-কাফীজী সুয়ূতীকে একখানা ইজাযা দিয়ে তা শিক্ষা দান ও রূপান্তরের অনুমতি দান সহ তাঁর সমস্ত সৃষ্ট কর্মের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেন।

৮৬৮/ ১৪৬৩ সালের প্রথম দিকে আস্-সুয়ূতী তাকী উদ্দীন আহম্মদ আস্-সুমুন্নী-এর নিকট হাদীস, 'আরবী ভাষা এবং অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একটানা তাঁর এ শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১১৬] ইমাম আস্-সুয়ূতী তাঁর এ শিক্ষা কালের যে সময় সূচী বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপঃ

---

১১৩. AL- Maqriz, khitat, V01. 1, P. 401-2.

১১৪. Suyuti, Ibid, P. 28.

১১৫. Suyuti, Ibid. P. 29.

১১৬. পূর্ণনাম ঃ তাকী উদ্দীন 'আহমদ ইব্ন আল-কামাল মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন আস্-সুমুন্নী আল-হানাফী।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী বলেন, "আমি প্রতিনিয়ত দ্বিপ্রহরের সময় আল্-বুলকায়নীর পাঠ গ্রহণ করতে যেতাম এবং তাঁর ক্লাশে যোগদান করতাম। অতঃপর আল্-সুমুন্নীর নিকট ফিরে যেতাম এবং তাঁর ক্লাশে যোগদান করতাম। প্রতি শনিবার ও সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এ তিন দিন এমনিভাবে ক্লাশে করতাম। রবিবার ও মঙ্গলবার ভোর বেলায় আমি শেখ সাইফুদ্দীন (ইব্ন কুতলূ বোগা) এর নিকট পাঠ গ্রহণ করতাম এবং এ দু'দিন দ্বিপ্রহরে মহীউদ্দীন আল্-কাফীজীর[১১৭] নিকট পাঠ গ্রহণ করতাম। এ সময় পন্ডিত মহোদয় ছিলেন আল-সুয়ূতীর সবচেয়ে সম্মানিত অধ্যাপক। যদিও তিনি আরো কয়েকজনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন তাকী উদ্দীন আবু বকর শাদী আল-হাসকাফী। (মৃঃ ৮৮১/১৪৭৬) যাদের ক্লাশে তিনি দশ দিনের মত উপস্থিত হতেন।[১১৮]

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর অধিকাংশ শিক্ষাই শায়খুনীয়া থেকে লাভ করেন। কারণ সেখানে তাঁর অসংখ্য শিক্ষক ছিলেন। আস-সুয়ূতীর প্রধান অভিভাবক কাফীয়াজী ইব্ন আল্-হুমাম এর উত্তরাধীকারী সূত্রে শায়খুনীয়ার শেখ (প্রধান) নিযুক্ত হন। এক পর্যায়ে ইব্ন কুতলূবোগা ইব্ন হুমামের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আল-কাফীজীর পর তিনি নিজেই শায়খুনীয়ার 'প্রধান' তথা 'শেখ' হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আল্-হানাফী ছিলেন শায়খুনীয়ার ইমাম এবং শামুসুদ্দীন মুহাম্মদ আল্-মারজু বানী ছিলেন সেখানকার লাইব্রেরীয়ান।[১১৯]

শায়খুর মসজিদের বিপরীত দিকে অবস্থিত কলেজটির সাথে সুয়ূতীর পিতার ঘনিষ্ঠতার কারনে সকলেই তার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সুতরাং এদ্বারা বুঝা যায় যে, আস্-সুয়ূতী শায়খুনীয়ার তালিকাভুক্ত একজন নিয়মিত ছাত্র ছিলেন, সেখানে তিনি প্রতিদিনের আহারাদি, রেশনের মাধ্যমে তৈল, সাবান, চিনি, এমনকি আবাসিকের সুবিধা ও লাভ করেন।[১২০] আর এ সুবাদে অন্যান্য পন্ডিতগণের কাছ থেকে ও পাঠ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এবং শিক্ষা/জীবন শেষ করার পর তিনি নিজেই সেখানে শিক্ষা দানে ব্রতী হন।

---

১১৭. মূল 'আরবী ঃ

"واستمريت بعد ذالك ملا زما لدروس شيخنا شيخ الاسلام، فلم انفك عنه الى ان مات، وكنت اذهب من الفجر الى دروس البلقينى فاحضر مجلسه الى قرب الظهر، ثم ارجع الى الشمنى فاحضر مجلسه الى قرب العصر، هكذا ثلاثة أيام فى الجمعة : السبت والاثنين والخميس - وكنت احضر الاحد والثلاثاء عند الشيخ سيف الدين بكرة، ومن بعد الظهر فى هذين اليومين ويوم الاربعاء عند الشيخ محيى الدين الكافيجى"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ২৪০-২৪১।

১১৮. সাখাভী, আদ্ দাউ'ল্-লামি, Vol. 11, P. 76-7.

১১৯. সাখাভী, প্রাগুক্ত, Vol. 7, P. 260; Vol. 9, P. 174, 175, Vol. 10, P. 63, 102.

১২০. AL-Maqirzi, Taqi uddin Ahamd Al-Mawaiz wal-itibar bidhdr al-khitat wal-athar. Vol. 2. P. 421.

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহে নিবেদিত হয়ে যান এবং দূর দূরান্ত থেকে হাদীস সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তৎকালে ছাত্ররা শেখ বা শিক্ষকদের নিকট থেকে হাদীস শ্রণ করতঃ মুখস্তের মাধ্যমে অন্যের নিকট হাদীস স্থানান্তর করতেন। আর এ পদ্ধতিই ছিল সে সময়ের সাধারণ পদ্ধতি। তখন একটি মাত্র গ্রন্থে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করা যথেষ্ঠ ছিল না। হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য মৌখিক পদ্ধতিই ছিল সবচেয়ে অধিক কার্যকর এবং গ্রহণ যোগ্য পন্থা। এতে প্রতিয়মান হয় যে, হাদীসের বিজ্ঞান শাখাকে বলা হত আল্-রিয়াহ্ বা স্থানান্তর (al-riwayah or transmission)[১২১]

আল দিরায়াহ্[১২২] (al-dirayah) ছিল এমন একটি গ্রন্থ যার আওতায় ছিল সর্বপ্রকার পাঠ যা প্রণয়ন করা হয়েছিল হাদীসের যথার্থতা নিরূপন ও স্থানান্তরিতকারীদের বিশ্বস্থতা প্রমানের জন্য। আর সে সময় এ পদ্ধতিতেই মাদ্রাসা গুলোতে শিক্ষা দেয়া হত। আল্-রিয়ায়াহ্[১২৩] (al-riwayah) সম্পর্কে আস্-সুয়ূতীর ব্যাখ্যায় তার ভাব ধারার যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আস্-সুয়ূতী ৮৬৮/১৪৬৩-৪ সালে হাদীস সংগ্রহ শুরু করেন। কিন্তু তিনি এ পদ্ধতিতে হাদীস সংগ্রহ দীর্ঘায়িত করেননি। তিনি তাঁর আত্ম জীবনীতে উল্লেখ করেন যে, "আমি বিভিন্ন কারনে আল-সামার (al-sama) উপর গভীর ভাবে মনোনিবেশ করতে পারিনি।[১২৪] কারণ হচ্ছে আল-দিরায়াহ্র (al-dirayah) উপর আমার পূর্বজ্ঞান ছিল। এ ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞজনদের সাহচার্য লাভ এবং তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতাম। এমনকি তাদের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি প্রায় এ সুযোগ গ্রহণ করতাম।

আমার মতে ইহা আল দিরায়াহ (al-dirayah) আল রিওয়ায়াহ (al-riwayah) থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাদীসের স্থানান্তরকারী (শায়খ আল-সামা) সবাই ছিল সাধারণ লোক, নিম্নমানের লোক, মহিলা এবং বৃদ্ধ বয়সী, এর পর ও আমি আস্-সামাকে একত্রে বর্জন করিনি।

আস্-সুয়ূতী মৌখিক ভাবে কিছু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহের ব্যবস্থা করে ছিলেন যার কিছু অংশ তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন। বিশেষ করে এগুলোর জন্য গর্বিত ছিলেন। কারণ তা ছিল এওয়ালিন (awalin)[১২৫]। তাঁর হাদীস সংগ্রহের সূত্রের সাথে সর্বশেষ বর্ণনাকারী যা নবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে তার সংখ্যা খুব কম। এ ধরণের হাদীস গুলো উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। কারণ বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম বলে ইহা ত্রুটি মুক্ত ও নির্ভরযোগ্য।[১২৬]

---

১২১. Suyuti, Ibid, P. 30.

১২২. dirayah : In hadith (q. v.) the critical study of traditions and transmitters of tradition.

১২৩. Riwayah : The oral transmission of Hadith.
Cf: Suyuti, Ibid P. 30.

১২৪. Suyuti, Tahaddus, P. 247-8.

১২৫. awalin : tradition in which the isnad (q, v.) contain relatively few autherities between the prophet and the most recent transmitter,

১২৬. Ibid, Suyti, P. 42.

Dhaka University Institutional Repository

অধিত গ্রন্থাবলী ও বিষয়াবলী

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞ 'আলিম। দ্বীনি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। কালের একজন মুজতাহিদ হিসেবে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতলস্পর্শী সমুদ্রে তিনি অবগাহন করেন। ফিক্হ, হাদীস, তাফসীর, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর তাঁর অধ্যায়ন ছিল অসামান্য।

এ পর্যায়ে সুয়ূতী (রঃ) বিভিন্ন লেখকের যে সব গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেন সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন নিম্নে তুলে ধরা হলঃ-

আইন বিষয়ে তিনি আল-জামালী রচিত উ'স্ওয়াতুল-আহ্কাম, আল-নাওয়াবীর লেখা মিনহাজ্ আল-তালিবীন। বাইদাভীর লেখা মিনহাজ-আল্-'উসূল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে ইব্ন মালিকের লেখা আল্ফীয়া। তিনি শাইখুনীয়ার ইমাম শামস্-আল্-দীন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আল-সীবামী আল্-হানাফীর নিকট 'আরবী ব্যাকারণের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন।

একই সময়ে তিনি গ্রন্থকারের ভাষ্য সহকারে ইব্ন আল্-হাজীর শাফিয়া। আল-যায়াবদীর 'আল-শাফিয়ার বিশেষ অংশ, আল্-'ইরাকীর আল্-আলফীয়া, ইসাগুজী আল্-কাতির ভাষ্য সহ পাঠ করেন। পাশাপাশি 'আরবী ভাষা জ্ঞানের উপর ও তিনি বিশেষ জোর দেন এবং এ বিষয়ে বহু পুস্তক অধ্যয়ন করেন।

তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ (৮৫৪/১৪৫৯) তখন তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা অধ্যাপক আল্-বুলকায়নী, শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল মুনাভী, 'ইয্যুদ্দীন আহমদ আল-কিনানী আল হাম্বলী, আমীন আল-দীন ইয়াহ্ইয়া আল-আফসারী সহ অসংখ্য অধ্যাপকের নিকট দক্ষতার সনদ পত্র অর্জন করতঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

অতঃপর তিনি শিহাবুদ্দীন আহমদ আল্-সারিম শাহীর নিকট ফারাইয (উত্তরাধিকার শাস্ত্রও বন্টন নীতিমালা), পাটিগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা করেন। অবশ্য এ পাঠ্যক্রম শেষ করার পূর্বেই তাঁর উক্ত শিক্ষক ইন্তিকাল করেন।

৮৬৫/১৪৬১ সনে সুয়ূতীর প্রধান বিচারপতি আল্-বুলকায়নীর কাছে শাফি'ঈ মাযহাবের 'ফিক্হ শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করেন এবং বুলকায়নীর পিতা সিরাজ 'আল-দীন 'উমর -আল-বুলকায়নীর কাছে ফিক্হ শাস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন।

তিনি আল্-কাযভীনীর নিকট 'আল-হাওয়াইল সাগীর' আল-নাওয়াবীর নিকট মিনহাজ -আল-তালিবীন, আল্-সিরাজীর নিকট আত-তানবীহ, আল-নাযারীর নিকট 'রাওদাত আল-তালিবীন', এবং 'আল-যারকাশীর নিকট 'আল-তাকমিলাহ অধ্যয়ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আল্-বুলকায়নী ৮৬৬/১৪৬২ সনে ইমাম সুয়ূতীকে সনদ প্রদান করেন। উক্ত সনদ পত্রে তিনি তার নিকট পঠিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ও প্রদান করেন এবং ৮৬৮/১৪৬৪ সনে তাঁকে ফিক্হ শাস্ত্র পড়ানো ও শাফি'ঈ মাযহাব অনুযায়ী ফাতওয়া দানের অনুমতি দান করেন। বুলকায়নীর মৃত্যু পর্যন্ত সুয়ূতী নিয়মিত তাঁর কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এতদ্ভিন্ন, ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তৎকালীন আরো কতিপয় খ্যাতিমান পন্ডিতগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– কাজী শারফ্ আল্-দীন ইয়াহ্ইয়া আল্-মুনাভী। তার কাছ থেকে তিনি 'আলনাওয়াবী' এর মিন্হাজ আল্-তালেবীনের অংশ বিশেষ শিক্ষা করেন।

সাইফ্ আল্-দীন মুহাম্মদ ইব্ন কুতলূবোগা আল্-হানাফী নামে সুয়ূতীর আরেকজন শিক্ষক ছিলেন যাঁর গভীর জ্ঞান ও দয়ার জন্য সুয়ূতী তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর নিকট তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেন সে গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– 'আল্লামা যামাখ্শারী এর আল্-কাশ্শাফ, ইতিহাসবেত্তা ইব্ন হিশামের আল্-তাওহীদ, ইব্ন মালিকের আলফীয়া (ভাষ্য সহ), ইব্ন হিশামের শর্হ্ আস্-সিয়ার। আত্ কায্ভীনীর 'তালকীহ্ আল্-মিফতাহ' আল্-সাকস্যাফীর "মিফতাহ্ আল-'উলূমের" অংশ বিশেষ এবং আজ 'ঈজী কর্তৃক মতবাদের ওপর রচিত "আল্-'আকাইদ-আল-আদুদিয়্যা।" মুহী উদ্দীন মুহাম্মদ 'আলী কাফীজীর নিকট ১৪ বছর কালব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এ কারণে তিনি তাঁর উচ্চ্ প্রশংসা ও করেন।

তাঁর কাছ থেকে তিনি বিশেষভাবে তাফসীর , হাদীস ও 'আরবী ভাষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ সমাপ্ত করেন। ৮৬৮/১৪৬৩ সনের প্রথম দিকে সুয়ূতী তাকীউদ্দিন আহ্মদ আল-সুমুন্নীর নিকট হাদীস, 'আরবী ভাষা ও অলংকার শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। ৮৭২/১৪৬৭ সনে সুমুন্নীর মৃত্যু পর্যন্ত একটানা তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ফতোয়া ও পাঠদান

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) মক্কা-মদীনা, 'দিমিয়াত' ও 'ইস্কান্দারিয়া' সফর শেষে স্বদেশে ফিরেই পাঠদানে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এ যাত্রা শুরু হয় ৮৭০ হিজরী সনের শাওয়াল মাস থেকে। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কোন ছাত্র বা পাঠক সংগ্রহ করেননি। ৮৭১ হিজরীতে বহু জ্ঞানী গুণী যারা অনেক বছর থেকে পাঠদানের মজলিসে উপস্থিত হতেন তাঁরাও তাঁকে তাঁর লিখিত পান্ডুলিপি ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী পড়ে শুনিয়েছেন।[১২৭]

---

১২৭. Ibid, P. 88.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদরে মধ্যে অন্যতম হলেন– শায়খ বদ্‌রুদ্দীন হাসান ইব্‌ন 'আলী আল্‌-কাইমির[১২৮] যিনি ফারায়েজ, গণিত, 'ইলমে 'উরুজ, 'ইলমে মীকাত, ফিক্‌হ ও 'আরবী ভাষা বিশারদ গণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি একটানা দশ বছর তাঁর সংশ্রবে থেকে তাঁর (সুয়ূতী) রচিত বহু কিতাব অধ্যয়ন করেন। এছাড়া 'আল্লামা নববীর লিখা "মিন্‌হাজ" নামক কিতাব, ইব্‌ন 'আকীলের "শরহে আল্‌ফীয়া" ইত্যাদিও তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন।

তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন, শায়খ সিরাজ উদ্দীন 'ওমর ইব্‌ন কাশেম আল্‌-আনসারী[১২৯] যিনি শায়খুল কিরাত' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একটানা বিশ বছর তাঁর (সুয়ূতীর) সংশ্রবে ছিলেন। তিনি তাঁর সুবিস্তৃত লেখা পান্ডুলিপিগুলো সংক্ষিপ্ত কারে লিখে পুনরায় একটা বিরাট অংশ তাঁকে পড়ে শুনিয়েছেন।

৮৭২ হিজরীর কোন এক শুক্রবার দিন 'আল্লামা সুয়ূতী সর্বপ্রথম 'জামি' তূলূনী' নামক স্থানে হাদীসের উপর গবেষণা ও সভা সেমিনার করা শুরু করেন। তাঁর এ যাত্রা হাফিজ ইব্‌ন হাজার (রঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে বিশ বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল। সর্বপ্রথম 'জামি' তূলূনীতে' গবেষণা ও সমাবেশের সূচনা করেন রুবাই ইব্‌ন সুলায়মান যিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, "আমি গবেষণা ও সেমিনারের সময় নির্দ্ধারণ করেছি শুক্রবার বাদ ফজর, যা এ শতাব্দীর তিনজন নামকরা হাফিজে-হাদীস (আল্‌'ইরাকী) ও তাঁর ছেলে এবং ইব্‌ন হাজার এর নিয়ম বহির্ভূত ছিল। কেননা তাঁরা সমাবেশ করতেন মঙ্গলবার প্রত্যূষে"। আর পূর্ববর্তীগণের সময় সূচী ছিল সাধারণতঃ শুক্রবার বাদ ফজর। তিনি (সুয়ূতী) এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হাফিজে হাদীসগণের অনুসরণ করেন।

যেমন, খতীব আল্‌-বাগদাদী ইবনুস্‌ সাম'আনী" এবং ইব্‌ন 'আসাকির প্রমূখ। তাঁরা সকলেই শুক্রবার ফজরের নামাযের পর গবেষণা ও সেমিনার করতেন। তিনি চৌদ্দটি সাধারণ সমাবেশ করেন। এরপর সূরা ফাতিহা ও সূরা "বাকারার অর্ধাংশের উপর ৬৬টি সমাবেশ করেন। পরবর্তীতে মিসরে প্রচন্ড মহামারী দেখা দিলে তাতে অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর পরও তিনি ছোট বড় ৮০ টি সমাশে করেন। কিন্তু এ' ধারা বেশী দিন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি, তাই ৮৭৩ হিঃ শা'বান মাসে ইহা বন্ধ করে দেন। ৮৭৪ হিজরীতে পুনরায় ইমাম গাজালী (রঃ) এর লেখা "আদ্‌দুর্‌রাতুল ফাখিরা ফী কাশ্‌ফি 'উলূমিল আখিরা" নামক গ্রন্থের উপর হাদীসের আলোকে ৪৫টি সমাবেশ করেন।

এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর গবেষণা কর্ম বন্ধ ছিল। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর জনৈক ছাত্র মুহাদ্দিস শিহাবউদ্দীন আবুল ফজল আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আমীর হাদীসের প্রতি তাঁর আবেগ-অনুরাগ প্রকাশের ফলে

---

১২৮. Sakh, D Vol. 3, P. 119.

১২৯. Sakh, D, V6, P. 113.

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় তিনি ৮৮৮ হিজরীতের ৩০টি সাধারণ সভা করে পুনঃ বন্ধ করে দেন"।[১৩০]

তিনি ৮৭১ হিঃ থেকে ফাতওয়া লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লিখিত ফাতওয়া সংখ্যা ধারণাতীত যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে ন। তিনি তাঁর বিক্ষিপ্ত ফাতওয়াগুলো একটা পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত করেন, যেগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এমন কিছু ফাতওয়া ও তিনি একত্রিত করেন যে গুলোর ব্যাপারে তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিগণ কোনরূপ মত বিরোধ করেননি।[১৩১]

অতঃপর তিনি প্রত্যেক মাস্‌আলার ক্ষেত্রে এক একটা পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। এতে করে তিনি পঞ্চাশেরও অধিক মাস্‌'আলার সন্নিবেশ ঘটাতে সক্ষম হন এবং সে গুলোকে দু'খন্ডে বিভক্ত করেন। এ'ক্ষেত্রে তিনি 'আল্লামা নববীর নীতিমালা ও ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব অনুসরণ করেন। যেমনি কাফাল (রঃ) গবেষণার ক্ষেত্রে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুকূলে ফাতওয়া দিতেন। এক্ষেত্রে স্বীয় মতামতের প্রাধান্য দেননি। তিনি বলতেন, প্রশ্নকারী আমাকে শাফি'ঈ মাযহাবের আলোকে জিজ্ঞাসা করত। আমার দৃষ্টি

---

১৩০. মূল 'আরবী ঃ

"واخترت كون الاملاء يوم الجمعة بعد الصلاة على خلاف ما كان عليه الحفاظ الثلاثة الذين أملوا فى هذا القرن، العراقى وولده وابن حجر، فانهم كانوا يملون بكرة يوم الثلاثاء، اتباعا منى للحاف المتقدمين كالخطيب البغدداى وابن السمعانى وابن عساكر فانهم كانوا يملون يوم الجمعة بعد الصلواة ـ فامليت اربعة عشر مجلسا مطلقة، ثم أمليت ستة وستين مجلسا على الفاتحة ونصف حزب من سورة البقرة، ثم وقع الطاعون بالديار المصرية، فاستغل كل بنفسه، فقطعت الاملاء ى شعبان سنة ٨٧٣ بعد ان أمليت ثمانين مجلسا سوى، ثم اعدته فى سنة ٧٤ فامليت خمسة واربعين مجلسا فى تخريج احاديث "الدرة الفاخرة فى كشف علوم الاخرة "للغزالى، ثم قطعت الاملاء مدة مديدة، ثم سألنى بعض تلامذتى، وهوا لمحدث البارع الفاضل الصالح شهاب الدين ابو الفضل احمد بن الامير تانى بك الالياسى فى اعادته لشغفه بالحديث وبراعته فيه ـ ولم يرقط بعينه فجلس املاء، فاعدته، فى اول سنة ٨٨٨، فامليت ثلاثين مجلسا مطلقة ثم قطعته " ـ

Cf: Sakh. D. Vol. 1. P. 265.

দ্র ঃ সুয়ূতী; আত-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, পৃ. ৮৮-৮৯।

১৩১. ইমাম সুয়ূতী (র) স্বয়ং বলেন,

"وتصديت للافتاء من سنة احدى وسبعين، فلا يعلم مقدار ماكتبت عليه من الفتاوى الاالله"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, পৃ. ৮৮; Brock . Vol. 1, P. 437.

Dhaka University Institutional Repository

কোন থেকে নয়। এতদসত্ত্বেও তিনি দুই একটা বিষয় ছাড়া তেমন কোন ক্ষেত্রে শাফি'ঈ মাযহাবকে উপেক্ষা করেননি। বাকী যে সব বিষয় গুলো তিনি নির্বাচিত করেন সেগুলো ও কোন না কোন দিক থেকে শাফি'ঈ মাযহাবের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

হয়ত সেটা ইমাম শাফি'ঈর শেষ সময়ের কথা ছিল কিংবা তার অনুসারী কাহারো কথার সাথে সামঞ্জস্য ছিল। এভাবে প্রত্যেকটা মাস্‌আলাই তাঁর মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

৮৭৭ হিজরীর রজব মাসে তিনি শায়খুনিয়ায় হাদীসের পাঠদান কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন। ওয়াক্‌ফকারী জীবিত থাকাকালীন সর্বপ্রথম উহার প্রধান ছিলেন জামাল উদ্দীন 'আবদুল্লাহ আজ্জাওলী। হাদীস বর্ণনা কারীদের জীবনীর উপর তার লেখা "আল্ 'উমদাহ" নামক এক খানা পান্ডুলিপিও রয়েছে। এর পর (৮০৮ হিজরী) উহার পরিচালক হয়েছেন হাফিজ ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী। তার অবসর গ্রহণের পর শায়খ শামসুদ্দীন উহার পরিচালক নিযুক্ত হন।

তাঁর মৃত্যুর পর নিযুক্ত হলেন তাঁর ছেলে। কিন্তু তিনি ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক।[১৩২] এজন্য 'শায়খ ফখ্‌রুদ্দীন আল্-মিক্‌সী[১৩৩] (মৃঃ ৮৭৭/১৪৭২) তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। বার্ধক্যে পৌঁছার পর তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদের অযোগ্য হয়ে পড়েন বিধায় লোকেরা বলা বলি করতে লাগল যে, ওয়াক্‌ফকারীর শর্তানুযায়ী এইপদ 'আল্লামা সুয়ূতীরই প্রাপ্য। ব্যাপারটি ঐ নায়েবের নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁর নিকট তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন এবং এইপদে বহাল থাকার জন্য জোর আবদার জানালেন। অতঃপর সম্মানী ভাতা থেকে পঞ্চাশ দীনার কমিয়ে দিয়ে আরো চার বছর উক্ত পদে তিনি বহাল ছিলেন। এরপর তাঁর মৃত্যু হলে শর্তানুযায়ী ইমাম সুয়ূতী (রঃ) পরিচালক নিযুক্ত হন।[১৩৪]

তাঁর শিক্ষা সফর

পবিত্র মক্কা ও মদীনা সফর

আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) ৮৬৯ হিজরীর রবি'উল আখির মাসে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদীনা সফর করেন। উক্ত ভ্রমনের অভিজ্ঞতা, সফরকালীন ঘটনাবলী এবং সেখানকার হাদীস বিষয়ক তাঁর শিক্ষক মন্ডলীর নাম সম্বলিত একখানা পান্ডুলিপিও তিনি রচনা করেন। তাঁর লিখিত সে গ্রন্থটির নাম "আন নাখলাতুয যাকিয়্যাতু ফির্ রিহ্‌লাতির মাক্কিয়্যাহ্" (النخلة الزكية فى الرحلة المكية)।[১৩৫]

---

১৩২. Sakh, D. Vol. 7, P. 42.

১৩৩. Sakh, D. Vol. 5, P. 131-3.

১৩৪. Suyuti, Thadduth, Ibid, P. 91.

১৩৫. I have found no reference to this book in lists of al-suyutis works.

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় তিনি তুর পর্বত ঘেঁষে 'কুলজুম' (قلزوم) সমুদ্র ভ্রমন করেন। এ ভ্রমনাবস্থায় তিনি "আল্ফীয়্যা"[১৩৬] (الفية) নামক এক খানা গ্রন্থ কাব্যাকারে রচনা শুরু করেন, যা তারান (تاران) নামক শহরে সমাপ্ত হয়। উক্ত কাব্যের মর্মার্থ সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত 'আল্লামা সুয়ূতী নিজেই বলেনঃ-

১. আমি আলফীয়াকে মূল পাণ্ডুলিপির দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে সমাপ্ত করেছি। (হে পাঠক) তুমি এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত আর কোনটি দেখতে পাবে না।

২. আমি পবিত্র শহরের উদ্দেশ্যে "কুলজুম" সমুদ্র পাড়ি দেয়া অবস্থায় উহা সমাপ্ত করেছি।

৩. রবিউল আখির মাসে আমার কাব্যের পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে থাকে এবং জমাদিউল আউয়াল মাসে গিয়ে তার সৌরভ ছড়াতে থাকে।

৪. আমার এ যাত্রা শুরু হয়েছে ৮৬৯ হিজরী থেকে।[১৩৭]

মক্কায় পৌঁছার পর তিনি ব্যাকরণ, ভাষার সাবলীলতা, বাক্যের বিন্যাস ও ইতিহাস সম্বলিত একটি পান্ডলিপি রচনা করেন যার নাম হচ্ছে- النفحة المسكية والتحفة الميكة। সেখানে থাকাকালীন তাঁর সাথে নাহুবিদ মহীউদ্দীন 'আবদুল কাদের[১৩৮] ইব্‌ন আবুল কাশেম ইব্‌ন 'আল্লামা আবুল 'আব্বাস আল্-আনসারী আল-খাজরাজী (মৃঃ ৮৮০/১৪৭৫) এবং উস্তাদকুল শিরমনি হাফিজ নাজ্মুদ্দীন (نجم الدين। (ওমর-ইব্‌ন হাফিজ তাকী উদ্দীন আবুল ফজল মোহাম্মদ ইব্‌ন ফাহাদের)-এর সাক্ষাৎ হয়।

---

১৩৬. আলফীয়া, AL suyutis abridgement of ibn malik's Alfiyyah, entitled al-wafiyya fi ikhtisar al-Alfiyyah.

Cf: Suyuti, Ibid, P. 79.

১৩৭. মূল 'আরবী ঃ

"نظمتها فى نحو ثلثى اصلها ـ ولن ترى مختصرا كمثلها -

ختمتها بظهر حر القلزم ـ مسافرا لبلد المحرم -

وفى ربيع لاج زهر نظمها ـ وفى جمادى فاح مسك ختمها -

من عام تسعة وستين التى بعد ثمان مائة للهجرة"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

I have been unable to check this quotation in al-wafiyyah of which Brockelman records only one Ms. see brock. Vol. 1. P. 362.

Cf: Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 55.

১৩৮. তিনি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন, তন্মধ্যে শরহে তাহ্ছীল (شرح تهسيل) ও 'হাশিয়াতুত্-তাওজীহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন মালেকী মাযহারে একজন বিচারক।

Dhaka University Institutional Repository

এতদভিন্ন, মদীনার কাজী জয়নুদ্দীন আবু বকর এবনুল হোসাইন আল্-মুবাগী, 'আয়িশা বিন্তে আবদুল হাদী সহ আরো অনেকের সাথেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মক্কায় সফর কালে 'আল্লামা সুয়ূতীর সাথে তাঁর পিতার ছাত্র কাজী বোরহান উদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন নূরউদ্দীন আলী ইব্ন কাজী কামালউদ্দীন আবুল বরাকাত মুহাম্মদ ইব্ন যুহায়রা (ظهيرة) আল-মাখযুমী (মৃঃ ৮৯১/১৪৮৬)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।[১৩৯]

এক পর্যায়ে তাঁর সাথে কাজী বুরহানউদ্দীন ইব্রাহীমের মন-মালিন হয় যা বিশ বছর কাল ব্যাপী স্থায়ী হয়। দীর্ঘ বিশ বছর পর (৮৮৮ হিজরী) তাঁর পিতার উক্ত ছাত্র তাঁর নিকট তাঁর (সুয়ূতী) লিখিত পান্ডলিপি খানা চেয়ে একটি পত্র লিখেন। আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) উক্ত পত্রর জবাবও দিয়েছেন।[১৪০] তাঁর লিখিত জবাবে নিন্মোক্ত কথাগুলো লিপিবদ্ধ ছিলঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম"

"প্রত্যেক ঐ স্রোতস্বিনী যাতে পানি প্রবাহিত হয়। অচিরেই তাতে পানি আবার ফিরে আসবে। আবহমানকাল থেকে "নাহরে 'উরুকে" (نهار العروق) আমার প্রতি আপনার ভালাবাসা চালু রয়েছে। আমার পূর্ব পুরুষের প্রতি ও এ ভালাবাসা অক্ষুন্ন রয়েছে। যদিও কোন কোন অশোভনীয় আচরণ ঐ ভালবাসার ধারা ব্যাহত করেছে, কিন্তু এখন আবার সন্তানের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ স্বাক্ষী, সম্মানিত শ্রোতাদের নিকট যে সকল সমালোচনার কথা এসেছে তা কিন্তু সব সত্য নয়, যদি ও কিছু কিছু আবার সত্য ছিল। নিশ্চয় তিনি সেগুলোর মিমাংসা করেছেন যা শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউ ওয়াকিফহাল নয়। আর যারা একথা গুলো নকল করেছেন, তারা অনেকটা ধারনার ভিত্তিতেই করেছেন এবং এটা ছিল তাদের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।

আমি তাদের কারো মত নই। তাদের একজন হলেন পেট পুজারী। তাকে কিছু দান করলে প্রশংসা করে,

---

১৩৯. Sakh, D, Vol. 1, P. 88-99.

১৪০. এ সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতী নিজেই বলেন,

"واجتمعت فيها بتلميذ والدى قاضى الشافعية بمكة برهان الدين ابراهيم ابن نور الدين على بن قاضى مكة كمال الدين ابى البركات محمد بن ظهيرة المخزومى، فقام فى الواقع بحقوق والدى واكرمنى واجلنى ثم مشت بيننا الاعداء فوقعت بيننا وقعة، طالت مدتها عشرين سنة ـ ثم أرسل يطلب من مصنفاتى فحصل منها جملة، فارسلت اليه فى سنة ٨٨٨ كتابا بالصلح"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

১৪১. ইমাম সুয়ূতী (র) এর প্রদত্ত চিঠির আদ্যো প্রান্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

আর কিছু না দিলে সমালোচনা করে। কিন্তু আমি পাওয়া- না পাওয়া উভয় অবস্থায় মানুষের সাথে সু সম্পর্ক বজায় রাখি। একজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে উভয় অবস্থায় মর্যাদা রক্ষা করি। কিন্তু আমি শিষ্টাচারিতা রক্ষা ও সত্যের পাশে দাঁড়াবার সাথে সাথে সন্দেহমুক্ত থাকি। আমি খেদমত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এ আশা পোষণ করে এসছি যে, আমি তার সাহায্যকারী হব এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ প্রবণ হব। কিন্তু যখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তখন তার ব্যাপারে আমার ধারনা পাল্টে যায়। তার আচরণ আমাকে আহত করেছে এবং সে আমার জন্য নিকৃষ্ট খাদ্য সরবারহ করতে লাগল।

আমার প্রায় সমাবেশে এমন লোকজন আসত যার পিতা আমার জুতার খাদেম হোক- এ বিষয়টি আমি পছন্দ করতাম না। আর আমি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তভুক্ত নই- যারা দুনিয়া দারদের লাঞ্চনা গঞ্জনায় আনন্দপায়।

"আমি মিথ্যার কাছে নত হইনা। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে চাই যতক্ষন না উহা পাথর চর্বনকারী দাঁতের কাছে নত স্বীকার করে।"

আমি বরাবরই আপনার অধিকার এবং অবস্থান মূল্যায়ন করছি। অতএব, যুগ যখন কোন নেতার দ্বারা ধন্য হয়, তখন নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উহা তার জন্য মজবুত ভিত্তি হয়ে যায় এবং সে জ্ঞানের বলে বলিয়ান হয়। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী জ্ঞানী-গুণী ও ভদ্রজনদের পদ মর্যাদাকে খাট করে দিচ্ছে। আর মূর্খ বর্বরদেরকে উচ্চাসনে সমাসীন করছে। আল্লাহর প্রশংসা এজন্য যে, তোমরা তোমাদের সমযুগীয় নেতাদের আলোক বার্তিকা স্বরূপ। কেননা তোমাদের মধ্যে বিশেষ গুনাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। যেমন- তোমরাই সমাজের শরীফ, নেতা, জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে জাতিকে ধন্য করুন এবং তোমাদের পদমর্যদাকে আরো বৃদ্ধি করুন।"[১৪১]

بسم الله الرحمان الرحيم -

"كل نهر فيه ماء قد جرى – فاليه الماءيو ما سيعود"

يبدى محبة كانت فى نهر العروق من قديم جارية ومودة كانت فى الاباء ثابتة ----

"ولا الين لغير الحق اسأله – حتى يلين لضرس الماضع الحجر"

------وانتم بحمد الله فى روساء عصركم كالشاملة لما اجتمع لكم من الصفات العلية، فحسيب ورئيس وعالم وعلامة، والله تعالى يمتع ببقائكم ويزيد فى علوكم وارتقائكم"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

Nam al-iqyan fizayan al-ayan.

Cf: Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 86.

Dhaka University Institutional Repository

'দিমিয়াত ও 'ইস্কান্দারিয়া' শহর ভ্রমন

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ৮৭০ হিজরীর রজব মাসে[১৪২] 'দিমিয়াত' এবং 'ইস্কান্দারিয়া' শহর সফর করেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্বলিত একখানা পান্ডুলিপিও তিনি রচনা করেন। উক্ত পান্ডুলিপিটির নাম দিয়েছেন তিনি "কাতফুয্-যহরি ফী রিহলাতি শাহরিন" (অর্থাৎ শহর ভ্রমন কালে ফুল সরবরাহ করন)। সেখানে তিনি তাঁর রচিত "ইশারিয়া" ও অন্যান্য কাব্যগুলো আবৃত্তি করেন।

তাঁর সে রচনা ও কাব্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার পান্ডিতগণ তাঁকে 'শায়খ' উপাধিতে বিভূষিত করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ১. সর্বজনাব জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহম্‌দ আস্-সামনুদী আস্-শাফী'ঈ[১৪৩] (মৃঃ ৮৯০/১৪৮৫) যিনি দিমিয়াতের একজন শিক্ষক ও মুফতী ছিলেন।

২. "ফাজিল শিহাব উদ্দীন আহ্‌মদ ইব্‌ন আহম্‌দ আস্-জাদীদী।[১৪৪] (মৃঃ ৮৮৮/১৪৮৩) তিনি দিমিয়াতের একজন শিক্ষক ও মুফতী ছিলেন এবং "খানকায়ে মরীনিয়ার" প্রধান ছিলেন। তিনি আল্লামা সুয়ূতীর লিখিত 'ইশারিয়া' ও 'নুরুল হাদীকা' নামক গ্রন্থটির প্রথমাংশ শুনেছেন 'দিমিয়াতের' দ্বিতীয় সমাবেশে।

৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন শরফুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মান্‌যিলী[১৪৫] যিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী।

৪. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী আল্-আতায়ী[১৪৬] যিনি 'দিমিয়াত' শহরে তাঁর (সুয়ূতীর) 'ইশাররিয়া' শুনেছেন ও লিখেছেন এবং 'নুরুল হাদীকার' প্রথমাংশ লিখেছেন। এবং সুয়ূতীর প্রশংসা সম্বলিত কাব্য রচনা করে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন, যার কিয়দাংশ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

---

১৪২. The text of the Tubingen MS has 871 here, but al-Dawudi states that this journy took place in Rajab 870, Which must be correct judging by al-suyutis statemen that he returned and took up teaching in shawwal 870 and by 871 Scholars and teacers of years standing were attending his Lectures.

১৪৩. সাখাভী, আদ্-দাউ'ল-লামি', ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭।

১৪৪. প্রাগুক্ত; ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

১৪৫. Muhammad bin Muhammad al-Manzili, I have not been able to find his biography in al-daw al-lami, although he is mentioned in Vol. 7, P. 191, where his name is given as shams al -din Muhammad bin Musa known as al-Zarif.

Cf: Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 83.

১৪৬. Sakh, D, Vol. 7, P. 193.

Cf: Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 84.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, "আমি এমন এক যুবককে দেখেছি, জ্ঞানে গুণে ও ধার্মিকতায় যার মত আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি মুচকি (মিষ্টি করে) হাসতেন। (হাসার সময়) শুধু সম্মুখের দাঁতগুলো দেখা যেত। মনে হত যেন তা থেকে মনিমুক্তা ঝরে পড়ছে। কাব্য ও উপন্যাসে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অগ্রগামীতার ফলে আমি তাঁকে শায়খ মহীউদ্দীন ও ইবনুস-সালাহের সাথে তুলনা করতে বাধ্য হয়েছি।[১৪৭]

৫. সনামধন্য "শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আয়্যুব আল-কাবী আল্-কারী[১৪৮] যিনি সুয়ূতীর (রঃ) কাছ থেকে 'নূরুল হাদীকা গ্রন্থের প্রথমাংশ শুনেছেন। অতঃপর তাঁকে সম্বোধন করে কবির নিম্নোক্ত কবিতাংশটি আবৃত্তি করেনঃ-

'আপনি এক শুভ সন্ধিক্ষনে আগমন করে আমাদের মৃত আত্মাকে পূনজীবিত করেছন এবং আমাদের হারানো ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন"।

"বড়ই অনুতাপের বিষয় যে, আমাদের নেই কোন জ্ঞান, যার দ্বারা সফলতা অর্জন করব। নেই কোন শক্তি, যদ্বারা সংকীর্ণতা থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো।[১৪৯]

৬. কাজী 'ইজ্উদ্দীন ইব্ন 'আবদুস্ সালাম আল্-ইস্কান্দারী আস্-শাফী'ঈ যিনি ইসকান্দা রিয়ায় অবস্থান কালে বহু সমাবেশে সুয়ূতীর লিখা "আল-মুসাল্সাল্", 'আল-'ইশারিয়া' ও 'নূরুল হাদীকার' প্রথমাংশ শ্রবন করেন এবং তা' লিখে নেন। তিনি সুয়ূতীকে (রঃ) উদ্দেশ্যে করে নিম্নোক্ত শ্লোক গুলো রচনা করেনঃ[১৫০]

"ওহে আমার দিশারী! আপনি যখন মুচকি হাসেন তখন আপনার সম্মুখের দাঁতগুলো (মুক্তার মত) পরিলক্ষিত হয়। আপনি এমন কিছু জ্ঞান দান করেছেন, যা একমাত্র আপনার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব (অন্য কারো কাছ থেকে নয়)।

"আপনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমরা আপনার নিকট থেকে বিশুদ্ধ ত্রুটিমুক্ত সনদের মাধ্যমে হাদীস নকল করে ধন্য হয়েছি।"

---

১৪৭. মূল 'আরবী ঃ

"رأيت شابا ما أرى مثله ـ فى العلم والدين معاوالصلح ـ

تبسم الثغر به ضاحكا ـ وافترعن دروشهد ورح

شبهته لما بدا مقبلا ـ بالشيخ محيى الدين وابن الصلام ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ্, পৃ. ৮৪।

১৪৮. Sakh. D, Vol. 9, P. 55.

১৪৯. Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 84.

১৫০. Brock, Vol. 1, P. 455.

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা আপনার জ্ঞান উদ্যান থেকে এমন সুগন্ধি লাভ করেছি যা সু-উচ্চাসন জুড়ে রয়েছে।"

"আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। নিশ্চয় আপনি কথা ও কাজে আমাদের প্রতি বহু ইহসান করেছেন।"

"আমি জালালুদ্দীন সুয়ূতীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর ছায়া তলে রেখে পূর্ণতা দান করুন।"

তিনি তাঁর চমৎকার কাব্যিক সুরে আরো বলেনঃ

"আমাদের মুরুব্বী 'জালালুদ্দীন' আমাদেরকে অসাধারণ কাব্য প্রতিভা উপহার দিয়েছেন।"

"তিনি তাঁর কাব্য গ্রন্থকে এমন শব্দাবলী দ্বারা লিখেছেন যা দেখতে ছড়ানো মনিমুক্তার মত।"

"তাঁর প্রতিটি কাব্য ও উপন্যাস শীর্ষস্থান লাভ করেছে এবং তা থেকে সুগন্ধি দ্রুত থেকে দ্রুততর ছড়িয়ে পড়েছে।"

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, 'আরবী সাহিত্যের মুকুট ফাজিল জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-ফালাহী[১৫১] (মৃঃ ৮৭৭/১৪৭২-৩) ও আমার শে'র- পংক্তি মালা শুনেছেন, এবং আমাকে সম্বোধন করে নিম্নের শ্লোকগুলো রচনা করেনঃ-

'আল্লামা জালালুদ্দীন ঐ সব জ্ঞানী-গুনী জনদের একজন যিনি জ্ঞানার্জনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।"

"তিনি এমন সব জ্ঞানীদের নিকট থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করে নিজেকে ধন্য করেছেন যাঁদের ভিত্তি ও মৌলিকত্ব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।"

'আল্লামা সুয়ূতী যখন 'দামনহুর' (শহর) থেকে 'ইস্কান্দারিয়ার' উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন ছিল শা'বান মাস। ঐ দিকে ইস্কান্দারিয়ার কাজীর বিচার পতির (মৃঃ ৮৭৭/১৪৭৩) নাম ও ছিল শা'বান'।[১৫২] কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে যিনি ছিলেন এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সুপ্রসিদ্ধ। 'আল্লামা সুয়ূতী "শা'বান" শব্দটিকে উপলক্ষ্য করে একটি দূর্বোধ্য কবিতা রচনা করেন। যার মমার্থ হলো ঃ[১৫৩]

---

১৫১. Sakh, D, Vol. 10, P. 331-2.

১৫২. Al Sakhawi gives the date of his birth as 809/1406 and the date of his death as 875/1471.

Cf: Sakh, D. Vol. 3, P. 303-4.

১৫৩. 'আরবী মূল কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"امام النظم والنثر العلى - ومقصد كل ذى علم ونبل

أبن لى دمت قصدا للاحاجى - فمن جاحك حاجى خير اهل -

عن اسم جاء خمسا وهى سدس - لجملته بقول غير هزل -

Dhaka University Institutional Repository

"উচ্চাংগ কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের ইমাম এবং তিনি হলেন– সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ কারীর কেন্দ্র বিন্দু।"

"সাধারণ মানুষের অজানা বিষয় গুলো যা আপনার জানা আছে, তা' আমাকে বলুন। অতএব যে ব্যক্তি আপনাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে, সে সত্যিই একজন ভাল লোকের কাছেই ধর্না দিয়েছে। "

"আপনি এমন একটি নাম বর্ণনা করুন যা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট এবং পূর্ণতার জন্য (একমাস ৩০ দিনের জন্য) এক ষষ্ঠাংশ।"

"যদি ঐ শব্দের দু'টি অক্ষর ফেলে দেয়া হয় অর্থাৎ দু'টি হরফ যদি আপনি ফেলেদেন, তা হলে উহা এমন এক শব্দে পরিণত হবে যার অর্থ হবে মুকাত্তয়া', বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত (وصل)।

আর যদি ঐ পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম ও শেষ অক্ষর ফেলে দেন, তা হলে ঐ ব্যক্তির জন্য তা দ্বীনি পোষাক হিসেবে গণ্য হয় যা পূন্যের প্রতিক।

আর যদি প্রথম দুই হরফকে "তাস্হীফ" (নোকতা পরিবর্তন করা) করেন এবং পরবর্তী দুই হরফকে ফেলে দেন, তাহলে তাকে আপনি লাঞ্ছিত অর্থে দেখতে পাবেন।

আর প্রথম হরফটি তাস্হীফ করুন এবং পরবর্তী তিনটিকে ফেলে দিন তা হলে যা থাকবে তা পৃথক (وصل) এর অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ পৃথক হওয়ার নির্দেশ দিবে।

আপনি আমাকে বলে দিন যা আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছি। আমি অন্য কারো কাছে এ প্রশ্নের জবাব জানতে চাইনা।

অতঃপর কাজী শা'বান এমন কি 'ইস্কান্দারিয়ার কোন সাহিত্যিক ও আমার এ প্রশ্নের জবাব তাৎক্ষনিকভাবে দিতে পারেনি। অবশ্য তারা যদি আমার কবিতার শেষাংশের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করত, তা হলে তারা প্রথমে জানতে পারত যে, জবাবটি 'শা'বান শব্দের মধ্যে রয়েছে। কেননা সম্বোধিত ব্যক্তির নামই হচ্ছে শা'বান।

400490

وان القيت خميسه فلفظ ـ حوى معنى مقاطعة ووصل ـ

وان طريفه تلقى فهو لبس ـ له فى الدين تمييز ليفضل ـ

وصحف أوليه وبعده احذف ــ اخيريه، تجده عذاب بكل

وصحف اوّلا واحذف ثلاثا ـ أخيرا يتبع الباقى بفصل ـ

وكم معنى حواه ولو اطول ـ معانيه أتت من هطل وبل ـ

ذليلات مطيعات ولكن ـ أريد القصد فى قول وفعل

اجب عنه فانت القصد فيه ـ وغيرك لم يكن يقصد لخل "

দ্রঃ সুয়ূতী, আত তহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, আমি যখন ইস্কান্দারিয়া হতে কায়রো ফিরে এলাম; তার কিছু দিন পর তিনি আমার কাছে কাব্যাকারে একটি উত্তর পত্র প্রেরণ করেন।

যার সারমর্ম হচ্ছে নিম্নরূপঃ-

"ওহে সাইয়্যেদ! যিনি আমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছেন– তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি মুয়াইদী[১৫৪] থেকে শুনে শুনে হাদীস বর্ণনা করেন।"

"হে জনাব! আমি একটা কবিতা লিখলাম যা মর্যদার দিক থেকে নক্ষত্রের চেয়ে ও উজ্জ্বল।"

"আপনি প্রশ্নের মাধ্যমে যে নামটি জানতে চেয়েছেন, সেটি হলো শা'বান (شعبان) এবং তা আপনি শা'বান মাসেই জানতে চেয়েছেন। আমি সে নাম সম্পর্কে জবাব দিচ্ছি।

আপনি যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে জেনে নিন যে, উহার পাঁচটি হরফ রয়েছে।"

"আপনি নীতিগত ভাবে ঐ শব্দটিকে একটি পূর্ণমাসের প্রতি ইঙ্গিত করুন, তাহলে আপনি শা'বান (شعبان) শব্দটিকে পূর্ণ মাসের তুলনায় "আর শব্দটি প্রথম ও শেষ হরফ ফেলে দিলে পোষাকের নাম ধারণ কর عبا । ع – ب – 'আবা যার অর্থ হলা gron (আল–খাল্লা বিশেষ। যা সাধারণত ঃ আমাদের দেশে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অতিথীগণ পরিধান করে থাকেন)। রাজকীয় পোষাক, যখন তা আমি পরিধান করি এবং আমার দেহকে সুসজ্জিত করি তখন আমার নয়ন জুড়িয়ে যায়।

"ঐ শব্দটির প্রথম হরফটি تصحيف করলে এবং শেষের দুই অক্ষর ফেলে দিলে যে লাঞ্চিত ও শাস্তির অর্থ পাওয়া যায়, তা হলো জীবন যাত্রায় ক্ষুধার যন্ত্রনা। কেননা, (س – ع – ب) سعب (ক্ষুধার যন্ত্রনা) এক প্রকার নিকৃষ্ট শাস্তি।

আর দ্বিতীয় "تصحيف" এ যে শব্দ গঠিত হয়, তা হলে سن অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে থেকেও পৃথক পৃথক অবস্থিত আর سِنّ এর অর্থ দাঁত।

"شعبان" থেকে এমন একটি কাব্য শাস্ত্র প্রকাশ পেয়েছে যাতে 'ইল্‌মে মা'আনী ও 'ইল্‌মে বয়ার এর প্রাধান্য রয়েছে যা অলংকারের রূপ ধারণ করে মানুষের বক্ষে স্থান লাভ করেছে।

"হে জনাব আপনার সম্মানার্থে তখন আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। প্রশ্নোত্তর বিলম্বে প্রদানের যে সুযোগ আপনি প্রদান করেছেন তা মূলত ঃ আপনার মহত্তেরই বহিঃ প্রকাশ।"

"আমার এই উত্তর প্রদানে আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমাষ্টতে দেখবেন। যেহেতু ক্ষমাই সুন্দর। অবশ্যই আমি ক্ষমা পেলে ধন্য হব।[১৫৫]

---

১৫৪. মুয়াইদী ছিলেন একজন প্রখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক।

১৫৫. Suyuti, Tahadduth, Ibid, P. 86-87.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ, শাগিরদবৃন্দ এবং সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ

মিসর, হি'জায (الحجاز) এবং আলেফ্ফোর (حلب) বিখ্যাত 'উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। কারো কাছ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেন। আবার কারো কাছ থেকে তিনি কবিতা শ্রবণ করেন। 'ইল্মে হাদীসের এ সমস্ত উস্তাদগণের সংখ্যা প্রায় ছয়শত,[১] যাঁদেরকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা যেতে পারে।

প্রথম স্তর ঃ- প্রথম স্তরে রয়েছেন সে সমস্ত বর্ণনাকারী' (راوى) যাঁরা– ফখর ইব্ন বুখারী (الفخربن البخارى), শরফ্ দিমীয়াতী (الشرف الدمياطى), ওযায়রা (وزيرة), হুজ্জার (والحجار), সুলায়মান ইব্ন হামযা (سليمان بن حمزة), আবু-নসর ইব্ন শীরাজী (ابى نصر بن شرازى), এবং তাঁদের সমমর্যদা সম্পন্ন মুহাদ্দিসীনের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২]

দ্বিতীয় স্তর ঃ- এ স্তরে রয়েছেন সে সমস্ত বর্ণনাকারী যাঁরা শিরাজ বুলকায়নী, (الشراج البلقيني), হাফিজ 'আবুল ফযল 'ইরাকী[৩] (الحافظ أبو الفضل العراقى) এবং তাঁদের সমকক্ষগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

---

১. 'আল্লামা জালালূদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) তাঁর আত্ম জীবনীতে তাঁর শায়খদের নাম সম্বলিত ৩টি অভিধান রচনা করেছিলেন। সবচেয়ে বড় হচ্ছে, হাতিব লাইল ওয়া জারীফ সাইল (Hitib Layl wajarif sayl) (حاطب ليل وجاريف سيل), মধ্যম আকৃতির অভিধানটির নাম উল্লেখ না করা হলেও একেই মূল গ্রন্থ আল্-'উমদাহ্ (al-umdah) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ছোট অভিধানটিকে আল্-মুনতাকা (al-Muntaqa) (المنتقى) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্-মিন্জাম ফীল্-মু'জাম গ্রন্থে আশ্-শাযিলি (al-Shadhili) কর্তৃক প্রদত্ত আস্-সুয়ূতীর রচনা কর্মের তালিকায় তা উল্লেখ করেছেন।

দ্র ঃ হাজী খালীফা, কাশফুয্-যুনূন, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫৯; ব্রোকেলম্যান, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২০২।

২. ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান-যাহাব, ৬ খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৩. পূর্ণনাম– জায়ন-আলদ্বীন আবুল ফজল আব্দ আল-রাহীম ইব্ন আল্-হুসা'ঈন আল-'ইরাকী। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই আল-'ইরাকী বলে চিহ্নিত হয়েছেন এবং তাঁর পুত্র ওয়ালী উদ্দীন 'আবু জুরাহ্ আহমদ ইব্ন আল্-'ইরাকী একজন বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন।

Cf. E. M. Sartain, suyutis autobiography, Vol, I, P.166.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় স্তর ঃ- এ স্তরে রয়েছেন সে সমস্ত বর্ণনাকারী, যাঁরা শরফ ইব্ন আল্-কুয়াইক (الشرف بن الكويك), জামাল হাম্বলী (الجمال الحنبلى) এবং তাদের সমকক্ষ বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন।

চতুর্থ স্তর ঃ- এ স্তরে রয়েছেন সে সমস্ত বর্ণনাকারী যাঁরা আবু যুর'আ ইব্ন আল-'ইরাকী (ابو زرعة بن العراقى), ইবনুল আল-জাযরী (وابن الجزرى) এবং তাঁদের অনুরূপ বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪]

নিম্নে তাঁর প্রথম তিন স্তরের উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হলোঃ আহ্মদ ইব্ন 'ইব্রাহীম ইব্ন নাসরুল্লাহ্ কিনানী হাম্বলী।

কাযী'উল কুয্যাত 'ইয্যুদ্দীন (عزالدين) 'আবুল বারাকাত ইব্ন কাযীউল কুযয্যাত বুরহানউদ্দীন ইব্ন কাযীউল কুয্যাত নাসিরুদ্দীন[৫]। জন্ম- ৮০০/ মৃঃ ৮৭৬/১৪৭১ হিঃ যিলকদ্।

'আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুলায়মান কালীউভী, (মৃত্যু ৮৬৮/১৪৬৪) শিহাব আবুল 'আববাস।[৬]

আহ্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী শিহাব ইব্ন জামাল ইব্ন কাযী 'আলাউদ্দীন আল-কিনানী আল-হাম্বলী[৭] (জন্ম হিঃ ৮০০- মৃঃ ৮৮১/১৪৭৭)।

আহমদ ইব্ন্ 'আবদুল কাদের ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তুরাইফ শাবী' শিহাব আবুল 'আব্বাস[৮]। (জন্ম ৭৯৪ হিঃ-মৃঃ১৪৮০/৮৮৪)।

---

৪. ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বলেন, সংখ্যাধিক্যের কারণে, সংকলনের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমি তাদের নিকট থেকে কিছুই বর্ণনা করিনি। না মৌখিকভাবে, না লিখিত আকারে, না পুস্তকাকারে।

Cf. Takhrij Dozy, Supplement, Vol. I, p. 358.

৫. তিনি তাঁর মামা জামাল হাম্বলী ও শরফ ইব্ন আল কুয়াইক (الكويك) এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন হাফিজ 'আবুল 'ইরাকী 'আবুবকর মারাগী, 'আয়িশা বিন্ত আবদুল হাদী এবং অন্যান্য রাবীগণ। মৃত্যু- ৮৭৬/১৪৭১ হিজরীর জামা-দী'উল 'উলা।

দ্র ঃ আস্-সাখাভী, আদ দাউল-লামিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-৭।

৬. তিনি আবু 'আলী ইব্ন মুতরাজ (المطرز) দাজভী (الدجوى) এবং শরফ ইব্ন আল কুয়াইকের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন (মৃঃ-৮৬৮/১৪৬৪)।

দ্র ঃ আস্-সুয়ূতী, আদ দাউল লামিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪-৫।

৭. তিনি তাঁর পিতা এবং ইব্ন আল কুয়াইক এর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন মারাগী ও রুকাইয়া বিন্তে মাররু (মৃ ৮৮১/১৪৭৭ হিঃ)।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

৮. তিনি 'আলী ইব্ন'আবুল মজদ্ তানুখী 'ইরাকী, হাইসামী, হালাবী এবং সারা বিন্ত সাবকী এর নিকট হাদীস শুনেছেন। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন সাওদাবী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম ইব্ন ফোরাত; মরিয়ম বিন্ত 'আযরায়ী, ফাতেমা বিন্ত

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবু বকর শারে মাসাহী (الشار مساحى), 'আল্লামা শিহাবুদ্দীন ফরজ আল হাসিব-শাফি'ঈ মাযহাবের ফিকহবিদ।[৯]

আহ্‌মদ ইব্‌ন-'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ কিনানী 'আস্‌কালানী, কাযী উল কুযয্‌াত ইমামুল হুফফ্‌া শিহাবুদ্দীন আবুল ফজল।[১০]

আহ্‌মদ্‌ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আন্‌-নাবীরী (النويرى) আল-হাশিমী আল-'উকাইলী আল-মাক্কী, শারফুদ্দীন আবুল কাশেম, খতীবু'ল-আসজিদিল-হারাম (মসজিদে হারামের খতীব) ইব্‌ন খতীব কামালুদ্দীন আবুল ফজল ইব্‌ন কাযীউল হারামাইন (হারামাইনের বিচারক) মাইবুদ্দীন আবুল বারাকাত ইব্‌ন কাযী'উল কুয্‌য্‌াত কামালুদ্দীন আবুল ফযল (জন্ম ৮১৩ হিঃ)[১১]

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'উমার বলকায়নী। শিহাবুদ্দীন ইব্‌ন তাজুদ্দীন ইব্‌ন কাযী'উল কুয্‌য্‌াত জালালুদ্দীন ইব্‌ন শায়খুল 'ইসলাম শিরাজুদ্দীন। (জন্ম ৮০৮হিঃ/ মৃত্যু ৮৮১/১৪৭৬)[১২]

মান্‌জা ও ইব্‌ন কাওয়াম এবং আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ– যারা ছিলেন বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী। মৃত্যু ৮৮৪/১৪৮০ হিঃ যীলকদ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-২।

৯. তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন তাকী ইব্‌ন হাতেম, ইব্‌ন মুলকেন, বুলকায়নী, 'আবনাসী। (التقى بن حاتم وابن الملقن والبلقينى والأ بناسى) এবং এ ছাড়া আরো কতিপয় রাবীগণ। মৃত্যু ৮৬৫/১৪৬৭ হিঃ। তিনি অধিক বয়সেই ইন্তিকাল করেন।

আস্‌-সাখাভী তাঁর মৃত্যু দিবস রজব ৮৫৫/১৪৫১ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু আস-সুয়ূতী উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর সাথে ৮৬৪ হতে ৮৬৫/১৪৬০ সাল পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ছিলেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

১০. তিনি ইব্‌ন হাজার নামে ও প্রসিদ্ধ ছিলেন (মৃত্যু ৮৫২/১৪৪৯)। তাঁর পক্ষ থেকে যে সুয়ূতীর প্রতি হাদীস বর্ণনার অনুমতি ছিল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সুয়ূতীর পিতা অধিকাংশ সময়েই তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। এতদ্ভিন্ন, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মারফত জানা যায় যে, তিনি তাঁর মজলিসে যারা উপস্থিত হতেন– তাদেরকে এবং তাদের পুত্রদেরকেও হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিতেন, সুয়ূতীর লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবণী কোষে তার আলোচনা পাঁচটি বইয়ে করা হয়েছে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪০।

১১. তিনি মারাগীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন (অর্থাৎ মারাগীর নিকটে হাদীস শুনেছেন)। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন 'আয়িশা বিন্‌ত 'আবদুল হাদী এবং 'আব্‌দুল কাদের 'উরমুভী ইব্‌ন আল-কুয়াইক ও অন্যান্য রাবীবৃন্দ।

আস্‌-সাখাভীই তার নামের প্রথমাংশ আহমদ নয় মুহাম্মদ বলে বর্ণনা করেন, যদি ও এটা পরিষ্কার যে, তিনি একই ব্যক্তি। এখানে তার নাম গ্রন্থিত হয়েছে ৮১২/১৪১০,৮১৩/১৪১০-১১ এর পরিবর্তে এবং তার মৃত্যু দিবস উল্লেখিত হয়েছে ৮৭৫/১৪৭১, যা আস-সুয়ূতী তার আল-মিন্‌জামে উল্লেখ করেছেন।

Cf: Ibid,(cairo : 1355/1936) Vol. 9, P. 30-1.

১২. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইকের নিকট। অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন 'আয়িশা বিন্‌ত 'আব্‌দুল-হাদী, 'আব্‌দুল কাদের 'উরমুভী এবং বিশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'ইবরাহীম আনসারী খাযরাজী। তিনি শিহাব হিজাবী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন 'একজন সু-সাহিত্যিক ও কবি। (জন্ম হিঃ ৭৯০ মৃত্যু ৮৭৫ হিঃ)[১৩]

আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান শামনী, সাইখুল ইমাম 'আল্লামা তাকীউদ্দীন (জন্ম হিঃ ৮০১ মৃত্যু ৮৭২/ ১৪৬৮ রমযান)[১৪]

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাহাদ, মুহিবুদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন হাফিজ তাকী উদ্দীন আবুল ফযল হাশেমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফীয়ার বংশধর (জন্ম হিঃ ৮০৯/৮৮০/১৪৭৬ রমযান)।[১৫]

ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইউনুস আল-গযী, অতঃপর আল (الحلبى) (খুব সম্ভবত পরবর্তী সময়ে ইউনুস আল হিসেবে পরিচিত)। বুরহান ইব্‌ন যুয়াইফ (জন্মঃ ৭৯২/৮৮১/১৪৭৬-৭৭) সালে হদূদে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬]

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা'দ দায়্‌রী হানাফী, কাযী'উল কুয্‌যাত বুরহানুদ্দীন ইব্‌ন কাযী'উল কুয্‌যাত শামছুদ্দীন।[১৭]

শিহাব আল-দ্বীন আলবুলকিনি (মৃত্যু ৮৮১/১৪৭৬)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-২০।

১৩. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন 'আবুল মজদ, মজদ হানাফী, বদরুন্না সাবা এবং বুরহান 'আবনাসীর নিকটে। অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন 'ইরাকী ও হাইসামী (العرقى والهيثمى), মৃত্যু হিঃ ৮৭৫/ রমজান মাসে)।

শিহাব আলদ্বিন আল-হিজাজী (মৃত্যু ৮৭৫/১৪৭১)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-৯।

১৪. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন জামাল হাম্বলী ইব্‌ন আল-কুয়াইক এবং আরো অসংখ্য বর্ণনাকারীর নিকট। তিনি অনুমতি পেয়েছেন বুলকায়নী 'ইরাকী, হাইসামী, হালাবী, মারাগী এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ থেকে (মৃত্যু হিঃ ৮৭২/১৪৬৪)।

Cf: Ibid, Vol. 2, P. 174-8; Al-Sakhawi confirms the date of deth given inal-minjam, That is 872/1468.

১৫. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন জামাল ইব্‌ন যাহীরা, মারাগী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের নিকট থেকে। তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেছেন তার দাদা নাজিমুদ্দীন যিনি কামুস (القموس) প্রণেতা অর্থাৎ আল-ফিরোজাবাদী, আল কামুস আল-মুহীতের গ্রন্থকার, ইব্‌ন আল কুয়াইক, 'আয়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী এবং আরো অনেক বর্ণনাকারী থেকে।

মুহিবুদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন ফাহাদ (মৃত্যু ৮৯০/১৪৮৫)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৩।

১৬. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন সাদীকের নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১৭. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তার পিতা ও ইব্‌ন আল কুয়াইক এর নিকট থেকে (মৃত্যু ৮৭৬/১৪৭১); বুরহানুদ্দীন আল-দায়রী (মৃত্যু ৮৭৬/১৪৭১)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবুবকর ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন 'আবদুস্ সামাদ আল-হাশেমী আল 'আকীলী আলযাবীদী, শারফুদ্দীণ ইব্‌ন রাযীউদ্দীন ইব্‌ন 'আল্লামা কুতুবুদ্দীন[১৮] ৮০০ হিঃ সনের পর বাযবীদে (بزبيد) জন্মগ্রহণ করেছেন।

আমিনা বিন্‌ত শারফুদ্দীন মূসা ইব্‌ন 'আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ 'আনসারী দামহুজী মুহিল্লী।[১৯]

আসিয়া বিন্‌ত জারুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ শাযবানী তাবারী মাক্কী 'উম্মে মুহম্মদ (জন্ম ৭৯৭হিঃ/১৪৮১)[২০]

আল্‌ফ বিন্‌ত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাযীউল কুয্যাত 'আলাউদ্দীন 'আল কিনানী হাম্বলী।[২১]

আল্‌ফ বিন্‌ত 'আল্লামা বদরুদ্দীন হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয়্যুব হুসাইনী শাফি'ঈ, তিনি শরীফুন্নাসাবা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২২]

আমাতুল খালিক (খালিকের সহচরী) বিন্‌ত 'আবদুল লতীফ মানাবী 'আকবী।[২৩]

'আমাতুল 'আযীয (আযীযের সহচরী) বিন্‌তে মুহাম্মদ ইব্‌ন শায়খ ইউসুফ ইব্‌ন শায়খ 'ইসমা'ঈল, 'ইমবাবী।[২৪]

---

১৮. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন কামুস (قاموس) প্রণেতা ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে। অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন মারাগী, 'আয়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, ইব্‌ন আল কুয়াইক এবং বিশিষ্ট বর্ণনাকরীগণ থেকে।

শারফুদ্দীন আল-যাবীদ। সাখাভী তাঁর জন্ম দিন ৮০৮/১৪০৫-৬ এবং মৃত্যু দিবস ৮৭৫/১৪৭০ বলে উল্লেখ করেন।

প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২।

১৯. আমিনা বিন্‌ত আল-দামহুজী (মৃত্যু ৮৬০/১৪৫৬ এর পরে)

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

২০. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন সালামার নিকট থেকে, তাকে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দান করেছেন ইব্‌ন সাদীক, 'ইরাকী, হাইসামী, মারাগী, বদর ইব্‌ন আবুল বাকা সাবকী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আসিয়া বিন্‌ত আল-তাবারী (মৃত্যু ৮৭৩/১৪৬৪), আসসাখাভীর বর্ণনামতে– তাঁর জন্ম রজব মাসে ৭৯৬/১৩৯৪ সালে।

২১. তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আলফ্ বিন্‌ত আল-কিনানী আল্-হাম্বলী (মৃত্যু ৮৭৯/১৪৭৪)।

প্রাগুক্ত, ১২ খণ্ড, পৃ. ৮।

২২. তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন লতীফা বিন্‌ত 'আমাসী এবং 'আয়িশা বিন্‌ত মারাগী।

আলফ বিন্‌ত আল-শরীফ আন-নাসাবা পরিচয় অনিদিষ্ট।

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

২৩. তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন 'আয়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী এবং 'উরমুভী থেকে।

Cf: Amat al khaliq bint al-uqbi, sakh, D. v 12 p-9, where her date of death is not given.

২৪. তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন বিশিষ্ট ইমামদের থেকে।

প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'উম্মে হানী বিন্তে শায়খ নুরুদ্দীন আবুল হাসান, 'আলী ইব্ন কাযীউল কুয্যাত তাকীউদ্দীন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদুল মু'মিন হুরায়নী, শায়খ 'আল্লামা সাইফুদ্দীন হানাফীর মাতা জন্মঃ ৭৭৮ হিঃ)।[২৫]

উম্মে হানী বিন্ত 'আবুল কাশেম ইব্ন 'আল্লামা শায়খুন্নুহাত আবুল 'আব্বাস আনসারী মাক্কী মৃত্যু ৮৭৯-১৪৭৫।[২৬]

উম্মে হানী বিন্ত শায়খ হাফিজ তাকী উদ্দীন আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন ফাহাদ। (জন্মঃ ৮১৭ হিঃ)[২৭]

আবু বকর ইব্ন আহমাদ-ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আহববমদ মুরশিদী মাক্কী, ফখরুদ্দীন। (জন্মঃ ৮০৩ হিঃ)।[২৮]

আবু বকর ইব্ন সাদকা ইব্ন 'আলী মানাবী, যাকী উদ্দীন।[২৯]

হানীফা বিন্ত 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আহমদ ইব্ন 'উমার ইব্ন 'আরাফাত কুম্মানী।[৩০]

---

২৫. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন 'আফীফ নিশাপূরী ইব্ন শাইখা, সাবীদাভী, 'আবদুর রহমান ইব্ন বাযীন, সালাহ্ যাফতাবী, ইব্ন 'আবু যারা এবং আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট থেকে। তিনি হাদীস রেওয়ায়েতের অনুমতি পেয়েছেন 'ইরাকী, হাইসামী, ইব্ন মুলকেন, ইব্ন হাতিম, ইব্ন আল কুয়াইক, 'আবনাসী, গামারী, হালাবী, সারদী, বালবীসী, ইব্ন মুলীক এবং আরো অনেক বর্ণনাকারী। (মৃত্যু ৮৭১/১৪৬৬ হিঃ সফর মাসে)।

Sakh. D. XII, p-56-7.

AL- Sakhawi confirms that she is the mother of sayf al-din Muhammad.

২৬. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন 'আয়িশা বিন্ত 'আবদুল হাদী, আবুল ইসার ইব্ন সায়েগ্ ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

২৭. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্ন সালামার নিকট এবং অনুমতি পেয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে। তাঁর মৃত্যু ৮৮৫/১৪৮১।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯।

২৮. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন মারাগী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর নিকট থেকে। 'অনুমতি পেয়েছেন ইব্ন সাদীক 'ইরাকী, হাইসামী, কামুস প্রণেতা, জাওহারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে। তার মৃত্যু ৮৭৬/১৪৭২।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬।

২৯. তিনি শ্রবণ করেছেন 'আবু 'আলী ইব্ন মুতরাজ, 'আবনামী, 'ইরাকী এবং হাইসামীর নিকট। অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন ইব্ন মুলকেন এর নিকট (মৃত্যু ৮৮০/১৪৭৫ হিজরীর রজব মাসে)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭।

৩০. তিনি অনুমতি পেয়েছেন ইব্ন খায়ের থেকে ও অন্যান্য বর্ণনাকরী থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

খিযির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খিযির ইব্ন দাউদ ইব্ন ইয়া'কুব হালাবী, বাহাউদ্দীন 'আবুল হায়াত, (জন্মঃ ৭৮৫/১৩৮১ হিঃ)।[৩১]

খাদীজা বিন্ত মুহাদ্দিস শিহাবুদ্দীন 'আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন খাল্ফ ইব্ন 'আবদুল 'আযীয ইব্ন বদরান আল-হুসায়নী, উম্মে সালমা (জন্মঃ ৭৯৮হিঃ)।[৩২]

খাদীজা বিন্ত 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আলী ইব্ন আহম্মাদ আল্-হাশেমী আল-'আকীলী আন্-নাবীরী আল মাক্কী। (জন্ম ৭৯৭ হিঃ)[৩৩]

খাদীজা বিন্ত নুরুদ্দীন 'আলী ইব্ন শায়খুল ইসলাম শিরাজুদ্দীন 'উমার ইব্ন মুলকেন। (জন্মঃ ৭৮৮/১৩৯৭ হিঃ)[৩৪]

খাদীজা বিন্ত ফরজ যীল'য়ী।[৩৫]

রজব বিন্ত শিহাব আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ কালীজী, (জন্মঃ ৮০০ হিঃ)[৩৬]

রেজওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-'আকবী 'আল-মুহাদ্দিস, যয়নুদ্দীন আবুন্না'ঈম।[৩৭]

রুকাইয়া বিন্ত 'আবদুল কা'বী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল কাবী আল-বাজায়ী আল মক্কী[৩৮] যয়নব

---

৩১. তিনি শ্রবণ করেছেন ইব্ন সাদীক, শরীফ ইসহাকী, ইব্ন আল-কুয়াইক জামাল হাম্বলী এবং অন্যান্য বর্ণনাকরীর নিকট (মৃত-৮৭০-১৪৬৬)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৩ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০।

৩২. তিনি সাক্ষাৎ করেছেন জাওহারী ও মানসাফীর সাথে (মৃত্যু- ৮৮৯-১৪৮৪)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪-৫।

৩৩. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন মারাগী, দমীরী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ থেকে (মৃত্যু- ৮৭৬/১৪৭১)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

৩৪. তিনি 'আলী ইব্ন কুয়াইকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। (মৃত্যু ৮৭৩ হিঃ)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯।

৩৫. দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০।

৩৬. তিনি তাঁর নানী সারা বিন্ত তাকী সাবকীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। (মৃত্যু ৮৬৯হিঃ/১৪৬৪)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪।

৩৭. আল আকবী বলন- তাঁর পক্ষ থেকে আমার প্রতি হাদীস বর্ণনার অনুমতি ছিল। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়ার কারনে তাঁর নিকট হাদীস শুনানো হত। আমার পিতা শেষ বৈঠকে (হাদীস পাঠের শেষ বৈঠক) তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেন এবং আমি আমার অভিজ্ঞ পিতার সাথে অধিকাংশ সময়েই তার বৈঠকে উপস্থিত হতাম। (মৃত্যু ৮৫২/ হিজরীর রজব মাসে)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৩ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-৯।

৩৮. তিনি অনুমতি পেয়েছেন ইব্ন সাদীক 'ইরাকী, হাইসামী, মারাগী ও অন্যান্য রাবী থেকে (মৃত্যু ৮৭৯/১৪৭৪)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম শানবীহী 'উম্মুল খায়র।[৩৯]

যয়নব বিন্‌ত আহমদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মূসা শুবকী মক্কী। 'উম্মে হাবীবা। (জন্মঃ ৭৯৯ হিঃ)[৪০]

যয়নব বিন্‌ত মুহীউদ্দীন আবু নাফি মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ সা'দী আযহারী। (জন্মঃ ৮১৭ হিঃ)[৪১]

সালিম ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন সালিম মাক্কী কার্‌শী। আমীনুদ্দীন ইব্‌ন যীয়া। (জন্মঃ ৭৯০ হিজরীর পূর্বে।[৪২]

সারা বিন্‌ত মুহম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ রাবয়ী বালেসী, শায়খুল ইসলাম শিরাজুদ্দীন ইব্‌ন মুলকেনের অধঃস্তন মহিলা।[৪৩]

সেত্তু (ستّ) কুরাইশ বিন্‌ত শায়খ হাফিজ তাকী উদ্দীন 'আবুল ফযল ইব্‌ন ফাহাদ। (জন্মঃ ৮১৪ হিঃ)।[৪৪]

শাকিব ইব্‌ন 'আবদুল গণী, ইব্‌ন জাই'য়ান, 'ইলমুদ্দীন আল-কাতিব।[৪৫]

সালেহ্ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন বাসলান ইব্‌ন নাসীর ইব্‌ন সালেহ ইব্‌ন শিহাব কিনানী। আমাদের উস্তাদ সায়খুল ইসলাম কাযী'উল কুযয্যাত ইলমুদ্দীন আবু তাকী ইব্‌ন শায়খুল ইসলাম মুজতাহিদ শিরাজুদ্দীন আবু হাফ্‌স বুলকায়নী। (জন্মঃ ৭৯১ হিঃ)[৪৬]

---

৩৯. তিনি ইরাকী, হাইসামী ইব্‌ন 'আবদুল মজদ এবং তানুখীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন (মৃত্যু৮৭৯/১৪৭৪)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৪০. তিনি ইবনে সাদীকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাকে অনুমতি দিয়েছেন 'ইরাকী ও আরো অসংখ্য বর্ণনাকারী (মৃত্যু-৮৮৬/১৪৮১)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

৪১. তাকে অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক, রুকাইয়া বিন্‌ত আব্দুল কাবী ও অন্যান্য বর্ণনাকরী।

৪২. তাকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছিলেন মারাগী ও কামুস প্রণেতা।

৪৩. তিনি তাঁর উল্লিখিত দাদা এবং কুদুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মৃত্যু ৮৬৯ হিঃ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৪৪. তিনি মারাগী ও 'আবু হামিদ ইব্‌ন যহীরার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাকে অনুমতি দিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৬।

৪৫. ইনাফে হাদীস বর্ণনা অনুমতি দিয়েছেন ইবন সাদীক, মারাগী, 'আয়িশা বিন্‌ত 'আবদুল হাদী, কামুস প্রণেতা এবং বিশিষ্ট রাবীগন। মৃত্যু ৮৮২ হিঃ)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৯১-২।

৪৬. তিনি তাঁর পিতার নিকট হাদীস শুনেছেন এবং হাফিজ আবুল ফযল 'ইরাকীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন তানুখী, 'উমর-বালেসী, কামাল-ইব্‌ন 'আবদুল হক, ইবন্ সা'য়গ, খাদীজা বিন্‌ত সুলতান, ফাতেমা বিন্‌ত মান্‌জা, 'আবদুল হাদীর দুকন্যা ফাতেমা ও 'আয়িশা, 'আবদুর রহমান- ইব্‌ন সালকুস, 'আবদুল কাদের

Dhaka University Institutional Repository

সালেহা উম্মুল হান্না বিন্‌ত নুরুদ্দীন 'আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন শায়খুল ইসলাম শিরাজুদ্দীন 'উমার ইব্‌ন মুলকেন।[৪৭]

সাফিয়া বিন্‌ত ইয়াকুত ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌-হাবশী। (জন্মঃ ৮০৪ হিঃ)।[৪৮]

'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আহম্মদ ইব্‌ন 'উমার দামীরী। জামালুদ্দীন (জন্মঃ ৭৯৫ হিঃ)।[৪৯]

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল মালিক ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন 'ঈসা দামীরী। (জন্মঃ ৮১২ হিঃ)।[৫০]

'আবদুল খালেক ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন রুসলাম, যীয়া উদ্দীন ইব্‌ন শায়খুল ইসলাম মুজতাহিদ শিরাজুদ্দীন বুলকায়নী। কাযী'উল কুয্‌যাত শায়খ 'ইলমুদ্দীনের সমকক্ষ (জন্ম ৭৯০ হিজরীর কাছাকাছি)।[৫১]

'আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহ্‌মান কুম্মাসী। জালালুদ্দীন 'আবুল ফযল ও আবুল মা'আলী। (জন্মঃ ৭৯২ হিঃ)।[৫২]

'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আবদুল ওয়ারেস ইব্‌ন মুহাম্মদ বিক্‌রী মালেকী। কাযী নাজমুদ্দীন। (জন্ম ৭৮৩ হিঃ)।[৫৩]

ইব্‌ন কাম্‌র, ইব্‌ন্‌ কাওয়াম, মারাগী, 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খলীল হারাসতানী, 'আবদুল কাদের 'উরমুভী এবং আরো প্রায় ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মৃত্যু ৮৬৮হিঃ ১৪৬৪) রজব মাসে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-১৪।

৪৭. তিনি তার দাদার সাথে সাক্ষ্যাত করেছেন। জন্ম ৭৯৫ হিঃ/ ৮৭৬) হিঃ রমযান মাসে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৭০।

৪৮. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন্‌ সালামার নিকট। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন্‌ সাদীক, মারাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (মৃত্যু ৮৭২-১৪৬৮)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-২।

৪৯. তিনি হাদসি শুনেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম সুয়ূতী এর (السيوطى) নিকট (মৃত্যু ৮৭৬/১৪৭১)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৫০. তিনি অনুমতি পেয়েছেন রুকাইয়া বিন্‌ত কারী, কাফভী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী থেকে।

৫১. তিনি তার পিতার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁকে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করেন 'আশিয়া বিন্‌ত 'আবদুল হাদী, মারাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (মৃত্যু ৮৬৯ হিঃ ১৪৬৪)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৪ম খণ্ড, পৃ. ৪০-১।

৫২. তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন্‌ আবুল মজ্‌দ, তানুখী, ইব্‌ন শায়খা, বুলকায়নী, 'ইরাকী, হাইসামী, ইব্‌ন আল কুয়াইক এবং তাদের মত অনেকের নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৪ম খণ্ড, পৃ. ৫০-২।

৫৩. তিনি হাদীস শুনেছেন নজ্‌ম বালেসী এর নিকট (মৃত্যু- ৮৬৪ হিঃ যীলকদ মাসে)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-১।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন 'আলী জালালুদ্দীন আবু হুরায়রা ইব্‌ন নুরুদ্দীন আবুল হাসান ইব্‌ন শায়খুল ইসলাম শিরাজুদ্দীন ইব্‌ন মুলকেন আনসারী (জন্ম ৭৯০ হিঃ)।[৫৪]

'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ মুরশিদী মক্কী, ওয়াজিহুদ্দীন আবুল জুদ্। (জন্মঃ ৭০৭ হিঃ) [৫৫]

'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর দিমীয়াতী, ইব্‌ন কা'কী নামে পরিচিত। 'আরেফ বিল্লাহ্ শায়খ 'ইউসুফ আজমীর অধস্তন পুরুষ (জন্মঃ ৭৭৮ হিঃ)।[৫৬]

আবদুস্ সামাদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর হারসানী।[৫৭]

'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহিদ ইয্‌যুদ্দীন তাকরুরী শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হবিদ।[৫৮]

'আবদুল গনী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন 'উসমান বেসাতী, কাযী যয়নুদ্দীন ইব্‌ন কাযীউল কুয্‌যাত 'আল্লামা শামসুদ্দীন মার্কেী (তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন)[৫৯]

'আবদুল'কাদের ইব্‌ন আবুল কাশিম ইব্‌ন 'আহমদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল মু'তী আনসারী মাক্কী মালিকী, তিনি মক্কা মুকাররমার কাযী ছিলেন। 'আল্লামা মহীউদ্দীন আল ফকীহ আন্-নহবী । (জন্মঃ ৮১৪ হিঃ)।[৬০]

---

৫৪. তিনি হাদীস শুনেছেন তাঁর দাদা, ইবন্ 'আবুল মজদ, তানুখী, হালাবী ও সাবী দাবীর নিকট (মৃত্যু ৮৭০ হিঃ শাওয়াল১৪৬৬)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-২।

৫৫. তিনি মারাগীর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন 'আ'য়িশা বিন্‌ত 'আবদুল হাদী, ইব্‌ন আল কুয়াইক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (মৃত্যু ৮৮২/১৪৭৭)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৫৬. তাঁকে বাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেছেন ফাতিমা বিন্‌ত মান্‌জা, মুহাম্মদ বালেসী, ইব্‌ন সাদীক, ইব্‌ন কাওয়াম, ইব্‌ন মুনী এবং অন্যান্য বর্ণনাকারী বৃন্দ (মৃত্যু ৮৬০/১৪৫৬)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৫৭. তিনি তাঁর দাদা ইব্‌ন 'আবুল মজদ, তানূখী, ইবন্ শায়খা, 'আবনাসী,গামারী, হাইসানী এবং 'ইরাকীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন (মৃত্যু ৮৭৯/১৪৬৮)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-১০।

৫৮. তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন কামাল দমীরী (মৃত্যু ৮৭২/১৪৬৮)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-১।

৫৯. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন জামাল হাম্বলীও ইবন্ কুয়াইকের নিকট। অনুমতি দিয়েছেন 'আয়িশা বিন্‌ত 'আবদুল হাদী, 'উরমুভী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-৬।

৬০. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন সালামার নিকট। অনুমতি দিয়েছেন 'আয়িশা বিন্‌ত 'আবদুল হাদী, উরমুভী এবং ইব্‌ন আল

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ হাইসানী। (জন্মঃ৭৯২ হিঃ)[৬১]

'আবদুল ওহাব ইব্‌ন আহম্মদ ইব্‌ন দীরী, তাজুদ্দীন ইব্‌ন কাযী'উল কুযয়াত সা'আদুদ্দীন আবদুল লতীফ ইব্‌ন 'উবাইদ-ইব্‌ন আহম্মদ তালখাবী[৬২] ইব্‌ন-কাযী'উল কুয্যাত শামসুদ্দীন হানাফী। (জন্মঃ ৭৯৫ হিঃ)[৬৩]

'আবদুল কাদের ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন শায়খ আহমদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন মুহম্মদ মাতারী। (জন্মঃ৮১৩ থেকে ৮১৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে।)[৬৪]

'আতীয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন ফাহাদ মক্কী, ওয়ালী উদ্দীন আবুল ফাতাহ্‌, শায়খ হাফেজ তাকীউদ্দীনের ভ্রাতা, (জন্মঃ ৮০৪ হিঃ) হিজরীর শাওয়াল মাসে।[৬৫]

'আলী ইব্‌ন আহম্মদ সুয়াইফী মালেকী। নুরুদ্দীন আবুল হাসান (জন্মঃ৭৮৪ হিঃ)।[৬৬]

'আদুল কাদের ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ তুখী। কাযী মুহিববুদ্দীন আবুল বাকা।[৬৮]

'আবদুল করীম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ নাবরাবী। (জন্মঃ ৮০৮ হিঃ)[৬৮] 'আলী ইব্‌ন আবদুর রহীম

কুয়াইক (মৃত্যু ৮৮০/১৪৭৫)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-৫।

৬১. তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন মুলকেন (মৃত্যু ৮৭৮/১৪৭৪)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।

৬২. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ফওবী, জামাল হাম্বলীও মজদ বরসাবী এর নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

৬৩. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তার দাদা থেকে (মৃত্যু ৮৯২/১৪৮৭)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০০।

৬৪. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক এবং আরো বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

৬৫. তিনি ইব্‌ন সাদীকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন আবু হামিদ ইব্‌ন যহীরা ও মারাগীর নিকট। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন কামুস প্রণেতা 'ইরাকী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-৯।

৬৬. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন 'আবুল মজদ, তানুখী; হালাভী, 'ইরাকী এবং হাইসামীর নিকট (মৃত্যু৮৭১/১৪৬৭)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-৭।

৬৭. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন রুকাইয়া বিন্‌ত কারী এবং রাবীদের এক জামায়াতের নিকট থেকে। (জন্ম ৮১২ হিঃ/মৃত্যু ৮৮০ হিজরী রজব মাসে)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯২-৪।

৬৮. তাঁকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক, ইব্‌ন সালামা, রুকাইয়া বিন্‌ত কারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন মুহাম্মদ কালকিশিন্দী মুকাদ্দেসী, (জন্ম ৮০৪ হিঃ ৩৭২)।[৬৯]

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'ওমর বলকীনী। 'আলাউদ্দীন ইব্‌ন তাজুদ্দীন ইব্‌ন কাযীউল কুয্‌যাত জালালুদ্দীন ইব্‌ন শায়খুল 'ইসলাম শিরাজুদ্দীন।[৭০]

'আলী ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন হুসাইন মাখযুমী বরকী হানাফী। কাযী নুরুদ্দীন।[৭১]

'আলী ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীম আল-'আকীলী আন-নাবীরী আল মালিকী। তিনি মক্কায় মালিকী মাযহাবের কাযী এবং আমার পিতার ছাত্র ছিলেন। নুরুদ্দীন ইব্‌ন কাযী কামাল 'আবুল ইয়ামন। (জন্মঃ ৮১৫ হিঃ)।[৭২]

'আলী ইব্‌ন তাজুদ্দীন মুহম্মদ ইব্‌ন 'আরিফ বিল্লাহ্‌ ইউসুফ 'আজমী কাওরানী।[৭৩]

'উমর ইব্‌ন খলীল ইব্‌ন হাসান, রুকনুদ্দীন আবু হাফিজ, ইব্‌ন মাশতুব নামে পরিচিত।[৭৪]

'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন ফাহাদ, হাফিজ নাজিমুদ্দীন আবুল কাশিম ইব্‌ন হাফিজ তাকীউদ্দীন ইব্‌ন ফাহাদ মাক্কী (জন্মঃ ৮১২ হিঃ)।[৭৫]

দ্রঃ প্রাগুক্ত।

৬৯. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন মুহম্মদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন মুহম্মদ মুকাদ্দেসীর নিকট, যিনি মাউদুমীর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (মৃত্যু ৮৭৪/১৪৭০)।

দ্রঃ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৭০. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন কুয়াইকের নিকট। অনুমতি দিয়েছেন, 'আ'য়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, শিহাব হাস্‌বানী, জামাল শরায়'হী, জামাল হাম্বলী, ইব্‌ন তুলুবগা, আবদুল কাদের 'উরমুভী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (মৃত্যু ৮৮৩/১৪৭৮)।

দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-১১।

৭১. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক ও জামাল হাম্বলীর নিকট। (মৃত্যু ৮৭৫হিঃ)।

দ্রঃ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০।

৭২. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন সালামা এবং আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট। তাঁকে অনুমতি দিয়েছে ইব্‌ন আল কুয়াইক ও জামাল হাম্বলী (মৃত্যু ৮৮২/১৪৭৭)।

দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

৭৩. তিনি অনুমতি পেয়েছেন ফাতেমা বিন্‌ত মনজা, ইব্‌ন সাদীক, ইব্‌ন কাওয়াম, 'উমর বালেসী ইব্‌ন মনী ও অন্যান্য বর্ণনাকারী (মৃত্যু ৮৯০/১৪৮৫)।

দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৭৪. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন হাফেজ জামালুদ্দীন শারায়হীর নিকট। (মৃত্যু ৮৮৪ হিঃ)

দ্রঃ ইব্‌ন আল্‌-মাশতুব, ঃ প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৪-৫, আস-সাখাভীর বর্ণনা মতে তাঁর মৃত্যু ৮৮৮/১৪৮৩তে ৮৮৪/১৪৭৯-৮০ সালে নয়।

৭৫. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন মারাগী, জামাল ইব্‌ন যহীরা, ইব্‌ন্‌ সালামা, ইব্‌ন্‌ তুলুবগী ও আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট থেকে। তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেছেন 'আশিয়া বিন্‌ত আবদুল হাদী, 'আবদুল কাদের 'উরমুভী,

Dhaka University Institutional Repository

'উমর ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন হাসান মাখযুমী হামসী শাফি'ঈ। দামেসকের প্রধান বিচারপ্রতি শিরাজুদ্দীন। (জন্মঃ ৭৭৭ হিঃ)[৭৬]

'আমায়েম বিন্‌ত শরীফুন্নাসাবা ইমাম হিসামুদ্দীন 'আল হাসান ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন 'আইয়ূব হুসাইনী।[৭৭]

ফাতিমা বিন্‌ত আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কালাম, শরীফুন্নসাবা এর স্ত্রী।[৭৮]

ফাতিমা বিন্‌ত শিহাবুদ্দীন আহমদ্ ইব্‌ন মুহম্মদ শাগরী।[৭৯]

ফাতিমা বিন্‌ত আবুল কাশেম আল-ইয়াসীরী।[৮০]

ফাতিমা (হোসেনের মাতা) বিন্‌ত তাজুদ্দীন মুহম্মদ ইব্‌ন শায়খ ইউসুফ 'আজমী।[৮১]

ফাতিমা বিন্‌ত জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন (মদীনার বিচারক) যাইনুদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন হুসাইন মারাগী 'উন্নুবী।[৮২]

কাশেম ইব্‌ন 'আবদুর রহামন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কুযাইফ কুরবানী যাইনুদ্দীন (জন্মঃ৭৮৬ হিঃ)।[৮৩]

কামুস প্রণেতা এবং অন্যান্য বর্ণনাকারী (মৃত্যু-৮৮৫)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৩১।

৭৬. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন সিরাজ বুলকায়নী ও বদর ইব্‌ন 'আবুল বাকা-সাবকী (মৃত্যু ৮৬১হিঃ)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-৪২।

৭৭. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন লতীফা বিন্‌ত আমাসীও 'আয়িশা বিন্‌ত মারাগী।

'আমায়েম বিন্‌ত আল্-শরীফ আল্-নাসাবাহ এর জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

৭৮. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন ঐ সমস্ত রর্ণনাকারী দ্বারা যারা তাঁর দু'কন্যা 'আলাফ ও আযায়েম কে অনুমতি দিয়েছেন।

ফাতিমা বিন্‌ত 'আহম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ এর জন্ম মৃত্যু শনাক্ত করা যায়নি, ঃ প্রাগুক্ত;

৭৯. তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন রুকাইয়া বিন্‌ত কারী ফাওভী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ থেকে ফাতিমা বিন্‌ত আল-শাগরী এর জন্ম ও মৃত্যু শনাক্ত করা হয়নি, দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

৮০. তাঁকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন 'আবু হুরায়রা যাহবী হতে (মৃত্যু ৮৬৯/১৪৬৪)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৬।

৮১. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন ফাতিমা বিন্‌ত মান্‌জা, ইব্‌ন সাদীক ইব্‌ন কাওয়াম, 'উমর বালেমী, ইব্‌ন মুনী ও আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট।

দ্র ঃ ফাতেমা বিন্‌ত মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল্ 'আজমী, আস সাখাভীর বর্ণনা মতে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং ৮৭৩/১৪৬৮-৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১০৬।

৮২. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তার দাদার নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৮৩. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তানুখী ও ইব্‌ন আল কুয়াইকের নিকট থেকে। মৃত্যু-৮৭২ হিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

কামালীয়া বিন্ত আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাসির ইব্ন 'আলী কিনানী মক্কী (জন্মঃ ৮০৫ হিঃ)।[৮৪]

কামালীয়া বিন্ত নাজ্মুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন 'আলী ইব্ন ইউসুফ আনসারী যারবী মারযানী মক্কী। (জন্মঃ ৭৯৪ হিঃ) মহররম মাস।[৮৫]

মুহম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'আলী মারাকেশী মিসরী, সাহিত্যিক ও কবি। আসীলুদ্দীন, ইব্ন খুদরী নামে পরিচিত (জন্মঃ ৭৮৪/হিজরীর মহররম।[৮৬]

মুহম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন ইসমা'ঈল বুসীরী। নাসিরুদ্দীন আবুল ফাতাহ ইব্ন হাফেজ শিহাবুদ্দীন (জন্মঃ ৮১৫ হিঃ রজব)।[৮৭]

মুহম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন সালেহ শাতনুফী।[৮৮]

মুহম্মদ ইব্ন আহম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহম্দ কাযবীনী, কাযী জালালুদ্দীন (জন্মঃ ৭৮৭ হিঃ)।[৮৯]

মুহাম্মদ ইব্ন আহম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহম্দ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-গামাবী ফুযযারী কাল কিশিন্দী, কাযী নাজমুদ্দীন (জন্মঃ ৭৯৫ হিঃ রবীউল আখের)।[৯০]

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮২।

৮৪. তিনি অনুমতি পেয়েছেন ইব্ন সাদীক, মারাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে, কামালীয়া বিন্ত আল্-কিনানী; আস-সাখাভীর বর্ণনা মতে, ৮৬৫/১৪৬০ সালের পর তিনি জীবিত ছিলেন না।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১১৯।

৮৫. তিনি অনুমতি পেয়েছেন তানুখী, সাবীদাবী হালাবী, ইব্ন আবুল মজদ্, ইব্ন শায়খা, ইব্ন আলাবী, ইব্ন যাহাবী, ইরাকী, মুহাম্মদ আল্ বালেসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৮৬. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন, 'আবু 'আলী ইব্ন মুরতাজ, গামারী, জাওহারী, ইবন্ আল কুয়াইক এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬২-৪।

৮৭. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন জামাল হাম্বলী, ফাওভী, জামাল ইব্ন যুহীরা এবং আরো একদল বর্ণনাকারী থেকে। আল-বুসীরী; তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা সম্ভব হয়নি।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

৮৮. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন জামাল হাম্বলীর নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-১৪।

৮৯. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন কুয়াইকের নিকট।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

৯০. তিনি ইব্ন আবুল মজদ, তানুখী, 'ইরাকী ও হাইসামীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন আবদুর রহমান কুম্মাসী, শামসুদ্দীন। [৯১]

মুহাম্মদ ইব্ন আহমান ইব্ন আলী ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহম্মদ ইব্ন হাজার 'আসকালানী, বদরুদ্দীন 'আবু সা'আদাত ও আবুল মা'আলী ইব্ন '(মামানার হাফেজ) কাযী'উল কুয্যাত শিহাবুদ্দীন আবুল ফজল (জন্মঃ ৮০০ হিঃ)।[৯২]

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইমাদ ইব্ন ইউসুফ আকফাহসী; শামসুদ্দীন ইব্ন ইমাম শিহাবুদ্দীন ইব্ন ইমাম শাফি'ঈ (জন্মঃ ৭৮০ হিঃ রমজান)।[৯৩]

মুহাম্মদ ইব্ন আহম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ মাখযুমী আলা-বানী, শায়খ শামসুদ্দীন শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হবীদ (জন্মঃ ৮১০ হিঃ)।[৯৪]

মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'ওমর মারাগী, 'ওসমানী, নাসিরুদ্দীন আবুল ফরজ ইব্ন (মদীনার বিচারক) 'আল্লামা যাইনুদ্দীন শাফি'ঈ।[৯৫]

মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন মুহম্মদ সানহুরী, কাযী শামসুদ্দীন। (জন্মঃ ৭৯৯ হিঃ)[৯৬]

---

৯১. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্ন আল কুয়াইক সহ আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-১৮।

আস্-সাখাভীর মতে তিনি ৮৮০/১৪৭৫ এর পর জীবিত ছিলেন না।

৯২. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন মারাগী, 'আয়িশা বিন্ত 'আবদুল হাদী, লতীফা বিন্ত আমাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ (মৃত্যু ৮৬৯হিঃ)।

আস-সাখাভীর মতে তার জন্ম৮১৫/১৪১২ অথবা ৮১৪/১৪১১-১২।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০।

৯৩. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তানুখী, সাবী দাবী ও হালাবীর নিকট থেকে। অনুমতি পেয়েছেন ইব্নে যাহরী, ইব্ন 'আলায়ী, ইব্ন আবুল মজদ এবং আরো অনেক বর্ণনাকারী থেকে (মৃত্যু ৮৬৭ হিঃ রবিউল আইয়াল)।

দ্রঃ শামসুদ্দীন আল্ আকফাহসী (মৃ. ৮৬৭/১৪৬২), ঃ প্রাগুক্ত; খ. ৭, পৃ. ২৪-৫,

৯৪. তিনি অনুমতি পেয়েছেন ইব্ন আল কুয়াইক, জামাল হাম্বলী ও অন্যান্য বর্ণনাকারী বৃন্দ থেকে।

দ্র ঃ শামসুদ্দীন আল্-বানী (মৃ.৮৯৫/১৪৯০

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮-৯।

৯৫. তিনি তাঁর পিতা এবং অন্যান্য অনেক বর্ণনাকারীগণের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫-৭।

৯৬. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্ন আল কুয়াইকের নিকট।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ ২০০-১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন মুহম্মদ ওয়ায়েস কারনী, বদরুদ্দীন আবুল মা'আলী (জন্মঃ ৭৯৬ হিঃ)।[৯৭]

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আবদুল ওহাব তুরাবলিসী, শামসুদ্দীন (জন্মঃ ৭৬৪ হিঃ)।[৯৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান 'আল-কমী, কাযী বাহউদ্দীন।[৯৯]

মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জামে' বেসাতী।[১০০]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইব্রাহীম সা'দী আযহারী, মহীউদ্দীন আবু নাফি'। (জন্ম ৭৮৬ হিঃ)[১০১]

মুহম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাদাকা মাতবুলী।[১০২]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহম্‌দ ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয 'আকীলী আন-নাবীরী আল্‌-মক্কী-আল্‌-মালেকী, কামালুদ্দীন আবুল ফজল (জন্ম ঃ ৭৯৭ হিঃ রজব)।[১০৩]

---

৯৭. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আবুল মজ্‌দ, তানুখী, 'ইরাকী এবং হাইসামীর নিকট মৃত্যু হিঃ রজব ৮৭১/১৪৬৭)। সাখাভী তাঁর জন্ম তারিখ ৭৯৭/১৩৯৪-৫ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-৫।

৯৮. তিনি বলেছেন যে, আমি শিহাব ইব্‌ন হাব্‌বাল ও শিহাব ইব্‌ন বদরের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছি।

দ্র ঃ শামসুদ্দীন আল্‌-তুরাবলিসী। আল সাখাভী তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তবে আল্‌-মিনজাম বলেছেন– ৮৭১-১৪৬৬-৭ বলে দাবী করেন, আস-সাখাভী তাঁর নাম নাসির উদ্দীন বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫।

৯৯. তিনি হাদীস শুনেছেন কামাল ইব্‌ন খায়রের নিকট।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৭-১৮।

১০০. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন 'আ'য়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, আবদুলকাদের উরমুভী, জামাল হামবলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯০।

১০১. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক ও জামাল হাম্বলীর নিকট থেকে। অনুমতি পেয়েছেন ইব্‌ন মুলকেন, বলকীনী, ইরাকীও কামাল দামীরী খেকে (মৃত্যু-৮৭০)।

আল্‌আমীনযান এর মাধ্যমে সাখাভী তাঁর জন্ম তারিখ ৭৮৯/১৩৮৭ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

১০২. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তানুখী, ইব্‌ন আবুল মজ্‌দ ও ইব্‌ন আলকুয়াইকের নিকট।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

১০৩. তিনি হাদীস শুনেছেন মারাগীর নিকট। তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন তানুখী, ইব্‌ন শায়খা, সাবীদাবী, হালাবী; ইরাকী, বুলকীনী, ইব্‌ন মুলকেন, হাইসামী, মরিয়ম বিন্‌ত আযবায়ী এবং তার ভাই মুহম্মদ ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ, কামালুদ্দীন আল্‌-নাবীরী। সাখাভীর মতে, ৮৭৪/১৪৭০ সালের পর তিনি বেঁচে ছিলেন না।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মনসুর ইব্‌ন মুহাম্মদ আসলুনী ফিকীরী, সেকেন্দারী দিমীয়াতী।[১০৪]

মুহম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মনসুর আকবী, আবুল খায়ের (জন্ম ঃ ৮১৬হিঃ)।[১০৫]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহম্মদ ইব্‌ন আবুবকর ইব্‌ন সাদীক তুরাবলিসী হানাফী, কাযী ম'ঈনুদ্দীন, (জন্ম ঃ ৮১২হিঃ/যীলকদ)[১০৬]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন মুযাফফর বলকীনী কাযী বাহউদ্দীন আবুল বাকা ইব্‌ন কাযী ইযযুদ্দীন।[১০৭]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহেদ ইব্‌ন 'আবদুল হামীদ ইব্‌ন মাস'উদ ইব্‌ন মাস'উদ সীওয়াসী ইসকেন্দারী, 'আল্লামা মুজতাহিদ কামালুদ্দীন ইব্‌ন হাম্মাম (জন্ম ঃ ৭৯০হিঃ)।[১০৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবুবকর শাদলী, শামসুদ্দীন, আবু 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন শায়খ নুরুদ্দীন আবুল হাসান বনদেকদারী।[১০৯]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'ওমর ইব্‌ন হাসান তালওয়ানী, আবু হামিদ ইব্‌ন শায়খ নুরুদ্দীন শাফেঈ।[১১০]

---

১০৪. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন মারাগী থেকে মৃত্যু ৮৭২ হিঃ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৪-৫।

১০৫. হাদীস শুনেছেন শামস শামীর নিকট। অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক রুকাইয়া বিন্‌ত কারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে। (মৃত্যু ৮৯৮ হিঃ সফর)।

আল-আকবী (মৃ. ৮৯৮/১৪৯২), সাখাভী তাঁর জন্ম তারিখ, ৮০০/১৩৯৭-৮ এবং মৃত্যু ৮৯৪/১৪৮৮-৯ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

১০৬. তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইকের নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫২।

১০৭. তিনি ইব্‌ন আবুল মজদ 'তানুখী' ইরাকী ও হাইসামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাকে হাদসি বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন 'আলায়ী' ইব্‌ন যাহবী, ইব্‌ন সাদীক, সা'দ বাহায়ী, সারা বিন্‌ত সাবকী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৩।

১০৮. তাঁকে হাদীস বর্ণনায় অনুমতি দিয়েছেন মারাগী, রুকাইয়া, মাদানী এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। তিনি মুজতাহিদের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলেন এবং তার দাবীদার ও ছিলেন। হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তিনি বহু বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মাযহাবের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। (মৃ. ৮৬১ হিঃ রমযান)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-৩২।

১০৯. তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন আবুল মজদের নিকট (মৃত্যু ৮৬৯ হিঃ)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

১১০. তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন আ'য়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, 'উরমুভী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী বৃন্দ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ হালবী, মুহিবুদ্দীন ইব্‌ন আলওয়াহী।[১১১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ওমর ইব্‌ন হাসান মালতুতী আলওফায়ী আল্‌-আযহারী-আবুল ফয্‌ল।[১১২]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আসীয়ূতী, কাযী ফখরুদ্দীন, (জন্ম ঃ ৭৯৩)[১১৩]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আকবী, শামছুদ্দীন আবুল খায়ের জন্ম-৮১৭ হিঃ[১১৪]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুবকর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইউসুফ আনসারী যারবী মারজানী মক্কী, কামালুদ্দীন আবুল ফজল ইব্‌ন নাজমুদ্দীন (জন্ম ৭৯৬ হিঃ যীলহজ্ব)।[১১৫]

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্‌ উপরোল্লিখিত মুহম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদের ভাই (জন্ম ঃ ৮০৯ হিঃ)।[১১৬]

মুহাম্মদ ইব্‌ন খিজির মিসরী, আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন।[১১৭]

---

১১১. তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন আবুল মজদ, তানুখী, ইরাকী, হাইসামী ও হালাবীর নিকট। অনুমতি দিয়েছেন বিশিষ্ট বর্ণনাকারী বৃন্দ।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ ২১০।

১১২. তিনি হাদীস শুনেছেন যাফতাবী, তানুখী, সাবীদাবী, হালাবী, ইব্‌ন শায়খা, ইব্‌ন খাইয়াত, জাওহারী, আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট (মৃত্যু ৮৭৩ হিঃ জামাদি উলউলা।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-৩।

১১৩. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তানুখী, ইব্‌ন আবুল মজদ, নজম বালেসী, এবং ইব্‌ন শায়খার নিকট (মৃ. ৮৭০ হিঃ)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৮।

১১৪. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক, রুকাইয়া বিন্‌ত কারী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী বৃন্দের নিকট।

শামছুদ্দীন আল্‌-আকবী এর উপাধী মুহীবুদ্দীন এবং মৃত্যু ৮৯০/১৪৮৫-৯৪ বলে আস-সাখাভী দাবী করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

১১৫. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন সাকার, ইব্‌ন সাদীক ও মারাগীর নিকট। অনুমতি দিয়েছেন তানুখী, ইব্‌ন মাহরী, ইব্‌ন 'আলায়ী, ইব্‌ন আবুল মজদ, হালাবী, ইব্‌ন শায়খা, সাবীদাবী, ইব্‌ন মুলকেন এবং অন্যান্য বর্ণনাকারী বৃন্দ থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১১৬. তিনি হাদীস শুনেছেন মারাগীর নিকট। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক, আবু হামিদ ইব্‌ন যহীরা, জামাল হামবলী ও আরো অনেক বর্ণনাকারী।

আবুল-ফাতাহ ইব্‌ন আল-মারজানী আল-দাইরয়ী (মৃ. ৮৭৫/১৪৭০)

প্রাগুক্ত; খ৯, পৃ. ৬৭ ।

১১৭. তিনি হাদীস শুনেছেন জামাল হাম্বলী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর নিকট (মৃত্যু ৮৬৮ হিঃ)।

ইবন আল্‌-মিসরী- (মৃ. ৮৬৮/১৪৬৪)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহম্‌দ মাকতাবী, কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল ইয়ামন।[১১৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ওমর ইব্‌ন যাহিদ, বদরুদ্দীন।[১১৯]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম তাবারী মক্কী। ইমামুল মাকাম,[১২০]

মাইবুদ্দীন 'আবুল মা'আলী (জন্ম ঃ ৮০৭হিঃ)।[১২১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইযযুল মিসরী (العزالمصرى) রাযী উদ্দীন ইব্‌ন মুহিব্বুদ্দীন ইব্‌ন আওজাকী (জন্ম ঃ ৮০০ হিঃ)।[১২২]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহম্মদ ইব্‌ন আতীয়া ইব্‌ন যুহাযরা কাব্‌শী আল্‌-মাখযুমী আল-মক্কী মালেকী, রাযীউদ্দীন আবু হামিদ।[১২৩]

মুহাম্মদ ওয়ালী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ, উপরে বর্ণিত মুহাম্মদ এর ভ্রাতা (জন্ম ঃ ৮১২)।[১২৪]

---

১১৮. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন ফসীহ ও মজদ হানাফীর নিকট। অনুমতি দিয়েছেন ইরাকী 'আ'য়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী বৃন্দ। মৃত্যু ৮৭৬ হিঃ জমাদীউলউলা)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১১৯. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইকের নিকট (মৃত্যু. ৮৭১হিঃ)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১২০. মাকামঃ যেস্থানে দন্ডায়মান হয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। স্থানটি মাসজিদে হারামের অভ্যন্তরে, তথায় একটি প্রস্তরও সুরক্ষিত আছে। বর্নিত আছে যে, তিনি এ প্রস্তরের উপরই দন্ডায়মান হয়ে কা'বা শরিফ নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে মাকামে একটি ছোট ইমারত নির্মিত হয়েছে।

ঃ Encyclopaedia of Islam. V.2 P585,

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃ. ৪৫৫।

১২১. তিনি হাদীস শুনেছেন মারাগীর নিকট। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন তুলুবগা, 'আয়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী। ইব্‌ন আল কুয়াইক এবং আরো অনেক বর্ণনাকারী।

তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক, সদ্‌র ইবশীতী ও জামালা হাম্বলীর নিকট। তিনি অনুমতি পেয়েছেন মারাগী এবং অন্যান্য বর্ণনাকারী থেকে। (মৃত্যু ৮৮৯হিঃ) ঃ প্রাগুক্ত; পৃ ১৯১-৪,

১২২. ইব্‌ন আল-আওজাফী (মৃ. ৮৮৯/১৪৮৪) র সাখাভী তাঁর জন্ম সম্পর্কে ৭৯৯/১৩৯৬-৭ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

১২৩. তিনি মারাগীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক, 'আ'য়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, কামুস প্রণেতা সহ আরো অন্যান্য বর্ণনাকারী বৃন্দ।

রাযীউদ্দীন ইব্‌ন যুহায়রা (মৃ. ৮৭৭/১৪৭২), সাখাভী আল্‌-মীনযাম কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে তাঁর জন্ম তারিখ ৮০৭/১৪০৪ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

১২৪. তাঁর ভ্রাতা মুহাম্মদ যাদের নিকট হাদীস শ্রবণ এবং অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিও তাদের নিকটই শ্রবণ ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদ্ আস সাত্তার তানকুযী হারীরী (জন্ম ঃ ৭৭২হিঃ)।[১২৫]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ফাহাদ হাশেমী 'উলুবী মক্কী, হাফেজ তাকীউদ্দীন আবুল ফযল। (জন্ম ঃ ৭৮৯ হিঃ রবীউল আখের)[১২৬]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী গারাকী, আবু মাসউদ [১২৭]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ সামহুদী, ওয়ালী উদ্দীন (জন্ম ঃ ৭৮৯হিঃ)।[১২৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকবিল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ হালাবী আবু 'আবদুল্লাহ মুসনাদু দুনিয়া (জন্ম ঃ ৭৭৯হিঃ)।[১২৯]

ওয়ালী উদ্দীন ইব্‌ন যুহায়রা (মৃ. ৮৯০/১৪৮৫), সাখাভী আল মীনযাম কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে তাঁর জন্ম তারিখ ৮১৩/১৪১১ বলে বর্ণনা করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-১৮।

১২৫. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইকের নিকট।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

১২৬. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন বুরহান আবনাসী, ইব্‌ন সাদীক. মারাগীর নিকট এবং তাকে অনুমতি দিয়েছেন তানুখী, ইরাকী, আল্-হাইসামী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী বৃন্দ। মৃত্যু ৮৭১ হিঃ)

তাকীউদ্দীন ইব্‌ন ফাহাদ (মৃ. ৮৭১/১৪৮৮)। আল মীনযাম কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে আস-সাখাভী তাঁর জন্ম তারিখ ৭৮৭/১৩৮৫ বলে দাবী করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৩।

১২৭. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইকের নিকট। অনুমতি পেয়েছেন মারাগী, রুকাইয়া ও বিশিষ্ট একদল বর্ণনাকারীর নিকট। (মৃ. ৮৮৯ হিঃ)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

১২৮. তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন ইব্‌ন বুলকীনীর নিকট (মৃত্যু. ৮৭১হিঃ)।

ঃ আল-সানহুদী (মৃ. ৮৭১/১৪৬৬-৭), ঃ প্রাগুক্ত; পৃ. ৫২

১২৯. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীম ইব্‌ন মারহালের নিকট। তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন সালাহ্ ইব্‌ন আবু 'উমার, আবু-তালহা 'হারাবী, হাফেজ আবু বকর ইব্‌ন মুহিব, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন গানেম মুকাদ্দেসী, মুহম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল কাদের জা'ফরী, আবু ইয়ামন ইব্‌ন আল কুয়াইক, শিহাব ইব্‌ন নাসেহ্, আবু বকর ইব্‌ন হাব্বাল্ ইসমা'ঈল ইব্‌ন বরদস, হুসাইন ইব্‌ন 'আবদুর রহমান তাকরীতী, রাসলান যাহবী, জামাল বাজী, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু বকর দামামীমী, তাকী ওয়াসিতী, 'আবদুল ওয়াহাবা কারবী, 'আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন সালার, আবুল হাওল জাযরী, ফরজ হাফেজী, জুয়াইরীয়া হাইকারীয়া এবং বিশিষ্ট বর্ণনাকারী গণ। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি তার অধিকাংশ শাইখের তুলনায় বিশেষত্বের অধীকারী। (মৃত্যু ৮৭১হিঃ/ ১৪৬৬-৭)

সুয়ূতী (র) বলেন, তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ আমার নিকট পৌছার পর আমি তাঁর প্রশংসায় নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করি। (অর্থাৎ-৮৭১ হিঃ/১৪৬৬-৭) সালে তাঁর তিরোধানের পর সে সময়ে এমন আর কেহ ছিল না যার সম্পর্কে গর্বের সাথে কিছু বলা যেতে পারে।)

فى عام سبعين بعدها سنة   بعد ثمان المثبن بالحصر

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসূফ ইব্‌ন মাহমুদ রাযী, শামসুদ্দীন ইব্‌ন 'আল্লামা (অভিজ্ঞ শায়খদের শায়খ) 'ইযযুদ্দীন আবুল মাহাসিন।[১৩০]

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন মাহমুদ হানাফী সায়খু (আপন খানকার ইমাম।)[১৩১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন, আবু বকর আ'সীউতী, কাযী যাকী উদ্দীন আবুল মানাকিব ইব্‌ন মুসনাদ নুরুদ্দীন (জন্ম ঃ ৮০৪ হিঃ।)[১৩২] মুসা ইব্‌ন আমীরুল মুমিনীন মুতাওয়াকিক্‌ল 'আলাল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'তাজিদ বিল্লাহ আবুবকর 'আববাসী জন্ম ৭৯০ হিঃ কাছাকাছি অথবা ৭৯১হিঃ।[১৩৩]

নাশওয়ান বিন্‌ত জামাল আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাযীউল কুয়াত 'আলাউদ্দীন 'আলী আল কিনানী হাম্‌বী, উম্মে 'আবদুল্লাহ।[১৩৪]

হাজের বিন্‌ত মুহাদ্দিস শারফুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুবকর ইব্‌ন আবদুল আযীয কুদসী, উন্মুল ফজল (জন্ম ঃ ৭৯০হিঃ)[১৩৫]

لم يبق فى العصر من يقال له   أخبركم واحد عن الفخر

দ্র ঃ শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব (কায়রো ঃ ১৩৫০/১৯৩২), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪।

ইবনু মুকাবিল (মৃ. ৮৭১/১৪৬৬-৭) সাখাভীর মতে তার মৃত্যু হয় (৮৭০/১৪৬৬ সালে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

১৩০. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইব্‌ন হাতেম এবং জামাল ইব্‌ন খায়রের নিকট। (মৃত্যু ৮৭০ হিঃ রবিউল আখের)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

১৩১. তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ফওবী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর নিকট থেকে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৪।

১৩২. তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন আল-কুয়াইকের নিকট (মৃ. ৮৭৩ হিঃ)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-৯।

১৩৩. ইব্‌ন আল্-মুতাওয়াক্‌কিল 'আলাল্লাহ (ম. ৮৯১/১৪৮৬)। আল-মনিযাম তাঁর মৃত্যু ৮৮৪/১৪৭৯-৮০ সালে বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

১৩৪. তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন ইব্রাহীম ইব্‌ন সালার, রুসলান যাহবী, 'ওমর বালেসী ও অন্যান্য বর্ণনা কারী।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২৯-৩০।

১৩৫. তিনি অধিকাংশ হাদীস তাঁর পিতার নিকট থেকে শুনেছেন। এ ছাড়া ও তানুখী, ইব্‌ন শায়খা, ইব্‌ন মুতরাজ, বলকানী, 'ইরাকী, সদর মানাবী, সিরাজ কুমি, সুরদী, হালাভী, ইব্‌ন আবিল মজদ, যাকতারী, আবু বকর ইব্‌ন জামা'আত, সাবীদাবী, মরীয়ম বিন্‌ত আযরায়ী, সারা বিন্‌ত সাবকী, ওয়াহীদ আবু হাইয়ান, এবং আরো অনেক বর্ণনাকারীর নিকট। তাকে অনুমতি দিয়েছেন আবু হুরায়রা ইব্‌ন যাহবী, ইব্‌ন 'আলায়ী, আবুল ইয়ামিন ইব্‌ন আল-কুয়াইক, 'উমার বালেসী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ। (মৃত্যু ৮৭৪ হিজরীর মুহররম।)

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩১-২।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মানাবী, শায়খানী শায়খুল ইসলাম কাযীউল কুযযাত মুজতাহিদুল মাযহাব শারফুদ্দীন আবু যাকারীয়া (জন্ম ঃ ৭৯৮হিঃ)।[১৩৬]

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকসারায়ী, হানাফী মযহাবের শায়খ, আমীনুদ্দীন (জন্ম ঃ ৭৯৫)।[১৩৭]

ইউসূফ ইব্‌ন ঈনালবায়ী ইব্‌ন কুজ মাস ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ যাহরী।[১৩৮]

ইউসূফ ইব্‌ন্ মুহাম্মদ ইব্‌ন্ 'আলী ফালাহী সেকেন্দারী, কাযী জামালুদ্দীন (জন্ম ঃ ৮০৭হিঃ)।[১৩৯]

তাঁর উল্লেখযোগ্য শাগিরদ্‌বৃন্দ

'আল্লামা সুয়ূতী (র) ছিলেন তৎকালীন মিসরের বিখ্যাত 'আলমেদ্বীন। 'ইলমে তাফসীর ও 'ইলমে হাদীস সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বুৎপত্তি থাকার কারণে মিসর সহ জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন। তাঁর অসংখ্য শাগিরদ্ মধ্য থেকে আমরা উল্লেখযোগ্য সাত জনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

---

১৩৬. তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন আল কুয়াইক ও ইব্‌ন খায়রের নিকট, (মৃ. ৮৭১ হিঃ)

(بياض فى الأصل)

হাদীস বর্ণনার তিনি অনুমতি পেয়েছেন আয়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, 'আবদুল কাদের উরমুভী, জামাল হাম্বলী ও বিশিষ্ট বর্ণনাকারী থেকে (মৃ. ৮৮০ হিঃ মুহরম)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড পৃ. ২৫৭-৭, ১৪০।

১৩৭. আমীনুদ্দীন আল-আকসারী (মৃ.৮৮০/১৪৭৫) আস-সাখাভী তাঁর জন্ম ৭৯৭/১৩৯৪-৫ অথবা ৭৯৮/১৩৯৫-৬, বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-৩।

১৩৮. তাকে অনুমতি দিয়েছেন 'আ'য়িশা বিন্‌ত আবদুল হাদী, আবদুল কাদের উরমুভী, জামাল হামবলী এবং বিশিষ্ট বর্ণনাকারী বৃন্দ (মৃত্যু৮৭০ হিঃ)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩।

১৩৯. 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র) বলেন, উপরের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী আমার ১৩০ জন শায়খের বর্ণনা দেয়া গেল। হাফিজ আবুল ফরয ইব্‌ন্ জাওযী তাঁর শায়খদের বর্ণনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন– যাতে একশতের কম শায়খদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ স্তরের শায়খবৃন্দ –যাদের নিকট থেকে আমি হাদীস শ্রবণ করেছি অথবা যারা আমাকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন– সে সমস্ত উস্তাদ বৃন্দ যাঁরা আবূ মার'আ ইব্‌ন 'ইরাকী 'আবুল খায়র ইব্‌ন জায্‌রী মাক্‌রী, বুরহান হাল্‌বী, আবু যার যারকাশী ও তাদের মত অন্যান্য শায়খদের সাথীদের অন্তঃর্ভুক্ত। তাঁদের সংখ্যা দু'শতাধিক। অধিকাংশ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আল্লামা সুয়ূতী (রাঃ) তাদের সমকক্ষ হওয়ায় তাদের থেকে কিছুই বর্ণনা করেননি। আর সেজন্য তাদের নাম ও এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

আল্লামা সাখাভী তার জন্ম ৮০৯/১৪০৬ এবং মৃ ৮৭৫/১৪৭১ বলে উল্লেখ করেন।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-২।

Dhaka University Institutional Repository

১. যায়নুদ্দীন 'উমর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আলী[১৪০] আস্ সিমা' আল হামবিয়্যী আশ্‌শাফি'ঈ (র)।

২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আদ্ দাউদী আল মালেকী।[১৪১]

৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আস্-সামী আস সালেহী আলমিসরী।[১৪২]

৪. শাসসুদ্দীন মুহাম্মদ আল 'আলকামী আশ্-শাফি'ঈ (মৃত্যু ৯২৯হিঃ)।[১৪৩]

৫. শামসুদ্দীন আল কায়মী (মৃত ৯১৬ হজিরী।[১৪৪]

৬. 'আব্দুল ওহ্হাব আশ্ শিরানী (মৃত্যু ৯৭৩)।[১৪৫]

৭. শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ (জন্ম ঃ ৮৫২)।[১৪৬]

---

১৪০ . জন্ম- ৮৮০ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৯৩৬ হিজরী। তিনি অসংখ্য উস্তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদের সংখ্যা দুইশতাধিক। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তৎপর। তিনি কখনো কোন সরকারী চাকুরী করতেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো ছিলেন ঃ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুনাব্বী, জালালুদ্দীন আল্ মহল্লী ইযযুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল কিনানী প্রমূখ।

দ্র ঃ মুহাম্মদ ইবন হাসান ইব্‌ন আকীল মূসা, 'ইজাযু'ল কুর'আনিল-কারীম বায়নাল ইমাম আস্-সুয়ূতী ওয়াল 'উলামা, পৃ. ২২৩; আলকাওয়াকিবুস সায়েরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-২২৮।

১৪১. তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম এবং হাফিজে-কুর'আন। তৎকালীন সময়ের একজন প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা। তিনি তাঁর উস্তাদ 'আল্লামা সুয়ূতীর (র) জীবনী সংক্রান্ত একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে 'তাবাকাতুল মুফাসসিরীন' প্রসিদ্ধ।

দ্র ঃ- মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আকীল মূসা।

প্রাগুক্ত;

১৪২. তিনি ছিলেন একজন নেককার 'আলিমে দ্বীন। ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার প্রতি তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থরাজির মধ্যে "সুবুলু'ল্-হুদা ওয়ার রাশাদ ফীহাদ্‌য়ি-খায়রি'ল 'ইবাদ (স) উল্লেখযোগ্য।

দ্রঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আকীল মূসা, প্রাগুক্ত।

১৪৩. তাঁর পূর্ণনাম- মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবি বকর আল 'আল্‌কামী আশ্‌শাফি'ই শামসুদ্দীন। তিনি ছিলেন ফাকীহ এবং মুহাদ্দিস। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- "হাশিয়াতু কাবাসিন-নীরীন 'আলা তাফসীরিল জালালা'ঈন, আল কাউকাবুল মুনীর ফী শরহিল-জাসি'য়িস সাগীর লিস্ সুয়ূতী, মুলতাকীল বাহরায়ন বায়নাল জাম'য়ি বায়না কালামিল শায়খায়ন।"

১৪৪. তাঁর পূর্ণনাম- শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান আলকায়মী। তিনি ছিলেন একজন হাফিজে কুর'আন ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

দ্র ঃ আল ইমাম জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

১৪৫. তিনি ছিলেন ছিলেন একজন ইসলাম প্রপরক। দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য।

দ্র ঃ পূর্বোক্ত।

১৪৬. তাঁর পূর্ণনাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আয়াশ আল হানাফী। তিনি ৮৫২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য রচনাবলী রয়েছে। যা ইতিহাস ব্যপক সাড়া জাগিয়েছে।

দ্র ঃ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আস্যুতে ইমাম সুয়ূতীর সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ

'আল্লামা সুয়ূতীর সময়কালে মিসরের আস-সুয়ূত শহরে হাদীসের যে সকল বিজ্ঞ বর্ণনাকারী জন্মগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য ঃ আবু বাশীর আহমদ ইবন্ ইসমাঈল আস-সুয়ূতী। আবুল-হাসান ইবন্ আল্-হাদার আস্-সুয়ূতী, আবু হারিস হিশাম ইবন্ আবু ফদীক আস্-সুয়ূতী ও তার নাতি আবু সালিহ্ আবদুল হাকীম ইবন্ আল-হারিস ইবন্ হিসাম আস্-সুয়ূতী, আবুল বারাকাত মুহাম্মদ আল-আনসারী আস্-সুয়ূতী, এবং মুতা-'আখখিরীনদের মধ্যে আবদুল আযীয আস্-সুয়ূতী এবং তাঁর ভাই আবদুল খালিক আস্-সুয়ূতী ও তাঁর ছেলে ইসমাইল এবং আহমদ আস্-সুয়ূতী, 'আলী ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ শায়খ-আল-দৌলা আস্-সুয়ূতী।[১৪৭]

হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে সে শহরে যে সকল হাফিয ও ইমাম ভ্রমণ করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আল-হাফিয যকী আল-দীন আবদুল আযীম আল-মানযায়ী।[১৪৮] এবং আল-হাফিয কুতুবউদ্দিন আল হালাবী[১৪৯] প্রমূখ।

তৎকালীন সে শহরে যে সব কবি, সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণ বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– 'আস 'আদ ইবন আল-মুহাযযার; আবদুল হামীদ আল্-উসয়ূতী, আস-সাহীব জামালুদ্দীন ইবন্ মাতরুহ

---

১৪৭. Kharidatal- Qasr Wa jaridat ahlal- asr-by al- Kafib al- Isbahani, V1, (cairo : 1951). P.385; Sartain, V 2, P. 15-16.

১৪৮. তাঁর পূর্ণনাম– আবদ আল-আযীম ইব্ন আবদ-আল-কাভী ইব্ন আবু মুহাম্মদ যকী আল-দীন আল-মানযায়ী (৫৮১-৬৫৬ হিঃ/১১৮৫-১২৫৮ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক, হাদীস শাস্ত্রবিদ ও আরবী বিশেষজ্ঞ। তাদের আদি অধিবাস সিরিয়ায় হলেও পূর্ব পুরুষগণ স্থায়ীভাবে মিসরে বসবাস আরম্ভ করায় তিনি সেখানেই জন্ম গ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লিখিত বহুগ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে আল-তারগীব ওয়াত তারহীব, শরহু আল-তানবীহ, মুখতাসির সহীহ মুসলিম, মুখতাসির সুনানু আবি দাউদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আস্ সুবকী, 'তাবাকাত 'আল-শাফি'ঈয়্যা (কায়রো ঃ ১৩২৪) ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; ইব্ন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান সিহায়াহ, কায়রো ঃ ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১২।

১৪৪. আবদ আল-করীম ইব্ন আবদ আল নূর ইব্ন মুনির আল-হালাভী ৬৬৪-৭৩৫ হিঃ ১২৬৬-১৩৩৫ খ্রীঃ)। তিনি কুতুব আল-দীন নামেই সুপরিচিত ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের হাফিয হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। সিরিয়ার হালাভ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করে মিসরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শরহু আল সীরাত আল হাফিয আবদ আল-গনী (দু খন্ড), আল্-ইহ্তিমাম বি তালখিস আল্ ইমাম, শরহু সহীহ আল-বোখারী ইত্যাদি।

Cf: Abd al-hai lucknowi, al-fawaid al-Bahiyya fi Tarajim al-Hanafiyya, (Cairo : 1324/19606), P. 100; আল-হুসায়ীন, 'তাবাকাত আল-হুফ্ফাজ' (দামেস্ক ঃ ১৩৪৭) পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল-উসয়ূতী, শামস আলদীন মুহাম্মদ ইবন্ আল-হাসান-আল-উসয়ূতী।[১৫০] আল-শরীফ সালাহ্ আল্ দীন মুহাম্মদ ইবন্ আবুবকর আল-উসয়ূতী। 'উমর ইবন্ আহম্দ আল-'উসয়ূতী আল-হিতাব, আল-শরীফ শিহাবুদ্দীন ইবন্ আবু বকর আল-উসয়ূতী প্রমূখ।[১৫১]

যে সব ইমামগণ সেখানে বিচার কার্য-সম্পাদন করতেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম নাজমুদ্দীন আহম্দ ইব্ন মুহাম্মদ-'আল-কামালী,[১৫২] ইমাম নুরুদ্দীন ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হিতাবুল্লাহ্ আল্-আনসারী,[১৫৩] আবু-ইবরাহীম ইব্ন আল্-আলাভী, ইলমুদ্দীন সালিহ ইব্ন আবদুল কাভী আল-আনসারী, যায়নুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদরীস আল-কামুলী, শরফ আল-দীন আল-কীরাতী, নাজমুদ্দীন আল্-ফাতহ্ ইব্ন মূসা আল্-কাসরী ও অন্যান্য ইমাম উল্লেখযোগ্য।

সেখানে যে সমস্ত ব্যক্তি রাজ কার্য ও শাসন পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে আল-উযীর 'আল-মালিক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫৪]

---

১৫০. তাঁর পূর্ণনাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন 'আলী আস্-সুয়ূতী আল মিসরী আশ্-শাফি'ঈ (শামসুদ্দীন) (৮০৭/১৪০৪)। তিনি একজন ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে "শরহুল 'আরবায়িনা আন-নবুবীয়াহ ফীল হাদীস" বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

দ্র ঃ বাগদাদীহাদীয়াতুল-আরেফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

১৫১. E. M. Sartain,V2,P. 16-17.

১৫২. আহম্মাদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন হুজ্জাজ আল্ 'উমাদী আল্-কামালী আল-লারী, (৮০০/১৩৯৮) (তাজুদ্দীন আবুল ফাত্তাহ)। তাঁর উল্লেখযোগ্য লিখিত গ্রন্থ "হাকায়ীকুল ইরসাদ ফী দাকায়িকিল ইরশাদ।

মু'জুমু'ল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১৫৩. ইমাম নুর আল-দীন ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হিতাবুল্লাহ আল্-আনসারী,(০০-৯৯৮ হিঃ/০০-১৫৯০ খ্রীঃ)। তিনি নুর আল্-দীন ইবন্ হুসায়ীন আল-আন্সারী নামেও পরিচিত ছিলেন।

১৫৪. E. M. Sartain, Ibid, P. 17

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম সুয়ূতী (র) ও ‘ইল্‌মী ইখ্‌তিলাফ

তাঁর ফাতওয়া দান ও সমকালীন সমালোচনা

‘আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) ৮৭০/১৪৬৬ থেকে ৮৯০/১৪৮৫ পর্যন্ত ২০ বছর সময়কালব্যপী মিসরের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পাশাপাশি মিসরের বাইরে ও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ' ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশের চেয়ে বিদেশেই বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। কারণ, স্বদেশের অন্যান্য পণ্ডিত বর্গের সাথে তিনি বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। আর এ বিতর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাতওয়াকে[১] কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হত। ধর্মীয় আইন, ধর্ম তত্ত্ব, ব্যাকরণ ও হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে যখন ফাতওয়া (Fatawa) তলব করা হত, তখন প্রত্যেক পণ্ডিত ফাতওয়াকারে তাঁর অভিমত পেশ করতেন। এতে অসুবিধার দিক ছিল যে, প্রত্যেক পণ্ডিত তাঁর পূর্ববর্তী পণ্ডিতের ফাতওয়া যাচাই করতঃ তাঁর ভূল ধরার সুযোগ পেতেন।

---

১. আল-ফাতাওয়া (الفتاوى) ও আল ফাতাবী (الفتاوى)-এর এক বচন ফুতওয়া (فتوای)। এর এক বচন ফাতওয়া (فتوى) ও ফুতয়া (فتياء) রূপে ও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহা ما فتى به الفقيه অর্থাৎ ফাকীহ কর্তৃক অভিমতকে ফাতওয়া বলা হয়। সুতরাং ইহা افتى العالم اذا بين الحكيم (‘আলিম ফাতওয়া দিয়েছেন, যখন হুকুম বর্ণনা করেন), এ অর্থ হতে প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য (اسم مشتق) । দ্রঃ লিসানু'ল ‘আরাব ও তাজু'ল ‘আরুস ।

‘ফাতওয়া' একটি বিশুদ্ধ ‘আরবী শব্দ। কতক অভিধান রচয়িতার মতে, ইহা আল-ফুতুয়্যাহ (الفتوة) শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে অনুগ্রহ, বদান্যতা,দানশীলতা, মনুষ্যত্ব ও শক্তি প্রদর্শন। ফাতওয়াকে ফাতাওয়া বলে একারণে নাম করণ করা হয়েছে যে, যেহেতু মুফতী– (ফাতওয়া দাতা) নিজের লব্দ (فتوة) বদাণ্যতা, মনুষ্যত্ব ও প্রজ্ঞা দ্বারা কোন দ্বীনী বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানকল্পে ‘ফাতওয়া' প্রদান করে থাকেন। ইমাম রাগিব লিখেছেন,

الفتياء والفتوى الجواب عما يشكل من الاحكام ويقال - استفيت فافتانى -

(জটিল ষিষয়ে সমাধান দেয়ার নামই فتوى ও فتياء। ইবনু'ল আছীরের মতে, কোন বিষয়ের অনুমতি ও বৈধতা বর্ণনা করে দেয়ার নামই (فتوى) ফাতওয়া। কতিপয় ‘আলিমের মতে, ফাতওয়া প্রকৃত পক্ষে আল-ফাতা হতে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ হলো الثابت واقوى (প্রতিষ্ঠিত ও মজবুত)। আকস্মিক নব উদ্ভাবিত কোন ঘটনার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পেশকৃত দ্বীনি সিদ্ধান্ত সমূহকে যেহেতু মুফতী সাহেব নিজের প্রমান্য দলীলাদির দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করে থাকেন, তাই ফাতওয়া এক স্বতঃ সিদ্ধ অমোঘ বিধানরূপে পরিগণিত হয়। পবিত্র কুর'আন মাজীদে এ শব্দের অনেক প্রত্যয় সাধিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, استفتاه (প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা) ও افتاء (কোন বিষয়ের সমাধান প্রদান করা) ইত্যাদি।

দ্রঃ কাশ্‌ফু'য্‌-যুনূন, পৃ. ১২১৮; মুফরাদাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২; দাস্‌তুরু'ল-'উলামা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) প্রায়শই তাঁর সহকর্মীদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন এবং তাঁর অভিমতের সপক্ষে দু'একটি পুস্তিকাও তিনি লিখে ফেলতেন। এপ্রেক্ষিতে তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে অজ্ঞ, কাফির ইত্যাদি বলেও আখ্যায়িত করতেন। আবার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁকে অনুরূপ অশোভনীয় নামে আখ্যায়িত করতেন।[২]

বিতর্কের ধরন ও স্বরূপ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) ঐ বিতর্কের সূচনা হয় ৮৬৬/১৪৬১-২ সালে। তখন তিনি ছিলেন একজন শিক্ষানুবীশ। সে সময় থেকেই তিনি ফাতওয়া দান করতেন। "যুক্তি বিদ্যা হারাম" এ প্রেক্ষিতে আস্-সাখাভী তাঁকে অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি ইব্ন "তাইমিয়্যাহর' বই থেকে চুরি করে যুক্তি বিদ্যা হারাম হওয়ার উপর বই লিখেন। অবশ্য এ অভিযোগ 'আল্লামা সুয়ূতী (রেঃ) অস্বীকার করে বলেন যে, "সে সময় ইব্ন তাইমিয়্যাহ আদৌ পড়েননি।[৩]

(খ) তিনি ৮৭৫/১৪৭০ সালে মরমীবাদী কবি 'উমর ইব্ন আল্-ফারিদকে[৪] নিয়ে বিরাট বিতর্কে জড়িয়ে

---

২. E. M. Sartain, Suyuti, (London: 1975) Vol. 1. P.53.

৩. AL-Sakhawi, Daw, Vol. 4, P.66.

৪. ইবনু'ল-ফারিদ (ابن الفارض) ঃ তাঁর পূর্ণ নাম 'উমার ইব্ন 'আলী (শারাফু'দ-দীন) আবু'ল কাসিম আল-মিসরী আস্-সা'দী তিনি একজন বিখ্যাত সূফী কবি। আল-ফারিদ (উত্তরাধীকারের অংশ বিতরণ-কারী) নামটি তাঁর পিতার পেশা নির্দেশক, যিনি হামাত-এর বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু স্বদেশে ত্যাগ করে কায়রো চলে আসেন। এখানেই তাঁর পুত্র 'উমার ৫৭৬/১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে 'উমার শাফি'ঈ আইন এবং হাদীস অধ্যায়ন করেন। অতঃপর তিনি সূফী মতবাদে দীক্ষিত হন এবং বহু বছর নির্জন উপাসনায় অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি কায়রোর পূর্ব দিকের পাহাড়ে (আল-মুকাত্-তাম) মুরুভূমিতে, বন্য পশুদের মধ্যে এবং অতঃপর হিজাযে নিঃসংগ সাধকের জীবন যাপন করেন। এ সময় তিনি মহানবী (সাঃ) কে স্বপ্নে দর্শন করেন। কায়রো প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর মৃত্যু (৬৩২/১২৩৫) পর্যন্ত একজন ওলীরূপে মানুষের শদ্ধা ভাজন হয়ে থাকেন।

আল-মুকাত্তামের পাদদেশে অবস্থিত তাঁর মাযারে এখনও বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। ইবনু'ল-ফারিদের 'দীওয়ান' আকারে ছোট হলেও ইহা আরবী সাহিত্যের অত্যন্ত মৌলিক কাব্যগুলোর অন্যতম। তাঁর কবিতাগুলো রচনা রীতির উৎকর্ষে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং অলংকার শাস্ত্রের রচনা শৈলী। এ কবিতাগুলো সূফী সমাবেশে সুর সহকারে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত। এগুলোর বাহ্য ও গূঢ় অর্থ সমূহ এমনভাবে সংমিশ্রিত ছিল যে, ঐ গুলোকে প্রেমের কবিতা অথবা আধ্যাত্মিক স্তবগান উভয় রূপেই পাঠ করা হত। কিন্তু, দীওয়ানটিতে দু'টি পুরাপুরি আধ্যাত্মিক কবিতা ও রয়েছে ঃ (১) খামরিয়্যা ঃ বা মদের বর্ণনা সম্বলিত কবিতা, যাতে আল্লাহ প্রেমের 'সূরা' হতে উৎপন্ন 'মত্ততার' বর্ণনা রয়েছে এবং (২) নাজমু'স-সুলূক যা (আধ্যাত্মিক সাধনার কবিতা;)৭৬০ চরণ বিশিষ্ট এ কবিতাটিতে প্রায়শঃ আত্-তাইয়্যা ঃ আল -কুব্‌রা নামে অভিহিত করা হত এবং এ নামকরনের উদ্দেশ্যে ছিল যে, একই হরফ ত্বা (ط)-এর সাথে ছন্দমিল রেখে রচিত অতি সংক্ষিপ্ত অপর একটি কবিতা হতে একে পৃথকরূপে চিহ্নিত করন। দৈর্ঘ্যে দীওয়ানের বাকী অংশের প্রায় সমান এ সুবিখ্যাত কাসীদাটিতে ইব্‌নুল ফারিদ' আধ্যাত্মিকতার সমগ্র অভিজ্ঞতার এক মর্মস্পর্শী মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ দান করেছেন। ফলে, এ কাসীদাটি এক অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অবদান শিক্ষামূলক রচনা হয়ে উঠেছে, যাতে আধ্যাত্মবাদীর অভিজ্ঞতা মুসলিম মৌলবাদের বাস্তব প্রকাশরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সূফীগণের মধ্যে তাইয়্যা একটি উঁচু মানের এবং অনুপম রচনার স্থান দখল করে আছে এবং তার অনেক

Dhaka University Institutional Repository

পড়েন। এ' বিতর্কে কায়রোর 'আলিম সমাজ, কতিপয় মামলূক আমীর, এমনকি তৎকালীন সুলতানও জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, কতিপয় পণ্ডিত বর্গ ইব্নুল-ফারিদের কবিতায় আক্ষরিক অর্থকে কেন্দ্র করে তাঁকে ধর্মত্যাগী, এমনকি কাফের হিসেবেই চিহ্নিত করেন। আবার অন্যরা তার ধর্মান্ধতার কথাও বর্ণনা করেন। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ইব্ন ফারিদকে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তাঁকে আঘাত করার অধিকার কারো নেই। তিনি সে প্রেক্ষাপটে একটি বইও লিখেন। আর একথাও বলেন যে, ইব্ন ফরিদের অন্তর্ধানের ৩০০ বছর পর এ ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য না করাই শ্রেয়।[৫]

(গ) ৮৮৮/১৪৮৩ সালের জামাদি'উস্-সানীতে সূফী মুহীউদ্দী আল-'আরাবীর[৬] কয়েকটি কবিতাকে কেন্দ্র করে একই ধরনের বাক-বতণ্ডা শুরু হয়। আস্-সুয়ূতী (রঃ) ইব্ন 'আরাবীর সমর্থনে একই যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, আক্ষরিক অর্থে তার শ্লোকগুলো বিশ্লেষণ করা উচিত নয়, এতে সাধারণ লোকের মধ্যে তার শ্লোকগুলোর ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই সে গুলো নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত।[৭]

(ঘ) ৮৭৯/১৪৭৫ সালের যুল কা'দাতে অনেক গুলো বিষয়ে তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আস্-সুয়ূতীর প্রতিপক্ষের মধ্যে অন্যতম ছিলেন– শামাসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল্-বানী, শামস্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল মুনী'ম আল্-জাওযারী (Jawjari) প্রমুখ। শামসুদ্দীন আল-বানী ছিলেন সুয়ূতীর শিক্ষক।

ভাষ্য ও রচিত হয়েছে।

দ্রঃ সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, (কায়রোঃ ১৩২১/১৯০৩), পৃ. ২৪৬; ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতুয্ যাহাব, ৫ম খণ্ড, (কায়রোঃ ১৩৫১/১৯৩২) পৃ. ১৪৯; Ibid, Vol. 2, P. 1559.

৫. Encyclopaedia of Islam, Vol. 2, P. 333, 565.

৬. ইবনুল-'আরাবী (ابن العربى) এর পূর্ণ নাম– শায়খ আবূ বাকর মুহ্য়িদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাতিমী আত্-তাঈ। তিনি সাধারণত ইব্নু'ল 'আরাবী অথবা ইব্ন 'আরাবী (বিশেষত প্রাচ্য দেশ সমূহে) এবং আশ-শায়খুল আকবার নামে খ্যাত তিনি একজন প্রখ্যাত সূফী। ১৭ রমাদান, ৫৬০/২৮ জুলাই ১১৬৫ তারিখে স্পেনের দক্ষিণ পূর্বাংশে অবস্থিত মুরসিয়া' নামক স্থানে তাঁর জন্ম। তাঁর নিসবা, আল-হাতিমী আত্-তাঈ নির্দেশ করে যে, তিনি প্রাচীন 'আরব গোত্র তা'ঈ এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম যে গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ৫৬৮ হিঃ সালে ইবনুল-'আরাবী সেভিল (ইশবীলিয়াঃ) এ চলে আসেন, যা সে সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি ত্রিশ বছরকাল সমসাময়িককালের প্রসিদ্ধ 'আলিমদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৬৩৮/১২৪০ সালে ইন্তিকাল করেন।

দ্রঃ ইবনু'ল-আরাবী; আল-য়াওয়াকীত ওয়া'ল-জাওয়াহির (কায়রোঃ ১৩০৬ হিঃ), পৃ. ৬-১৪; ইব্ন সাকির, ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪; মিফতাহু'স-সা'আদাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; হাজী খালীফা, কাশফু'য্-যুনূন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দারু'ল ফিক্র ১৪০২/১৯৮২), পৃ. ১১৪-২১।

৭. Ibn Iyas, Badai, Vol. 3, P.197-8.

Dhaka University Institutional Repository

আল-বানী এবং সুয়ূতীর পিতা কামালুদ্দীনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল উহার জের হিসেবেই সুয়ূতীর সাথে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। আল্-জাওযারী ছাত্রাবস্থা থেকেই সুয়ূতীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শিক্ষকতার সময়ে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি। সুয়ূতী ধীর স্থীরে ফাতওয়া দিতেন। অপর পক্ষে জাওযারী তড়িৎ ফাতওয়া দিতে গিয়ে কোন কোন সময়ে ভুল করে বসতেন।[৮]

এতদসত্ত্বেও সুয়ূতী জাওযারীকে সম্মান করতেন। কিন্তু তিনি যাকে "অজ্ঞ' বলে আখ্যায়িত করেন তাঁর প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা বোধ ছিল না। এই অজ্ঞ ব্যক্তিটির সঠিক পরিচয় সুয়ূতীর আত্মজীবনীতে ও পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সে 'অজ্ঞ' লোকটি আল-বানী আল-বকরী যিনি সুয়ূতীর পিতার ছাত্র ছিলেন এবং তিনি দাবী করেন যে, তার একটা দোকান ছিল আর তার ডাক নাম ছিল শামসুদ্দীন।[৯]

'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) মাকামাহ "আল-মাকামাহ আল-মুস্তান-সিরিয়্যাহ"[১০] (AL- Maqamah al-mustansiriyyah) থেকে জানা যায় যে, তিনি ঘন ঘন বাজারে গিয়ে পাপীদের সাথে মেলামেশা করতেন। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় বাব আল্-লুক (Bab al-luq) গিয়ে বিভিন্ন অনাকাঙ্খিত কাজে রত থাকতেন। এটাও উল্লেখ আছে যে, তিনি গাঁজাও খেতেন। আস্-সাখাভী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহম্‌দ ইব্ন মূসা আল-তুলুনী আস্-সা'কী নামক একজন অখ্যাত পন্ডিতের নাম উল্লেখ করেন যার বর্ণনার সাথে সে অজ্ঞের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ৮২৮/১৪২৪-৫ সালে তাঁর জন্ম। শামুসুদ্দীন আল-বানী (Shams al-din-al-Bani) জালালুদ্দীন আল-বকরী, (Jalal al-din al-Bakri) ও সুয়ূতীর পিতার অধীনে অধ্যয়ন করেন। তাঁর পেশা ছিল ব্যবসা।[১১]

৮. Text, 61, 163, 168; AL-Sakhawi, Daw, Vol. 11, P. 48-9.

৯. al-Sakhawi, Daw, Vol. 7, P. 48-9.

১০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

Cf. M. Sartain, Ibid, P. 57; Al-Sakhawi, Daw, Vol. 7, P. 122-23.

১২. দু'আ কুনূত সংক্রান্ত বিরোধটি ছিল এমর্মে যে, হাদিসের ভাষা "واليك نسعى ونحفد" এর মধ্যকার দালটি (دال) নকতা বিশিষ্ট হবে- না নকতা ছাড়া হবে। ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন- 'দালটি নুকতা ছাড়াই হবে।

এ সম্পর্কে সুয়ূতী (র) নিজেই বলেন,

"وفى مستهل ذى الحجة سنة ثمان وثمانين، وقع السوال عن حديث القنوت : " واليك نسعى ونحفد" هل هو بالدال المهملة اوالمعجمة؟ فكتبت أنه بالدال المهملة ، فذهبوا الى الجاهل المذكور فقال: انما هى بالمعجمة، واعانه دجالون لا يعتبر بهم، فانظروا بالله الى هئولاء الذين عاشوا فى بلاد المسلمين ستين سنة، وهم يلحنو فى قنوتهم وصلاتهم ولا يحسنون التلفظ -

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সাখাভী আরো বর্ণনা করেন যে, সুয়ূতীর (রঃ) সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল। এতে অনুমিত হয় যে, শামসুদ্দীন আল-তূলূনীই সুয়ূতীর সে "অজ্ঞ' ব্যক্তি। তূলূনীর সাথে সুয়ূতীর যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক হয় সে গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– 'তালাকের শপথ করার পর মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়ার প্রশ্ন। অসামজিক কার্যকলাপ হয় এমন ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে তূলূনী বলেন, এ জাতীয় ফাতওয়ার কোন ভিত্তি নেই এবং এ ব্যাপারে নগরীর অন্যান্য 'উলামাও সুয়ূতীর (রঃ) বিরোধীতা করেন। একই বছরে তূলূনীর সাথে আরো একটি বিষয়ে বিতর্ক হয়। সুয়ূতীর (রঃ) ফাতওয়া ছিল একজন লোক তার তৃতীয় বার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইলে মুহাল্লিলের আশ্রয় নিতে হয় না। কারণ, এতে মূল বিবাহ নষ্ট হয়ে যায় এবং পূর্বে কোন তালাক অনুষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া দোয়া কুনুতের একটি নির্দিষ্ট শব্দের উচ্চারণ নিয়ে ও তূলূনীর সাথে 'আল্লমা সুয়ূতীর বিতর্ক হয়। [১২]

(ঙ) একই বছরে আল-জাওযারীর সাথে আস্-সুয়ূতীর বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। তালাকের শপথের পরে মিথ্যা স্বাক্ষ্যের মাসয়ালায় তাদের উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হয়।

এক্ষেত্রে আল্লামা সুয়ূতী আল্-তূলূনীর মতাবলম্বন করেন। সুয়ূতী তাঁর আত্মজীবনীতে ১৫ টি প্রশ্নের অবতরনা করেন। এগুলো নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল সাহাবা কেরামের হযরত আবুবকর শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি না। মাসজিদে নববীতে নূতন নূতন দরজা ও জানালা খোলা বৈধ কি না।

(চ) 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর সাথে অন্যান্য পণ্ডিত বর্গের সাথে যুল হজ্জ ৮৮৮/ জানুয়ারী, ১৪৪৮ সালে) একটা বিতর্ক হয় যা পরবর্তীতে সংঘর্ষে পরিণত হয়। 'উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ ছাত্ররাও এতে অংশ গ্রহণ করেন। বিতর্কটি ছিল সুয়ূতীকে (রঃ) একজন লোক জিজ্ঞাসা করলেন– "পরকালে মহিলারা আল্লাহকে দেখবে কিনা এবং এ সম্মান শুধু পুরুষদের জন্য সীমাবদ্ধ কিনা। তিনি উত্তর দেন যে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। সবচেয়ে গ্রহণ যোগ্য অভিমত হলো যে, মহিলারা শুধু উৎসবের দিনই আল্লাহকে দেখবে। তিনি সব হাদীস পর্যালোচনা করে দেখেছেন, সেখানে শুক্রবারে মহিলাদের আল্লাহর দর্শনের উল্লেখ নেই। তবে প্রতি শুক্রবারে পুরুষগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখবেন। যেহেতু প্রচলিত অভিমত হলো নারী পুরুষ সকলেই জান্নাতে শুক্রবার আল্লহকে দেখবেন।[১৩] তাই লোকটি অন্য

---

১৩. উক্ত ঘটনাটি ইমাম সুয়ূতী (র) এভাবে বর্ণনা করেন,

"ثم لما كان فى ذى الحجه من هذا العام جاءنى رجل سأل عن النساء هل ثبت انهن يرين الله فى الدار الاخرة او تختص الرؤية بالرجال - فذكرت له ان المسئلة ذات خلاف او ان الراجح أنهن لا يرين الا فى العيد خاصة، وانى تتبعت الاحاديث والاثار صحيحها وضعيفها وحسنها، فلم أرلهن ذكراً فى حديث الزيارة يوم الجمعة، فذهب السائل، وعادالى مرة ثانية وقال ان الناس أبوا هذا القول ----"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ১৯০-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডিতদের কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি এমর্মে আল-জাওযারীর কাছেও যান। হাদীসে অজ্ঞতার কারণে তিনি সুয়ূতীর (রঃ) লিখা পুস্তিকা সংগ্রহ করেন যাতে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কিন্তু কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তিনি সুয়ূতীকে নিলর্জ্জভাবে আক্রমণ করেন এবং জনসমক্ষে এমন কিছু ভুল-ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেন- যেগুলো তিনি সুয়ূতীর পুস্তিকায় পেয়েছেন বলেও দাবী করেন।

আস্-সুয়ূতী আল্-লাফযুল-জাওহারী ফী রাদ্দি খুতবাতিল-জাওযারী[১৪] (AL-Lafz al-Jawhari fi radd khutbat al jawjari) নামক পুস্তিকায় রচনা করে জাওযারীর উক্ত বক্তৃতা খণ্ডন করেন। সেই পুস্তকে তিনি অভিযোগ করেন যে, গত ১০ বছর ধরে জাওযারী নির্মমভাবে ও অজ্ঞতার সাথে তাঁর ফাতওয়ার বিরোধিতা করেছেন। তথাপি তিনি তাঁকে সম্মান ও সম্ভ্রমের সাথে যথার্থ মূল্যায়ন করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যখনই জাওযারীর ফাতওয়া তার দৃষ্টি গোচর হয়, তখনই তিনি তা না দেখার চেষ্টা করেন যাতে একজন 'আলিম হিসেবে তাঁর মান সম্মান অক্ষুন্ন থাকে।

এই বিতর্ক ৮৮৯/১৪৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ে সুয়ূতী (রঃ) নিজেকে একজন মুজতাহিদ হিসেবে দাবী করলে সমালোচনা ও বিরোধিতার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। জাওযারীর দল আবু বকর ইব্ন মুজহীর (Muzhir), আমীর এবং অন্যান্য গন্য-মান্যদের উপস্থিতিতে একটি আনুষ্ঠানিক বিতর্ক সভার (বহস) আহবান জানায়। কিন্তু সুয়ূতী (রঃ) তিনি ছাড়া আরো দু'জন মুজতাহিদের উপস্থিতির শর্তারোপ করে বলেন যে, নিম্নস্তরের 'আলিমদের সাথে তিনি বিতর্কে যাবেন না। এক পর্যায়ে দু'দলের মধ্যে বিরোধিতা আরো চরমে পৌছে। অবশেষে ইব্ন মুজহীরের মধ্যস্থাতায় উভয়পক্ষ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

১৪. ইমাম সুয়ূতী (র) রচিত এই পুস্তিকটি ঐ পামলেপটগুলোর অন্যতম- যেগুলোতে ইমাম সুয়ূতীর পক্ষ থেকে ইব্ন কারাকীর সমালোচনাও অভিযোগ গুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। এই প্যামলেটে ব্যাকরণ ও হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন জটিলতা ও দ্বন্দ্বের সমাধানও দেয়া হয়েছে। আস্-সুয়ূতীর বিরুদ্ধে আনিত ব্যক্তিগত অভিযোগগুলোও এখানে খণ্ডন করা হয়েছে। নিম্নে এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

ইব্ন কারাকীর সাথে তার বিতর্কিত বিষয় গুলোর সঠিক তথ্য যেন জনগণ জানতে পারে- সেজন্যে তিনি এই বইটি লিখেছেন। এ ধরনের বই ছাড়া পরবর্তী ইতিহাস বিষয়ক এবং জীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহের প্রণেতাগণ সঠিক তথ্য না পাওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। আল কারাকীর অভিযোগ গুলো তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং সাথে সাথে প্রত্যেকটির উত্তরও দিয়েছেন। নিজেকে একজন 'মুজাদ্দিদ' দাবী করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সুয়ূতী (রঃ) বলেন, অতীতে যে ভাবে মুজাদ্দিদগণের আগমন ঘটেছে ঠিক সেভাবেই তিনিও মুজাদ্দিদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অতীত যদি কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর ব্যাপারে কেন অভিযোগ উঠবে? অতীতে যে সমস্ত মুজাদ্দিদ এসেছেন তাদের ক্ষেত্রেতো এটা প্রযোজ্য হয়নি। তাদের পাণ্ডিত্য ও রচনাবলী যেমন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল- তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও রচনাবলীও দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন মুজহীরের কাছে লেখা এক সুদীর্ঘ চিঠিতে সুয়ূতী (র) এ সমাঝাতার কথা বলেন। একই পত্রে তার বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন গুলোর উত্তর ও তিনি দেন। এ সমস্ত উত্তরে অপর পক্ষ সন্তুষ্ট বলেও মনে হয়েছিল। এ ঘটনার দু'মাস পর আল-জাওযারীর ইন্তিকাল হওয়ায় আর তেমন বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়নি।

এ ক্ষেত্রে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, পণ্ডিতদের সাথে আমাদের মতানৈক্য জনগন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং এটাও জানবেন যে, আমাদের মতানৈক্য বিদ্বেষ প্রসুত নয়। বরং সত্যানুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা কারো প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট হলে পিতার প্রতি সবচেয়ে বেশী হবার কথা। কিন্তু, আমি আমার পিতা বা অন্য কারো প্রতিই পক্ষপাত দুষ্ট নই।

পিতা কামালুদ্দীনের (রঃ) ফাতওয়া দান ও ইমাম সুয়ূতীর (রঃ) মতামত ঃ

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন সত্যানুসন্ধিতসু বিজ্ঞ 'আলিমে দ্বীন। যা সত্য তা তিনি অকপটে স্বীকার করতেন। আর যে বিষয় তার কাছে অসত্য বলে প্রমাণিত হত সে বিষয়ে তিনি প্রতিবাদ করতেন। তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করলে পরে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁর পিতা কামালুদ্দীনও ছিলেন তৎকালীন একজন বিজ্ঞ 'আলিম। পিতার কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেও কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর পিতা প্রদত্ত একটি ফাতওয়াকে তিনি ভুল বলে প্রমাণ করেছেন এবং ভুল আখ্যায়িত করার পেছনে প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তিনি পেশ করেছেন।[১৫]

---

১৫. পিতা প্রদত্ত ফাতওয়া দান ও উহার বিষয় বস্তু সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) বর্ণনা করেন এভাবে ঃ

"سئل الوالد رحمه الله عن العمر: هل يزيد وينقص من الولادة الى الموت - ومن الموت الى البعث - وما تفسير قو له تعالى : "ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، وقوله تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب - وقوله تعالى : "وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب ان ذالك على الله يسير - فاجاب" الاجل مقدر من الازل، لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر -

"আমার পিতাকে (রঃ) হায়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, উহা কি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (এ নির্দিষ্ট সময়-সীমা থেকে) বৃদ্ধি পায়? কিংবা হ্রাস পায়? এবং মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত এ সময় সীমার চেয়ে বাড়ে-কমে? আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– "অতঃপর তিনি জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদের ফায়সালা করে এবং তার নিকটই রয়েছে সুনির্দিষ্ট মেয়াদকাল।" 'আল্লাহ যা 'ইচ্ছে তা' মিটিয়ে দেন এবং তিনি দৃঢ় করেন। আর তাঁর নিকট রয়েছে উম্মুল কিতাব।"

"কিতাবে যা' লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার থেকে জীবনের মেয়াদকাল বাড়েও না এবং কমেওনা। নিশ্চয় এ বিষয়টি আল্লাহর জন্য অতি সহজ।"– এ' গুলোর ব্যাখ্যা কি? অনন্তর তিনি জওয়াব দেন যে, জীবনকাল অনাদিকাল থেকেই নির্ধারিত। উহা বাড়েও না এবং কমেও না। আর আগ-পরও হয়না।"

দ্রঃ সুয়ূত, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, "আমরা দু'টো কারনে ইহা বর্ণনা করছি। প্রথমতঃ 'ইলমে দ্বীনের খাতিরে আমরা যে সব বিষয়ে সঠিক বলে মনে করি অন্যের নিকট সেগুলো গোপন রাখা সংগত মনে করিনা এবং সে বিষয়গুলো আমরা অবশ্যই জন সমক্ষে প্রকাশ করে থাকি। আল্লাহ্ আমাদেরকে মুজতাহিদের স্তরে উন্নীত করেছেন বিধায় এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে, জনগণকে ধর্ম সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তিগুলো শুধরিয়ে দেয়া।

দ্বিতীয়ত ঃ জনগণনকে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, আমরা কোন ব্যক্তিগত আক্রোশে কারো বিরোধিতা করিনা, বরং ধর্ম এবং দ্বীনের প্রশ্নে সত্য কথাটাই তুলে ধরার চেষ্টা করি। এ ক্ষেত্রে যদি বিষয়টি কারো বিরুদ্ধেও যায়, এমনকি যদি পিতার বিরুদ্ধে ও হয়ে থাকে, তবুও সত্যকে গোপন করা যাবেনা। আর তখন সাধারণ মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ তুলতে পারবেনা।[১৬]

উক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রতিভাত হয় যে, সুয়ূতী মনে করেন, এটা মূলতঃ তার উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত একটা দায়িত্ব যে, তার সমসাময়িক পণ্ডিতদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেয়া। প্রতিপক্ষের সমালোচনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহ্ এ সমস্ত সমালোচনা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তির দৃঢ়তাই পরীক্ষা করেছেন, যেমনি পরীক্ষা করেছিলেন তাঁর নবীদের এবং পূর্ববর্তী 'উলামায়ে কিরামের।

মুজতাহিদ হিসেবে 'আল্লামা সুয়ূতী (র) ঃ

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর মুজতাহিদ[১৭] হওয়ার দাবী সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর

---

১৬. মূল 'আরবী ঃ

"وذكرنا ذالك لا مرين : احد هما: افادة العلم، فانا لا نستجيز كتم ما يظهر لنا من العلم مخالفأ لما عليه غيرنا- بل نبديه وننشره، كيف، وقد أقامنا الله بفضله جل جلا له فى منصب الاجتهاد لنبين للناس فى هذا العصر ما ادا نا اليه لاجتهاد تجديدا للدين - والثانى: ليقيم الناس عذرنا فى مخالفة اهل عصرنا، ويعلموا أنه ليس غرضنا المعاداة ولا التعصب، بل غرضنا اتباع الحق وترك المحاباة فى الدين - فانا لوحا بينا احدا لكان احق الناس بالمحاباة والدنا - ولكنا لا تحابى فى الدين والعلم والد اولا غير -

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ২০।

১৭. মুজতাহিদ ঃ কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায় শরী'আতের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিয়াস প্রয়োগ করে ইজতেহাদ করা হয়ে থাকে।

ইসলামের প্রথম যুগে কিয়াস এবং ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হত। যিনি ইজতেহাদ করেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বিচার বিবেচনা ব্যতীত অপরের মত মেনে নেয়, তাকে মুকাল্লিদ বলে।

দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজীবনীতে। তিনি সাতটি বিষয়ে তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের দাবী করেন। বিষয় গুলো হলো, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, 'আরবী ব্যাকরণ 'ইলমুল মা'আনী, 'ইলমুল বয়ান' ও 'বদী'। ফিক্হ ছাড়া উল্লিখিত সব বিষয়ে তিনি তাঁর শিক্ষকগণের তুলনায় অধিক জানতেন বলে দাবী করতেন। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করেন, 'আলামা-বুলকায়নী'[১৮] ফিক্হ শাস্ত্রে তার চেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন। অতঃপর তিনি উসূলে ফিক্হ, ধর্ম বিজ্ঞান, বিতর্ক বিদ্যা, অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা, ফরায়েয, রচনা এবং পত্র লিখন ইত্যাদির সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেন।

অবশ্য শেষ দু'টি বিষয়ে তাঁর তেমন একটা ব্যুৎপত্তি ছিল না। ফরায়েয বিষয় ও তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অধ্যয়ন করেননি। তবে 'ইল্মে কিরা'আত ও চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, উক্ত বিষয়দ্বয়ে তিনি তাঁর সমকালীনদের চেয়ে অধিকতর বিজ্ঞ। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, অঙ্কশাস্ত্র তাঁর নিকট একটি দূর্বোধ্য বিষয় ছিল। এ বিষয়ে তাঁর অপরিপক্কতার সুযোগে আস-সাখাভী মন্তব্য করেন যে, অঙ্ক না জানাটাই সুয়ূতীর (রঃ) নির্বুদ্ধিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ বিশেষজ্ঞরা অঙ্ক শাস্ত্রকে সুশৃংখল বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'সাখাভীর' এ অভিযোগের জবাবে সুয়ূতী (রঃ) বলেন, আমার এ নতি স্বীকারোক্তির অর্থ এ নয় যে, অঙ্ক শাস্ত্রে আমার জ্ঞান অপর্যাপ্ত ছিল। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম সাখাভীর সমালোচনা করেন। তিনি সাখাভীর রচিত তিনটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করতঃ সে গুলোর তীব্র সমালোচনা করেন।

ইব্ন আস কারাকী (Karaki) আস্-সাখাভীর সাথে সুয়ূতীর তর্ক-বিতর্ক আরো ব্যাপক ছিল। আস্-সুয়ূতী তাঁর কতিপয় ফাতওয়াকে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেন এবং নিজেকে একজন পণ্ডিত ও সচচরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে যথার্থ প্রমাণ ও উপস্থাপর করেন। কারণ তাঁর জীবন এবং রচনার প্রায় প্রতিটি দিক নিয়ে প্রতিপক্ষরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করতেন। আর এ সমালোচনার দ্বারাই প্রকারান্তরে একথা প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত।

ইজতিহাদের দাবী সম্বলিত সুয়ূতীর (রঃ) বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তার "আর রাদ্দু 'আলা মান আখলাকা ইলার-রাদ্দ" নাম পুস্তিকতে। সেখানে তিনি তাঁর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল গুলো পেশ করেন ঃ

১. 'ইজ্তিহাদ'[১৯] (Ijtihad) হচ্ছে ফরযে কেফায়া (Fard kifayah)। কোন সমাজে মুজাতাহিদ না

---

১৮. AL-Suyuti notes in his autobiography that Alam al-din Ibn-al-Humam, his Chief guardian, also claimed to be a Muztahid (Text, 63)

১৯. ইজতিহাদের বৈধতা ও যৌক্তিকা সম্পর্কে সমসাময়িক বেশ কিছু ঘটনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন হযরত মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) কে ইয়েমেনে এ প্রেরণ কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেনঃ

তোমার নিকট কোন বিষয়ে যদি ফয়সালা চাওয়া হয় তখন তুমি কি করবে? মুয়ায বললেন, "আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞিসা করলেন, যদি সে বিষয়ে আল্লাহ্র কিতাবে কোন সমাধান না পাও? মা'আয বললেন, তখন আমি রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসারে ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা

Dhaka University Institutional Repository

থাকার অর্থ হচ্ছে সমাজের লোকেরা একটা ভুলের উপর স্থায়ী থাকা। 'তাকলীদ' (Taqlid) তথা কোন ইমামের অনুসরণ করা পণ্ডিতদের জন্য নিষিদ্ধ। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, সমাজের সকলেই মুজতাহিদ হলে পরে বিশৃংখলার জন্ম নেবে। পক্ষান্তরে, সবাই 'মুকাল্লিদ' (Muqallid) হলে পবিত্র আইন ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং জ্ঞান ও গবেষণার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। অতএব, 'ইজতিহাদ' একটি অতীব জরুরী বিষয়।

২. খলীফা, কাযী, এবং মুফতীদের মুজতাহিদ হওয়া বাঞ্চনীয়। মুজতাহিদের অনুপস্থিতিতে 'মুকাল্লিদ'কে নিয়োগ করা যায়। তবে মুফতীকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে।

৩. মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন– কুর'আন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। অন্ততঃ যে অংশ বিশেষ আইনের সাথে জড়িত সে অংশ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। রহিত আয়াত ও হাদীস, হাদীসের প্রকারভেদ, বর্ণনাকারীদের মর্যাদা, 'আরবী ভাষার জ্ঞান এবং পণ্ডিতদের ঐক্য, অনৈক্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। এতদভিন্ন, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ধর্মানুশীলনও এ ব্যাপারে অপরিহার্য শর্ত।

৪. মুজতাহিদ তিন প্রকার। প্রথমতঃ 'মুজতাহিদে মুস্তাকীল' (Mujtahid Mustaqill) আর তিনি হচ্ছেন এমন একব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠিত চার মাযহাব থেকে ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতি চালু করেন। এ ধরণের মুজতাহিদ এখন নেই এবং এ জাতীয় ইজতিহাদের অনুমোদনও বর্তমানে নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ 'মুজতাহিদ মুত্লাক' (KMujtahid mutlaqe) তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যার মুজতাহিদে মুসতাকীলের সমান যোগ্যতা থাকবে। তবে তিনি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন না। তিনি চার ইমামের একজনের অনুরসন করতঃ গবেষণা চালিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ইমামের সিদ্ধান্ত গুলোকে গ্রহণ না করে স্বীয় গবেষণালব্দ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

তৃতীয়ত ঃ 'মুজতাহিদে মুকায়্যাদ (Mujtahid muqyyad) অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যাঁর যোগ্যতা অনেক কম। তিনি কুর'আন সুন্নাহ্ থেকে সরাসরি আইন প্রণয়নের পরিবর্তে চার ইমামের বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং জ্ঞান ও যোগ্যতার পরিধি অনুসারে এজাতীয় মুজতাহীদ তিন প্রকার হতে পারে।

৫. তাকলীদ হলো, না বুঝে কোন কিছু অনুসরণ করা, তথা অন্ধ অনুকরন করা। পক্ষান্তরে, ইত্তেবা' হলো কোন কিছুর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুতরাং ইত্তেবা' এবং তাক্লীদ এক কথা নয়। হাদীস সংকলনের ফলে ইজতিহাদের ব্যাপারে জনগণকে বিভিন্ন কারনে বিরত রাখা হয়। যেমন- কোন

করলেন, যদি তুমি সুন্নাহ তে তা না পাও তাহলে কি করবে? মা'আযকে বললেন তখন আমি ইজতিহাদের মাধ্যমে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। রাসূল (সা) মা'আযকে (রাঃ) বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মনঃপুত।

দ্রঃ ডঃ তাহা জাবির আল-আলওয়ানী আল ইজতিহাদ ওয়াত্-তাক্লীদ (কায়রোঃ দারুল আনসার), পৃ. ২৩-২৪ ; ইসলামী উসূলে ফিকহ্, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ নরুল আমীন জাওহার (বি, আই, আই, টি), পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট মায্হাবের অন্ধানুকরণ করার কারণে, অজ্ঞতার কারণে এবং এ ভুল ধারণার ফলে যে পরবর্তী পণ্ডিতরা আগের পণ্ডিতদের চেয়ে ভাল হতেই পারেনা। অথচ এখনও ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত। আর এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত এক নি'আমত। তাই ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করা এখনও সম্ভব।

উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মধ্যে মুজতাহিদ হচ্ছেন, 'ইয্য্যুদ্দীন ইব্ন আব্দুস্ সালাম (Izz al-din Ibn Abdul-Salam) 'আবু সামাহ আল-নববী (Abu- Samah-al-Nawavi), ইব্ন দাকীক আল-'ঈদাদ (Ibn Daqiq al-Ad), ইবন্ আর রীফ'আ (Ibn-al-Rifa), ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ (Ibn Taymiyyah)। তাকী'উদ্দীন আল-সুবকী (Taqi udidin al-Subki), জামাল আল্-দীন আল-আসমাভী (Jamal al-din al-Asmawi), শিরাজুদ্দীন আল-বুলকায়নী (Sirajal-din al-Bulqini) এবং মাজদ আল-দীন আল-শিরাজী আল -ফিরোজাবাদী (Majd al-din al-Sirazi al-Firuzabadi) প্রমূখ।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) নিজেকে একজন মুজতাহিদ হিসেবে দাবী করেন। তিনি বলেন, "শতাব্দীর লোকেরা মনে করেন যে, মুজতাহিদ-ই-মুত্লাক ও মুজতাহিদ-ই-মুসতাকীল সমার্থ বোধক। অথচ উভয়টা এক নয়। আর তাই আমি নিজেকে মুজতাহিদে মতলক মনে করি। কিন্তু মুজতাহিদে মুস্তাকীল মনে করিনা। আমি এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (রঃ)-এর পদ্ধতিই অনুসরণ করি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমার ইজতিহাদকে কিভাবে মুকায়্যাদ মনে করা হয়। অথচ একজন মুজতাহিদে মুত্লাক, মুজতাহিদে মুকায়্যাদের তুলনায় 'হাদীস শাস্ত্র' ও 'আরবী ভাষায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আমি মনে করি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এ পৃথিবীর বুকে "হাদীস শাস্ত্র" ও "'আরবী ভাষায়" আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আর কেউ নেই। তবে খিজর (আঃ) বা অন্য কোন কুতুব বা আল্লাহ্র কোন ওলীর কথা আলাদা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।[২০]

'আল্লামা সুয়ূতী (র) তাঁর ব্যাপারে জনসাধারণের একটি ভূল ধারণার কথা উল্লেখ করে বলেন– জনগণ মনে করে যে, ইমাম চতুষ্টয় যে ধরনের ইজতিহাদে মুসতাকীল চর্চা করেছেন, তিনি হয়ত সে জাতীয়

---

২০. মূল 'আরবী ঃ

"والذى اد عيناه هوالاجتهاد المطلق - لا الاستقال، بل نحن تابعون للامام الشافعى، رضى الله عنه ، وسالكون طريقه فى الاجتهاد امتثالا لامره، ومعد دون من اصحابه، وكيف يظن ان اجتهادنا مقيد، والمجتهد المقيد انما ينقص عن المطلق باخلا له بالحديث او العربية، وليس على وجه الارض من مشرقها الى مغربها اعلم بالحديث والعربية منى - الا أن يكون الخضراو القطب او وليا لله، فان هئولاء لم أقصد دخولهم فى عبارتى، والله اعلم -

দ্রঃ সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদে মুস্তাকীলের দাবীদার। তিনি বলেন, আমি মূলতঃ ইমাম শাফিয়ঈর ইজতিহাদে মুস্তাকীলের অনুসারী। এ' জাতীয় অনুসারী এবং এ জাতীয় মুজতাহিদের অনেক উদাহরণ পেশ করে তিনি প্রমাণ করেন যে, তার ইজতিহাদ অস্বীকার কারীরা আদতেই অজ্ঞ।

বস্তুতঃ আস্-সুয়ূতীর (রঃ) ইজতিহাদ দাবী করনের যথার্থতা ও সমসাময়িকদের বিরোধিতা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইজতিহাদের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে ধারণা নেয়াও অত্যাবশ্যক। ইজতিহাদের ব্যাপারে সাধারনের ধারণা হচেছ- চারি ইমামের পর ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর থেকে শুধু তাকলীদই চালু থাকবে। চার ইমামের রেখে যাওয়া বিধি-বিধানের কেবল ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মধ্যেই পণ্ডিতদের গবেষণা সীমাবদ্ধ। পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে অন্ধানুকরণ করে যাবে। তবে ইব্ন হাজম ও অন্যান্য জুহারী এবং কতিপয় হাম্বলী পণ্ডিতগণ তথা ইব্ন তাইমিয়্যাহ্, ইব্ন কাইয়্যিম আল জাওযিয়াহ' প্রমুখ তাকলীদের সমালোচনা করেছেন।

তকলিদের স্বাভাবিক স্বীকৃতির পরেও আইনের যে কিছুটা উন্নতি হয়নি, তা কিন্তু নয়। সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মুফতীদের নুতন নুতন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আস্-সুয়ূতী তার এক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে,অনেক পণ্ডিত ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি 'ইবন্ হাজার', 'ইব্ন তাইমিয়্যাহ' এবং ইব্ন কাইয়্যিম আল্-ওযিয়্যাহর কথা উল্লেখ করেন।

মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইজতিহাদ জায়েয কিনা- এ বিষয়ে মতভেদের কারণ হলো 'ইজতিহাদ' ও 'তাকলদি'-এ শব্দদ্বয় ব্যবহার ও প্রয়োগের বিভিন্নতা। ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সবাইকে মুকাল্লিদ হতে হবে- এ ধারণা পোষণ কারীরা ইজতিহাদ দ্বারা সরাসরি কুর'আন হাদীস থেকে আইন তৈরীকে বুঝে থাকেন এবং তাকলীদ দ্বারা নির্দিষ্ট একটা মাযহাবকে অনুসরণ করা এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাকেই বুঝে থাকেন। অন্যদিকে ইজতিহাদকে যারা বৈধ মনে করেন তারা ইজতিহাদ দ্বারা আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিজের যুক্তি ও বিচারের প্রয়োগ করা বুঝে থাকেন। এর পাশাপাশি তকলীদ দ্বারা পূর্বের আইন গুলোকে বিনা বিচার ও যুক্তিতে গ্রহণ করাকে বুঝে থাকেন। অতএব, এ দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করলে প্রথম পক্ষ ও ইজতিহাদকে অস্বীকার করতে পারেন না।

অতএব, ইজাতিহাদের অর্থ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করা বুঝালে অবশ্যই 'আল্লামা সুয়ূতীকে মুজতাহিদ মানতে হবে। কারণ, নুতন মাযহাব সৃষ্টির দাবী তিনি কখনও করেননি। কিন্তু ফাতওয়া দানের ব্যাপারে তিনি পূর্বাপর শাফিঈ মাযহাবেরই অনুসরণ করে গিয়েছেন। তিনি "আল-হাভী লিল-ফাতওয়া" নামক গ্রন্থে তাঁর ফাতওয়া দানের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। প্রথমে সমস্যা, তারপর তার সমাধান ও তিনি দিয়েছেন। এরপর এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কুর'আন-হাদীস এবং অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের উদ্ধৃতিও তিনি উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণতঃ তিনি একটা বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আলোচনা করতেন এবং দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর সমালোচনা করতেন। সচরাচর তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনেই কুর'আন-হাদীস ও পণ্ডিতদের অভিমত গুলোর উদ্ধৃতি দান করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি নুতন মাযহাব প্রতিষ্ঠা পদ্ধতির মত এত মৌলিক নয় বটে; তবে এটাকে তাকলিদ বলে ও আখ্যায়িত করা যায় না। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত ইজতিহাদের সাথেই সঙ্গতিশীল।

আস্-সুয়ূতী (রঃ) নিজেকে মুজতাহিদ দাবী করনের সাথে সাথে তার সমসাময়িকদের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। এরা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেনী মুজতাহিদ সৃষ্টির সম্ভাবনাকেই নাকচ করে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী মুজতাহিদের আবির্ভাবের সম্ভবনাকে স্বীকার করেন, তবে সুয়ূতীকে তারা এ ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করেন।

সুয়ূতীর (রঃ) প্রতিপক্ষরা তার মুজতাহিদ হওয়ার দাবীকে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গড়ার আরেকটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এ ব্যাপারে সাখাভীর বর্ণনামতে, 'আবুল নাজা ইব্‌ন খলক নামী ধর্ম প্রচারক সুয়ূতী (রঃ)-এর সবচেয়ে বেশি বিরোধীতা করেন।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁকে তাঁর সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত একথা প্রমাণের জন্যে শুধু মুজতাহিদ দাবী করেই ক্ষান্ত হননি; বরং নবম/পঞ্চদশ শতাব্দির প্রত্যাশিত 'মুজাদ্দিদ' হিসেবেও দাবী উত্থাপন করেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে– প্রতি শতাব্দির সমাপ্তিতে ধর্মকে পূণরুজ্জীবিত করার জন্য একজন মুজাদ্দিদের আগমন সম্পর্কে হাদীসে ভবিষ্যতে বাণী রয়েছে।[২১] ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুজতাহিদকে অবশ্যই ধর্মীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষ পণ্ডিত হতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের অনুসারী হতে হবে।

'মুজাদ্দিদ' হিসেবে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ঃ

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) নিজেকে নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন 'মুজাদ্দিদ'[২২] হিসেবে দাবী করেন। ফলে

---

২১. হাদীসটি এই,

عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" ان الله بعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجد دلهاد ينها"

দ্রঃ আবু দাউদ, মুস্তাদরিক।

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ২১৫।

২২. মুজাদ্দিদঃ- মুজাদ্দিদ নবী নন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি নবুয়্যতের প্রকৃতির অনেক নিকটতর। 'মুজাদ্দিদ' হল স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী। সত্য উপলব্দি করার মত গভীর দৃষ্টি তাঁর সহজাত। সবরকমের বক্রতা ও দোষমুক্ত, সরল বুদ্ধি বৃত্তিতে তাঁর মনোজগত পরিপূর্ণ। প্রান্তিকতার বিপদ মুক্ত হয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় তিনি সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। 'উলামা ও পণ্ডিতদের অধিকাংশই তাঁর বিরোধী ছিলেন। তবে কয়েকজন তাকে সমর্থনও করেন। 'কবি শাসমুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর' সুয়ূতী (রঃ)-এর সমর্থনে একটি কবিতাও লিখেন। তিনি সুয়ূতীকে এ ব্যাপারে দৃঢ় থাকার উপদেশও দেন। কারণ সৎগুণ সম্পন্ন লোকজন সব সময় হিংসা বিদ্বেষের শিকার হয়ে থাকেন এবং এটাই স্বাভাবিক। এতদভিন্ন, আল্ দাউদী এবং আল-সাদীনী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাকে 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে মূল্যায়ন করেন।

'খলিফা 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন ইয়া'কুব', 'আল্-মুতওয়াককীল 'আলাল্লাহু', 'আল-মুসতাকফি বিল্লাহ্' এবং কতিপয় 'মামলূক' যেমন- 'আলী ইব্‌ন বারকুক' এবং 'কুবমাস ইব্‌ন ওয়ালি উদ্দীন প্রমুখ তাঁর এ দাবী সমর্থন করেন। তাঁর গর্ববোধ এবং অনমনীয় চরিত্রের ভূয়সী প্রসংশাও তারা করতেন।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর 'মুজাদ্দিদ' দাবী করনের বিপক্ষে ছিলেন আল-সাখাভী, আর এ' বিরোধিতার কারণে তিনি তাঁর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হন। তবে ঐ বিরোধিতার উল্লেখ যোগ্য কোন প্রমান 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) জীবন চরিতে সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়নি। অবশ্য "সুয়ূতী(রঃ)-এর অঙ্ক শাস্ত্রে অজ্ঞতা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর" সাখাভীর এ উক্তির প্রত্যক্ষ বর্ণনা না পাওয়া গেলেও পরোক্ষভাবে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) বর্ণনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তাঁর পক্ষ থেকে 'মুজাদ্দিদ' দাবীকরনের বিষয়টি সমসাময়িক পণ্ডিত বর্গের একটি বিরাট অংশ তা সহজভাবে মেনে নেয়নি। অধিকন্তু, তারা তাঁর বিরোধীতায় নেমে পড়ে যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর এর বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য "তলবুল ইমমাহ ফীল ফরকি বায়নাল-মাক্কামাহ ওয়াল কুমামাহ" নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

'আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আত্মজীবনীতে নিম্মোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেনঃ "আল্লাহ্‌র রহমতে নবম/পঞ্চদশ শাতাব্দির শেষে আমি 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে নিজেকে মনে করতে পারি। যেমনিভাবে আল-গায্‌যালীও

করার বিশেষ যোগ্যতা তার বৈশিষ্ট্য। নিজের পরিবেশ এবং শতাব্দির পুঞ্জীভূত ও প্রতিষ্ঠিত বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে চিন্তা করার শক্তি, যুগরে বিকৃত গতিধারার সংগে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস, নেতৃত্বের জন্মগত যোগ্যতা এবং ইজতিহাদ ও পূণঃর্গঠণের অস্বাভাবিক ক্ষমতা মুজাদ্দিদের স্বকীয় বস্তু। এছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে তিনি হন দ্বিধামুক্ত, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। দৃষ্টি ভংগী ও বুদ্ধিজ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি হন পূর্ণ মুসলামান, সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর; খুঁটি-নাটি ব্যাপারে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা এবং অনুসন্ধান চালিয়ে দীর্ঘকালের জটিল আবর্ত থেকে সত্যকে উঠিয়ে নেয়া মুজাদ্দিদের কাজ। এই সব বিশেষ গুণের অধিকারী না হয়ে কোন ব্যক্তি মুজাদ্দিদে হতে পারে না। আর এই সব গুণাবলই নবীর মধ্যে থাকে। তবে সেখানে থাকে এর চাইতে অনেক বেশি হারে।

দ্রঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, অনুবাদঃ আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে মুজাদ্দিদ হিসেবে মনে করেছিলেন।[২৩] কারণ বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য উহার আমি একাই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। অর্থাৎ তাফসীর ও উহার নীতিমালা, হাদীস ও উহার বিজ্ঞান, ফিক্হ ও উহার নীতিসমূহ, ভাষা ও ভাষার নীতিমালা, পদ বিন্যাস প্রকরণ ও অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা, তর্কবিদ্যা এবং ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে আমি একাই পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য উচ্চমানের প্রকাশনা ও তাঁর রয়েছে। এ জাতীয় প্রকাশনা সৃষ্টি করণ এর আগে আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষার নীতিমালা সংক্রান্ত বিজ্ঞান সর্বপ্রথম তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর ক্ষুরধার লিখনী ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

তিনি আরো বলেন ঃ সিরিয়া, রোম, পারস্য, 'আরব, ইয়েমান, ভারত, ইথিওপিয়া, উত্তর আফ্রিকা ব্যাপী আমার রচনাবলী বিস্তৃত। আমার জানামতে আমার সমকক্ষ কেউ নেই এবং একই সাথে এতগুলো বিষয়ে পাণ্ডিত্যও অর্জন কেউ করতে পারেনি। অতএব, আমি ব্যতীত ইজতিহাদে মতলকের দাবী করণ অন্য কারো পক্ষে শোভা পায় না। উপরোক্ত যোগ্যতা ছাড়াও তাঁর 'মুজাদ্দিদ' হওয়ার স্বপক্ষে আরো একটা যুক্ত ছিল যে, তাঁর পরদাদী ছিলেন নবী (সাঃ)-এর বংশধর। তাছাড়া তাঁর আরো একজন আত্মীয় "জা'ফর ইব্ন আবু তালিব' (নবী করীম (সাঃ)-এর চাচাত ভাই)-এর পরিবার থেকে উদ্ভুত বলে জানা যায়। হিজরী নবম শতাব্দিতে মুজাদ্দিদের আগমনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উল্লেখ করেন।[২৪] কারণ, এ সময় মিসরীয় সভ্যতার চরম বিপর্যয় ও মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে) (১) গ্রানাডা ও স্পেনের একটি অংশ (জার্মানের) ফ্রাঙ্কজাতী কর্তৃক দখল হয়। (২) মুসলমান ও ইসলামী সভ্যতা ধ্বংশকারী জঘন্য ব্যক্তি তকরুরে সুন্নী 'আলীর অভ্যুদয় যার চরিত্র হচ্ছে তৈমরলঙ্গের মত জঘন্যতম। (৩) পৃথিবী ব্যাপী অজ্ঞতার সয়লাব এবং গোটা পৃথিবীতে পণ্ডিতদের অনুপস্থিতি– যা ইসলামের ইতিহাসে এর পূর্বে আর কোন সময় পরিলক্ষিত হয়নি।

---

২৩. মূল 'আরবী ঃ

" إنى ترجيت من نعم الله وفضله ـ كما ترجى الغزالى لنفسه انى المبعوث على هذه المائة التاسعة، لا نفرادى عليها بالتحبر فى انواع العلوم"

দ্র ঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দিস্ বিনি 'মাতিল্লাহ, পৃ. ৪১-৪৫।

২৪. এ' প্রসঙ্গে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন ঃ

"عن ابى هريرة (رض) عن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: ان الله بعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد الهدينها"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (স) ইরশাদ করেন– নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ' উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দির মাথায় এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পুনরুজ্জীবন করেন।" (আবু দাউদ' মুস্তাদরিক)

দ্রঃ সুয়ূতী, আত-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুজাদ্দিদ হওয়ার মাপকাঠি যদি এই হয় যে, তাকে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় বিষয় গুলোতে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হতে হবে, সমসাময়িক এবং পরবর্তী লোকেরা তাঁর রচনাবলী দ্বারা উপকৃত হতে হবে শতাব্দির সমাপনীতে তাঁর মৃত্যু ঘটবে, তা হলে নবম/পঞ্চদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হওয়ার সময় ও সম্ভাবনা আস্-সুয়ূতীর রয়েছে।[২৫] পরবর্তী লোকেরা ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর রচনাবলী থেকে বেশ উপকৃত হয়। দশম শতাব্দীর শুরুতে এতবেশী উপকার আর কারো থেকে লাভ করেনি। তবে তাঁর সমসাময়িকরা তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসেবে মেনে নেয়নি। পাশাপাশি এটাও ঘটেছে যে, তাঁর এ সব দাবী দ্বারা মিসরে তার মান-সম্মান যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়। মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান আল্ সাখাভী (৮৩১/১৪২৮-৯০২/১৪৯৭) মহাপণ্ডিত ইবন্ হাজার আসকালানীর তত্ত্বাবধানে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষত্ব অর্জন করেন। তিনি মিসর, সিরিয়া, আরব প্রভৃতি দেশে ভ্রমন করে হাদীস সংগ্রহ করেন এবং প্রথম শ্রেণীর হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। তিনি জরহ্ ও তাদীল বিষয়ে একটা জীবনী মূলক অভিধান লেখেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রাবীদের জীবন পর্যালোচনা, হাদীসের সত্যতা যাচাই এবং সমকালীন পাণ্ডিতদের রচনাবলী, জীবনীমূলক গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করেন যার মধ্যে তিনি অনেক তথ্যাবলীর সন্নিবেশ ঘটান।

ডঃ জিয়দার মতে, 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ)-এর প্রতি আস্-সাখাভীর অতিরিক্ত তিক্ততার অন্যতম কারণ হচ্ছে- হাদীসের শিক্ষক হিসেবে কোন উল্লেখযোগ্য পদ লাভে তাঁর ব্যর্থতা। ইমাম সুয়ূতীর জীবনীমূলক আস্-সাখাভীর রচনায় সুয়ূতীর শিক্ষা ও ভ্রমনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এতদভিন্ন, তাঁর বিভিন্ন নিয়োগ, তাঁর প্রতিপক্ষের অভিযোগ, তাঁর অধ্যাপকদের সমালোচনার কথা ও তাঁর রচনায় উল্লেখ রয়েছে।

পাশাপাশি অন্যান্য স্বীকৃত পণ্ডিতদের প্রতি সুয়ূতীর আক্রমনাত্মক আচরণ ও সমালোচনা সাখাভীর গ্রন্থে স্থান পায়। 'আল্লামা সুয়ূতী কর্তৃক সাতটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন ও মুজতাহিদের মর্যাদা লাভের দাবীকরণের বিষয়টিও সাখাভী উল্লেখ করেন। সুয়ূতীর প্রতি জনগণের কয়েকটি বিদ্রুপাত্মক উক্তির কথাও তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। ইমাম সুয়ূতীর (রঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে ইমাম সাখাভী বলেন,

---

২৫. এ' প্রসঙ্গে তিনি বলেন।

"فنحن الان فى سنة ست وتسعين وثما نمائة، ولم يجيئ المهدى ولا عيسى ولا اشراط ذالك وقد ترجى الفقير - من فضل الله ان ينعم عليه - بكونه هوا المجدد على رأس المائة ----وما ذالك على الله بعزيز"

– 'অনন্তর' আমরা ৮৯৬ হিজরীতে অবস্থান করছি অথচ এ' সময়ে ঈমাম মাহদীও (আ) আগমন করেননি, আর ঈসা (আ)ও আগমন করেননি এবং কিয়ামতের নিদর্শনাবলীও পরিলক্ষিত হয়নি। আর তাই এ' অধম আশা করছে যে, তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে যে, তিনিই হবেন শতাব্দির মুজাদ্দিদ .....আর আল্লাহর জন্য এ বিষয়টি কোন কঠিন নয়।"

দ্রঃ সুয়ূতী, আত্-তাহাদ্দুস বিনি'মাতিল্লাহ, পৃ. ২৭-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সুয়ূতী (রঃ) নিজের ভুল-ভ্রান্তিকে ধামা চাপা দেয়ার জন্য মুজতাহিদ দাবী করেছেন। ৩০০ টা বই লিখেছেন মর্মে সুয়ূতী যে দাবী করেছেন, তারও প্রতিবাদ তিনি করেন। কারণ তাঁর লেখা কোন কোন বই মাত্র এক পৃষ্ঠা সম্বলিত। কোন কোনটি ১০ পৃষ্ঠার অনধিক। তিনি সুয়ূতীর (রঃ) মিথ্যাবাদিতার একটা তালিকা ও প্রদান করেন। ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক দাবীগুলোর অসত্যতা প্রমান করতে গিয়ে সাখাভী বলেন, তিনি 'আল্-নাক্সা আল-মিশ্কিয়্যাহ'[২৬] গ্রন্থটি একদিনে লিখেছেন।

এতদ্ভিন্ন, তিনি তার গ্রন্থের মধ্যকার বানানগত ও অন্যান্য অনেক ভুলের অভিযোগ ও এনেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, সুয়ূতী (রঃ) বড় বড় পণ্ডিতদের শরানাপন্ন হতেন না। বরং সরাসরি বই থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে সুয়ূতীর প্রতি আল্-কারাকীর উত্তপ্ত বাক্য উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলেন, "আমরা পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করি আর তুমি স্বীয় ইচ্ছা মাফিক বই থেকে জ্ঞান আহরণ কর"। একথা গুলো দ্বারা এ সত্যতারই প্রমাণ বহন করে যে, উক্ত যোগ্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া সঠিকভাবে বই পুস্তক অনুধাবন করা যায় না।

আস্-সাখাভী সুয়ূতী সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের প্রতি আক্রমনাত্মক লেখা 'আল্লামা সুয়ূতীর কতিপয় পুস্তকের তালিকাও তিনি উল্লেখ করেন। যেমন–

"আল-লাফযুল জাওহারী" নামক পুস্তকটি। এ পুস্তকে আল্-জাওহারীকে অনেক খাট করে দেখানো হয়েছে। এতে বেশ কিছু মিথ্যা দাবীরও উল্লেখ পাওয়া যায়– যা সুয়ূতীর নির্বুদ্ধিতার স্বাক্ষর বহন করে। ইমাম সুয়ূতীর মানসিক ভরসাম্যহীনতা ও অতিরিক্ত গর্ববোধ সম্পর্কে তিনি ভাল জানতেন। এমনকি তার মায়ের কাছেও এগুলো স্পষ্ট ছিল। যার কারণে তার মা এ ব্যাপারে প্রায়ই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। সর্বশেষ আস্-সাখাভী কয়েকটি অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন যে, যারা এক সময়ে সুয়ূতীকে সাহায্য করেছিলেন তাদের প্রতি সুয়ূতী অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

আস্-সাখাভীর সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে, আস্-সুয়ূতী অন্যান্য পণ্ডিতদের লেখনিকে নিজরে বলে চালিয়ে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, "আল-খিসাল আল-মুজীবাহ্ লিল্ যিলাল" নামক গ্রন্থটি ছাত্রাবস্থায় সুয়ূতী (রঃ) যখন 'আল্লামা সাখাভীর কাছে পড়তেন, তখন আস্ -সুয়ূতী তাঁর কাছ থেকে চুরি করেন। তা ছাড়া মুহাম্মদীয়া লাইব্রেরী ও অন্যান্য স্থান থেকে পুরাতন বই সংগ্রহ করতেন যে গুলো তার সমসাময়িকদের অজানা ছিল। তিনি এ সমস্ত বইএর কিছুটা পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করতেন। ইবন্ হাজার থেকে যে সকল বই সুয়ূতী চুরি করেন সে গুলোর একটা তালিকা ও তিন প্রদান করেন। এটা অনস্বীকার্য ইমাম সাখাভীর বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপর ইমাম সুয়ূতী অনেক বই লিখেন। অনেক বই এর আবার একই শিরোনাম ছিল। তন্মধ্যে কিছু হারিয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট বই গুলোর পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন দেশে

---

২৬. Ibid, Vol. 2, P. 1559.

Dhaka University Institutional Repository

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অতএব, ইমাম সাখাভীর অভিযোগ করা কঠিন। তথাপি সুয়ূতীর পক্ষ হতে জবাব দেয়ার মত কিছু যুক্তি প্রমাণ ও রয়েছে। একই জিনিসের উল্লেখ কিংবা বিষয় বস্তুগত সাদৃশ্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তা অন্য কারও কাছ থেকে চুরি করে লেখা হয়েছে।

অন্যের লেখা চুরি করে 'আল্লামা সুয়ূতী গ্রন্থ রচনা করেন বলে ইমাম সাখাভী তাঁর প্রতি যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার জবাবে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এভাবে ঃ

প্রথমত ঃ পণ্ডিতরা পূর্বসূরীদের বই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেন। পুনঃ মুদ্রিত করেন। সংক্ষিপ্তাকারে ছাপান, আবার কিছু পরিবর্ধন করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেন। আবার কোন কোন সময় নূতন কিছু সংযোজনও করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ 'আল্লামা সাখাভীর তালিকাভুক্ত অধিকাংশ রচনা হচ্ছে হাদীস সংকলন এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদের বাণী সম্বলিত। অতএব, এ সব বিষয়ে কেউ কিছু লিখতে চাইলে তাকে একই উপাদান গুলো উল্লেখ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে হয়ত দু'একটা হাদীস বাদ দিয়ে ভিন্ন ধরনের উপসংহার লিখেন। অতএব, এ সমস্ত বিষয়ে লেখা নির্দিষ্ট কোন পণ্ডিতের বই এর সাথে অন্যান্যদের লেখার সাদৃশ্য থাকাটা খুবই স্বাভাকি। আস-সাখাভীর অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে আস্-সুয়ূতী 'আল-কাভী-ফী-তারিখ আস্-সাখাভী নামক গ্রন্থে বলেন, হাদীস শাস্ত্রে সাখাভীর লেখা বইগুলো মূলতঃ ইবন হাজার আসকীলানীর রেখে যাওয়া খসড়া পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে প্রণীত। আস্-সুয়ূতী আরও প্রমান করেন যে, "আল খিসাল-আল-মূজিবাহ-লিয্ যিলাল"[২৭] নামক গ্রন্থে আস্-সুয়ূতী সাখাভীর থেকে কোন কিছু চুরি করে লিখেননি। এ বইটির বিষয়বস্তু হলো– কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে যে সমস্ত লোকদের স্থান দিবেন তাদের গুনাবলী সংক্রান্ত। এ প্রসঙ্গে মজার ব্যাপার হলো– আস্-সুয়ূতী (রঃ) সব হাদীসের গ্রন্থ ব্যাপক অধ্যায়নের পর সত্তরটি গুনের উল্লেখ করেছেন। অথচ একই বিষয়ে লেখা সাখাভীর গ্রন্থে আশিটি গুনের উল্লেখ রয়েছে। যদি আস্-সুয়ূতী চুরি করে থাকতেন তা হলে ইমাম সাখাভীর মতানুসারে তিনি অবশ্যই আশিটি গুণই চুরি করে লিখতেন। কারণ সব গ্রন্থকারকেই সব তথ্য দেয়ার ব্যাপারে তৎপর থাকতে হয়। তাছাড়া ইমাম সুয়ূতীর সব কটি গ্রন্থই বিভিন্ন দেশে জনগণের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। যদি তিনি চুরি করেই থাকতেন, তবে এভাবে সমাদৃত হত না। অপর পক্ষে সুয়ূতীর জানামতে সাখাভীর বইটা তাঁর ঘরের বাইরেও যায়নি।

আস্-সুয়য়তী বলেন, আল্লাহও জনগণ জানেন যে, তিনি সঠিক উদ্ধৃতি ছাড়া কোন সময় একটা শব্দও কারো কাছ থেকে চুরি করে তার বইতে লিখেননি। এ' প্রসঙ্গে সুয়ূতী (রঃ) দৃঢ়ভাবে বলেন, তিনি যে সব উদ্ধৃতি দান করেছেন সে সব উদ্ধৃতি গুলোর সঠিক উৎস ও তিনি বর্ণনা করেছেন। 'আল্লামা-সুয়ূতী আরো

২৭. সুয়ূতী, হুসনুল মহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০; হাজী খলীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২-৪৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, 'হুস্‌নু'ল্‌-মুহাযারাহ, আল-জামী' আস্‌-সগীর ও আল্‌-ইতকান এর মত গ্রন্থ গুলোতে প্রথমেই তিনি যে সমস্ত বই এর সহায়তা নিয়েছেন সে গুলোর তালিকা প্রদান করেন। তা ছাড়া, ছোট ছোট বই গুলোতে প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করেন যে, কোন লেখকের বই এর অবলম্বনে লিখা হয়েছে কিনা অথবা তার নিজস্ব কোন বই এর সংক্ষিপ্তকরন কিনা। সুয়ূতী সেখানে কোন উপাদানটি কোন উৎস থেকে লিখেছেন সেটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। সুতরাং কোন্‌ উদ্দেশ্যে তিনি অন্যের বই চুরি করে লিখেছেন কিংবা অন্য কারও বই নিজের নামে কেন চালিয়েছেন- সেটা বুঝা সত্যই কষ্ট সাধ্য।

আস্‌-সাখাভী রচিত তাঁর জীবনীমূলক অধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "আস্‌-সাখাভী মিসর, সিরিয়া, এবং হিজাযের মুহাদ্দিসগণের অধীনে হাদীস অধ্যায়ন করেছেন এবং তিনি নিজের জন্য ও অন্যান্যদের জন্য কিছু হাদীসও সংকলন করেছেন। অথচ সেখানে প্রচুর ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল। তবে হাদীস বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল একথা স্বীকার্য। তিনি ইতিহাস লিখেছেন এবং এর পেছনে প্রচুর শ্রম ও দিয়েছেন। তবে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন লোকের কুৎসা রচনা করেছেন। সত্য-মিথ্যা সবধরণের খারাপ কাজের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি জরহ ও তা'দীল করতে গিয়ে অনেক কথা লিখেতে বাধ্য হয়েছেন। 'আল্লামা সুয়ূতী (র) এ' প্রসঙ্গে বলেন– তাঁর এ যুক্তি ঠিক নয় বরং এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও ভুলের সাক্ষর বহন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌কে সামনে রেখে এটা একটা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন নিঃসন্দেহে।

সাখাভী ১৪৮০ তে হিজাযের উদ্দেশ্যে কায়রো ত্যাগ করেন এবং ৯০২/১৪৯৭ সালে মৃতু অবধি তথায় অবস্থান করেন। তবে সুয়ূতী মনে করতেন যে, ইমাম সাখাভীর চেয়ে তাঁর বড় শত্রু ছিলেন 'ইব্‌ন আল্‌-কারকী।

বুরহান আল্‌-দ্বীন ইব্রাহীম ইব্‌ন 'আবদুর রহমান আল্‌-কারকী (৮০৫-১৪৩২-৯২২/১৫১৬) কাইত বায় এর অনুগ্রহ লাভ করেন। এমনকি কাইত বায় যখন আমীর ছিলেন, তখন তার অনুগ্রহ ভাজনদের উচ্চ্‌ পদ ও শিক্ষকতার পদে অধিষ্ঠিত করেন। সাময়িকভাবে আল-কারকী কাইত বায় এর অনুগ্রহ হারালেও পরবর্তীতে আবার তা লাভ করেছিলেন (৪৯১/১৪৮৬)। তিনি কাইত বায় এবং সুয়ূতীর মধ্যকার বিরোধ সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

আস্‌-সুয়ূতীর 'তরজু-আল-ইমামাহ্‌ ফীল ফরক বায়নাল মাকামাহ ওয়াল কুমামাহ (AL-Suyitis Tarzal-al-imamah fil-farq baynal-maqamah wal qumamah) তার ঐ পুস্তিকাগুলোর অন্যতম যেগুলোতে ইব্‌ন কারকীর সমালোচনা এবং তাঁর অভিযোগ গুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে। এই পুস্তিকার ব্যাকরণ ও হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন জটিলতা ও দ্বন্দ্বের সমাধান দেয়া হয়েছে। আস্‌-সুয়ূতীর বিরুদ্ধে আনীত ব্যক্তিগত অভিযোগগুলোও এখানে খণ্ডন করা হয়েছে। নিম্নে এতদসংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ-

ইব্‌ন কারকীর সাথে তার বিতর্কিত বিষয় গুলোর সঠিক তথ্য যেন জনগণ জানতে পারে সেজন্যে তিনি এই বইটি লিখেছেন। এ ধরনের বই ছাড়া পরবর্তী ইতিহাস বিষয়ক এবং জীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহের প্রণেতাগণ সঠিক তথ্য না পাওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। আল-কারকীর অভিযোগ গুলো তিনি লিপিদ্ধি করেন এবং সাথে সাথে প্রত্যেকটির যথাযত জবাবও দান করেন। নিজেকে একজন মুজাদ্দিদ দাবী করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সুয়ূতী বলেন যে, অতীতে যে ভাবে মুজাদ্দিদগণের আগমন ঘটেছে, ঠিক সেভাবেই তিনিও মুজাদ্দিদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অতীতে যদি কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর ব্যাপারে কেন অভিযোগ উঠবে। অতীতে যে সমস্ত মুজাদ্দিদ এসেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তো এটা প্রযোজ্য হয়নি। তাদের পাণ্ডিত্য ও রচনাবলী যেমন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও রচনাবলী দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি শহর ও গ্রামেই তার বই ছড়িয়ে পড়েছে। আর একথাও স্বীকার্য যে, প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পণ্ডিতগণ তার বই এর কপি চেয়ে অনেক পত্র লিখেছেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর চেয়েও তারা তাঁর সমীপে পত্র লিখেছেন। যদি কেউ এ মর্মে আপত্তি করেন যে, আগের আটজন মুজাদ্দিদ এ পদের দাবী করেননি। বরং তাদের শিষ্যরাই তাদের মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে সুয়ূতীর জবাব হচ্ছে যে, ইমাম গাযালী[২৮] (জন্মঃ ৪৫০/১০৫৮, মৃঃ ৫০৫/১১১১) নিজেই আল মুনকীয মিন-আল-দালাল'[২৯] নামক গ্রন্থে মুজাদ্দিদ হবার দাবী করেছেন। ইব্‌ন কারকী আরও বলেন যে, জনগণ সুয়ূতীর দাবী মেনে নেয়নি, বরং তাঁর এ দাবীর কারণে তাকে নিন্দা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আস্‌-সুয়ূতীর বক্তব্য হচ্ছে যে, প্রত্যেক পণ্ডিত ব্যক্তিরই শত্রু আছে। পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সুতরাং আস্‌-সুয়ূতীর এ দাবীরও সমালোচনা হতে পারে।

'আল্লামা-সুয়ূতী এ ধরণের অভিযোগকে নিছক নির্বুদ্ধিতাবলে আখ্যায়িত করেন। কারণ, তিনি 'কালমান ওয়া ফামান' (qalman wa faman) দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের বুঝাতে চান যার। ফাতওয়া লিখেন, **বই** পত্র লিখেন এবং শিক্ষকতা করেন।

অধিকন্তু, ইব্‌ন কারকী আরো অভিযোগ করেন, সুয়ূতী (রঃ) সারা জীবন অন্যের কুৎসা রচনা করেছেন, এ ব্যাপরে অনেক পুস্তিকাও লিখেছেন। এর জবাবে 'আল্লামা-সুয়ূতী বলেন, এ পুস্তিকাগুলোর উদ্দেশ্য হলো–

---

২৮. ইমাম গাজালীঃতাঁর পূর্ণ– নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত্‌-তুসী আশ শাফি'ঈ। তিনি ছিলেন ইসলাম জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তা নায়ক এবং ধর্ম শাস্ত্রবীদ।

দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৩৭৫।

২৯. আলমুন কিয মিনা'দ্‌-দালালঃ উহা ৫০০ হিজরীর পরে রচিত, (Translated by Barbier de Meynard in J. A. Vii. Vol. ix) এই গ্রন্থখানির একখানির বঙ্গানুদ, "সত্যের সন্ধানে" নামে বাংলা প্রকাডেমী, ঢাকা হইতে ১৯৬৩ খৃঃ এ প্রকাশিত ইইয়াছে।

দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

যারা ভুলের মধ্যেই নিমর্জিত রয়েছে তাদেরকে সংশোধন করা এবং প্রকৃত সত্য উন্মোচন করা। আর এটি হচ্ছে একজন মুজাদ্দিদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব যা দ্বারা পুরস্কৃত হওয়া যাবে।

'ইবন্ কারকী' আরও বলেন, যেহেতু 'ইমাম সুয়ূতীর মাতা পারস্যের অধিবাসী, সেহেতু তিনি সার্কাসীয়ান। এর প্রতুত্তরে ইমাম সুয়ূতী বলেন, কোন ব্যক্তির বংশ মর্যদা নির্মিত হয় তাঁর পিতার পূর্ব পুরুষদের দ্বারা, মাতার পূর্ব পুরুষদের দ্বারা নয়। অধিকন্তু , পণ্ডিতগণের মতে, জাতীয় মহান ব্যক্তিত্বদের জন্ম সাধারণতঃ বিদেশী পত্নীদের গর্ভে। আর এটা স্বভাবিক যে, 'আরব পিতা এবং অনারব মাতার সম্মিলনে সন্তান অনেক বেশী বৈশিষ্ট মণ্ডিত হয়। এতে 'আরবের গর্ব ও অনারবরে চাতুরতার সম্মিলন ঘটে। চেহারাও হয় অনেক সুন্দর। দৈহিক গঠনও হয় তার চমৎকার। আস্-সুয়ূতীর পিতা হচ্ছেন কামালুদ্দীন যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব। কারণ তিনি ছিলেন আসহাবে রাসূলের (সাঃ) বংশধর। এক্ষেত্রে ইব্ন কারকীর অভিযোগটা অস্পষ্ট মনে হয়। কারণ 'আল্লামা সাখাভীর মতে, ইব্ন কারকীর মাতা ও একজন সার্কাসীয়ান।

জাওযারীর সাথে ইমাম সুয়ূতীর বিতর্ক প্রসঙ্গে ইব্ন কারকী বলেন, তিনি সুয়ূতীর (রঃ) সিদ্ধান্তের বিপরীত অনেক বক্তব্য পেশ করেছেন। সুয়ূতীর মতে এটি একটি মিথ্যা অপবাদ মাত্র। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে যে, ইব্ন কারকী নিজেও জানতেন না যে, বিতর্কিত বিষয় গুলো কী কী ছিল। যা হোক, আল-জাওযারী এমন কি তার ছাত্রগণও ইব্ন কারকীর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। যদি হাদীসে এমন কিছু পেতেন যা সুয়ূতীর মতামতের পরিপন্থী, তবে তারা সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করতেন। আর এটাও ঠিক যে, সুয়ূতীর এ উত্তর কেউ খণ্ডন করতে পারেননি।

ইব্ন কারকী সুয়ূতীর (র) দারিদ্রের সুযোগে তাকে খাট করার চেষ্টা করেছেন। অথচ সুয়ূতী এ দারিদ্রকে আল্লাহ্র রহমত হিসেবে বর্ণনা করেন। আস্-সুয়ূতীর মতে, ইবন্ কারকী তার সম্পদের মিথ্যা গর্ব করতেন।

ইমাম সুয়ূতী আরো অভিযোগ করেন যে, ইব্ন কারকীর কাছে জনগণ দলে দলে যেত ফাতওয়া বা কোন কিছু সম্পর্কে জানার জন্য নয় বরং পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ তার কাছ থেকে ক্ষয়-ক্ষতির আশংকাও করতেন। তাকে এমন একটা গুপ্ত স্থানের সাথে তুলনা করা যায়, যেখানে লোকজন তাদের প্রয়োজন মিটাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর একথা বিদালোকের ন্যায় সুপ্রতিভাত যে, আস্-সুয়ূতী কেবল তার কাছেই নয় বরং অন্য কারো কাছে কস্মিন কালেও কোনরূপ সাহায্য কামনা করেননি। এর দ্বারা মূলতঃ একজন ব্যক্তির মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আস্-সুয়ূতী তাঁর সমসাময়িকদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিলেন। এ দাবীর ফলে তার সমসাময়িকরা তার চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে। তাদের অভিযোগ গুলোর মধ্যে সাহিত্য চুরি, নিষ্ঠুরতা, প্রতারনা, অহমিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া তাঁর পরিবার ও প্রতিপালন নিয়ে কুৎসা রটনা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। এতদসত্বেও তিনি তার আলোচনার মাধ্যমে তাঁর শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করেন।

অবশ্য একথাও অস্বীকার কারার কোন উপায় নেই যে, তাঁর আক্রমনাত্মক মনোভাবের কারণে কিছুটা হলেও তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

'উলূমুল্-কুর'আন

'উলূমুল কুর'আন'-এর পরিচিতি

'উলূম (علوم)-এর সংজ্ঞা ঃ (علوم) শব্দ 'ইলম (علم) এর বহুচন। 'ইলম এর আভিধানিক অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা এবং নিশ্চিত ভাবে জানা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর আয়াত ও নিদর্শনাবলী এবং মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী অনুধাবন করার নাম 'ইল্ম।[১] ইমাম গাযালী [২] (রঃ) ও 'ইলমের অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন-[৩]

قَدْ كَانَ الْعِلْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْعِلْمِ بِاللهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ وَبِافْعَالِهِ فِى عِبَادِهِ وَخَلْقِهِ

-'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনাবলী এবং বান্দা ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভকে 'ইল্ম বলা হয়।'

---

১. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমু'ল-কুর'আন, ১ম খণ্ড (রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২০০০) পৃ. ১।
দ্রঃ 'আব্দুল 'আযীম যারকানী, মানাহিলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

২. তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে- মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আত্-তূসী-আশ্-শাফি'ঈ। তাঁর উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম ও যায়নুদ্দীন। কুনিয়াত আবূ হামিদ। তিনি খুরাসানের তুস শহরের তবরান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জুরজানে আবূ নসর ইসমা'ঈলী (রাঃ) এর নিকট শিক্ষার্জনের পর আবুল-মা'আলী আল জুও'আনী (রঃ) এর নিকট জ্ঞানর্জন করেন। নিযামুল মুলূকের আহবানে বাগদাদের নিযামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তিনি হিজায গমন করেন এবং হজ্জ সমাপনের পর সূদীর্ঘ দশ বছর যাবত দামেস্কে অবস্থান করেন। এর পর বায়তুল মুকাদ্দাস ও ইস্কানদারিয়া ভ্রমন করে তুস-এ প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর ওযীর ফখরুদ্দীন ইব্ন নিযামুল মুলূকের আহবানে তিনি নায়সাপুরের নিযামিয়ায় যোগদান করেন। পরিশেষে তিনি জন্মভূমি তাবরানে প্রত্যাবর্তন করে 'ইবাদতে মগ্ন হন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, কালাম শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক এবং সুবিখ্যাত সুফী। তাঁর যুগ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ، تحفة الفلاسفة
الحصن الحصين ، إحياء علوالدين ،الرجب المستصفى

দ্রঃ ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমু'ল-কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১; 'ওমর রিযা কাহ্হালাহ্, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৭১-৬৭৩; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৬-৫৮৮; সুবকী, তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০১-১৮২।

৩. ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

মিরকাত প্রণেতা 'ইলমের কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।[৪]

১. "هُوَ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّئِى فِى الْعَقْلِ" -'কোন বস্তুর আকৃতি স্মৃতি পটে অর্জিত হওয়া।'

২. "اَلصُّوْرَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّئِى عِنْدَ الْعَقْلِ" -'স্মৃতি পটে কোন বস্তুর অর্জিত প্রতিচ্ছবিকে علم বলা হয়।'

৩. "الحاضِرُ عِنْدَ المُدْرِك" -'বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিষয়কে علم বলা হয়।'

৪. "قُبُوْلُ النَّفْسِ لِتِلْكَ الصُّوْرَة" -'কোন বস্তুর ছবিকে অন্তর দ্বারা গ্রহণ করাকে علم বলা হয়।'

৫. "اِلْاِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُوْم" -'জ্ঞানী ও জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যস্থিত সম্পর্ককে 'ইল্‌ম বলা হয়।'

মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, "العلم هو ادراك الشئ حقيقته"

অর্থাৎ- বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে অবগতি লাভ করাকে 'ইল্‌ম বলা হয়।

আল্‌ কুরআ'নের সংজ্ঞা

আল্‌-কুর'আন (القران)[৫] শব্দটি মাস্‌দার (مصدر)। এটা কিরা'আতুন (قراءة)-এর সমার্থবোধক। অর্থ- পাঠ করা।[৬]

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,[৭] . اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْآنَه - فَاِذَا قَرَأنَه فَاتَّبِعْ قُرْآنَه

'উহার সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।

কুর'আন শব্দকে (مقروء) অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ পঠিত। কুর'আন মাজীদ দুনিয়ার সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই তাকে কুর'আন বলা হয়। কারো করো মতে, কুর'আন শব্দটি

---

৫. 'আরবী "قران" শব্দটি قرء - يقرأ বাবে فتح- يفتح ক্রিয়ার মাসদার আয-যুজাজের মতে, বাবে نصر - ينصر এর ক্রিয়া মূল (مصدر)। قرأ - يقرأ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল (مصدر) তিন ভাবে হয়ে হয়ে থাকেঃ ১.আল-লিহ্‌ইয়ানীর মতে, قرءٌ ২. قراءة এবং ৩. قرانٌ এই ক্রিয়াটি মূলে সকর্মক (متعدى) হলেও কোন কোন সময় স-কর্মক অর্থ প্রকাশের জন্য এর সঙ্গে "ب" বর্ণযুক্ত হয়। যেমন, قرأ القران (সে কুর'আন পাঠ করেছে)। এই একই অর্থে আবার - قرأ بالقران ও ব্যবহার হয়।

৬. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, উলু'মুল-কুর'আন, (প্রাগুক্ত) ১ম খণ্ড, পৃ. ২।

৭. আল-কুর'আন, সূরা-আল কিয়ামাহ, আয়াত, ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

কারউন (قرء) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জমা করা, একত্রিত করা, কুর'আন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সার বস্তু এবং পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্রিত করা হয়েছে বলে তাকে কুর'আন বলা হয়।[৮]

আলিমগণ আল-কুর'আন (القرآن) শব্দের বিশ্লেষণে কয়েকটি মত প্রদান করেছেন, কারো কারো মতে, আল-কুর'আন শব্দ مهموز (হামযাযুক্ত) আবার কারো মতে, তা مهموز নয়।[৯]

---

৮. মানাহিলুল-'ইরফান, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬; বাসাইরু যাবিত তাস্‌যীয ফী লাতাইফি'ল কিতাবিল 'আযীম, আল-ফীরুয আবদী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬২-৬৩।

এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

যেমন তিনি বলেন ঃ

"إختلف القائلون بانه مهموز فقال قول منهم اللحياني: هو مصدر لقرأت كالرجحان والغفران، سمى به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر، وقال اخرون منهم الزجاج : هو وصف على فعلان مشتق من القرء المبنى الجمع، ومنه قرأت الماء فى الحوض اى جمعته - قال ابو عبيدة: وسمى بذالك لانه جمع السور بعضها الى بعض - وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قران ولا لجمع كل كلام قران قال وإنما سمى قرأنا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفه المنزلة - وقيل لانه جمع انواع العلوم كلها -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮; কুরআন পরিচিতি, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ) পৃ. ৩১।

৯. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, উলু'মুল-কুর'আন, (প্রাগুক্ত), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র) এর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

"أما القرأن فاختلف فيه، فقال جماعة: هواسم علم غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز، وبه قرأ إبن كثير وهو مروى عن الشافعى، اخرج البيهقى والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يميز قراءة ولا يهمز القرأن ويقول" القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يوخذ من قراءة ولكنه إسم لكتاب الله مثل التوراة والانجيل - وقال قوم منهم الاشعرى، هو مشتق من قرنت الشئى بالبشىء: إذا ضممت أحدهما الى الاخر - وسمى به القرأن السور والايات والحروف فيه - وقال الفراء: هو مشتق من القرآن - لان الايات منه يصدق بعضها لبعض ويشا به بعضها بعضا وهى قرآن - وعلى القولين بلاهمز أيضا ونونه أصلية - وقال الزجاج: هذا القول سهو، والصحيح ان ترك المهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة المهمز الى الساكن قبلها -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন ইমাম একে হাম্‌যা ছাড়া উল্লেখ করেছেন। সে অবস্থায় এর অর্থ হবে قرنت الشئ بالشئ অর্থাৎ– কোন একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা। ইমাম শাফি'ঈ (রঃ), ফার্‌রা ও আবুল-হাসান একে হামযা ছাড়া উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ এও বলেছেন যে, কুর'আন (قُرْآن) শব্দটি হামযা যুক্ত নয় এবং অন্য কোন শব্দ হতে গঠিত ও নয়, বরং এটি হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ,যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, কুর'আন (قران) শব্দটিকে যদি (قراء) ক্রিয়ামূল (مصدر) হতে উদ্ভূত বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে পাঠ করা হয় এমন সব জিনিষকেই কুর'আন নামে অভিহিত করতে হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে তাওরাত, যবূর ও ইনজীল যেমন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণী ছিল, তেমনই কুর'আন ও আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণী।

আয-যুজাজ (আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ সারী, মৃঃ ৩১১/৯২৩) আল-লিইয়ানী (আবুল-হাসান 'আলী ইবনু'ল হাই লুগাবী, মৃঃ ৩১৫/৯২৭) এবং 'আলিমগণের একটি বৃহৎ দল একে হামযা সহ পাঠ করেন। আয-যুজাজের মতে, মৃঃ ৩১১ হিঃ قُرْآنٌ শব্দটি فُعْلَانٌ এর সম ওযনের। যেমন– غفران، رحجان ইত্যাদি এবং قَرْءٌ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, সান্নিবেশ করা।[১০]

আল-লিহয়ানী বলেন, কুর'আন (قران) শব্দটি হামযা যুক্ত এবং قرأ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল (مصدر) তাঁর মতে قران শব্দটি غُفْرَانٌ শব্দের সমওযনের। এটি قُرأ শব্দ হতে গঠিত এবং এর অর্থ মাসদারকে مفعول অর্থে গ্রহণ করতঃ এখানে কুর'আনকে مقروء অর্থাৎ– পঠিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটাই সঠিক। কেননা শব্দের বিচারে قُرْآنٌ শব্দটি ক্রিয়ামূল (مصدر) এবং কিরা'আতের (قرائة) সমার্থবোধক।[১১] যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ[১২]

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه - فَاذَا قَرَأْنَاه فَاتَّبِعْ قُرْآنَه -

–'উহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন উহা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।'

---

১০. ডঃ সুবহী সালিহ, মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন, পৃ. ১৯।

১১. মূল 'আরবী, أنه مصدر مهموز بوزنالغفران مشتق من قرأ بمعنى تلا - تسمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر والاخير أقوى الاراء وارجحها - فالقرآن فى للغة مصدر - مرادف للقرائة -

পূর্বোক্ত পৃ. ১৯।

১২. সূরা আল-কিয়ামাহ ঃ আয়াত ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুর'আনে ৬৬ বার কুর'আন (قُرْاٰن) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

" ق ـ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ "[১৩] "কাফ-শপথ সম্মানিত কুর'আনের"।

"اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ"[১৪] "দয়াময় আল্লাহ্" তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুর'আন।

"اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ"[১৫] "নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুর'আন।"

"وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً"[১৬] "এবং কুর'আন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে"।

পরিভাষায়ঃ-

هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبياء والمر سلين ـ بواسطة ـ الامين جبريل عليه السلام، المكتوب فى المصا حف، المنقول الينا بالتواتر لمتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة، المتختم بسورة الناس ـ

–"কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম, যার মুকাবিলায় সবাই অক্ষম। হযরত জিব্রা'ঈল আমীনের মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসূলের ওপর এটি অবতীর্ণ। মুসহাফ্ সমূহে এটি লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত এর প্রারম্ভ সূরা ফাতিহা দ্বারা, আর সমাপ্তি সূরা নাস এর মাধ্যমে"।[১৭]

মূলত! তাফসীরবিদগণ আল্-কুর'আনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো ঃ

আহমদ মোল্লাজিওন বলেন,

اَلْكِتَابُ هُوَ الْقُرْاٰنُ الْمُنْزَلُ عَلَى الرَّسُوْلِ صلى الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمصاحف الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقلاً مُتَوَاتِراً بِلاَ شُبْهَة ـ

–'মহাগ্রন্থ হচ্ছে আল-কুর'আন, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর অবতারিত এবং যা মুসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর তা রাসূল (সাঃ) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।"[১৮]

---

১৩. আল-কুর'আন ঃ ৫০ ঃ ১-২।

১৪. আল-কুরআন ঃ ৫৫ ঃ১-২।

১৫. আল-কুরআন ঃ ৫৬ ঃ ৭৭।

১৬. আল-কুরআন ঃ ৭৩ ঃ ৪।

১৭. মুহাম্মদ 'আলী সাবূনী, আত তিবইয়ান ফী 'উলূমি'ল কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

১৮. 'আহমদ মোল্লাজিওন, নূরুল-আনওয়ার, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

২. 'আল্লামা 'আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাক বলেন ,

القران هو كلام الله الذى نزل به روح الامين على قلب رسول االله محمد بن عبد الله بالفاظ العربية ومعا نيها الخفة المبدؤ بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس ـ المنقول الينا بالتواتر وإنه محفوظ من الزيادة والنقصان ـ

–"আল্-কুর'আন ইহা মহান আল্লাহ্র বাণী যা হযরত জীব্রাঈল আমীন ফিরিশতা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ইবন্ 'আব্দিল্লাহ্ এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। তার ভাষা 'আরবী। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা হচ্ছে সূরাতুন্-নাস, যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে অকাট্য মুতাওয়াতির বর্ণনা সুত্রে আর তা অবশ্যই যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন হতে সম্পূর্ণরুপে সুরক্ষিত"।[১৯]

৩. 'আল্লামা মুফতি 'আমীমুল ইহ্সানের তাষায়–

الكتاب القران المنزل على سيدنا محمد (ص) للا عجاز بسورة منه ـ

–'কুর'আন মাজীদ এমন আসমানী কিতাব, যা আমাদের নেতা নবী করীম (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ, যার একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম।'

'উলূমু'ল-কুর'আন এর সংজ্ঞা

'উলূমুল-কুর'আন বলতে বুঝায় কুর'আন মাজীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে। যেমন-কুর'আনের অবতরণ, সংরক্ষণ, সংকলন, আয়াত ও সূরার তারতীব (ক্রমবিন্যাস), 'আসবাবুন্-নুযূল (অবতরনের কারণ), মাক্কী, মাদানী, নাসিখ (খণ্ডনকারী) মানসূখ (খণ্ডিত), মুহাকাম (সুষ্পষ্ট), মুতাশাবিহ্ (রূপক), ই'জাযু'ল-কুর'আন (কুর'আনের মুকাবিলায় অক্ষমতা), ওহী (প্রত্যাদেশ), আকসামু'ল-কুর'আন (কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের শপথ), আমসালু'ল-কুর'আন (কুরআনের উপমা) ইত্যাদি বিষয়। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বহু বিষয় 'উলূমু'ল কুরআনের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রকে ও এর মধ্যে গণ্য করেছেন।[২০] আবূ বকর ইবনু'ল 'আরাবী ৭৭,৪৫০ (সাতাত্তর হাজার চারশত পঞ্চাশ) টি বিষয় 'উলূমু'ল-কুর'আনের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

'আল্লামা যারকাশী বলেন, أمُّ عُلُوْمِ الْقُرْآن ثَلَاثَةُ اَقْسَا مٍ : تَوحِيْدٌ، وَتَذْكِيْرٌ وأحكام ـ

অর্থাৎ– 'উলূমুল্-কুর'আনের মূল বিষয়গুলো তিন ভাগে বিভক্ত। তাওহীদ, তায্কীর এবং আহকাম।

---

১৯. 'আল্লামা 'আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাক।

২০. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী আল-ইতকান-ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭; ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ 'উলূমু'ল-কুর'আন, (প্রাগুক্ত) ১ম খণ্ড, পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর সকল কর্ম তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, ভয় প্রদর্শন, জান্নাত, জাহান্নাম, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী তাযকীরের অন্তর্ভূক্ত। শরী'আতের সকল বিধান, নির্দেশ ও নিষেধাবলী আহকামের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

'উলূমুল কুর'আনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবীগণ কুর'আন মাজীদের 'উলূম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু তাঁদের যুগে এটি একটি বিষয়ের রূপ লাভ করেনি। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী লাভ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই মহানবীর (সাঃ) বক্ষে এ ওহীর সংরক্ষণ, তাঁর মুখ দিয়ে এর তিলাওয়াত ও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ -

–'তাড়াতাড়ী শিখে নেয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ-আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুণ। এরপর এর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।'[২২]

ওহী নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সাঃ) তা সাহাবীগণের নিকট পৌঁছাতেন। তিনি তাদের ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। এতে সাহাবীগণ সুন্দরভাবে তা গ্রহণ ও হিফয্ করতে পারতেন। অর্থ অনুধাবন করতেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে সাহাবীগণের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -

–'আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে; যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।'[২৩] সাহাবীগণ ঐ যুগে পূর্ণ 'আরবীয় গুনে গুনান্বিত ছিলেন, তাঁরা তীক্ষ্ণ স্বরণ শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। কুর'আনের বর্ণনা ভংগি ও ভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তাঁরা সহজভাবে 'উলূমুল কুর'আন এবং তার মু'জিযা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

---

২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্ যারকাশী, আল-বুরহান ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮; ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

২২. সূরা আল-কিয়ামাহ্ ঃ ১৬-১৯।

২৩. সূরা নাহ্‌ল ঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। তখন লেখার সামগ্রী ছিল নগন্য। এছাড়া নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবীগণকে কুর'আন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধ ও করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

لَاتَكْتُبُوْا عَنِّى وَمَنْ كَتَبَ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيُمْحِهٗ وَحَدِّثُوْا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

"তোমরা আমার থেকে (হাদীস) লিপিবদ্ধ করোনা। যে কুর'আন ছাড়া অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে, সে যেন তা মিটিয়ে দেয়। তোমরা আমার থেকে বর্ণনা কর। তাতে কোন দোষ নেই। যে আমার উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তৈরী করে নেয়"।[২৪]

কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের ভয়ে সাহাবীগণ কুর'আন ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেননি। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং উমর ফারুক (রাঃ) এর যুগও এভাবে অতিক্রান্ত হয়।

হযরত 'উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে আবূবকর (রাঃ) এর সময়ে লিপিবদ্ধ কুর'আন মাজীদকে কপি করে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণের নির্দেশ দেন। এ কপি ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহে কুর'আন মাজীদ খন্ডাকারে যার নিকট যা লিপিবদ্ধ ছিল– তা তিনি জ্বালিয়ে দেন। এভাবে তিনি 'ইলমু রুসমি'ল-কুর'আন (علم رسم القران) এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

'আরবী পঠনে 'আরব ও 'আজমদের দুর্বলতা লক্ষ্য করে হযরত 'আলী (রাঃ) আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে 'আরবী ব্যাকরণের মৌলিক নীতিমালা রচনার নির্দেশ দান করেন। এতে 'ইলমুন নাহ্ (علم النحو) এর সূচনা হয়। এরই অনুসরণে 'ইলমু ই'রাবিল কুর'আন (علم اعراب القران) এর ভিত্তি স্থাপিত হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীন এবং বনু উমাইয়্যার যুগে উল্লেখযোগ্য সাহাবী ও তাবি'ঈগন কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দান করতেন। তবে সেগুলো কোন বিষয় আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। সাহাবীগনের মধ্যে চার খলীফা, ইব্ন 'আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাস'উদ (রাঃ), যায়দ ইব্ন ছাবিত (রাঃ), আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) ও 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রাঃ) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাবে'ঈগণের মধ্যে মুজাহিদ (রাঃ), 'আতা (রঃ), 'ইকরামা (রঃ), কাতাদা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রঃ) ও যায়দ ইব্ন আসলাম (রঃ) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ সকল সাহাবী ও তাবে'ঈগণের সময় 'ইলমুত্-তাফসীর, 'ইল্ম-আসবাবিন্-নুযূল, 'ইলমুননাসিখ ওয়াল-মানসূখ, 'ইল্মু গারীবিল-কুর'আন প্রভৃতি বিষয়ের সূচনা হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'উলূমুল-কুর'আনের উপর গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। এ সময়ে রচিত গ্রন্থ সমূহ মূলতঃ তাফসীরের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। এ যুগের তাফ্সীর রচয়িতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– শু'বা

---

২৪. ইমাম মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ, সহীহ্ মুসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন হাজ্জাজ (মৃঃ ১৬০ হিঃ), সুফইয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না (মৃঃ১৯৮ হিঃ) এবং ওয়াকী' ইব্‌ন জার্‌রাহ (মৃঃ ১৯৭ হিঃ)। এরপর তাফসীর শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্‌-তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ)।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে ইমাম বুখারীর উস্‌তাদ 'আলী ইবনুল-মাদীনী (মৃঃ ২২৫/৮৩৯) আসবাবু'ন্‌-নুযূল বিষয়ের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম 'নাসিখ ও মানসূখ', 'আল-কিরাআত' [গারীবু'ল-কুর'আন] এবং "ফাদা'ইলু'ল-কুর'আন" বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেন।[২৫]

'ইলমুল-কুর'আনের উপর সামষ্টিকভাবে গবেষণার সূচনা হয় এ সময়েই, ইতোপূর্বে কুর'আনের এক একটি বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক পুস্তক লেখা হত। সুতরাং সর্বপ্রথম মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাক আল-মুহাওয়্যালী (المحولى) (মৃঃ ৩০৯/৯২১) 'উলূমুল কুর'আনের উপর সাতাইশ খণ্ডে বিভক্ত করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা "আল্‌ হাবী ফী 'উলূমিল কুর'আন" নামে পরিচিত।[২৬]

চতুর্থ হিজরী শতাব্দী ঃ এ শতাব্দীতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ রচিত হয় ঃ (১) হাফিজ আহম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার আল-মুনাদী (মৃঃ ৩৩৬/৯৪৭) 'উলুমূল-কুর'আন বিষয়ে কম-বেশী চারশত স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেন। ইবনু'ল জাওযী এসব পুস্তকের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক পুস্তক দেখেছিলেন।[২৭]

(২) [আবূ বকর] মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আযীয ইবনু'ল-'আযীযী আস্‌-সিজিস্‌তানী (মৃঃ ৩৩০/৯৪১) "গারীবু'ল-কুর'আন" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। আস্‌-সুয়ূতী (র) বলেন, আস্‌-সিজিস্‌তানী ও তাঁর উস্তাদ আবূ বকর ইবনুল-আন্‌বারী এ পুস্তক রচনার কাজে পনের বৎসর কাল ব্যয় করেন।[২৮]

(৩) আবূ মুহাম্মদ আল-কাসসাব মুহাম্মদ ইবন্‌ 'আলী আল কারখী (মৃঃ ৩৬০/৯৭০) রচনা করেন 'নুকাতুল্‌-কুর'আন (نكت القران)।

(৪) মুহাম্মদ ইবন্‌ 'আলী আল-উদ্‌ফুভী (الادفوى) (মৃঃ ৩৮৮/৯৯৮) "আল-ইস্‌তিগনা ফী তাফসীরিল-কুর'আন" নামক বিশ খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পঞ্চম শতাব্দী ঃ (১) 'আলী ইবন্‌ ইব্রাহীম ইব্‌ন সা'ঈদ আল-হাওফী আল-মিসরী (মৃঃ৪৩০/১০৩৪) "আল-বুরহান ফী তাফ্‌সীরিল-কুর'আন ও "ই'রাবুল কুর'আন" (দশ খণ্ডে) নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা

২৫. তাযকিরাতুল- হুফ্‌ফাজ, পৃ. ১৫; এবং শাখাতু'য্‌- যাহাব; ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

২৬. মু'জামু'ল-উদাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; ইবনু'ন্‌-নাদীম আল-ফিহ্‌রিস্ত।

২৭. কিতাবু'ল মুনতাজিম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।

২৮. বুগয়াতু'ল-উ'আত, পৃ. ৭১; আদ-দাউদী, তাবাকাতুল-মুফাসসিরীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[২৯]

(২) আবূ 'আমর 'উসমান ইব্‌ন সা'ঈদ আদ-দানী (মৃঃ ৪৪৪/১০৫২) "আত-তাফসীর ফি'ল-কিরাআতিস্-সাব'আ" এবং "কিতাবু'ন্-নুকাত" নামক দু'টি পুস্তক রচনা করেন।

(৩) আবূ-নাস্‌র মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন 'আলী আল-মারওয়াযী আল্-কুরকানজী (মৃঃ ৪৮৪/ ১০৯১) "আত্-তাযকিরা লি-আজলিত তাবসিরা" এবং "আল-মু'আওয়্যাল" (المعول) এ দু'টি পুস্তক রচনা করেন। হাফিয 'আব্দুল করীম আস সাম'আনী "কিতাবুল মুযায়্যিল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ পুস্তক দু'টি 'উলূমুল-কুর'আনের উপর লিখিত।[৩০]

(৪) প্রখ্যাত ভাষাবিদ রাগিব আল্-ইস্‌ফাহানী (মৃঃ ৫০২/১১০৮) তাঁর তাফসীরের একটি ভূমিকা রচনা করেছেন। এতে তিনি 'উলূম'ল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা "মুকাদ্দিমাতু'ত্-তাফসীর" নামে "তানযীহু'ল-কুর'আন-এর সাথে কায়রো হতে এবং বর্তমানে করাচী হতে "মুফরাদাতুল-কুর'আন" এর সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ (১) 'আব্দুর-রহমান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ আস-সুহায়লী (মৃঃ ৫১৮/১১৮৫) "মুবহামাতুল কুর'আন" রচনা করেন। "কাশফুয্-যুনূন"-এর লেখক একে "আত-তা'রীফ ওয়া'ল-ই'লাম-বিমা ফি'ল-কুর'আন মিনা'ল আস্‌মা ওয়া'ল-আ'লাম- (التعريف والاعلام بما فى القران من الاسماء والاعلام) নামে 'উল্লেখ করেছেন।[৩১]

(২) 'আল্লামা ইবনু'ল জাওযী (মৃঃ ৫০৭/১২০০) "ফুনূনু'ল-আফনান ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন (فنون الافنان فى علوم القران) রচনা করেন।[৩২]

সপ্তম শতাব্দী ঃ (১) শায়খু'ল ইসলাম আবূ মুহাম্মদ 'আব্দু'ল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদি'স্-সালাম (সুলতানু'ল-'উলামা' নামে খ্যাত, (মৃঃ ৬৬০/১২৬১) "মাজাযু'ল-কুর'আন" বিষয়ে আল-ইশারা

---

২৯. হুসনু'ল-মুহাযারাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮; আনবাহু'র্ রুওয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯; আদ দাউদী। তাবাকাতুল-মুফাসসিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

৩০. মু'জামু'ল উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।

৩১. কায়রো, দারুল-কুতুব ও তায়মূরিয়া-লাইব্রেরীতে এ পুস্তকের একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।
দ্রঃ আনবাহুর-রুওয়াত; ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬; তাবাকাতু'ল মুফাসসিরীন, ১ম খণ্ড, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৬৭।

৩২. উক্ত গ্রন্থের ফটোকপি ইসলামাবাদের সেন্ট্রাল ইসলামিক রিচার্স ইন্সটিটিউটে সংরক্ষিত রয়েছে এ ছাড়া 'উলূমু'ল-কুর'আন সম্পর্কে আল-মুগ্‌নী নামক গ্রন্থটি রয়েছে।

৩৩. এটি মিসর হতে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রঃ তাবাকাতু'শ্-শাফি'ঈয়্যা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮০; শাযারাতু'য্- যাহাব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইলা'ল-'ঈজায ফী বা'দি আনওয়া'ইল-মাজায (الاشارة الى الايجاز فى بعد انواع المجاز) নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৩]

(২) 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিস-সামাদ আস্-সাখাভী (মৃঃ ৬৪৩/১২৪৫) 'ইলমু'ল-কিরাআত বিষয়ে জামালুল্-কুররা (جمال القرا) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৪]

(৩) শিহাবুদ্দীন আবূ শামাহ 'আবদুর-রহমান-মুকাদ্দাসী (মৃঃ৬৬৫/১২৬৬) 'উলূমু'ল-কুর'আন বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম "আল-মুরশিদু'ল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল-কুর'আনি'=ল-আযীয" (المرشد الوجيز فى علوم القران العزيز)[৩৫]

এ শতাব্দীতে 'উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত কয়েকটি নুতন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যেমন– বাদা'ই'উল-কুর'আন, হুজাজু'ল-কুর'আন, আকসামু'ল কুর'আন, আমসালু'ল কুর'আন। এ সকল শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কুর'আনের খণ্ড খণ্ড শাস্ত্র সমূহকে সন্নিবেশিত করা।

অষ্টম শতাব্দী ঃ (১) ইমাম বাদরু'দ-দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আয্-যারকাশী (মৃঃ ৭৯০/১৩৮৮)" "আল-বুরহান ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন" রচনা করেন। এ গ্রন্থে পত্রি কুর'আনের ৪৭ টি শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি আলোচ্য বিষয়ের অত্যন্ত সফল রচনা এবং এটাই ছিল আস-সুয়ূতীর "আল-ইত্কান ফী-'উলূমি'ল-কুর'অনের" ভিত্তি।[৩৬]

নবম শতাব্দী ঃ (১) 'আব্দু'র রহমান ইব্ন 'উমার ইব্ন দাস্লান আবু'ল ফাদল জালালু'দ-দীন আল-বুল্কায়নী (মৃঃ ৮২৪/ ১৪২১) রচনা করেন– মাওয়াকি'উল-উলূম মিন মাওয়াকিইন নুজূম" (مواقع العلوم من مواقع النجوم)[৩৭]।

(২) মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আল-কাফীজী (মৃঃ ৮৭৯/১৪৭৪) সংকলন করেন "আত-তায়সীর ফী কাওয়া'ইদিত্-তাফ্সীর।

(৩) ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১/১৫০৫) তাঁর সুবৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ "মাজমা'উল-বাহ্‌রায়ন ওয়া মাত্লা'উল-বাদ্‌রায়ন"-এর ভূমিকায় 'উলূমু'ল-কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি

---

৩৪. আয-যারকাশী, আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

৩৫. এর একটি পাণ্ডুলিপি বায়তুল-মাকদিসের আল-বাহীরিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।
দ্রঃ ফিহবিস্ত মাখতূতাত মাকতাবা ইসকুরিয়াল প্যারিস, ১৯২৮ খ্রীঃ।

৩৬. এ গ্রন্থ খানি কায়রো হতে চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৩৭. আল-'ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন মাজীদের একশত দুইটি শাস্ত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থের মূল ভিত্তি আল-বুল্‌কায়নীকৃত গ্রন্থ মাওয়াকি'উল-'উলূম।[৩৮] এ গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আস-সুয়ূতী যখন আয-যারকাশীকৃত "আল-বুরহান" সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি একে সামনে রেখে পুনরায় শুরু হতে "মাজমা'উল-বাহরায়ন"-এর ভূমিকা লিখতে শুরু করেন যা 'আল ইতকান ফী 'উলূ'মিল কুর'আন' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর "আল-ইত্‌কান" গ্রন্থে আয্‌-যারকাশীর গ্রন্থের চেয়ে আরো ৩৩টি অধ্যায় বৃদ্ধি করে সর্বমোট আশিটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, আমি আলেচনা সংক্ষিপ্ত করেছি। অন্যথায় অধ্যায়ের সংখ্যা তিনিশত করত।

দশম শতাব্দী ঃ শায়খ 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ-শা'রানী (মৃঃ ৯৭৩/১৫৬৫) এর রচনা "আল-জাওহারুল-মাসূন ওয়া'স্‌ সির্‌রু'ল মারকূম" (الجوهر المصون والسر المرقوم)। এ গ্রন্থে কুর'আন মাজীদের তিন হাজার শাস্ত্রের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন।[৩৯]

আমরা উপরে যে সব গ্রন্থের আলোচনা করেছি, তা পূর্ববর্তী 'আলিমগণের রচিত। এতদ্‌ভিন্ন এ বিষয়ে বর্তমান যুগের বিশেষজ্ঞগণের রচিত অনেক গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে। যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সকল গ্রন্থ রচিত হয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গ্রন্থকার নাম ও তাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

(১) মুহাদ্দিস ইব্‌ন 'আকীলা শামসুদ্‌-দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-মাক্কী (মৃঃ ১১৫০/১৭৩৭) রচনা করেন "আল-ইহ্‌সান ফী 'উলূমিল-কুর'আন। এ গ্রন্থ হতে সায়্যিদ মুরতাদা আয-যুবায়দী তাঁর "তাজুল-আরূস" গ্রন্থ রচনায় সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

(২) শায়খ মুহাম্মদ-আফিন্দী 'আযমীরী (মৃঃ১১৬১/১৭৪৮) এ বিষয়ের উপর রচনা করেন– "বাদা'ই 'উ'ল- বুরহান ফী 'উলূমিল-কুর'আন"।

(৩) শায়খ তাহির আল-জাযাইরী রচনা করেন– "আত-তিবইয়ান।

(৪) শায়খ জামালু'দ-দীন আল-কাসিমী (মৃঃ ১৩৩২/১৯৭৩) রচনা করেন– "মাহাসিনু'ত-তা'বীল"।

(৫) শায়খ মুহাম্মদ 'আবদু'ল-'আজীম আয-যারকানী রচনা করেন– "মানাহিলু'ল–'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন।

(৬) শায়খ মুহাম্মদ-'আলী সালামা "মানহাজুল ফুরকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন রচনা করেন।

(৭) তান্‌তাবী জাওহারী সংকলন করেন– "আল-জাওয়াহির ফী-তাফ্‌সীরি'ল কুর'আনিল-কারীম"।

---

৩৮. এর দুটি পান্ডুলিপি কায়রোর আল্‌-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।
দ্রঃ ফিহরি স্তু মাকতাবা আল্‌-আযহারিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮, ১৩৭১ হিঃ সস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) মুসতাফা সাদিক আর রাফি'ঈ রচনা করেন–"ই'জাযু'ল্-কুর'আন"।

(৯) সায়্যিদ কুতুব শাহীদ রচনা করেন– "আত-তাসবীরু'ল ফান্নী ফিল-কুর'আন" মাশাহিদুল.কিয়ামাহ ফিল কুরআন এবং ফী যিলালিল- কুর'আন" এর ন্যায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(১০) মালিক ইব্ন নাবী রচনা করেন "আয্-যাহিরাতু'ল- কুর'আনিয়্যাহ"। এ গ্রন্থটি ওহী সম্পর্কিত মূল্যবান আলোচনা সম্বলিত।

(১১) মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্ ফারাব (মৃঃ লাহোর ১৯৫৮ খৃঃ) রচনা করেন– "নাবা'উল 'আজীয" এবং "নাযারাত্-জাদীদা ফি'ল কুর'আন"।

(১২) উস্তাদ মুহাম্মদ আল-গাযালী রচনা করেন– "নাযারাত ফিল-কুর'আন"।

(১৩) মুহাম্মাদ মুবারক (দামিশ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ বিভাগের প্রধান) রচনা করেন– "আল্-মিনহালু'ল-খালিদ"।

(১৪) সুবহী আস্-সালিহ সংকলন করেন– "মাবাহিস ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন" (গোলাম আহমাদ হারীরী কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত)।

এ ছাড়াও বর্তমান কালের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক ঃ আস-সায়্যিদ মুহাম্মদ রাশীদ রিদা, আল-ওয়াহ্য়ি'ল মুহাম্মদী জামালু'দ্-দীন আল-ফিন্দী রচিত আল-কুর'আন ওয়া'ল-'ইলম, 'আবরাস মাহমূদ আল-'আকক্বাদ-এর আল-ফালসাফাতু'ল- কুর'আনিয়া , মুহাম্মদ আল-খিদির হুসায়ন রচিত বালাগাতু'ল-কুর'আন এবং মান্নাআল-কাত্তান রচিত মাবাহিস ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন।

পাক-ভারত উপমাহাদেশের কতিপয় প্রথিতযশা 'আলিম 'উলূমুল-কুরআন বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন,

(১) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দিহলাভী (মৃঃ১১৭৬/১৭৬১) ফারসী ভাষায় রচনা করেন– "আল- ফাওযু'ল কাবীর ফী উসূলি'ত-তাফসীর"।[৪০]

(২) মু'ঈনু'দ-দীন কাহিমী কাবূবী (মৃঃ ১৩০৪/১৮৮৬)১২৮৪/১৮৬৭ সালে ফারসী ভাষায় "জিলাউ'ল -আয্হান ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন" রচনা করেন।[৪১]

(৩) নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী ১২৯০/১৮৭৩ সালে তাঁর 'আরবী তাফসীর "ফাতহু'ল-বায়ান

---

৩৯. আশ-শা'রানী, আল-মীযানু'ল কুর'বা, কায়রো সংস্করণ, পৃ. ১১; কাশফুয-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১১।

৪০. এর 'আরবী, উর্দূ ও বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুতপূর্ণ।

৪১. এটি লাখনোর-নওল বিশোর প্রেস হতে ১২৯২/১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফী মাকাসিদি'ল-কুর'আন এর ভূমিকা রচনা করেন ফারসী ভাষায়। যার নাম "ইক্সীর ফী উসূলিত তাফসীর"।[৪২]

(৪) আবু'ল-ওয়াফা ছানা'উল্লাহ অমৃতসরী 'আরবী ভাষায় "তাফসীরু'ল-কুর'আন বি-কালামি'র রাহমান" রচনা করে কুর'আন মাজীদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা উদ্ভাবন করেছেন।[৪৩]

'উলূমুল কুরআন-এর বিষয়াবলী ঃ

'উলূমুল-কুর'আন সম্পর্কিত বিষয় সমূহ অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি।

১. 'ইলমু'ত তাফসীর ঃ তাফসীর শব্দটি (ف - س - ر) فسر ধাতু মূল থেকে উদ্ভুত। 'ফাস্‌রুন' শব্দের অর্থ– উন্মুক্ত করা বা বর্ণনা করা।[৪৪]

(বাহরু'ল-মুহীত এর রচয়িতা) আবূ হায়্যান আল-আন্দালূসী তাফসীরের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

هو علم يبحث فيه عن كيفة النطق بالفاظ القران ومد لولاتها - وأحكامها الافراد ية التركيبية ومعا نيها لتى يحمل عليه حالة التر كيب وتتمات لذالك -

–'তাফসীর এমন শাস্ত্র যার মধ্যে আল-কুর'আনের শব্দাবলীর বচন পদ্ধতি, মূল অর্থ, স্বতন্ত্র অর্থ, ভাবার্থ, বাক্য বিন্যাসে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু তাফসীরের[৪৫] উল্লেখ করা হলো–

১. জামি'উল বয়ান ফী[৪৬] তাফসীরি'ল কুর'আন।

---

৪২. এ পুস্তকটি ১২৯১/১৮৭৪ সালে কানপুরের নিজামী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি আকারে ছোট হলেও তথ্য বহুল ও মূল্যাবান পুস্তক।

৪৩. এটি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন তা দুর্লভ। উর্দূ, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থাবলী ছাড়া ও 'উলূমু'ল-কুর'আন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এ সকল ভাষায় রচিত হয়েছে।

৪৪. আল-ইতকান, (প্রাগুক্ত), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

৪৫. আল্লামা যারকাশী তাফসীর শাস্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে– তাফসীর শাস্ত্রের সাহায্যে কুর'আন কারীমের অর্থ বুঝা ও জানা যায় এবং এর নির্দেশাবলী ও কল্যাণকর দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তাফসীর শাস্ত্রে বিভিন্ন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহন করা হয়ে থাকে। যেমন– 'ইলমু'ল-লুগাত (অভিধান শাস্ত্র,) 'ইলমু'ল-বয়ান (অলংকার শাস্ত্র), 'ইলমু'ন-নাহু ও সারফ (আরবী ব্যায়াকরন শাস্ত্র), 'ইলমু'ল-কিরা'আত (পঠন বিদ্যা) ইত্যাদি। তাফসীর শাস্ত্রের জন্য শান-ই নুযূল ও নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ও প্রয়োজন।

দ্রঃ আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

৪৬. তার পূর্ণ নাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী। তাযকিসতান প্রদেশের আমুল শহরে ২২৪ কিংবা ২২৫/৮৩৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (মৃঃ ৩১০/৯২৩)।

দ্রঃ আত-তাবারী, জামি'উল বয়ান ফী তাফসীরি'ল কুর'আন, কায়রো।

Dhaka University Institutional Repository

২. তাফসীরু মু'আলিমি'ত্ -তান্যীল[৪৭] (تفسير معالم التنزيل)

৩. তাফসীরু'ল-কাশ্শাফ[৪৮]

৪. মাফাতীহু'ল গায়ব[৪৯] (مفاتيح الغيب)

৫. আত-তাফসীরু'ল বায়দাবী [৫০] (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)

৬. তাফসীরু ইব্ন কাছীর[৫১] (تفسير القران العظيم)

৭. তাফ্সীরু ফাত্হি'ল-কাদীর[৫২] (تفسير فتح القدير)

৮. রুহুল মা'আনী[৫৩] (روح لمعانى)

৯. তাফ্সীরুল-মানার [৫৪]

১০. তাফ্সীরুল কুর'আন বি-কালামির রাহমান[৫৫]

১১. মাজমা'উল-বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উল বাদ্রায়ন।[৫৬]

---

৪৭. ইমাম মুহ্য়িয়ুস্-সুন্নাহ আবূ মুহাম্মদ হুসায়ন ইব্ন মাস'উদ আল ফাররা বাগাভী (মৃঃ ৫১৬/১১১১)।

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রীঃ), পৃ. ৬১২।

৪৮. 'আল্লামা মাহমূদ 'উমার-আয্-যামাখ্শারী (মৃঃ ৫৮৩/১১৪৩)।

৪৯. এটি তাফসীরে কাবীর নামে প্রসিদ্ধ, এর সংকলক হচ্ছেন, ইমাম ফখরু'দ-দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'উমার রাযী (মৃঃ ৬০৬/১২০৯)।

৫০. এ গ্রন্থের সংকলক কাযী নাসিরু'দ্দীন আবূ সা'ঈদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার-আল-বায়দাবী আশ্-শাফি'ঈ (মৃঃ ৬৮৫/১২৮৬)।

৫১. এটি একটি বৃহদাকার তাফসীর, এর রচয়িতা– আবু'ল-ফিদা 'ঈসমা'ঈল ইব্ন 'উমার আল-কুরাশী আদ্-দিমাশ্কী (মৃঃ ৭৭৪/১৩৭২)। এটি চার খণ্ডে বিভক্ত।

দ্রঃ প্রাগুক্ত।

৫২. রচয়িতা 'আল্লামা মুহাদ্দিস কাযী মুহাম্মদ ইব্ন 'আরী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আশ-শাওকানী (মৃঃ ১২৫০/১৮৩৪)।

৫৩. লেখক– 'আল্লামা মাহমূদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আলূসী আল-বাগদাদী (মৃঃ ১২৭০/১৮৪৩)।

৫৪. এটির রচয়িতা 'আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ রাশীদ রিদা তাঁর জন্ম ত্রিপোলীতে। (মৃঃ ১৩৫৪/১৯৩৫); গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। এটি ১২ খন্ডে বিভক্ত।

৫৫. এর সংকলক আবু'ল ওয়াফা ছানাউল্লাহ।

৫৬. ইমাম জালালুদ্দীন আস্ সুয়ুতী (রঃ) (মৃঃ ৯১১/১৫০৫)।

এর দুটি পান্ডুলিপি কায়রোর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

দ্রঃ ফিহরিসতুল মাকতাবা আল আযহারিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮, ১৩৭১ হিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

২. علم القراءة (**'ইলমূ'ল-কিরা'আত বা পঠন শাস্ত্র**) ঃ কিরা'আতুন (قراءة) শব্দটি মাসদার (مصدر) বা ক্রিয়া বিশেষ্য এবং এর অর্থ পড়া বা পঠন। 'ইলমু'ল কিরাআত বলতে সে শাস্ত্রকে বুঝায়- যাতে আল্-কুর'আনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, আয়াত সমূহের পঠন নীতি, এ সম্পর্কে যে মতদ্বৈধতা রয়েছে তা বর্ণনা করা হয় যেন কুর'আন মাজীদের শব্দাবলীর 'উচ্চারণে বিকৃতির আশংকা না থাকে।[৫৭]

কুর'আন মাজীদের পঠন পদ্ধতি সংরক্ষনের উদ্দেশ্যেই তা হিফয্ করা উম্মতের উপর ফারদ-ই কিফায়া। এর গুরুত্বের কথা 'আব্দু'ল কাহির জুরজানী তাঁর কিতাবুশ-শাযী গ্রন্থে এবং ''আল্লামা 'ইবাদী প্রমুখ ও উল্লেখ করেছেন। কুর'আন মাজীদের শিক্ষা দান ও ফারদ ই কিফায়া এবং ইহা সর্বোৎকৃষ্ট 'ইবাদাত। সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট, যে নিজে কুর'আন মাজীদ শিক্ষা করে এবং অপরকে ও শিক্ষা দেয়[৫৮] 'ইলমুল কিরা'আত সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম প্রদান করা হল ঃ

যেমন ঃ-

১. "কিতাবু'ল-কিরা'আত"[৫৯]

২. "কিতাবু'ল-কিরা'আত"[৬০]

৩. "কিতাবু'ল-কিরা'আত"[৬১]

৪. "মা'আনি'ল-কুর'আন"[৬২]

৫. মাজাযু'ল-কুর'আন[৬৩] (مجاز القران)

---

৫৭. আয-যারকানী, মানাহিলু'ল 'ইরফান, ১ম খণ্ড, কায়রোঃ পৃ. ৪০৫।

৫৮. আল-ইতকান, (প্রাগুক্ত), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১।

৫৯. আবূ 'আমর ইবনু'ল -আ'লা আল্ বাসরী (মৃঃ ১৫৪/৭৭০)।
দ্র ঃ ইবনুন নাদীম, আল-ফিহরিসত, পৃ. ৩০৮-৩৫৪।

৬০. এ গ্রন্থের প্রণেতা হচ্ছেন, আবান ইব্ন তাগলিব (ابن بن تغلب)।
পূর্বোক্ত।

৬১. এ গ্রন্থের প্রণেতা হচ্ছেন, মুকাতিব ইব্ন সুলায়মান।
পূর্বোক্ত।

৬২. আল-ফাররা' ছিলেন একজন আরবী বৈয়াকরণিক মৃঃ ২০৭/৮২২)
দ্র ঃ যাগ্লূস-সালাম, আসারু'ল-কুর'আন ফী তাতাব্বুরিন্ নাক্দ আল আদাবী, কায়রো ঃ পৃ. ১০।

৬৩. আবূ 'উবায়দা (মৃঃ ১০৯/৮২৪)
পূর্বোক্ত।

৬৪. এ গ্রন্থের প্রণেতা হচ্ছেন, ইব্ন কুতায়াবা। তিনি ছিলেন 'আরবী সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত সমালোচক (মৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

৬. "মুশ্‌ফিকু'ল কুর'আন"[৬৪]

৭. "আত্‌-তায়সীর ফী'ল কিরাআতি'স সাব'আ এবং কিতাবুন নুকাত[৬৫]

৮. কিতাবু'ল-জাম্‌ ওয়া'ত্‌-তাস্‌নিয়া ফিল কুর'আন[৬৬]

৯. আল-মাসাদির ফিল-কুর'আন[৬৭] (المصادر فى القران)

১০. মা ইওাফাকাত আলফাযুহু ওয়াখ্‌তালাফাত্‌ মা'আনী মিনা'ল কুর'আন[৬৮]

(ما اتفقت الفاظه واختلفت معانى من القران)

১১. দামা'ইরু'ল-কুর'আন[৬৯] (ضما ئر القران)

৩. **'উস্‌লূবু'ল কুর'আন (কুর'আনের স্টাইল)** ঃ- মুস্‌তাফা সাদিক ইব্‌ন 'আবদি'র্‌ রায্‌যাক আর-রাফি'ঈ (মৃঃ১৩৫৬/১৯৩৭) তাঁর ই'জাযু'ল কুর'আন নামক গ্রন্থে উস্‌লূবু'ল-কুর'আন শিরোনামে লিখেন ঃ

আল্‌-কুরআনের এ বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি এমন যে, তা সমগ্র 'আরবী ভাষার জন্য গৌরবের বিষয়যার কোন একটি উপাদানও অলৌকিক অনন্যতা হতে বহির্ভুত নয়। আল-কুর'আন ব্যতীত 'আরবী ভাষার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা অলৌকিক অনন্যতার দাবী রাখতে পারে। আল্‌-কুরআনের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই 'আরবরা এর মুকাবিলা ও বিরোধিতার যাবতীয় প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং এতে কোনরূপ

২৭৬/৮৮৯)।

পূর্বোক্ত।

৬৫. আবু 'আমর 'উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দানী (মৃঃ ৪৪৪/১০৫২)।

দ্র ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রীঃ), পৃ. ৬২৭।

৬৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যিয়াদ আল-ফাররা (মৃঃ ২০৭/৮২২)।

দ্র ঃ ইবনুন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৫৫।

৬৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন যিয়াদ-আল-ফাররা (মৃঃ ২০৭/৮২২)।

প্রাগুক্ত।

৬৮. আবুল-আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়ীদ-আল-মুবাররাদ (প্রখ্যাত ভাষাবিদ) (মৃঃ ২৮৫/৮৯৮)।

প্রাগুক্ত।

৬৯. আবূ 'আলী আহমাদ ইব্‌ন জা'ফর আদ-দীনা ওয়ারী (মৃঃ ২৮৯/৯০১)

প্রাগুক্ত।

৭০. যাগলুস-সালাম, আসারুল-কুর'আন-ফী-তাতাববুরিন-নাক্‌দ আল আদাবী, কায়রো, পৃ. ১০,

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি, বরং কুর'আন নিজেই তার দলীল প্রমাণ হিসেবে ভাস্বর থেকে 'আরবগণকে অক্ষম ও পঙ্গু করে দিয়েছে।[৭০] নিম্নে এ সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থের উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন ঃ-

১. উস্‌লূবু'ল কুর'আন[৭১]

২. "মা 'আনি'ল-কুর'আন"[৭২]

৩. "মাজাযু'ল-কুর'আন"[৭৩] (مجاز القران)

৪. "মশফিকু'ল-কুর'আন"[৭৪]

৪. ই'রাবু'ল-কুর'আন (শব্দ প্রকরণ ও ভাষাশাস্ত্র)

'ই'রাবু'ল-কুর'আন' বলতে বুঝায় সে শাস্ত্রকে যার মধ্যে কুর'আনের শব্দাবলীকে নাহ্‌ভ্ ও সরফের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়। যদিও ই'রাব শব্দাটি কোন শব্দের শেষ বর্ণের হরকতের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও এতে আরও কিছু ব্যাপ্তি ঘটিয়ে 'ইল্‌মু'ল ইশ্‌তিকাক (ভাষা বিজ্ঞান) কে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল শব্দের সঠিক অর্থের জ্ঞান লাভ করা। কারণ ই'রাবের সাহায্যেই অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় এবং বক্তা বা কথকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সু-স্পষ্ট হয়। আবু 'উবায়দ তাঁর ফাদা'ইল নামক গ্রন্থে হযরত 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তোমরা যেমন কুর'আন মাজীদ শিক্ষা করে থাক, তেমনি ভাবে তোমরা এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং শারী'আতের ফারদ্ ও সুন্নাহ সমূহ ও শিক্ষা করিও।[৭৫]

দ্রঃ কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৭৪-৭৫।

৭১. মুসতাফা সাদিক ইব্‌ন 'আবদি'র রায্‌যাক আর-রাফি'ঈ (মৃঃ ১৩৫৬/১৯৩৭)
দ্র ঃ কুর'আন পরিচিতি; (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৭৪।

৭২. আল-ফাররা (মৃঃ ২০৭/৮২২) এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।
দ্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৭৩. আবূ 'উবায়দা (রাঃ) (মৃঃ ১০৯/৮২৪) এ কিতাবটি রচনা করেন।
দ্র ঃ পূর্বোক্ত।

৭৪. ইব্‌ন কুতায়বা (মৃঃ ২৭৬/৮৮৯) এ গ্রন্থের রচয়িতা।
দ্র ঃ যাগুলু'স-সালাম, আসারু'ল-কুর'আন ফী তাতা'ববুরি'ন নাক্দ আল-আদাবী' কায়রো ঃ পৃ. ১০।

৭৫. আল-ইতকান, কায়রো ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১, আয-যারকাশী, আল-বুরহান; ১ম খণ্ড, পৃ.৩০১-৮; কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬-৭ খ্রীঃ)।

৭৬. আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইবনু'ন-নাদীম আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৫৭-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. 'ইল্মু'ল-ইশ্তিকাক (علم الاشتقاق) ঃ ভাষা বিজ্ঞান শব্দতত্ত্ব ঃ একে 'ইলমু'স সারফ (বর্ণ প্রকরণ) ও বলা হয়ে থাকে। এ শাস্ত্রের সাহায্যে কোন শব্দের উৎসগত অর্থ হতে বিভিন্ন অর্থ কিভাবে নির্গত হয়, তা জানা যায়। ইমাম যারকাশীর ভাষ্যানুযায়ী কোন ভাষা জানার ক্ষেত্রে সারফের প্রয়োজন নাহভের অপেক্ষা বেশী কেননা 'ইলমু'স্-সারফের মধ্যে কোন শব্দের মূল সত্তার প্রতি লক্ষ্য করা হয়, আর নাহভতে (বাক্য প্রকরণ) গুরুত্ব দেয়া হয় এর আনুসঙ্গিকতার উপর।[৭৬] এ বিষয়ের উপর কতিপয় গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. কিতাবু'ল-জাম্' 'ওয়া'ত– তাসনিয়া ফি'ল-কুর'আন[৭৭]

(كتاب الجمع والتثنيه فى القران)

ও আল্-মাসাদির ফি'ল-কুর'আন (المصادر فى القران)

২. মা ইত্তাফাকাত আলফাযুহু ওয়াখ্তালাফাত্ মা'আনীহি মিনা'ল-কুর'আন[৭৮]

(ما إتفقت الفاظة واختلفت معا نيه من القران)

৩. দামা'ইরু'ল-কুর'আন।[৭৯] (ضمائر القران)

৬. গারীবু'ল-কুর'আন (غريب القران) ঃ কুর'আন মাজীদের স্বল্প ব্যবহৃত ও কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য এ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। 'আল্লামা আয্-যারকাশী বলেন, তাফসীরকারদের জন্য এ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, অন্যথায় তাফসীর করার মত দুঃসাহস করা কারো উচিত নয়।[৮০] নিম্নে এ বিষয়ের উপর রচিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন–

১. 'গারীবু'ল-কুর'আন'[৮১]

---

৭৭. ইয়াহইয়া' ইব্ন যিয়াদ আল-ফাররা' (মৃঃ ২০৭/৮২২) এ গ্রন্থের রচয়িতা।
দ্র ঃ ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্রি, পৃ. ৫৫।

৭৮. আবু'ল-'আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন য়াযীদ আল-মুবাররদ (মৃঃ ২৮৫/৮৯৮) এ গ্রন্থের রচয়িতা।
দ্র ঃ আল ফিহ্রিসত, কায়রো ঃ পৃ. ৫৫।

৭৯. আবূ 'আলী আহমদ ইব্ন জা'ফর আদ-দীনাওয়ারী (মৃঃ ২৮৯/৯০১) এ গ্রন্থের রচয়িতা।
দ্র ঃ তাবাকাতু'ন নাহবিয়্যান ওয়া'ল-লুগাবিয়্যীন (কায়রো ঃ ১৯৫৪ খ্রীঃ), পৃ. ২৩৪।

৮০. আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩; কুর'আন-পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৭৯-৮০; ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৮১. আবান ইব্ন তাগলিব কূফী (মৃঃ ১৪১/৭৫৮) (تغلب كوفى) এ গ্রন্থের রচনা করেছেন।
দ্র ঃ কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

২. 'গারীবু'ল-কুর'আন' (এ গ্রন্থটি ছয় খন্ডে বিভক্ত)[৮২]

৩. "গারীবু'ল-কুর'আন'[৮৩] সায়্যিদ আহমাদ সরকার-এর টীকাসহ কায়রো হতে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. 'গারীবু'ল-কুর'আন'[৮৪] এ পুস্তক খানি কায়রো হতে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে।

৫. "জামি'উল-মুফরাদাত"[৮৫]

৭. আল-মাক্কী ওয়াল-মাদানী (المكى والمدنى) ঃ কুর'আন মাজীদ সকলের জন্য হিদায়াতের উৎস। সকল স্তরের মানুষের পথ প্রদর্শক। একজন দা'ঈ ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহবানকারী কি পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দিবেন, তার শিক্ষা তাকে কুর'আন মাজীদ থেকেই গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কুর'আন মাজীদের মাক্কী ও মাদানী আয়াত তাকে দা'ওয়াতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিতে পারে। এ কারণে মাক্কী মাদানী আয়াতের পরিচয় ও এর বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যকীয়।[৮৬]

<u>মাক্কী মাদানী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ঃ-</u>

(১) কুর'আন মাজীদের তাফসীর করার সময় এ জ্ঞান তাফসীর কারকদের প্রভূত সহায়তা দান করে। নাযিলের স্থান জানা থাকলে আয়াতের অর্থ অনুধাবন এবং সঠিক তাফসীর করা সহজ হয়। দুই আয়াতের অর্থে কোন বৈপরিত্য দেখা দিলে মুফাস্সিরগণ নাসিখ মানসূখ নির্ণয় করতে পারেন। কেননা, পরবর্তী আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের নাসিখ।[৮৭]

(২) এ জ্ঞানের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলার পথে দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি জানা যায়। কেননা প্রত্যেক স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাচনভঙ্গী প্রযোজ্য। অবস্থার প্রেক্ষিত রক্ষা করা অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

৮২. আবূ 'আবদি'র্ রহমান 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়হ্ইয়া আল-ইয়াযীদী (মৃঃ ২৬০/৮৭৮) এ গ্রন্থের রচয়িতা।
দ্র ঃ মু'জামু'ল-উদাবা, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ ২য় সংস্করণ, ১৯২৩ খ্রীঃ),১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৮৩. ইব্ন কুতায়বা আদ-দীনা ওয়ারী (মৃঃ ২৬৭/৮৮০) এ গ্রন্থের রচনা করেছেন।
দ্রঃ কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৮২।

৮৪. মুহাম্মদ আস্-সিজিস্তানী (মৃঃ ৩৩৫/৯৪১) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।
দ্রঃ আল-আনবারী (মৃঃ ৫৭৫/১১৭৯); নূযহাতু'ল-আলিববা ফী তাবাকাতি'ল উদাবা, (কায়রো ঃ ১২৯৪ খ্রীঃ), পৃ. ৩৮৬।

৮৫. শায়খ মুহাম্মদ মুরাদ বুখারী তাঁর এ গ্রন্থখানির লিখা সমাপ্ত করেন ১১৩১/১৭১৮ সালে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০৩ এটি বর্তমানে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ফিহরিস্ত আল মাকতাবুল-আযহারিয়্যা, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫২ খ্রীঃ), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

৮৬. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ 'উলূমু'ল কুর'আন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ৪৫।

৮৭. ডঃ মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ্, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৪৫; মান্না 'আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী 'উলূমি'ল কুর'আন, পৃ. ৫৯।

৮৮. ডঃ মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ্, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৪৬;

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন মাজীদের মাক্কী সূরা ও আয়াতে কাফির 'মুশ্‌রিকদের সাথে আপনি এক ধরনের সম্বোধন দেখতে পাবেন। মাদানী সূরা ও আয়াতে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের সাথে অন্য ধরণের খেতাব লক্ষ্য করবেন। আর মুমিন ব্যক্তিগণের সাথে ভিন্ন ধারায় কথা বলতে দেখবেন। দা'ওয়াত বিষয়ের গবেষকের জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান।[৮৮]

(৩) মাক্কী-মাদানী আয়াতের জ্ঞান দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত সম্পর্কে জানা যায়। নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় তথা মাক্কী মাদানী যুগে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কুর'আন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়। কোন্ আয়াত মাক্কী এবং কোন্ আয়াত মাদানী- তা' জানা থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঠিক জীবন চরিত অনুধাবন করা যাবে।[৮৯]

আবুল কাসিম হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব নাইসাপুরী তাঁর التنبيه على فضل علوم القران। গ্রন্থে বলেন,[৯০] "'উলুমু'ল-কুরআনের সর্বাধিক মর্যদাপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছেঃ (১) তার অবতরণ ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের জ্ঞান। যেমন, মাক্কী জীবনের সূচনা লগ্নে, মধ্যম স্তরে ও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ অংশের পর্যায় ক্রমিক সন্নিবেশ (২) মদীনার এমনি স্তর সমূহে অবতীর্ণ অংশের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ (৩) মক্কায় অবতীর্ণ, কিন্তু মাদানী হুকুম সম্বলিত (৪) মদীনায় অবতীর্ণ, কিন্তু মাক্কী হুকুম সম্বলিত (৫) মক্কায় মদীনা বাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত (৬) মক্কাবাসী সম্পর্কে মদীনাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত (৭) মদীনায় মাক্কী আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অবতরণ (৮) মক্কায় মাদানী আয়াতের সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আয়াতের অবতরন (৯) জুহফা (১০) বায়তুল-মুকাদ্দাস (১১) তায়িফ-ও (১২) হুদায়বিয়াতে অবতীর্ণ আয়াত (১৩) রাতের বেলায় (১৪) দিবা ভাগে অবতীর্ণ আয়াত (১৫) নাযিলের সময় ফিরিশতা মন্ডলী কর্তৃক বেষ্টিত অবস্থা (১৬) একাকীভাবে অবতীর্ণ আয়াত (১৭) মাক্কী সূরা সমূহে মাদানী আয়াত সমূহ (১৮) মাদানী সূরা সমূহে মাক্কী আয়াত সমূহ (১৯) মক্কা থেকে মদীনায় বহনকৃত (২০) মদীনা থেকে মক্কায় বহনকৃত (২১) মদীনা থেকে আবিসিনিয়ায় বহনকৃত (২২) মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত আয়াত (২৩) বিস্তারিত হুকুম সম্বলিত (২৪) ইঙ্গিত বহ আয়াত (২৫) অবতরণের স্থান সম্পর্কিত মত পার্থক্যের জ্ঞান। যে ব্যক্তি এই পঁচিশটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং এ গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম নয়, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে তার কথা বলা অবৈধ।

৮.আওয়্যালু মা নাযালা আখিরু মা নাযালা (اول مـا نزل اخـر مـا نزل) ঃ

কুর'আন-মাজীদের কোন্ কোন্ আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয় এবং কোন্ কোন্ আয়াত সর্বশেষ নাযিল হয়-

৮৯. পূর্বোক্ত।

৯০. ডঃ মুঃ শফিকুল্লাহ্, (প্রাগুক্ত) বদরুদ্দীণ 'আবদুল্লাহ্ আয-যারকাশী, আল্-বুরহান ফী 'উলূমি'ল-কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

৯১. ডঃ মুঃ শফিকুল্লাহ্, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তা জানার একমাত্র মাধ্যম হাদীস। যুক্তি বা বুদ্ধির ভিত্তিতে তা জানার উপায় নেই। তবে যুক্তির দ্বারা এ বিষয়ে বর্ণিত পরস্পর বিপরীত রেওয়ায়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। প্রথম এবং শেষ অবতীর্ণ আয়াতের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ফায়দা নিহিত আছে।

যেমন, (ক) কুর'আন মাজীদ নাযিলের ধারাবাহিকতার ইতিহাস সংরক্ষণের জন্যে এ বিষয়টি জরুরী। সাহাবীগণ কুর'আন মাজীদের এক একটি আয়াতের অবতরণের ইতিহাস সংরক্ষণ করতেন। তারা জানতেন কুর'আন মাজীদের কোন আয়াত কখন নাযিল হয়েছে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে।

কুর'আন মাজীদ মুমিনগণের দ্বীন, ঈমান এবং 'ইজ্জত ও সম্ভ্রমের মূল। ফলে তারা সম্ভাব্য সকল দিক থেকে কুর'আন মাজীদের হিফাযত করেন।

(খ) এর দ্বারা শরী'আতের বিধান প্রবর্তনের ইতিহাস নির্ণয় করা যায়। ইসলামী শরী'আতের বিধান পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য কি? তা এরই মাধ্যমে জানা যায়।

(গ) দেখা যায় যে, কোন একটি বিষয়ে দুই অথবা ততোধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। একটি আয়াতের হুকুমের সাথে অপর আয়াতের হুকুমের বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। এমতাবস্থায় কোন আয়াতপরে নাযিল হয়েছে তা জানা থাকলে সে আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের জন্য নাসিখ তথা রহিতকারী বলে চিহ্নিত করা যায়। ৯১

৯. আসবাবু'ন-নুযূল (اسباب النزول) ঃ কুর'আন মাজীদের আয়াত সমূহকে নাযিল হওয়ার দিক থেকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। কোন কারণ ছাড়াই অবতীর্ণ আয়াত অথবা ঘটনা বা জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত। একই আয়াত নাযিলের একাধিক কারণ উল্লেখ থাকলে সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাটি গ্রহণ যোগ্য হবে। উভয় বর্ণনা বিশুদ্ধ হলে অগ্রাধিকারের নিয়ম অনুসারে একটি বর্ণনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

নুযূলের দিক থেকে আয়াতের প্রকারভেদ ঃ-

(ক) কোন বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়াই কুর'আন মাজীদের অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে এ সকল আয়াত নাযিল করেন।

(খ) কোন বিশেষ ঘটনা অথবা কোন জিজ্ঞাসার জবাবে কুর'আন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় এ ধরণের বিশেষ ঘটনাকে বলে সাবাবু'ন নুযূল বা শানে নুযূল।

সাবাবু'ন-নুযূলের সংজ্ঞা ঃ

"সাবাব" অর্থ কারণ। আর "নুযূল" অর্থ অবতরণ। অতএব 'সাবাবুন নুযূল' অর্থ– অবতরণের কারন।

---

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে অথবা কোন প্রশ্নের জবাবে আয়াত নাযিল হওয়াকে পরিভাষায় সাবাবুন্-নুযূল বলে। সাবাবুন্-নুযূলের সংজ্ঞায় 'আল্লামা যারকানী বলেন,

سبب النزول هو ما نزلت الاية او الايات محد ثة عنه أو مبينة لحكمه ايام وقوعه -

–'কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সেই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ করে বা ঐ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কালে ঐ ঘটনার হুকুম বর্ণনা করে এক বা একাধিক আয়াত নাযিল হওয়াকে সাবাবু'ন-নুযূল বলে।'[৯২]

১০. নুযূলু'ল-কুর'আন (نزول القران) ঃ 'উলূমু'ল্-কুরআনে কুর'আন মাজীদের অবতরণ সম্পর্কিত আলোচনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরং এটিই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। কুর'আনের উপর ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর ঈমান অনেকাংশে নুযূলুল্-কুর'আনকে মেনে নেওয়ার উপর নির্ভরশীল।[৯৩]

১১. জাম'উল্-কুর'আন (جمع القران) ঃ কুর'আন মাজীদ শরী'আতের প্রথম ও প্রধান উৎস। সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আঁধার। মানব জীবনের পথ প্রদর্শক ও মুত্তাকীগণের জন্য হিদায়াত। অন্যান্য সকল আস্‌মানী গ্রন্থ নবীগণের উপর একসাথে লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কুর'আন মাজীদ একসাথে এবং লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল হয়নি। বরং মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়্যাতী জীবনে তা ধীরে ধীরে খন্ডাকারে জিবরা'ঈল আমীনের (আঃ) মাধ্যমে নাযিল হতে থাকে। কুর'আন নাযিলের সাথে সাথে নবী করীম (সাঃ) নিজে তা মুখস্ত করে বক্ষে ধারণ করতেন এবং বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তা' লিপিবদ্ধ করাতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) কুর'আন মাজীদকে গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর পর হযরত 'উস্‌মান গণী (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে পুনরায় কুর'আন মাজীদ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

'আলিমগণ جمع القران (কুর'আন জমা করা) কে দু'টি অর্থে গ্রহণ করেছেন।

(ক) মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করনের মাধ্যমে বক্ষে ধারন করে সংরক্ষণ করা। الجمع فى الصدور عن طريق الحفظ والاستظهار

(খ) লিপিবদ্ধ ও অংকনের মাধ্যমে কাগজে সন্নিবেশ করা الجمع فى السطور عن طريق الكتابة والنقش -।[৯৪]

---

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮; মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, আত্‌তিবইয়ান ফী 'উলূমি'ল কুর'আন, পৃ. ৪৯।

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

১২ .আন্-নুসখ (النس) ঃ নাসিখ ও মান্সূখ একটি গুরুতপূর্ণ বিষয়। ইসলামের শত্রুরা এটাকে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা নুস্খকে অস্বীকার করে এ বিষয়ে নানা ধরণের সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

নাসিখ ও মান্সুখের জ্ঞান শরী'আতকে বুঝাতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে শরী'আতের আহ্কাম ও তার হিকমত অনুধাবন করা সহজ হয়। পরস্পর বিপরীত বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

হযরত 'আলী (রঃ) একটি মসজিদে প্রবেশ করে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পান যে, সে ব্যক্তি লোকদের ভয় প্রদর্শন করছে। তখন তিনি বলেন, এ ব্যক্তিটি লোকদের উপদেশ দানকারী নয়। বরং সে বলে, আমি ওমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর তোমরা আমাকে চিনে নাও। এরপর তিনি তাকে নিকটে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি জান কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসূখ? লোকটি বলল, না, তখন তিনি বললেন, তাহলে এখানে উপদেশ দিওনা। হযরত 'আলী (রাঃ)-এর এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপদেশ দানকারী ব্যক্তির জন্য নুসখের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।[৯৫]

১৩. ই'জাযুল-কুর'আন (إعجاز القران) ঃ

মানবজাতির হিদায়াত, ইহকালীন জীবনে সফলতা ও সমৃদ্ধিলাভ এবং পারলৌকিক জীবনকে সাফল্য মন্ডিত করে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুর'আন। এটি মহানবী (সাঃ) এর একটি চিরন্তন মু'জিযা। এ গ্রন্থ তার শব্দ চয়ন, পদ গঠন, বাক্য বিন্যাস, রচনা শৈলী, প্রকাশ ভঙ্গী, বিষয় বস্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, বহুবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের সমাহার ইত্যাদি ক্ষেত্রের দিক থেকে নযীর বিহীন। ফলে সর্বকালের এবং সর্বযুগের মানুষ কুর'আনের অনুরূপ একটি কুর'আন, এমনকি এর সর্বকনিষ্ঠ সূরার ন্যায় একটি সূরাও রচনা করতে অক্ষম। আর এটাই হচ্ছে ই'জাযুল-কুর'আন।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল নবীকেই মু'জিযা দান করেছেন তাঁদের যুগোপযোগী। আমাদের নবীর যুগ কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারনে তাঁর মু'জিযা ও চিরন্তন। কুর'আন মাজীদের এ চিরন্তনতা বিভিন্ন মুখী। নিম্নে আমরা এ বিষয়ের উপর লিখিত কতিপয় গ্রন্থের তালিকা প্রদান করলাম।[৯৬] যথা–

১. আদ্-দীন ওয়া'দ-দাওলহা[৯৭] (الدين والدولة)

---

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

৯৭. 'আলী ইব্‌ন বায়ান। এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন।
দ্র ঃ কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ২৬৯।

৯৮. আল-আশ'আরী এ গ্রন্থের রচয়িতা।

Dhaka University Institutional Repository

২. মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন[৯৮] (مقالات الاسلامين)

৩. আল হুজ্জা ফী তাসবীতিন্-নবুওয়্যাহ্[৯৯] (الحجة فى تثبيت النبوة)

৪. নাযমুল-কুর'আন[১০০] (نظم القران)

৫. ই'জাযু'ল-কুর'আন[১০১]

৬. ই'জাযু'ল-কুর'আন[১০২]

৭. ই'জাযু'ল-কুর'আন[১০৩]

৮. ই'জাযু'ল-কুর'আন[১০৪]

৯. দালা'ইলু'ল-ই'জায এবং আর-রিসালাতুশ্-শাফি'ঈয়্যা ।[১০৫]

১০.আল-মুগনী ফীল ওয়াজিবিত্ তাওহীদ ওয়া'ল'আদলি ।[১০৬]

পূর্বোক্ত,

৯৯. আল-জাহিজ এ কিতাবটি রচনা করেছেন।

দ্র ঃ পূর্বোক্ত।

১০০. আল-জাহিজ (মৃঃ ২৫৫/৮৬৮) এ কিতাবটি প্রণয়ন করেছেন।

দ্র ঃ আল-বাকিল্লানী, ই'জাযু'ল কুর'আ, পৃ. ৭

১০১. আবূ-'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন যায়াদ-আল-অওয়াসিতী (মৃঃ ৩০৬/ ৯১৮); আবু রাফি'ঈ ই'জাযুল-কুরআন, পৃ. ১৭১।

১০২. আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন 'ঈসা-আর-রুম্মানী (২৯৬-৩৮৪/৯০৮-৯৯৪) এর রচনাকারী।

দ্র ঃ আল-বাকিল্লানী রচিত ই'জাযু'ল কুর'আনের ভূমিকা, পৃ. ১৪।

১০৩. আবূ সুলায়মান হাম্দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইবনুল-খাত্তাব আল-বুসতী (৩১৯-৩৮৮/৯৩১-৯৯৪) এ গ্রন্থের প্রণেতা।

দ্র ঃ আল-বাকিল্লানী রচিত ই'জাযু'ল-কুর'আনের ভূমিকা, পৃ. ১৪।

১০৪. মুহাম্মদ-ইবনু'ত-তায়্যিব, কুনিয়াত-আবূবকর, নিসব আল-বাকিল্লানী অথবা ইবনুল বাকিলানী (মৃঃ ৪০৩/১০১২) এ গ্রন্থটির রচয়িতা।

দ্র ঃ আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগ্দাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২।

১০৫. শায়খ 'আবদু'ল-কাহির আলজুরজানী (মৃঃ ৪১৭/১০৭৮) অলংকার শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

দ্র ঃ কুরদ 'আলী' কুনূযু'ল-আজ্দাদ, দামিশক সংস্করন; আসারারু'ল-বালাগাতের ভূমিকা।

সম্পা C. H. ritter, ইস্তাম্বুল ঃ ১৯৫৪ খ্রীঃ।

১০৬. কাদী 'আবদু'ল জাব্বার আল-মু'তাযিলী, যিনি হিজরী ৫ম শতাব্দীর একজন ভাষাবিদ;

দ্র ঃ ই'জাযুল-কুর'আন, কায়রো (১৯৬০ খ্রীঃ)।

১০৭. এ' গ্রন্থটির রচয়িতা কাদী 'আয়াদ মালিকী (মৃঃ ৫৪৪/১১৪৯)।

Dhaka University Institutional Repository

(المغنى فى الواجب التوحيد والعدل)

১১. আশ্-শিফা।[১০৭] (الشفاء)

১২. আল-মাসালু'স্-সা'ইর।[১০৮] (المثل السائر)

১৩. বাদী'উল -কুর'আন।[১০৯] (কায়রো ঃ ১৯৫৭ খ্রীঃ) ও তাহরীরু'ত্-তাহ্বীর ফী সানা 'আতিশ্-শি'রি ওয়া'ন নাসর ওয়া বায়ানু ইজাযিল কুর'আন।[১১০] (تحرير التحبير فى صناعة الشعرو النثر وبيأن اعجاز القران) ।

১৪. কিতাবুত্-তিরাযিল মুতাদাম্মিন লি-আস্রারিল্-বালাগাতি ওয়া 'উলূমি হাকইকি'ল ই'জায[১১১]

(كتاب الطراز المتضمن لا سرا رالبلاغة وعلوم حقائق الاعجاز)

১৫. কিতাবুল-ফাওয়া'ইদি'ল-মাশুক ইলা 'উলূমি'ল-কুর'আন ওয়া 'উলূমিল বায়ান[১১২] (كتاب الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلوم البيان) (কায়রো ঃ ১৩২৭ হিঃ) এবং 'বাদা'ই'উল ফাওয়া'ইদ (بدايع الفوائد)

১৬. আরুসু'ল-আফ্রাহ শারহু তাল্খীসি'ল-মিফতাহ [১১৩](عروس الافراح شرح تلخيص المفتاح)

দ্র ঃ المثل السائر, ২য় খণ্ড, (কায়রো ঃ ১৯৫৯ খ্রীঃ) পৃ. ১১২।

১০৮. দিয়া'উদ্ -দীন ইবনু'ল আছীর (মৃঃ ৬৫৭/১২৩৯)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

১০৯. এ গ্রন্থের রচয়িতা ইব্ন আবিল-আসবা 'আল-মিসরী (মৃঃ ৬৫৪/১২৫৬)।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, (কায়রো ঃ ১৯৫৭ খ্রীঃ)।

১১০. প্রাগুক্ত।

১১১. ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্যা আল-'আলাবী (মৃঃ ৭৪৯/১৩৪৮) অলংকার শাস্ত্রের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আলিম ছিলেন।

ঃ কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ২৭৩।

১১২. ইমাম ইব্ন কায়্যিম (মৃঃ ৭৫১/১৩৫০) এ গ্রন্থের রচয়িতা।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

১১৩. বাহা'উ'দ্-দীন আস-সুবকী (মৃঃ ৭৫৩/১৩৫২) এ গ্রন্থের রচয়িতা।

দ্র ঃ আহ্মাদ মাত্লূব, শুরুহু'ত তালখীস, বাগদাদ ১৯৬৭ খ্রীঃ।

১১৪. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১/১৫০৫) এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মু'তারিকু'ল-আক্‌রান ফী ই'জাযি'ল-কুর'আন[১১৪]
(معترك الاقران فئ اعجاز القران)

২১. আত্‌-তাস্‌বীরু'ল ফান্নী ফিল কুর'আন [১১৫] (التصوير الفنى فى القرآن)

২২. তাফসীরু'ল বায়ানী এবং আল-ই'জাযু'ল বায়ানী ফি'ল কুর'আন।[১১৬]

১৪. আমসালু'ল-কুর'আন (امثال القرآن) ঃ আমসাল-মাসাল এর বহুবচন। এর অর্থ উপমা। উপমা এক প্রকার ভাষা অলংকার। সকল সাহিত্যেই উপমার ব্যবহার দেখা যায়। উপমার সাহায্যে কম বোধগম্য জিনিসকে পরিচিত কোন জিনিসের সাথে তুলনা করে প্রথমোক্ত জিনিসকে অধিকতর সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। যে জিনিসকে তুলনার সাহায্যে বুঝানেরা চেষ্টা করা হয় তাকে বলা হয় উপমেয়। আর যে জিনিসের সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় উপমান। উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য গত সাদৃশ্য থাকতে হয়। কুর'আন মাজীদের প্রচুর উপমা রয়েছে। এতে সকল ক্ষেত্রে উপমানের অর্থে, আবার কখনো অভিনব অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুর'আনে ব্যবহৃত উপমাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট, সাদামাটা, হৃদয়গ্রাহী, সার্বজনীন এবং ভাবগম্ভীর। মানুষকে উপদেশ প্রদান, সতর্ককরণ, শত্রুদের নির্বাক ও নিস্তব্দ করা, বাতিল বস্তুর অসারতা প্রমাণ এবং সর্বোপরি, আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্ব প্রতিষ্ঠাই কুর'আন মাজীদে উল্লিখিত আমসালের মূল উদ্দেশ্য।[১১৭]

১৫. আকসামু'ল-কুর'আন (اقسام القران) ঃ সকল মানুষ স্বভাবগতভাবে সমান নয়। স্বচ্ছ অন্তকরণ বিশিষ্ট মানুষ সত্যের আহবান গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে সম্বোধন পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না। অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে সত্যের প্রতি ধাবিত করার জন্য জোরালো বক্তব্যের প্রয়োজন হয়। এ কারনেই 'আরবদের মধ্যে শপথ বাক্যের প্রচলন দেখা যায়। কুর'আন মাজীদে বহু শপথ আছে। 'উলূমু'ল-কুর'আনে এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ''আল্লামা ইবনুল-কায়্যিম এ বিষয়ে আত্‌ তিব্‌য়ান (التبيان) নামে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পবিত্র কুর'আনে উল্লিখিত শপথ সমূহকে 'আক্‌সামুল-কুর'আন বলা হয়। এ শপথ কোথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, আবার কোথাও আল্লাহ তাঁর নিজের নামে করেছেন। আবার কখন ও তাঁর সৃষ্টির নামেও করেছেণ। এ বিষয়গুলো অতি তাৎপর্যপূর্ণ।[১১৮]

দ্র ঃ কায়রো ১৯৭০-৭২ খ্রীঃ।

১১৫. সায়্যিদ কুতব শহীদ এ গ্রন্থের রচয়িতা।

দ্র ঃ কুর'আন পরিচিতি; (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ২৭৪।

১১৬. 'আইশা 'আবদু'র রাহমান বিন্‌তুশ-শাতী এ গ্রন্থের রচয়িতা।

দ্র ঃ পূর্বোক্ত।

১১৭. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমুল-কুর'আন (পূর্বোক্ত), পৃ. ১৪৬।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. জাদলু'ল-কুর'আন (جدل القران) ঃ অনেক বাস্তব ও প্রকাশ্য বিষয় আছে যা মানবজাতি সহজে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করে। এ বাস্তবতার সাক্ষ্য সমস্ত সৃষ্টি জগত ও বহন করে। এগুলোর সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণের জন্য নতুন করে কোন দলীল প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। তবুও সন্দেহবাদীদের অনেকেই এমন আছেন যাদের এ সন্দেহ পরায়ণতা তাদেরকে অযথা সন্দেহের ঘোড়ায় আরোহন করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারনেই এ সকল বিষয়ে দলীল-প্রমাণের অবতারণা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আল-কুর'আনুল কারীমের আবেদন আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবতার প্রতি। এ মহাগ্রন্থ বাতিল পন্থীদের মতবাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। আর এমন পদ্ধতিতে তাদের মুকাবিলা করেছে এবং এমন শক্তিশালী দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছে যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কুর'আনের এ পরিভাষা পদ্ধতিকেই জাদলু'ল-কুর'আন বলে।[১১৯]

'উলূমুল্-কুর'আনে ইমাম সুয়ূতী (র)-এর অবদান

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন প্রখ্যাত 'আলিমে-দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, 'ইতিহাসবিদ, মুহাদ্দিস, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, তাফসীর কারক, বিশেষত 'উলূমুল-কুর'আন তথা আল-কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে একজন বুৎপত্তি সম্পন্ন ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। 'উলূমুল-কুর'আনের উপর তাঁর গবেষণা, শিক্ষাদান এবং এ বিষয়ে তার বিভিন্ন রচনাবলী গোটা মুসলিম 'উম্মার জন্য এক পথ নির্দেশক।[১২০]

নিম্নে আমরা তাঁর 'উলূমু'ল কুর'আন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর তালিকা পেশ করছি।

(১) الاتقان فى علوم القران[১২১]

(২) الدر المنثور فى التفسير بالماثور[১২২]

(৩) ترجمان القرآن فى التفسير المسند[১২৩]

---

১২০. ইমাম সুয়ূতীর আল-ইতকান ফী 'উলূমি'ল কুর'আন এর টীকাকার; মুহাঃ শরীফ সাকার এর বর্ণনা মতে 'উলূমুল-কুর'আন বিষয়ক গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৪৩টি।

দ্র ঃ আল্-ইতকান, ১ম খণ্ড, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৬-৮।

১২১. আস্-সুয়ূতী; হুসনু'ল-মুহাযারাহ, ফী আখবারী মিসর ওয়াল-কাহিরা, কায়রো ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; হাজী খালীফা, কাশফু'য্ যুনূন (১৩৬০/১৯৪১), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

১২২. দ্র ঃ হাজী খালীফা, পৃ. ৩৯৭।

১২৩. হাজী খালীফা, পৃ. ৩৯৭;

১২৪. হাজী খালীফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫২।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) اسرار التنزيل ويسمى أيضا ـ قطف الازهار فى كشف الاسرار[১২৪]

(৫) لباب النقول فى اسباب النزول[১২৫]

(৬) مفحمات القرآن فى مبهمات القرآن[১২৬]

(৭) المذهب فيما وقع فى القرآن من المعرب[১২৭]

(৮) الإكليل فى استنباط التنزيل[১২৮]

(৯) تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحل[১২৯]

(১০) التحبير فى علوم التفسير[১৩০]

(১১) خاشية على تفسير البيضاوى[১৩১]

(১২) تناسق الدرر فى تناسب السور[১৩২]

(১৩) مراصد المطالع فى تناسب المقاطع والمطالع[১৩৩]

(১৪) مجمع البحر ين ومطلع البدر ين (فى التفسير)[১৩৪]

(১৫) مفاتيح الغيب (فى التفسير)[১৩৫]

---

১২৫. হাজী খালীফা, পৃ. ১৫৪৫।

১২৬. হাজী খালীফা, পৃ. ১১৭১।

১২৭. হাজী খলীফা, পৃ. ১৯১১৪।

১২৮. হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

১২৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪।

১৩১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

১৩২. সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; হাজী খালীফা; ১ম খণ্ড, ৪৮৫

১৩৩. পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৫২।

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯১ভ

১৩৫. সুয়ূতী, (প্রাগুক্ত), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪০; হাজী খলীফা, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪০।

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) الازهار الفائحة على الفاتحة (ضرح الاستعاة والبسملة)[১৩৬]

(১৭) التصدير [১৩৭]

(১৮) شرح الشاطبية (فى القرآءات والتجويد) .[১৩৮]

(১৯) خمايل الزهر فى فضائل السور .[১৩৯]

(২০) فتح الجليل للعبد الذليل .[১৪০]

(২১) القول الفصيح فى تعيين الذبيح .[১৪১]

(২২) اليد البسطى فى الصلاة الوسطى .[১৪২]

(২৩) معترك الاقران فى مشترك القرآن .[১৪৩]

(২৪)"إتمام الدراية لقراء النقاية .[১৪৪]

(২৫) اعلام الحسنى بمعا الاسماء الحسنى [১৪৫]

(২৬) تحفة النابه فى تلخيص المتشابه .[১৪৬]

---

১৩৭. সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

১৩৮. Hirgal-amani wawaih al-tahani, Known as al- shati-biyyah, by al-Qasim bin firru al- satibi;
দ্র ঃ প্রাগুক্ত, আল-ইতকান, হাজী খলীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।

১৩৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খলীফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩২

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬৪।

১৪১. আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫০।

১৪২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খলীফা; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬১।

১৪৩. সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

১৪৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১৪৫. Talkhis al-mutarabih by al-Khatib al-Bagdadi .
দ্র ঃ সুয়ূতী; হুসনু'ল মুহাযারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরা, কায়রো ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।

১৪৬. প্রাগুক্ত, হাজী খলীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

(২৭) تشنيف السمع بتعديل السبع .[১৪৭]

(২৮) تفسير الفاتحة .[১৪৮]

(২৯) الجواب الارش فى تنكير الاحد وتعريف الصمد .[১৪৯]

(৩০) الدر المنتظم فى الاسم الاعظم .[১৫০]

(৩১) الدر النيش فى قراءه ابن كثير .[১৫১]

(৩২) الدفع التأسف فى اخوة يوسف .[১৫২]

(৩৩) شواهد الابكار في حاشية الانوار .[১৫৩]

(৩৪) فائدة سورة الانعام .[১৫৪]

(৩৫) القذاذة فى تحقيق محل الاستعاذة .[১৫৫]

(৩৬) لباب النقول فيما وقع فى القرآن من المعرب والمنقول .[১৫৬]

(৩৭) مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن .[১৫৭]

(৩৮) مفاتيح الغيب .[১৫৮]

---

১৪৮. ইহা সূরা ফাতিহার তাফসীর।

১৪৯. হাজী খলীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৭।

১৫০. সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭।

১৫১. হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩৫।

১৫২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭।

১৫৩. প্রাগুক্ত।

১৫৪. প্রাগুক্ত।

১৫৫. সুয়ূতী, হুমানু'ল মুহাযারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরা, কায়রো ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

১৫৬. সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।

১৫৭. প্রাগুক্ত।

১৫৮. প্রাগুক্ত।

১৫৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(৩৯) ميدان الفرسان فى شواهد القرآن .[১৫৯]

(৪০) ميزان المعدلة فى شان البسملة [১৬০]

(৪১) ناسخ القرآن ومنسوخه [১৬১]

(৪২) طبقات الحفاظ [১৬২]

(৪৩) طبقات المفسرين .[১৬৩]

উলূমুল-কুর'আন বিষয়ক ইমাম সুয়ূতী রচিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সূয়ূতী (রঃ) ছিলেন একাধারে তাফ্সীর কারক, উসূলবীদ, ফকীহ্, ইতিহাস বেত্তা, হাদীস বিশারদ এবং ভাষা তাত্বিক ও সু-সাহিত্যিক। তিনি তাঁর গোটা কর্মময় জীবন 'ইলমি দ্বীনের শিক্ষকতা এবং গ্রন্থাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ পর্যায়ে আমরা 'উলূমুল-কুর'আন বিষয়ক তাঁর কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করছি।

(১) আদ্-দুররু'ল-মানসূর ফিত্-তাফসীরি বিল-মা'সুর (কায়রো ঃ ১৩১৪)[১৬৪] তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থটি মূলত তারই রচিত "তরজুমানূল কুর'আন[১৬৫] ফিত্ তাফ্সীরিল মুসনাদ" গ্রন্থের সার সংক্ষেপ বিশেষ, যাতে আল কুর'আনের তাফসীরের সাথে সম্পর্কিত হাদীস সমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি চার খণ্ড বিশিষ্ট। এটি মিসর থেকে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ইরান থেকেও প্রকশিত হয়েছে। এটা ৮৯৮ হিজরীতে সু-সম্পন্ন হয়। এ গ্রন্থে তিনি কেবল মূল পাঠ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সনদ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন।

---

১৬০. প্রাগুক্ত।

১৬১. প্রাগুক্ত।

১৬২. সুয়ূতী, হুসনুল-মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

১৬৩. প্রাগুক্ত।

১৬৪. তরজুরামনূল কুর'আন, কায়রো ঃ ১৩১৪ হিঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ পৃ. ৫০৪।
দ্র ঃ কুর'আনের চিরন্তন মু'জিজা, ডঃ মুজিবুর রহমান (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীঃ), পৃ. ২২৯-৩৩।

১৬৫. আদ্-দুর্‌রু'ল মানসূর ফী'ত তাফসীরিল মাছুর, (কায়রো ঃ ১৩১৪)।
দ্র ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৫১৪-১৫।

১৬৬. 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) কৃত'আদ-দুররুল মানসুরের উপক্রমনিকা, মিসর ঃ ১৩১৪ হিঃ মুদ্রিত।

Dhaka University Institutional Repository

এ তাফসীর গ্রন্থটি লেখার পিছনে যে উদ্দেশ্যটি কাজ করেছে– সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত হচ্ছে, "আমি যখন তারজুমানূল-কুর'আন নামক তাফসীরটি রচনা করি, তখন অধিকাংশের কাছেই গ্রন্থটি ছিল দুর্বোধ্য। কারণ, এতে রাসূল (স) পর্যন্ত সনদের উল্লেখ ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর বরাত, তাফসীরের রেওয়ায়াত এবং সনদ সম্বলিত বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ ছিল। অথচ পাঠকদের দৃষ্টি ছিল হাদীসের মতনের দিকে, তাই আমি কেবল হাদীসের মতনের উপরই নির্ভর করে সংক্ষিপ্তাকারে আদ্-দূররুল মানসূর ফী তাফ্সীর বিল-মাসুর গ্রন্থটি রচনা করেছি।"[১৬৬] বস্তুতঃ তিনি উক্ত তাফসীরে হাদীসের রেওয়ায়তে এবং সনদ সম্পর্কে কোনরূপ সমালোচনা করেননি। অবশ্য ইমাম সুয়ূতী তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থে সনদের সিল্‌সিলা এবং সমালোচনা না করলেও সনদ বিহীন এ হাদীস গুলোর প্রকৃত মান নির্ণয় করা দুষ্কর ছিল না। কারণ তিনি উক্ত তাফসীরে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছে।[১৬৭] তিনি বিভিন্ন রেওয়ায়াত, ইতিহাস এবং অতীত জাতির ঘটনার অবতারণার মাধ্যমে এ তাফসীর খানাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এতে তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠে। এতে তিনি দশ সহস্রেরও অধিক রেওয়ায়াতের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।[১৬৮] শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দিহলভী[১৬৯] তাঁর (সুয়ূতীর) তাফসীর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসগুলো হচ্ছে উত্তম তাফসীর। যেমন– তাফসীর দুর্‌রে মানসূর, তাফসীর ইব্‌ন মারদভীয়া, তাফসীর দায়লামী, তাফসীর ইব্‌ন জারীর তাবারী ইত্যাদি।

মূল 'আরবী ঃ

"فلما الفت كتاب "ترجمان القرآن" وهو التفسير المسند عن رسول اله صلى الله عليه وسلم، واصحابه رضى الله عنهم، وتم-بحمد الله-فى المجلدات، فكان ما اوردته فيه من الاثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات (اى طرقا كثرة)-رأيت قصور اكثر الهمم عن تحصيله، فرغبتهم فى الاقتصار على متون الاحاديث دون الاسنادوتطوله، فلخصت منه هذا المختصر مقتصراً فيه على متن الاثر، مصدراً بالغزو والتخريج الى كل حديث معتبر، وسميته بالدرالمنثور فى التفسير بالمنثور"

সুয়ূতী, আদ্-দুর্‌রুল মানসূর ফিত্ তাফ্সীর ফিল মাসুর, ১ম খন্ড পৃ. ২।

১৬৭. 'আল্লামা শাহওয়ালী উল্যাহ্, কুররাতুল আইনায়ন, ফী তারখীসিস্ শায়খায়ন; পৃ. ২৮৩।

১৬৮. এ তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী নিজেই বলেন ঃ

"وقد جمعت تفسيرا مسندا فيه تفاسير النبى، صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيه بضعة عشر الف حديث، ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد فى اربعة مجلدات وسميتيه" ترجمان القرآن"

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; সুয়ূতী (রঃ) তাদ্‌বীরুর রাভী ফী শারহি তাকরীবুন নওয়াভী, পৃ. ৬৫, (মিসর ঃ খাইরিয়া প্রেস, ১৩০৭ সাল)।

১৬৯. শাহ-আবদুল-আযীয (মৃঃ ১২০৭ হিঃ) কৃত'উজালা ই নাফিয়া, পৃ. ১৭, (দিল্লী ঃ মুজতাবাই প্রেস),।

১৭০. 'আল্লামা শাওকানী (মৃঃ ১২৫৫ হিঃ) কৃত 'ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪, (মিসর ঃ মুসতাবা হালাবী প্রেস, ১ম

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা মুহাম্মদ শাওকানী 'আল্লামা সুয়ূতীর (র) তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "ইমাম সুয়ূতীর "তাফসীর দুর্‌রে মানসূর" সালফে সালেহীনের তাফসীরেরই শামিল। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবা কেরাম ও তাবে'ঈগণের বহু হাদীসের সমাবেশ রয়েছে। আর এতে যদি উপরিউক্ত মারফু' হাদীসগুলো থেকে কোন কিছু বাদ পড়ে যায়, তবে তার সংখ্যা হবে অতি নগণ্য।[১৭০]

(২) মাজমা'উল বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উল বাদরায়ন ঃ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতীর (রঃ) অনবদ্য আরেক রচনা "মাজমা'উল বাহরায়ন ওয়ামাত লা'উল-বাদরায়ন"। এটি একটি তাফসীর গ্রন্থ। 'আল-ইতকান-ফী 'উলূমি'ল কুর'আন' মূলতঃ এ তাফসীর গ্রন্থটিরই মুখবন্ধ। এ তাফসীরটির পুরো নাম হচ্ছে "মাজমা'উল বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উল বাদরায়ন তাহ্‌রীরু রিওয়ায়াত-ওয়া তাকরীরুদ্ দিরায়াত।" এটা 'আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারীর (মৃঃ ৩১০ হিঃ) বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'জামি'উল-বায়ান ফী তাবীলিল-কুর'আন" এর অনুসরণে রচিত।[১৭১] এ তাফসীর গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত। তবে এর মুখবন্ধটি (আল-ইতকান) আমাদের কাছে রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে তা 'আল্লামা যারকাশী (মৃঃ হি ৭৯৪/১৩৯২) রচিত আল "বুরহান ফী উলূমিল কুর'আন" এর অনুসরণে রচিত হয়েছে। এর নাম আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুর'আন। এতে কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১৭২]

এ তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) স্বয়ং বলেন, "আমি একটা বিস্তৃত তাফসীর লিখতে শুরু করেছি, যা হবে সর্ব দিক দিয়েই উত্তম, আর সর্বগুণে গুণান্বিত। এতে থাকবে অর্থ, আলংকারিক সুক্ষ্ম তাৎপর্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয় যা তাফসীরের জন্য অপরিহার্য। তাফসীরটি এত ভালো ও গুণসম্পন্ন হবে যে, এর সাথে অন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন বা অভাব অনুভূত হবে বলে আমি মনে করি না। আমি এর নাম দিয়েছি মাজমা'উল-বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উল বাদ্‌রায়ন। উক্ত গ্রন্থেরই মুখবন্ধ হিসেবে এই 'আল ইতকান' গ্রন্থকে লিপিবদ্ধ করেছি। এখন তাই আল্লাহর সমীপে মুনাজাত করি, তিনি যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উসিলায় এটি সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন।[১৭৩]

মুদ্রণ, ১৩৪৭ হিঃ)।

১৭১. হাজী খালীফাহ্, কাশফুয্-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯৯।

১৭২. প্রাগুক্ত; মওলভী বাশীরু'দ-দীন ও মওলভী নুরু'ল হক্, (কলিকাতা ঃ ১৮৫২-১৮৫৪ খ্রীঃ), যার উপর ভূমিকা লিখেছেন এবং উহার বিষয় বস্তু সমূহ ভিবক্ত করেছেন (কায়রো ঃ সংস্করন ১২৭৮ হিঃ ১৩০৭ হিঃ, ১৩১৭ হিঃ)।

দ্র ঃ কুর'আনের চিরন্তন মুজিজা, ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রীঃ), পৃ. ২২৭।

১৭৩. মূল 'আরবী ঃ

"فوضعت هذا الكتاب العلى الشأن الجلىّ البرهان، الكثير الفرائذ والاتعان ورتبت انواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وادمجت بعض الانواع فى بعض، وفصلت

Dhaka University Institutional Repository

(৩) **'তরজুমানু'ল-কুর'আন ফী তাফসীরিল-মুস্‌নাদ ঃ** ইমাম সুয়ূতী রচিত অপর আরেকটি তাফসীর গ্রন্থের নাম "তরজুমানু'ল কুর'আন ফী তাফসীরিল-মুস্‌নাদ।" এই তাফসীর গ্রন্থটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।[১৭৪] এতে তিনি সাহাবায়ে কেরাম, 'তাবি'ঈন এর রেওয়ায়াত এবং তাঁদের আকওয়াল ও ঘটনাবলী উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াতের যথার্থতা পর্যালোচনা করেন। এ গ্রন্থটিরই সার সংক্ষেপ হচ্ছে আমাদের প্রাগুক্ত "দুর্‌রুল-মানসুর ফ্রিত তাফসীর বিল মাসূর" নামক তাফসীর গ্রন্থটি।[১৭৫]

(৪) **"তাফসীরে জালালাঈন।"** 'আল্লামা সূয়ূতী (রঃ) রচিত সর্বজন বিদিত আরেকটি তাফসীর গ্রন্থ হচ্ছে "তাফসীরে জালালাঈন"। ইমাম সুয়ূতীর (র) উস্তাদ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আল-মহল্লী তাফসীরে জালালাঈন কিতাব খানিতে সূরা কাহাফ থেকে সূরায়ে নাস পর্যন্ত এবং সূরা ফাতেহার তাফসীর সম্পন্ন করার পর ইন্তিকাল করেন। তারপর তিনি সূরা বাকারা থেকে সূরা বনী ইসরা'ঈল পর্যন্ত তাফসীর সম্পন্ন করেন। তিনি এ তাফসীরটি বাইশ বছর বয়সে মাত্র চল্লিশ দিনে সমাপ্ত করেন।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, "আমি এ তাফ্‌সীর খানাকে হযরত মূসা (আঃ) এর মেয়াদ অনুযায়ী তথা চল্লিশ দিনে প্রণয়ন করেছি।[১৭৬] উক্ত তাফ্‌সীরটি দুই জালাল রচনা করেছেন বিধায় তাফসীর খানার নামকরণ করা হয় –'তাফসীর জালালাঈন' অর্থাৎ দুইজালালের তাফসীর।[১৭৭]

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর 'হুসনুল-মুহাযারাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জালালুদ্দীন মহল্লীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে –তাঁর তাফসীর যা সম্পূর্ণ হয়নি। এটা নিখুত সৌন্দর্যে সংমিশ্রিত ও লিপিবদ্ধ। তিনি কিন্তু এর দ্বিতীয়ার্ধকে খতম করে সূরা আল ফাতিহা ও সূরাতুল বাকারার অতি সামান্য অংশই

ما حقه ان يبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الاذان وسميته الاتقان فى علوم القرأن ---- -------وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبيرالذى شرعت فيه، وسميته مجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية ومن الله استمد التوفيق والهد اية والمعونة والرعاية ـ إنه قريب مجيب، وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, পৃ. ৫৫৭, (আহমদী প্রেস ঃ ১২৮০ হিঃ মুদ্রিত)।

১৭৪. হাজী খালীফা কৃত কাশফুয্‌-যূনুন ১ম খণ্ড, (ইস্তাম্বুল ঃ ১৫৯৯ ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত)।

১৭৫. এই তাফসীরটি ৮৯৮ হিঃ পূর্বেকার রচিত গ্রন্থ।

দ্রঃ কুর'আনের চিরন্তন মুজিজা, (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রীঃ), পৃ. ২২৯।

১৭৬. ইহা বোম্বাই সংস্করণ, ১৬৯ খ্রীঃ, লাখনৌ ১৮৬৯ খ্রীঃ, কলিকাতা ১২৫৭ হিঃ, দিল্লী সংস্করন, ১৮৮৪ খ্রীঃ, কায়রো ১৩৮০ হিঃ, ১৩০১ হিঃ, ১৩০৫ হিঃ, ১৩০৮হিঃ, ১৩১৩ হিঃ, ১৩২৮ হিঃ।

দ্র ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৫১৫।

১৭৭. তাফসীর জালালাইন মা'আল-কামালাইন, পৃ. ২৩৮; পাক ভারতের প্রসিদ্ধ নওল কিশোর প্রেস থেকে ১৩১৭ হিজরীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন সময় মালাকুল-মাওতের আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁকে চির বিদায় নিতে হয়েছিল তাই তাঁর রচনা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আমি সূরাতুল-বাকারা থেকে নিয়ে সূরা বানী ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত তাফসীর লিখে এটি সম্পন্ন করেছি।[১৭৮]

এ তাফসীরটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু আল-কুর'আনের মূল ভাব এতে ফুটে উঠেছে। অল্প কথায় অধিক ভাব ফুঠে তোলার দিক থেকে এ তাফসীরটি এক ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। এই তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে 'আরবী ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাহু, সরফ, বালাগাত, শাব্দিক বিশ্লেষণ, শানে নুযূল, আয়াত সম্পর্কিত ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। বিভিন্ন তাফসীর কারদের নির্ভরযোগ্য উক্তি, শরী'আতের বিধানাবলী, 'ইল্‌মে কিরাআতের বিভিন্নতা, সহীহ হাদীস সমূহের পরিবেশনা ইত্যাদি এ তাফসীর গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এসকল দিক থেকে এ তাফসীরটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও সর্বজন সমাদৃত। আর তাফসীর বিষয়ে ইমাম সুয়ূতীর এটাই ছিল প্রথম রচনা। এটি ছিল তাঁর এক কষ্টসাধ্য সফলতা। তিনি বলেন, এই তাফসীর প্রণয়নে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতে আদৌ ত্রুটি করিনি এবং সুন্দরতম বস্তু সমূহ সম্পর্কে গবেষণাও কম করিনি। তাই আমি এখন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি যে, এটি দ্বারা পাঠক উপকৃত হবে সুনিশ্চিত।[১৭৯]

(৫) মুফহামাতু'ল-আকরান ফী মুবহামাতিল-কুর'আন ঃ এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের কতিপয় আয়াতের অস্পষ্টতা এবং জটিলতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি 'আয়াতে মুতাশাবিহ্' সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন।[১৮০]

(৬) লুবাবু'ন্-নুকূল ফী আসবাবি'ন্-নুযূল ঃ এ গ্রন্থটি ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এর একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এটি 'আল্লামা আল-ওয়াহিদীর রচিত আসবাবু'ন্-নুযূল গ্রন্থের আলোকে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মূলতঃ আল-কুর'আনের আয়াত ও সূরা সমূহের 'শানে নুযূল' তথা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি কুর'আন ও হাদীসের আলোকে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করেছেন।[১৮১]

(৭) মু'তারীকু'ল-আকরান ফী ই'জাযি'ল-কুর'আনঃ এ গ্রন্থে তিনি আল-কুর'আনের মু'জিযা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এ গ্রন্থটি মূলত ই'জাযুল কুর'আনের উপর রচিত গ্রন্থবলীর সার সংক্ষেপ।[১৮২]

---

১৭৮. হুসনুল-মুহাযারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ; ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২-৫৩, মিসরের ইদারাতরি ওয়াতান প্রেস থেকে ১২৯৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৭৯. তাফসীর জালালা'ঈন মা'আল-কামালাইন,(নওল কিশোর প্রেস, ১৩১৭ হিঃ), পৃ. ২৩৮।

১৮০. আস্-সাখাভী আদ্-দা'উল-লামি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫-৭০।

১৮১. প্রাগুক্ত।

১৮২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

“আল-ইতকান ফী ‘উলূমিল কুর’আন”-এর আলোচনা

‘আল্ ইতকান ফী ‘উলূমি’ল কুর’আন’ গ্রন্থটি ‘আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) এক যুগান্তকারী অনবদ্য রচনা। এটি ‘উলূমু’ল কুর’আন’ সংক্রান্ত একটি মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সর্বজনবিদিত। ইমাম জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১/১৫০৫) তাঁর সুবৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ “মাজমাউল-বাহরায়ন ওয়া মাতলা‘উল বাদরায়ন”[১]-এর ভূমিকায় ‘উলূমু’ল কুর’আন’ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি কুর’আন মাজীদের একশত দু’টি শাস্ত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। বস্তুতঃ এ গ্রন্থের মূল ভিত্তি আল-বুলকাইনী[২] কৃত গ্রন্থ ‘মাওয়াকি‘উল উলূম’। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থটির রচনার কাজ সম্পন্ন করার পর যখন আল্লামা যারকাশীকৃত[৩] “আল-বুরহায়ন” সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি তাকে সামনে রেখে পুনরায় “মাজমা‘উল-বাহরাইন”-এর ভূমিকা লিখতে শুরু করেন, যা ৮৭৮/১৪৭৩ সালে পূর্ণতা লাভ করে। এই ভূমিকাই “আল-ইতকান-ফী-'উলূমিল-কুর'আন” নামে প্রসিদ্ধ।[৪]

---

১. এই বিরাট তাফসীর গ্রন্থের পুরো নাম হচ্ছে “মাজমা'উল বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উল বাদরায়ন তাহরীরুর রিওয়ায়াত ওয়াতাকরীরুদ দিরায়াত”। এটি ‘আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারীর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর ‘জামি‘উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন’-এর অনুসরণে লিখিত।

দ্র ঃ হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনুন , ১ম খণ্ড (ইস্তম্বুল ঃ১৩৬০/১৯৪১), পৃ. ১৫৯৯ ; কুর'আনের চিরন্তন মু'জিযা, ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রী), পৃ. ২২৭।

২. পূর্ণ নাম– ‘আবদুর রাহমান ইব্ন ‘উমার ইব্ন দাস্লান আবু'ল-ফাদল জালালুদ্দীন আল-বুলকাইনী (মৃ. ৮২৪/ ১৪২১) তিনি মাওয়াকি'উ'ল ‘উলূম মিন মাওয়াকি'ইন নুজূম” (مواقع العلوم من مواقع النجوم) গ্রন্থটি রচনা করেন।

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩, কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রী ঃ), পৃ. ৩৯৫।

৩. শায়খ বদরুদ্দীন আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন্ ‘আবদুল্লাহ যারকাশী তূর্কী আল-মিসরী (ওফাত ৪৯৪ হিঃ ১৩৯১ খৃঃ) মুসলের অধিবাসী এবং শাফি‘ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে একটি অনন্য ও অনবদ্য গ্রন্থের নাম “আল-বুরহান ফী ‘উলূমি'ল কুর'আন”। পবিত্র কুর'আনে যত প্রকার ‘ইলম আছে– সমস্তই তিনি এতে জমা করেছেন। শুধু তাই নয়, ‘ইলমের এই প্রকার পদ্ধতিগুলোকে তিনি ৪৭ ভাগে তাক্সীম করেছেন। ‘আল্লামা জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতীও ‘আল-ইতকান' গ্রন্থে শায়খ যারাকশীর বরাত দিয়ে এ গুলোর উল্লেখ করেন। তাঁর ঐ আল-বুরহান ফী ‘উলূমি'ল কুর'আন নামক উপাদেয় গ্রন্থটির এক কপি এখন মদীনা-মুনাওয়ারায় সংরক্ষিত রয়েছে।

দ্র ঃ মাজাল্লাতুল মা'আরিফ, কায়রো ঃ ১৮শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯২৬ খ্রীঃ, পৃ. ৪১৩।

৪. এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) নিজেই বলেন ঃ

"-----ولما وقفت على هذا الكتاب أزددت به سرورا وحمدت الله كثيرا، وقوى العزم

Dhaka University Institutional Repository

আস্-সুয়ূতী তাঁর 'আল-ইতকানে' আয-যারকাশীর গ্রন্থের উপর আরও তেত্রিশ প্রকার শাস্ত্রের সংযোজন করেন এবং সর্বমোট কুর'আন মাজীদের আশিটি শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে, আমি আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি অন্যথায় আলোচ্য শাস্ত্রের সংখ্যা তিনশত অতিক্রম করত।[৫]

এ গ্রন্থে তিনি আল-কুর'আনের এমনসব বিষয়ের আলোচনা করেন, যা না জানলে পরে পবিত্র কুর'আনের সঠিক মমার্থ উপলব্ধি করা অসম্ভব। যেমন, কুর'আনের অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন, আয়াত ও সূরার ক্রম-বিন্যাস, কুর'আন অবতরণের কারণ, মাক্কী ও মাদানী সূরার পরিচয়, নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম; মুতাশাবিহ, আল-কুর'আনের মু'জিযা, ওহী, আকসামুল কুর'আন, কুর'আনের বিভিন্ন উপমা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি।[৬]

উক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি তিনি আল-কুর'আনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বিশ্লেষণ, উসূলীনদের পরিভাষা, তাফসীরকারকের জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী, আল-কুর'আনের বালাগাত-ফাসাহাত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তাঁর এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। নিম্নে তাঁর আল 'ইতকান' গ্রন্থের সূচীপত্র, বিষয় বস্তু এবং এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো ঃ

على ابراز ما اضمرته، وشددت الحزم فى انشاء التصنيف الذى قصدته ـ فوضعت هذا الكتاب العلى الشان الجلى البرهان، الكثير الفوائد والاتقان، ورتبت انواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الانواع فى بعض، وفصلت ما حقه ان يبان، وزدته علي ما فيه من الفوائدو الفرائد والقواع الشوارد ما يشنف الاذان ـ وسميته ب الاتقان فى علوم القرأن ـ وسترى فى كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفردا، وستروى من مناهله العذبة ربا لا ظمأ بعده، أبدا ـ وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذئ شرعت فيه، وسميته (بمجمع البحرين ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدرية) ـ

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খন্ড, পৃ. ৮।

৫. ইমাম সুয়ূতী এ প্রসংঙ্গে বলেন ঃ

"فهذه ثمانون نوعا على سبيل الادماج، ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته فى ضمنها لزادت على الثلاثمائة"

দ্রঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খন্ড, পৃ. ৯।

৬. ফী রিসতু'ল মাক্তাবা আল-আযহারিয়া, ১ম খণ্ড (সংস্করণ১৩৭১ হিঃ), পৃ. ১৬৮, । এর দু'টি পাণ্ডুলিপি কায়রোর আল-আযহার বিশ্ব্যবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

দ্র ঃ ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমু'ল-কুর'আন, ১খ. (রাজশাহী ঃ ২০০১ খ্রীঃ) পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্-ইতকান-এর অধ্যায় বিন্যাস

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর রচিত 'আল্-ইতকান ফী 'উলূমিল কুর'আন' গ্রন্থটিকে দু'খণ্ডে ৮০টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেন।

প্রথম খন্ড ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ 'মাক্কী ও মাদানী' আয়াতসমূহের পরিচিতি।[৭]

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ হাযারী (মক্কা অথবা মদীনায় অবস্থানকালীন) এবং সাফারী (সফরকালীন অবস্থা) আয়াত সমূহের পরিচিতি।[৮]

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রাত্রী কালীন ও দিবা কালীন অবতীর্ণ আয়াতসমুহের পরিচিতি।[৯]

চতুর্থ অধ্যায় ঃ গ্রীষ্মকালীন ও শীত কালীন অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বর্ণনা। [১০]

পঞ্চম অধ্যায় ঃ শয়ন কালীন ও নিদ্রাকালীন অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বর্ণনা[১১]

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ আসমানে ও জমীনে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের বর্ণনা।[১২]

সপ্তম অধ্যায় ঃ সর্ব প্রথম অবতীর্ণ আয়াতের পরিচিতি।[১৩]

অষ্টম অধ্যায় ঃ সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতের পরিচিতি।[১৪]

নবম অধ্যায় ঃ সাবাবুন্ নুযূল (অবতীর্ণের কারণ)-এর পরিচিতি।[১৫]

দশম অধ্যায় ঃ কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের আকাংখানুযায়ী অবতীর্ণ আয়াত সমূহের বর্ণনা।[১৬]

১১তম অধ্যায় ঃ সে সমস্ত অংশের বর্ণনা যা একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছে।[১৭]

---

৭. সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-৫২।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৯।

৯. পূর্বোক্ত, ৬০-৬৩।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭৭।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৮২।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৯৮।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০১।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১২তম অধ্যায় ঃ সে সমস্ত আয়াতের বর্ণনা যার হুকুম (বিধান) আয়াত অবতীর্ণের পরে এবং যার নুযূল (অবতীর্ণ হওয়া) উহার হুকুমের পরে হয়েছে।[১৮]

১৩তম অধ্যায় ঃ পৃথক পৃথকভাবে অবতীর্ণ এবং একত্রে অবতীর্ণ আয়াতের বর্ণনা।[১৯]

১৪তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনের সে অংশের বর্ণনা যা ফেরেশ্তাগণের সমুচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে অংশের বর্ণনা যা নিঃশব্দে কেবল একজন ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।[২০]

১৫তম অধ্যায় ঃ পবিত্র কুর'আনের সে সমস্ত অংশের বর্ণনা যা পূর্ববর্তী কতিপয় নবী রাসূলের প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সমস্ত অংশের বর্ণনা যা মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে অন্য কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি।[২১]

১৬তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আন অবতীর্ণের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা।[২২]

১৭তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনের নাম সমূহ এবং সূরার নাম সমূহের পরিচিতি।[২৩]

১৮তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আন সংকলন ও উহা বিন্যস্তকরণ সংক্রান্ত আলোচনা।[২৪]

১৯তম অধ্যায় ঃ আল-কুর'আনের সূরা, আয়াত এবং হরফের সংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা।[২৫]

২০তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের হাফিয এবং রাবীগণের পরিচিতি।[২৬]

২১তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের উর্ধ্বতম সনদ ও নিম্নতম সনদের পরিচিতি।[২৭]

২২তম থেকে ২৭তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের মুতাওয়াতের, মাশহুর, আহাদ, শায, মাওফূ' এবং মুদরাজ কিরা'আত সমূহের বর্ণনা।[২৮]

---

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০৬।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১১১।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২-১১৫।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৪৩।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪-১৬২।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-১৮২।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩-১৯৭।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮-২০৬।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭-২১০।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

২৮তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের ওয়াক্ফ (বিরাম) এবং ইবতেদা' (তেলাওয়াত আরম্ভকরণ) এর পরিচিতি।[২৯]

২৯তম অধ্যায় ঃ সে সমস্ত আয়াতের বর্ণনা যা শব্দগতভাবে সংযুক্ত কিন্তু অর্থগত ভাবে বিচ্ছিন্ন।[৩০]

৩০তম অধ্যায় ঃ ইমালা, ফাত্হ এবং তন্মধ্যস্থিত অবস্থার বর্ণনা।[৩১]

৩১তম অধ্যায় ঃ ইদগাম (মিলিয়ে পড়া), ইজহার (স্পষ্টভাবে পড়া), ইখফা (অস্পষ্টভাবে পড়া) এবং ইকলাব (পরিবর্তন) সংক্রান্ত আলোচনা।[৩২]

৩২তম অধ্যায় ঃ মাদ (দীর্ঘ উচ্চারণ) এবং কসর (সংক্ষিপ্তকরণ) সংক্রান্ত আলোচনা।[৩৩]

৩৩ তম অধ্যায় ঃ হামযাকে সহজভাবে উচ্চারণ করা সংক্রান্ত আলোচনা।[৩৪]

৩৪তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আন সংরক্ষণ, পঠন ও শ্রবণ সংক্রান্ত আলোচনা।[৩৫]

৩৫তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনের পঠন এবং লিখনের শিষ্টাচার সংক্রান্ত আলোচনা।[৩৬]

৩৬তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনের অপরিচিত শব্দসমূহের পরিচিতি।[৩৭]

৩৭তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনে 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হওয়া হেজায বহির্ভূত শব্দাবলী সংক্রান্ত আলোচনা।[৩৮]

৩৮তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনে অনারবী শব্দের ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা।[৩৯]

৩৯তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থ বোধক এবং সমার্থ বোধক শব্দাবলীর আলোচনা।[৪০]

---

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২-২৪৯।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০-২৫২।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩-২৬০।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১-২৬৭।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮-২৭৩।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫-২৮৭।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯-৩১২।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩-৩৫৮।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯-৩৬২।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩-৩৬৫।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৪০তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত আদাওয়াত (হরফসমূহ)-এর অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা যা জানা তাফসীর কারকের জন্য অত্যাবশ্যক ।[৪১]

৪১তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনে ব্যবহৃত ই'রাব' সংক্রান্ত আলোচনা ।[৪২]

৪২তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের তাফসীরকারকের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনা ।[৪৩]

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

৪৩তম অধ্যায় ঃ 'মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ' এর আলোচনা ।[৪৪]

৪৪তম অধ্যায় ঃ 'মুকাদ্দাম ও মুয়াখখ্যার' সংক্রান্ত আলোচনা ।[৪৫]

৪৫তম অধ্যায় ঃ আল-কুর'আনে ব্যবহৃত আম (ব্যাপকাত্মক) এবং খাস (সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক)সংক্রান্ত আলোচনা ।[৪৬]

৪৬তম অধ্যায় ঃ আল-কুর'আনের মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) এবং মুবাইয়্যান (বিস্তারিত) সম্পর্কিত আলোচনা ।[৪৭]

৪৭তম অধ্যায় ঃ নাসিখ (রহিতকারী) এবং মান্সূখ (রহিত)-এর আলোচনা ।[৪৮]

৪৮তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনে মুশকিল (জটিল), মতভেদ পূর্ণ ও বৈপরীত্য মূলক বিষয়ের আলোচনা ।[৪৯]

৪৯তম অধ্যায় ঃ মুত্লাক সাধারণ এবং মুকাইয়াদ শর্তায়িত সংক্রান্ত আলোচনা ।[৫০]

৫০তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের মান্তুক (শাব্দিক অর্থ) এবং মাফহুম (মমার্থ)-এর আলোচনা ।[৫১]

৫১তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের শ্রোতাদের (সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ) প্রকরণ সংক্রান্ত আলোচনা ।[৫২]

---

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৯২।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩-৪৮৭।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮-৫৫০।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০-৫০৬।

৪৫. পূর্বোক্ত, ২খণ্ড, পৃ. ৫-৩৪।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫-৪২।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৫১।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৭।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৭৪।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫-৮৫।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫২তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত হাকীকাত (প্রকৃত) ও মাজায (রূপক)-এর আলোচনা।[৫৩]

৫৩তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত তাশবীহ (তুলনা) ও ইস্তে'আরা (উপমা) সংক্রান্ত আলোচনা।[৫৪]

৫৪তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত কিনায়াহ্ ও তা'রীদ (ইঙ্গিতসূচক) সংক্রান্ত আলোচনা।[৫৫]

৫৫তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত হসর (সীমাবদ্ধকরণ) এবং ইখ্তিসার (নির্দিষ্টকরণ) সংক্রান্ত আলোচনা।[৫৬]

৫৬তম অধ্যায় ঃ আল-কুরআনে ব্যবহৃত ই'জায (সংক্ষিপ্তকরণ) এবং ইত্নাব (বিস্তৃতীকরণ) সংক্রান্ত আলোচনা।[৫৭]

৫৭তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের খবর (সংবাদ দান) ও ইন্শা' (নির্দেশ দান) সংক্রান্ত আলোচনা।[৫৮]

৫৮তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত 'ইল্মে বাদী' সংক্রান্ত আলোচনা।[৫৯]

৫৯তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের আয়াত সমূহের মধ্যকার পৃথকীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা।[৬০]

৬০তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের সূরা সমূহের প্রারম্ভিকা সংক্রান্ত ফাওয়াতিহ্ আলোচনা।[৬১]

৬১তম অধ্যায় ঃ সূরা সমূহের খাতিমা (পরিশিষ্ট) সংক্রান্ত আলোচনা।[৬২]

৬২তম অধ্যায় ঃ আয়াত সমূহের সংক্রান্ত সম্পর্কীকরণ 'মুনাসাবাত' আলোচনা।[৬৩]

৬৩তম অধ্যায় ঃ আল্ কুর'আনের সামঞ্জস্যপূর্ন আয়াতাবলীর আলোচনা।[৬৪]

৬৪তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের মু'জিযা ও ই'জায সংক্রান্ত আলোচনা।[৬৫]

---

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮-৯১।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৮।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১১৫।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১২৮।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-১৩৪।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫-১৪৭।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-২০৮।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯-২৩০।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১-২৯১।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮-২৯১।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-২৯৫।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৮।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯-৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আন লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা।[৬৬]

৬৬তম অধ্যায় ঃ আমসালুল-কুর'আন (কুর'আনের উপমা) সংক্রান্ত আলোচনা।[৬৭]

৬৭তম অধ্যায় ঃ আকসামুল-কুর'আন (কুর'আনের শপথ) সংক্রান্ত আলোচনা ।[৬৮]

৬৮তম অধ্যায় ঃ জাদালুল কুর'আন (কুর'আনের যুক্তি) সংক্রান্ত আলোচনা।[৬৯]

৬৯তম অধ্যায় ঃ আল-কুরআনে ব্যবহৃত নাম, উপনাম এবং উপাধী সমূহের আলোচনা।[৭০]

৭০তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনে ব্যবহৃত সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলীর আলোচনা।[৭১]

৭১তম অধ্যায় ঃ যে সকল ব্যক্তির নাম নিয়ে আল কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে তাদের আলোচনা।[৭২]

৭২তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের ফযীলত সংক্রান্ত আলোচনা।[৭৩]

৭৩তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার আলোচনা।[৭৪]

৭৪তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের একক শব্দাবলীর (মুফরাদাত) আলোচনা।[৭৫]

৭৫তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের (খাওয়াস) বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোচনা।[৭৬]

৭৬তম অধ্যায় ঃ আল্-কুর'আনের লিখন পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা।[৭৭]

৭৭তম অধ্যায় ঃ তাফসীর এবং তাবীলের পরিচিতি।[৭৮]

৭৮তম অধ্যায় ঃ আল-কুর'আনের তাফসীরকারকগণের শর্তাবলী এবং শিষ্টাচারিতা সংক্রান্ত

---

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮-৩২৩।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪-৩৪৭।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮-৩৬৩।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৯।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০-৩৭৫।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬-৩৮২।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩-৪০২।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩-৪২২।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪-৪৩৭।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮-৪৪৯।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০-৪৫৮।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬৮।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা।[৭৯]

৭৯তম অধ্যায় ঃ গারায়িবুত তাফসীর তথা কঠিন শব্দের তাফসীরের বর্ণনা।[৮০]

৮০তম অধ্যায় ঃ তাফসীরকারগণের স্তর বিন্যাস নির্ণয়।[৮১]

প্রথম অধ্যায় ঃ

মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহের পরিচয় দান (مَعْرِفَةُ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ) ঃ

এই অধ্যায়ের সূচনায় 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) উল্লেখ করেন, এ বিষয়ে একদল 'আলিম পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাঁদের মধ্য থেকে মাক্কী (রঃ)[৮২] এবং 'আল 'ইয্যদ'দীন দায়রীনী (রঃ)-এর নাম উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ের জ্ঞান লাভে কি কি উপকার সাধিত হতে পারে তিনি সেদিকেও ইঙ্গিত করেন।[৮৩] এর পর তিনি মাক্কী ও মাদানীর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেন। যেমন ঃ

১. হিজরতের পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাকে মাক্কী বলা হয়। আর হিজরতের পর যা নাযিল হয়েছে তাকে মাদানী বলা হয়। হিজরতের পর যা নাযিল হয়েছে তা মক্কায় নাযিল হলেও মাদানী বলে গণ্য হবে। যেমন, মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ। বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হওয়া আয়াতসমূহ, অথবা বিভিন্ন সফরে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ। এ সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৮৫]

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বলেন উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সঃ) এর হিজরতের সময়

---

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৯-৪৯৬।

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭-৫২৬।

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৭-৫২৯।

৮২. পূর্ণ নাম, আবূ 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার আল-কুশরী আল-মাক্কী (মৃ. ২৫৬/৮৬৯)
দ্র ঃ কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৯২।

৮৩. পূর্ণনাম, 'ইয্যদ-দীন আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী আদ-দায়রীনী (রঃ) (মৃ. ৬৩০/১২৩২)।
দ্র ঃ কুরআন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৯১।

৮৪. এ ব্যাপারে আবুল কাসেম হাসান ইবন মুহাম্মদ বিন হাবীব, নিশাপুরী তাঁর "আত্ তানবীহ 'আলাফাদলী 'উলুমি'ল কুরআন" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'উলূমু'ল কুর'আনের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম হলো কুরআন অবতীর্ণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা।
দ্র ঃ আল ইত্কান ফী 'উলূমি'ল কুর'আন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

৮৫. মূল আরবী ঃ
"ان المكى ما نزل قبل الهجرة، والمدنى ما نزل بعدها سواء نزل بمكة ام بالمدنية عام

Dhaka University Institutional Repository

যা নাযিল হয়েছে পরিভাষাগত দিক থেকে তা মাক্কী।৮৬

২. মক্কায় যা নাযিল হয়েছে তা মাক্কী। যদি ও তা হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর কুর'আন মাজীদের যে অংশ মদীনায় নাযিল হয়েছে তা মাদানী। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে মাক্কী ও মাদানীর মাঝামাঝি আরো একটি অবস্থা সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো সফরে নাযিল হওয়া কুর'আন মাজীদের অংশকে মাক্কীও বলা যাবে না এবং মাদানীও বলা যাবে না।৮৭

'আল্লামা সুয়ূতী (র) এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটি তাবরানী তাঁর৮৮ সনদের মাধ্যমে 'আল কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আবূ উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "কুর'আন মাজীদ তিনটি স্থানে অবতীর্ণ হয়। মক্কা, মদীনা এবং শাম।" ওয়ালীদ বলেন, এখানে শাম বলে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন কাসীরের৮৯ মতে, এর দ্বারা 'তাবূক' বোঝাই উত্তম।

'আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, ঐ সকল আয়াতও মাক্কী বলে গণ্য হবে– যা মক্কার আশে-পাশে নাযিল হয়েছে। যেমন– মিনা, 'আরাফাত ও হুদায়বিয়ায় অবতীর্ণ আয়াত সমূহ। আর ঐ সকল আয়াত মাদানী বলে গণ্য হবে– যা মদীনার আশে-পাশে নাযিল হয়েছে। যেমন– বদর, উহুদ এবং 'সালা' উপত্যকায়

الفتح او عام حجة الوداع ام بسفر من الاسفار -

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।

'উসমান ইব্ন সা'ঈদ তাঁর সনদে ইয়াহিয়া ইব্ন সালাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

" ما نزل بمكة وما نزل فى طريق المدينة قبل ان يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكى - وما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم فى اسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدنى"

মক্কায় যা নাযিল হয়েছে এবং মদীনায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত মদীনায় গমনের সময় যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মাক্কী। আর মদীনায় আগমনের পর মহানবী (সা) এর বিভিন্ন সফর অবস্থায় যা নাযিল হয়েছে তা মাদানী।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১২।

৮৬. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

৮৭. মূল আরবী ঃ

"ان المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدنى ما نزل بالمدينة، وعلى هذا نثبت الواسطة، ما نزل بالاسفار لا يطلق عليه مكى ولا مدنى"

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।

৮৮. ইমাম তাবরানীর পূর্ণ নাম হচ্ছে, আবুল কাশেম সুলাইমান ইবন আহমদ আত্-তাবরানী। মু'জাম নামে তাঁর তিনটি হাদীস গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র ঃ কুর'আন পরিচিতি। (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৫৮।

৮৯. পূর্ণ নাম– আবুল ফিদা' ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমার আল্-কুরাশী আদ্-দিমাশ্কী

Dhaka University Institutional Repository

অবতীর্ণ আয়াত সমূহ।[৯০]

৩. যে সব আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কী। আর যে সব আয়াতে মদীনা বাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে– তা মাদানী।[৯১] এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণিত ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ)-এর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ

والذى لا اله غيره مانزلت اية من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم فيما نزلت

"শপথ ঐ পবিত্র সত্তার– যিনি ব্যতীত উপযুক্ত কোন উপাসক নেই। পবিত্র কুর'আনের এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি যা সম্পর্কে আমরা জানিনা যে, উক্ত আয়াত কোথায় এবং কোন ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।"[৯২]

এর পর 'আল্লামা সুয়ূতী (র) মাক্কী এবং মাদানী সূরা সমূহের তালিকা প্রদান করেন।

মাক্কী সূরা ঃ 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন, এ ব্যাপারে ইব্‌ন সা'দ-এর লিখিত কিতাব আত-তাবাকাত (الطبقات) এর মধ্যে হযরত আবু সালমাহ (ابى سلمة) হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস্ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেছেন যে, আমি উবায় ইব্‌ন কা'বকে পবিত্র কুর'আনের কোন কোন অংশ মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রতি উত্তরে তিনি বলেন– শুধু ২৭টি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কুর'আনই মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

আবু জা'ফর নুহাসের রচিত কিতাব 'নাসিখ ও মানসুখ এর' সূত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, সূরা আন'আম সম্পূর্ণটি একত্রেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে قل تعالوا أتل থেকে তিন আয়াত পর্যন্ত মাদানী সূরা। সূরা আন'আমের পূর্ববর্তী সবগুলো সূরা মাদানী।[৯৩]

নিম্নোক্ত সূরাগুলোও মাক্কী ঃ সূরা আল্-আ'রাফ, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'আদ, ইব্‌রাহীম, হিজ্‌র, নাহ্‌ল। উহার শেষ ৩ টি আয়াত মক্কাও মদিনার মধ্যেবর্তী স্থানে অবতীর্ণ হয়। বনী ইস্রাঈল, কাহাফ, মারিয়াম, ত্বাহা, আম্বিয়া, হজ্জ (তিনটি আয়াত ব্যতীত। অর্থাৎ هذان خصمان হতে শেষ তিন আয়াত পর্যন্ত, মু'মিনূন, ফুরকান, শু'আরা (শেষ পাঁচ আয়াত ব্যতীত)।[৯৪] নাম্‌ল, কাসাস, 'আনকাবুত, রূম, লুকমান,

---

৯০. সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

৯১. মূল আরবী ঃ

" ان المكى ما وقع خطابا لاهل مكة، والمدنى ما وقع خطابا لاهل المدينة

দ্রঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।

৯২. পূর্বোক্ত।

৯৩. পূর্বোক্ত পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সিজদা, (তিন আয়াত ব্যতীত) সাবা, ফাতির, ইয়াসীন, সাফ্ফাত, সাদ, যুমার (তথা قل يعبادى الذين أسرفوا। হতে শেষ তিন আয়াত পর্যন্ত) হা-মীম বিশিষ্ট ৭টি সূরা।

কাফ, যারিয়াত, তূর, নাজ্ম, কামার, রাহমান, ওয়াকি'আ, সাফ, তাগাবুন (শেষ কয়টি আয়াত ব্যতীত)। মুল্ক, নূন, হাক্কাহ, মা'আরিজ, নূহ, জ্বীন, মুয্যাম্মিল, (দু'টি আয়াত ব্যতীত), মুদ্দাসির সূরা হতে পবিত্র কুর'আনের শেষ পর্যন্ত (যিলযাল, নসর, ইখলাস, ফালাক, নাস ব্যতীত) মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছে।[৯৫]

মাদানী সূরা সমূহ ঃ আনফাল, বারা'আত, নূর, আহ্যাব, মুহাম্মাদ, ফাতাহ, হাদীদের পরবর্তী তাহ্রীম পর্যন্ত সকল সূরা।

মাক্কী সূরা ঃ ইমাম বায়হাকী রচিত দালায়েলুন্ নবুয়্যাতের সূত্রে মাক্কী সূরা ঃ (পর্যায় ক্রমিক) 'ইক্রা বি'ইস্মিরাব্বী, নূন, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাস্সের, তাব্বাত ইয়াদা-আবিলা হাব, ইযাশ্শামসু কুব্বিরাত, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, আল-লাইলি ইযা ইয়াগস্া। আল-ফাজরে, আদ্দোহা, আলাম নাস্রাহ, আল-'আসরে, আল-'আদিয়াত, আল-কাওসার, আল-হাকুমুত্তাকাসুর, আরায়াইতা, (আল-মা'উন), কুলইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন। আসহাবীল ফীল (সূরা ফীল), আল্-ফালাক, কুল-আউজু বিরাব্বিন নাস, কুলহু আল্লাহ আহাদ, আন্-নজ্ম, 'আবাসা, ইন্না আনযাল্নাহু (আল কদর), আশ্শামসু, অদোয়াহা, অস্সামায়ি যাতিল বুরূজ, অত্তিনে-ওয়ায্যাউতুন, লিইলাফি কুরাইশ, আল-ক্বারিয়া, লা-উক্সিমু বি-ইয়াউ মিল-কিয়ামা।

আল-হুমাযা, আল-মুরসালাহ, ক্বাফ্, লা-উকসিমু-বিহাযা'ল বালাদ, অস্সামায়ি অতত্বরিক, ইক্তারাবাতিস্ সা'আহ (আল-কামার), সাদ, জ্বিন, ইয়াসীন, আল-ফুরকান, আল-মালাইকা, ত্বাহা, আল্-ওয়াকি'আ, ত্ব-সীন-মীম (আল-কাসাস), বনী ইসরাঈল, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, আস্হাবুল- হিজ্র, আল-আন'আম, আস-সফ্ফাত, লুকমান, সাবা, আয-যুমার, হা-মীম (আল-মুমিন), হামীম-(আদ্দোখান), হামীম-আস্-সিজদা, হা-মীম-'আইন-সীন-কাফ (আশশূরা), হা-মীম আয্যুখরুফ, আল্-যাসিয়া, আল-আহ্কাফ, আয-যারি'য়াত, আল-গাসিয়াহ, আস্হাবুল কাহাফ্, আল্-নাহ্ল, নূহ, ইব্রাহীম, আল-আম্বিয়া, আল-মুমিনূন, আলিফ-লাম-মীম, আস্-সিজ্দা, আত্তূর, তাবারাকা (আল-মূল্ক), আল-হাক্কাহ, সা'আলা-(আল-মি'রাজ), 'আম্মা ইয়াতাসাআলূন (আন-নাবা), আন্-নাবিয়্আ, ইযাস্ সামাউন্ সাক্কাত (আল্-ইনসিকাক) ইযাস্সামাউন-ফাতারাত (আল-ইনফিতার), আর-রূম, আল-'আনকাবূত।

৯৪. افمن كان مومنا كمن كان فاسقا। থেকে শেষ তিন আয়াত পর্যন্ত।
দ্র ঃ পূর্বোক্ত।

৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মাদানী সূরা ঃ

ওয়াইলুল্লীল-মোতাফ্ফিফীন, আল্-বাকারা, 'আল্-ইম্রান, আল-আনফাল, আল্-আহযাব, আল্-মায়েদা, আল্-মুমতাহানা, আন্-নিসা, ইযা-যুলযিলাত (আল্-যিল্যাল), আল্-হাদীদ, মুহাম্মাদ, আর-রা'দ, আর্-রহমান, হাল আতা 'আলাল-ইন্সান (আদ্-দাহার), আত্-তালাক, লামইয়াকুন (আল-বাইয়েনা), আল্-হাশর, ইযা-জা-আনাসরুল্লাহ, আল্-নূর, আল-হজ্জ, আল-মুনাফিকূন, আল-মুজাদালা, আল-হুজুরাত, ইয়া আইয়ূহান নাবিয়্যু লীমা তুহার্‌রিমু (আত-তাহরীম), আস্ সাফ্, আল-জুমু'আ, আত্-তাগাবুন, আল-ফাতাহ্, বারা'আত।৯৬

মতভেদ পূর্ণ সূরাসমূহ ঃ

(মক্কা ও মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত)

সূরা ফাতিহা, সূরাতুন্-নিসা, সূরা ইউনুস, বারা'আত, হজ্জ, ফুরকান, ইউনুস, সাদ, হুজুরাত, আর-রহমান, হাদীদ, সাফ, জুমুআ, তাগাবুন, মূল্ক, আল-ইনসান, মুতাফ্ফিফীন, আলআ'লা, আল-ফজ্র, আল-বালাদ, আল-লাইল, আল-কদর, লামইয়াকুন, যিলযাল্, আল-'আদিয়াত, আল-হাকুম্, আরাআইতা, আল-কাউছার, আল-ইখলাস, মাউযাতাঈন।

মক্কায় অবতীর্ণ সে সমস্ত সূরার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো– যার কতিপয় আয়াত মাদানী হওয়া সত্ত্বেও মাক্কী সূরার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে ঃ যেমন–

সূরাতুল ফাতিহা, বাকারা, সূরাতুল-আন্-আম, আল্-আ'রাফ, আল্-আন্ফাল, বারা'আত, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'দ, ইব্রাহীম, আল্-হিজ্র আন-নাহাল, আল্-ইস্রা, কাহাফ, মরিয়াম, ত্বহা, আল্-আম্বিয়া, আল-হাজ্জ, আল-মু'মিনূন, আল-ফুর্কান, আশ শু'আরা, আল্-কাসাস, আল্-'আন্-কাবুত, লুক্মান, সূরাতুস্সিজ্দা, সাবা, ইয়াসীন, যুমার, গাফের, সূরা গাশিয়া, আহ্কাফ্, কাফ, নাজ্ম, কামার, রহমান, আল-ওয়াকি'আ, আল-হাদীদ, আল-মুজাদালা, আত-তাগাবুন আত্-তাহ্রীম, তাবারাকা, আল-কালাম, আল-ইনসান, (আদ-দাহার), আল-মুরসালাত, আল-মুতাফ্ফিফীন, আল-বালাদ, আল-লাইল, আরাআইতা।৯৭

---

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাক্কীও মাদানী সূরা ও আয়াত সমূহ চিহ্নিত করণের নিয়মাবলী ঃ

ইমাম সুয়তী (রঃ) পবিত্র কুর'আনের মাক্কী ও মাদানী সূরা সমূহ চিহ্নিত করণের কতিপয় নীতিমালা বর্ণনা করেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) পবিত্র কুর'আনের যে অংশে "يا أيها الذين امنوا" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানী। আর যে অংশে "يا أيها الناس" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কী সূরা।৯৮

(খ) পবিত্র কুর'আনের যে স্থানে يا أيها الناس অথবা يابنى ادم বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কী।

যে স্থানে يا أيها الذين أمنوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানী।৯৯

(গ) কুর'আনের যে সকল স্থানে জাতি সমূহ ও যুগ সমূহের বর্ণনা এসেছে সেগুলো মাক্কী।

কুর'আনের যে স্থানে ফারায়েজ ও সুন্নত সমূহের বর্ণনা এসেছে সেগুলো মাদানী।১০০

---

৯৮. ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদ্‌রিক গ্রন্থে, ইমাম বায়হাকী তাঁর রচিত তাঁর দালায়েল গ্রন্থে এবং ইমাম বাররাজ রচিত মুসনাদ গ্রন্থে 'আব্দুল্লাহর সূত্র অনুসারে বর্ণনা করেন।

মূল আরবী ঃ

"ما كان يا أيها الذين أمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيهاالناس فبمكة"

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৯৯. মায়মুন ইব্‌ন মিহ্‌রান সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূল আরবী ঃ

"ما كان فى القرأن يا أيهاالناس او يابنى أدم فانه مكى، وما كان يا أيهاالذين أمنوا فانه مدنى"

এ প্রসঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ইবনে 'আতিয়্যা এবং ইবনুল গারাস প্রমূখ বলেন ঃ

"هو فى يايهالين أمنوا صحيح، واما ياأيهاالناس فقد ياتى فى المدنى "

"يا أيهاالذين امنوا"

বিষয়টি সত্য তবে يا أيهاالناس এর বিষয়টি সত্য নয়, কারণ কখনো উক্ত সম্বোধনটি মাদানী সূরাতেও পরিলক্ষিত হয়।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২২।

১০০. বায়হাকী কিতাবুদ্দালায়েল গ্রন্থে ইউনুস ইব্‌ন বোকায়েরের সূত্রে হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন।

মূল আরবী ঃ

"كل شيئى نزل من القرأن فيه ذكر الامم والقرون فانما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن فانما نزل بالمدينة"

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) দু'পদ্ধতিতে মাক্কী-মাদানী সূরা সমূহ চিহ্নিত করা যেতে পারে।[১০১]

(১) সিমায়ী।

(২) কিয়াসী।

সিমায়ী ঃ যে সূরা মক্কা বা মদীনায় নাযেল হওয়ার কথা আমাদের কাছে বর্ণনা সূত্রে পৌঁছেছে।

কিয়াসী ঃ যে সকল সূরার মধ্যে "يا أيها الناس" অথবা كلا শব্দ রয়েছে, অথবা আলে-'ইমরান, সূরা রা'দ ব্যতীত যার শুরুতে কোন হরফে তাহাজ্জী রয়েছে, অথবা সূরা বাকারা ব্যতীত যে সকল সূরায় আদম এবং ইবলিসের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

এমন প্রত্যেক সূরা– যাতে অতীতের নবী ও জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা মাক্কী সূরা।

যে সব সূরাতে ফরয বা হদের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো মাদানী।

(ঙ) যে সব সূরাতে মোনাফিকদের বর্ণনা এসেছে সে সকল সূরা মাদানী।[১০২]

(চ) যে সমস্ত সূরায় সিজ্‌দা রয়েছে তা মাক্কী সূরা।[১০৩]

(ছ) যে সমস্ত সূরার মধ্যে كلا (কাল্লা) রয়েছে তা মাক্কী সূরা।[১০৪]

(জ) যে সমস্ত সূরা মুফাস্‌সাল[১০৫] সেগুলো মাক্কী।[১০৬]

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

১০১. উক্ত সংজ্ঞাটি ইমাম জা'বির (র) পেশ করেন এভাবেঃ

"معرفة المكى والمدنى طريقان: سماعى، وقياسى - فالسماعى ما وصل الينا نزوله باخذهما، والقياسى كل سورة فيها ياايهاالناس فقط، او كلا، او اولها حرف تهج سوى ال عمران والرعد وفيها قصة ادم وإبليس سوى البقرة فهى مكية، وكل سورة فيها قصص الانبياء والامم الحالية مكية - وكل سورة فيها فريضة اوحد فهى مدينة -

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

১০২. 'আল্লামা মাক্কীর মতানুসারে যে সকল সূরাতে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে তা' মাদানী। মূল আরবী "كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدينة"

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

১০৩. হযরত হাজালী রচিত কাপৃ.ল গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল আরবী ঃ

"كل سورة فيها سجدة فهى مكية"

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

১০৪. ইমাম দায়েরীনি থেকে বর্ণিত। দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

১০৫ কুরআন মাজিদের সপ্তম মঞ্জিলকে মুফাসসাল বলা হল। দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

১০৬. ইমাম তিবরানী ইব্‌ন মাস'উদ সূত্রে বর্ণনা করেন। দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ঃ

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) মক্কী ও মাদানী সূরার পরিচিতি তুলে ধরার প্রেক্ষাপটে মাক্কী ও মাদানী সূরার তালিকা, নুযূলের দিক থেকে কতিপয় মতভেদ পূর্ণ সূরা ও আয়াতের তালিকা এবং মাক্কী ও মাদানী সূরা চিহ্নিত করনের নিয়মাবলী পেশ করেন। এ পর্যায়ে তিনি কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী উদাহরণসহ পেশ করেন। যেমন,

১. সে সমস্ত আয়াতের দৃষ্টান্ত যেগুলো মক্কায় অবতীণ হয়েছে, অথচ তাদের হুকুম মাদানী। যেমন ঃ

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى -[১০৭]

اليوم اكملت لكم دينكم--- كذالك قلت -[১০৮]

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها -[১০৯]

২. সে সমস্ত আয়াত যা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তার হুকুম মাক্কী। যেমন– সূরাতুল মুমতাহিনা, সূরাতুন্-নাহ্‌ল এর আয়াত [১১০]-والذين هاجروا -إلى آخرها এবং সূরা বারা'আত।

৩. এমন সব মাক্কী সূরা– যার মধ্যে মাদানী সূরার অবতীর্ণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, সূরা নাজমের আয়াত [১১১] -الذين يجتنبون كبائر إلا ثم والفواحش إلا اللمم

৪. সে সমস্ত মাদানী সূরা যা অবতীর্ণের দিক থেকে মাক্কী সূরার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন, والعاديات ضبحا [১১২] এবং সূরা আনফালের আয়াত [১১৩]-وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق

৫. কুর'আনের সে সমস্ত অংশের উদাহরণ যা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ মাদানী সূরার অন্তঃর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, সূরা ইউসুফ, সূরা ইখলাছ।

৬. কুর'আনের সে সমস্ত অংশগুলোর উদাহরণ-যা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ মাক্কী সূরার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যেমন, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه [১১৪] আয়াতে রিবা, সূরা বারা'আতের প্রথম অংশ এবং [১১৫]-إن الذين توفاهم الملائة ظالمى أنفسهم

---

১০৭. সূরা হুজুরাত ঃ ১৩।
১০৮. সূরা মায়েদা ঃ ০৩।
১০৯. সূরা নিসা ঃ ৫৮।
১১০. সূরা নহল ঃ
১১১. সূরা নাজম ঃ ৩২।
১১২. সূরা আদীয়াত ঃ ১।
১১৩. সূরা আনফাল ঃ ৩২।
১১৪. সূরা বাকারা ঃ ২১৭।
১১৫. সূরা নিসাঃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাযারী (حضری) ও সাফারী (سفری) সূরাসমূহের পরিচয় সংক্রান্ত

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) হাযারী ও সাফারী সূরা সমূহের পরিচিতি বর্ণনা করেন।

হাযারী ঐ সমস্ত আয়াত বা সূরাকে বলা হয় যা মক্কা অথবা মদীনায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ'প্রকারের অসংখ্য উদহরণ রয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) হাদারী এবং সাফারী সূরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাফারী সূরার উদাহরণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে, তিনি হাযারী সূরার উদাহরণ পেশ করেননি। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ অধিকাংশ সূরাই হচ্ছে হাযারী। অল্প সংখ্যক সাফারী সূরার উদাহরণ পেশ করে অবশিষ্টগুলোকে হাযারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সাফারী সে সমস্ত আয়াত ও সূরাকে বলা হয় যা' মক্কা-মদীনা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভ্রমণকালীন সফর অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন, [১১৬] واتخذ وامن مقام ابراهيم مصلى

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) মাক্কী সূরার ক্ষেত্রে প্রায় সকল সূরার মধ্যে থেকেই অন্ততঃ একটি করে উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি তার প্রদত্ত উদাহরণের পেছনে হাদীসের উদ্ধৃতি ও দিয়েছেন।[১১৭]

তৃতীয় অধ্যায়

লাইলী (রাত্রিকালীন) ও নাহারী (দিবাকালীন) অবতীর্ণ আয়াতসমূহের পরিচিতি।

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) নাহারী (দিবাকালীন) এবং লাইলী (রাত্রিকালীন) আয়াত সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। নিম্নে উহাদের সংজ্ঞা পেশ করা হলো ঃ

---

১১৬. সূরা বাকারা ঃ ১২৫।

এ আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় মক্কাতে নাযিল হয়।

এ সম্পর্কে হযরত জাবির (রাঃ) বলেন ঃ

"لما طاف النبى صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا ابراهيم الخليل؟ قال: نعم: قال: افلا نتخذه مصلى؟ فنزلت" ـ

"যখন নবী করীম (সঃ) তাওয়াফ করলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাকাম (স্থান)? রাসূল (সঃ) বললেন– হ্যাঁ। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– আমরা কি ইহাকে সালাত আদায়ের স্থান বানিয়ে নিব? তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।"

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

১১৭. সুয়ূতী; পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

নাহারী ঃ- নাহারী (النهارى) পবিত্র কুর'আনের সে সমস্ত অংশকে বলা হয় যা দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। উহার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ইব্ন জাবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল-কুর'আনের অধিকাংশই নাহারী। আর সেজন্য তিনি সে গুলোর উদাহরণ দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

লাইলী ঃ- লাইলী (الليلى) পবিত্র কুর'আনের সে সমস্ত অংশকে বলা হয় যা রাত্রিবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সূরা থেকে উদাহরণ পেশ করেন। যেমন, আয়াতে তাহবীলুল কিবলা[১১৮] তথা কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আয়াত। এতদসংক্রান্ত তিনি হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও পেশ করেন।[১১৯]

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুর'আনের সাইফী (গীষ্মকালীন) এবং সিতায়ী (শীতকালীন) অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সমূহের বর্ণনা ঃ

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এর বর্ণনা মতে, পবিত্র কুর'আন মাজীদের আয়াত এবং সূরা সমূহ বছরের দু' সময় অবতীর্ণ হত। গরমকালে ও শীতকালে। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) 'আল্লামা ওয়াহেদীর একটি বর্ণনা উদ্ধিত করেন যে, কালালা (كلالة) বিষয়ে আল্লাহ পাক দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেন। একটি হচ্ছে শীত মৌসুমে এবং তা হচ্ছে সূরা নিসার প্রথমে,[১২০] আর দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে গ্রীষ্ম কালীন সময়ে যা সূরা নেসার শেষ ভাগে রয়েছে।[১২১]

---

১১৮. "قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولئنك قبلة ترضها"

সূরা বাকারা ঃ ১১৪

১১৯. "কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্নে 'উমরের বর্ণনা ঃ

"بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح اذ أتاهم أت فقال: ان النبى صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرأن وقد أمران يستقبل القبلة"

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা মসজিদে 'কুবা'তে ফজরের নামাজ আদায় করছিলাম, এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বললেন, 'নবী করীম (সঃ) এর উপর গত রাত্রিতে আয়াত নাজিল হয়েছে এবং তাঁকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশও দেয়া হয়েছে।" –সহীহাঈন,

সূয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

১২০. সূরা নিসা ঃ ১ –يا اليها الناس إتقوا ربكم

১২১. এ সম্পর্কে মুস্তাদ্‌রিক গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে একটি বর্ণ্না রয়েছে– যা নিম্নরূপ ঃ

"عن ابى هريرة (رض) ان رجلا قال: يأ رسول الله ما الكلالة؟ قال:

اماسمعت الاية التى نزلت فى الصيف - يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة"

দ্র ঃ সূরা নিসা ঃ ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে তিনি হাদীসের আলোকে আল-কুর'আনের বিভিন্ন স্থান থেকে صيفى (গ্রীষ্মকালীন) এবং شتائى (শীতকালীন) আয়াতের উদাহরণ পেশ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ফিরাশী (শয়ন কালীন) এবং নাওমী (নিদ্রাকালীন) আয়াত সমূহের বর্ণনা।[১২২]

আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী শয়নকালীন এবং নিদ্রাকালীন আয়াতের পরিচয় পেশ করেন। তিনি বলেন, ফিরাশী (فِرَاشِى) দ্বারা পবিত্র কুর'আনের সে সমস্ত অংশ উদ্দেশ্য যা মহানবী (সঃ) স্বীয় স্ত্রীদের হুজরাতে থাকাকালীন জাগ্রত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি এতদসংক্রান্ত কুর'আনের বিভিন্ন স্থান থেকে উদাহরণ পেশ করেন।[১২৩]

নাওমী (نَوْمِى) দ্বারা পবিত্র কুর'আনের সে সমস্ত অংশকে বুঝানো হয়, যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিদ্রা অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে।[১২৪] যেমন, সূরা কাওসার[১২৫]

ষষ্ঠ অধ্যায়

আসমানে ও জমীনে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের বর্ণনা

পবিত্র কুর'আনের আয়াত সমূহ বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। কখনো কোন অংশ জমীনে, আবার কখনো আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কখনো এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে তথা শূন্যালোকে, আবার কখনো

দ্র ঃ সুয়তী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড পৃ. ২৯।

১২২. আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১২৩. যেমনঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

"والله يعصمك من الناس"

দ্র ঃ সূরা মায়েদা ঃ ৬৭।

১২৪. ইতকান, ১ম খণ্ড ঃ পৃ. ৬৬।

১২৫. এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম (র) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন ঃ

"وعن أنس قال" "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهر نااذ غفا اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما اضحك يا رسول الله؟ فقال: انزل على أنفا سورة، فقرأ - بسم الله الرحمن الرحيم - إنا اعطيناك الكوثر - فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر -

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

জমীনস্থ গুহায় অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ইবনুল 'আরাবীর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত তামীমিকে (রঃ) হিবাতুল্লাহ্ আল মোফাস্সির বর্ণনা করেন, সমস্ত কুর'আন মক্কা এবং মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে ছয়টি আয়াত এমন রয়েছে, যা জমীনেও অবতীর্ণ হয়নি, আবার আসমানেও অবতীর্ণ হয়নি। তন্মধ্যে তিনটি আয়াত হচ্ছে ঃ-

"وما منا إلا له مقام معلوم"

থেকে তিন[১২৬] আয়াত– যা সূরা الصافات। এ রয়েছে। আরেকটি আয়াত হচ্ছে– সূরা الزخرف এর অন্তর্গত।[১২৭]–واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا আরো দুই আয়াত হচ্ছে সূরা বাকারার সর্বশেষ দুই আয়াত।[১২৮] এগুলো মিরাজের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।[১২৯]

আর জমীনের নীচে গুহাতেও কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (র) উদাহরণ হিসেবে সূরাতুল মুরসালাতের কথা উল্লেখ করেন।

সপ্তম অধ্যায়

পবিত্র কুর'আনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত সমূহের বর্ণনা

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের সর্বপ্রথম আয়াত সংক্রান্ত অভিমত গুলো তুলে ধরেছেন। যেমন,

১. প্রথম অভিমত ঃ আল-কুর'আনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত সমূহ হচ্ছে ঃ

[১৩০]–اقرأ باسم ربك الذى خلق থেকে প্রথম সাত আয়াত।

---

১২৬. সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৬৪-১৬৬।

১২৭. সূরা যুখরুফ ঃ ৪৫।

১২৮. সূরা বাকারা ঃ ১৮৫-১৮৬।

১২৯. ইবনুল আরাবী বলেন, সম্ভবতঃ এ দু'টি আয়াত আসমান এবং জমীনের মধ্যবর্তী স্থানে তথা শূন্যালোকে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩০. সূরা আলাক ঃ ১০৭।
এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا الاجاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء، فكان يأتى حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدة ويتزود لذالك ثم يرجع الى خديجة رضى الله عنها فتزوده لمثلها۔ حتى فجاءه الحق وهو فى غارحراء فجاءه الملك فيه

Dhaka University Institutional Repository

২. দ্বিতীয় অভিমত ঃ সর্বপ্রথম সূরা হচ্ছে,[১৩১] – يا أيهاالمدثر

তিনি উপরোক্ত বক্তব্য দ্বয়ের সমাধানও পেশ করেন।

যেমন,

১। পরিপূর্ণ সূরা হিসেবে আল-কুর'আনের সর্বপ্রথম সূরা হচ্ছে সূরা মোদ্দাস্সির।[১৩২] আর সর্বপ্রথম আয়াত সমূহ হচ্ছে সূরা 'আলাকের প্রথম সাত আয়াত ঃ

"إقرأ باسم ربك الذى خلق -------- مالم يعلم -"

২। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত প্রথম দ্বারা সাধারণ অর্থ নেয়া হয়নি, বরং ফিতরতে ওহী[১৩৩] এর পরে সর্বপ্রথম আয়াত উদ্দেশ্য।

৩। এখানে প্রথম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– ভীতি প্রদর্শনের দিক থেকে। আবার এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দেন যে, নবুওয়্যাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হচ্ছে -إقرأ باسم ربك الذى خلق

পক্ষান্তরে, রিসালাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হচ্ছে[১৩৪] – ياأيها المدثر

৪। এখানে প্রথম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন ভীতিপ্রদ অবস্থা সংঘটিত হয়েছে (আর তা হচ্ছে সূরা মুদ্দাস্সির (المدثر)। পক্ষান্তরে, اقرأ باسم ربك এর অবতরণ (নূযূল) হয়েছে

فقال: إقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما انا بقارى، فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى، فقال: إقرأ، فقلت ما انا بقارئى، فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد، ثم ارسلنى فقال إقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الحهد ثم ارسلنى فقال إقرأ باسم ربك الذى خلق حتى بلغ مالم يعلم ـ فرجع بها رسول الله صلى عليه وسلم ترجف بوادره"

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড , পৃ. ৩১।

১৩১. সূরা মোদ্দাস্সির সম্পূর্ণ– এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) একটি হাদিস বর্ণনা করেন ঃ

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابربن عبد الله: أى القرأن أنزل قبل؟ قال: يا ايهالمدثر ------ الخ ـ

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড পৃ. ৩২।

১৩২. প্রাগুক্ত।

১৩৩. ফিতরাতে-ওহী বলতে বুঝায় সাময়িকভাবে ওহী অবতীর্ণের স্থগিত হওয়া। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইক্রার প্রাথপৃ.ক ৭ টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর কুরআন নাযিল বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকে। এ ওহী বিরতির শেষ ভাগে একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় পথচলাকালে পুনরায় ওহী অবতীর্ণ হয়। আর সেটিই ছিল ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা। ঃ মা'আরেফুল কুরআন, সূরা মুদ্দাসের।

১৩৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ভীতিপ্রদ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ব্যতীতই।[১৩৫]

৫। 'আল্লামা কিরমানীর (রঃ) উক্তিটি নিজের উপলব্ধি থেকে হয়েছে, এটা কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কথা নয়। এজন্য হযরত 'আয়শা[১৩৬] (রঃ) এর বর্ণনাই অগ্রাধিকার পাবে।

তৃতীয় অভিমত ঃ পবিত্র কুর'আনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে– সূরা ফাতিহা।

চতুর্থ অভিমত ঃ পবিত্র কুর'আনের সর্বপ্রথম আয়াত হচ্ছে[১৩৭] "بسم الله الرحمن الرحيم-"

অষ্টম অধ্যায়

আল-কুর'আনের সর্বশেষ অবতীর্ণ অংশের বর্ণনা

আল-কুর'আনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত তথা অংশ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। 'আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) তার এ গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য অভিমত গুলো তুলে ধরেছেন। যেমন,

১. হযরত বারা ইব্ন 'আযেব থেকে শাইখায়ন বর্ণনা করেন যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে–

يستفتونك- قل الله يفتيكم فى الكلالة [১৩৮]

এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে– সূরা বারা'আত (براءة)।

২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস থেকে ইমাম বুখারী (রঃ) (জন্ম ঃ ১৯৪/৮০৯ মৃঃ ২৫৬ হিঃ) বর্ণনা করেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে– আয়াতে রিবা, হযরত 'উমর (রাঃ) থেকে ইমাম বায়হাকী অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, আয়াতে রিবার দ্বারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উদ্দেশ্য–

يايهاالذين امنوا إتقوالله وذروا ما بقى من الربا- [১৩৯]

৩. ইব্ন 'আব্বাস থেকে বর্ণীত রয়েছে যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে ঃ

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله - [১৪০]

---

১৩৫. ইতকান, ১ম খণ্ড পৃ. ৭০।

১৩৬. হযরত 'আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে– "ইক্রা বি'ইস্মী রাব্বীক" পারা ৩০, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।

১৩৮. সুরা নিসা ঃ ১৭৬।

১৩৯. সূরা বাকারা ঃ ২৭৮।

১৪০. সূরা বাকারা ঃ ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৪. হযরত আবু 'উবাই "কিতাবুল ফাজায়েল" গ্রন্থে ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, কুর'আনের সর্বশেষ অবতীর্ণ অংশ হচ্ছে– আয়াতে "রিবা"[১৪১] ও আয়াতে "দাঈন"[১৪২]।

৫. হযরত 'উবাই ইব্‌ন কা'ব থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কুর'আনের সর্বশেষ নাযেলকৃত আয়াত হচ্ছে ঃ

لقد جاءكم رسول من انفسكم– থেকে সূরা তওবার শেষ পর্যন্ত[১৪৩]।

৬. ইমাম মুসলিম (জন্ম ঃ ২০৩, মতান্তরে ২০৪, মৃঃ ২৬১ হিঃ) ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, পবিত্র কুর'আনের সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে[১৪৪]

"اذا جاء نصر الله والفتح ."

৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর থেকে বর্ণিত, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে– সূরা আল্ মা'য়িদা[১৪৫] ও সূরা আল-ফাত্‌হ্[১৪৬]

৮. হযরত ইব্‌ন জাবির উল্লেখ করেন যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে–

"فمن كان يرجو لقاء ربه"-[১৪৭]

৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাসের বর্ণনা মতে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে–

"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ."[১৪৮]

১০. হযরত ইব্‌ন মারদিয়া মুজাহিদ সূত্রে হযরত উম্মে সাল্‌মা থেকে বর্ণনা করেছেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল ঃ

" فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل ."[১৪৯]

১১. ইমামুল হারামাইনের বুরহান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে ঃ

"قل لا اجد فيماأو حى إلى محرما–"[১৫০]

---

১৪১. সূরা বাকারা ঃ ২৭৮।
১৪২. সূরা বাকারা ঃ ২৮২।
১৪৩. সূরা তওবা ঃ ১২৮- ১২৯।
১৪৪. সূরা নসর ঃ ৩০ পারা।
১৪৫. ৬ পারা।
১৪৬. ২৬ পারা।
১৪৭. সূরা কাহাফ ঃ ১১০।
১৪৮. সূরা নিসা।
১৪৯. সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৫।
১৫০. সূরা আন'আম ঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

আল্-কুর'আনের শানে-নুযূল তথা কুর'আন অবতীর্ণের কারণ ও প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া সংক্রান্তঃ

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) উল্লেখ করেন যে, কুর'আন অবতীর্নের কারণ অবগত হওয়া সম্পর্কে অনেক গ্রন্থাদী রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'আল্লামা ওয়াহিদী (মৃঃ ৪২৭/১০৩৫) এবং আবুল ফজল ইব্ন হাজার রচিত গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ প্রসংগে বলেন, এতদসংক্রান্ত আমার রচিত গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিরল গ্রন্থ। যার নাম হচ্ছে 'লুবাবুন্ নুযূল ফি আসবাবিন নুযূল"[১৫১]

"আল্লামা জা'বারী (الجعبرى)[১৫২] বলেন, পবিত্র কুর'আনের অবতারণা দু'ভাগে হয়েছে। যথা,

১. প্রথম প্রকার হচ্ছে, কুর'আনের অবতারণা কোন কারণ ব্যতিরেকেই নতুন ভাবে হয়েছে।

২. দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে কিংবা কোন প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ' প্রকারের অনেকগুলো মাসআলা রয়েছে। যেমন,

প্রথম মাসয়ালাঃ- যারা কুর'আনের শানে নুযূল সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, তিনি বলেন, প্রকৃত পক্ষে একথা ঠিক নয়, বরং এরই মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন ঃ-

(১) শরী'আতের যে কোন বিধান (হুকুম) প্রণয়ের পেছনে শরী'আত প্রণেতার যুক্তি ও হিকমত কি- তা অবগত হওয়া সম্ভব।[১৫৩]

(২) যারা মনে করেন যে, যে কারণে (সবব) শরী'আতের বিধান প্রণীত হয়েছে সে কারণের সাথেই ঐ বিধানটি সুনির্দিষ্ট, তাদের জন্যও 'সববে নুযূল' জানা অত্যাবশ্যক।

---

১৫১. এ অধ্যায়ের সূচনাতে ইমাম সুয়ূতী (র) নিজেই বলেন ঃ

"أفرده بالتصنيف جماعه أقدمهم على بن المدينى شيخ البخارى، ومن اشهرها كتاب الواحدى على ما فيه من اعواز، وقد اختصره الجعبرى فحذ ف اسانيده ولم نزد عليه شيئا، والف فيه شيخ الاسلام ابوالفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا، وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله فى هذا النوع سميته" لباب النقول فى اسباب النزول"

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১মখণ্ড পৃ. ৩৮।

১৫২. পূর্ণনাম, বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন 'উমার ইব্ন ইবরাহীম আল-জা'বারী (মৃ ঃ ৭৩২/১৩৩১)

দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রীঃ), ১১ খণ্ড, পৃ. ২৫২।

১৫৩. মূল আরবী ঃ "معرقة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم،

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কখনো কখনো আল-কুর'আনের শব্দ সাধারণ অর্থেই প্রয়োগ হয়। তবে দলীলের ভিত্তিতে তা আবার সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রয়োগ হয়। আর সববে নুযূলের মাধ্যমেই এ বিষয়টি জানা সম্ভব।

(৪) সববে নুযূলের মাধ্যমেই শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া যায় এবং এর দ্বারা শব্দার্থের জটিলতাও দূরীভূত হয়।

(৫) 'সববে নুযূল' জানার মাধ্যমে কোন বিধান সুনির্দিষ্ট হওয়ার আশংকা দূরীভূত হয়।

(৬) যার ব্যাপারে কুর'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সববে নুযূলের মাধ্যমে তার নাম জানা যায়।[১৫৪]

দ্বিতীয় মাস'আলা ঃ- কোন বিধান শব্দের সাধারণ অর্থের উপর প্রযোজ্য হবে- নাকি 'সবব' তথা কারণের সাথেই সুনির্দিষ্ট হবে- এ বিষয়ে উসূলীনদের মতভেদ জানা যায়। তবে 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) নিকট প্রথমটিই সঠিক।

তৃতীয় মাস'আলা ঃ- কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ তথা সবব অকাট্য ভাবেই সাধারণ হুকুমের উপর প্রযোজ্য হয়। সববে নুযূলের মাধ্যমে এ বিষয়টি জানা যায়।

চতুর্থ মাস'আলা ঃ- 'আল্লামা ওয়াহেদীর (র) মতে, যারা কুর'আন নাযিল হওয়াটা স্ব চোক্ষে অবলোকন করেছেন এবং অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে গবেষণা করতঃ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের বর্ণনা কিংবা তাদের থেকে শ্রবণ করা ব্যতিত দ্বিতীয় কোন অভিমত ব্যক্ত করা বৈধ হবে না।

পঞ্চম মাস'আলা ঃ- অধিকাংশ সময় এমনও পরিলক্ষিত হয় যে, মুফাস্‌সিরগণ একই আয়াতের একাধিক শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে কোন একটির উপর নির্ভর করার পন্থা হচ্ছে- ঘটনার স্বরূপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করণ। আর এ বিষয়টিও 'সববে নুযূল' জানার মাধ্যমে জানা সম্ভব।[১৫৫]

দশম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের সে সকল অংশের আলোচনা করেছেন যা বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরামের মনের আকাংখা ও ইচ্ছা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ এ ধরণের আলোচনা

ب দ্র ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

১৫৪. ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

১৫৫. এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الاية أسبابا متعددة - وطريق الاعتماد فى ذالك ان ينظر الى العبارة الواقعة، فان عبر احدهم بقوله نزلت فى كذا والاخر نزلت فى كذا وذكرا مرا اخر قفد تقدم ان هذا يراد به التفسير لاذكر سبب النزول ----- - وذاك إستنباط -

ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আস্‌বাবুন্‌-নুযূল "اسباب النزول" এর অন্তর্ভূক্ত।

নিম্নে সংশ্লিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের নাম পেশ করা গেল ঃ-

১. হযরত 'উমর (রাঃ)।[১৫৬]

২. হযরত যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রাঃ)।[১৫৭]

৩. হযরত আবু-আইয়্যুব (রাঃ)।[১৫৮]

৪. হযরত মুস'আব ইবন 'উমায়র (রাঃ)।[১৫৯]

এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ুতী (রঃ) তার আলোচনায় উপরোক্ত সাহাবায়ে কিরামের শানে অবতীর্ণ আয়াত এবং তাঁদের বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে উদাহরণ পেশ করেন। যেমন হযরত 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, [১৬০]

ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه-

"আল্লাহ পাক হযরত 'উমর (রাঃ)-এর মনোবাঞ্ছানুসারে প্রকৃত হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) থেকে, তিনি হযরত 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে,

وافقت ربى فى ثلاث : فى الحجاب، وفى اسرى بدر وفى مقام ابراهيم -[১৬১]

---

১৫৬. নাম 'উমর, লকব ফারুক এবং কুনিয়াত- আবু হাফস্। পিতা- খাওাব ও মাতা- হান্‌তামা। কুরাইশ বংশের 'আদি গোত্রের লোক। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। রাসূলল্লাহ (সঃ) এর ১৩ ববছর পর জন্ম । মৃঃ হিঃ ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯। নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্র ঃ উসওয়া সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০।

১৫৭. নাম,আবু উসামা যায়িদ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রীতিভাজন (হিব্‌বি রাসূলিল্লাহ) তার উপাধি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পালক পুত্র ছিলেন। পিতা হারেসা এবং মাতা সুদা বিনতু সা'লাবা ।

দ্রঃ মুহাঃ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকা ঃ বাইসে ১৯৮৯ খ্রীঃ), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

১৫৮. তিনি একজন অতি সম্মনিত সাহাবী। দ্বিতীয় আকাবার বায়'আতে এবং বদর যুদ্দে তিনি শরীক হয়েছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা- একশত পঞ্চাশটি।

দ্র ঃ উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

১৫৯. নাম মুস'আব, কুনিয়াত- আবু মুহাম্মাদ। ইসলাম গ্রহণের পর লকব হয় মুস'আব আল-খায়ের । পিতা- 'উমাইর এবং মাতা- খুনাস বিন্‌ত মালিক। ওহুদ যুদ্ধে তিনি ছিলেন ইসলামের পতাকাধারি।

দ্র ঃ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, মুহাঃ আবদুল মাবুদ (ঢাকা ঃ বাইসো, ১৯৮৯ খ্রী), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

১৬০. জামে'আত্‌-তিরমিযী শরীফ।

১৬১. সহীহুল-বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনটি বিষয়ে আমার প্রতিপালক আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, আর তা'হচ্ছে পর্দার বিধান সংক্রান্ত, বদর যুদ্ধের বন্দি সংক্রান্ত এবং মাকামে ইব্রাহীম সংক্রান্ত।

হযরত সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়াব্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم -

إذا سمعا شيأ من ذالك قالا : سبحانك هذا بهتان عظيم: زيد بن حارثه؛ وأبو ايوب-

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) হযরত মুসা'আব ইব্ন 'উমাইয়া (রাঃ) এর শানে অবতীর্ণ আয়াতের উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত আয়াত পেশ করেন।

وما محمد الا رسول -قد خلت من قبله الرسل- ১৬২

একাদশ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের সে সমস্ত অংশের বর্ণনা করেন, যা একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী তাফসীরকারগণের বক্তব্য অনুযায়ী একথা প্রমাণিত যে, আল-কুর'আনের কিছু কিছু আয়াত ও সূরা একাধিকবার নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত মতগুলো উল্লেখ করেন ইব্ন হাস্সানের মতে, কখনো কখনো কোন আয়াত স্মরণ করে দেয়ার জন্য এবং উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে একাধিকবার নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ

১. সূরাতুন্-নহলের শেষাংশ।

২. সূরা রূমের প্রথমাংশ।

ইব্ন কাছিরের মতে, 'আয়াতুর রুহ' এর অন্তর্ভূক্ত। আবার অনেকের মতে সূরা ফাতিহা, কারো মতে

ماكان للنبى والذين امنوا-[১৬৩]

'আল্লামা যারকাশী (الزركشى)[১৬৪] তার বুরহান গ্রন্থে লিখেছেন, কোন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য এবং সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একাধিকবার অবতীর্ণ করা হয়।

---

১৬২. সূরা আলে 'ইমরান।

১৬৩. সূরা তওবা ঃ ১১৩।

১৬৪.ইমাম বদরুদ্-দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল্লাহ আয্-যারকাশী (মৃঃ ৭৯০/ ১৩৮৮), আলবুরহান ফী 'উলূমু'ল কুরআন রচনা করেন। গ্রন্থখানি কায়রো হতে চার খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

দ্র ঃ কুরআন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৯৫।

১৬৫. সূরা হূদ ঃ ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ-[১৬৫] أقم الصلوة طرفى النهار

এতদ্বভিন্ন 'সূরা 'আসর এবং সূরা হুদ উভয়টি মক্কা এবং মদীনায় উভয় স্থানে ২ বার অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপ ভাবে সূরা ইখলাস এবং [১৬৬] ما كان للنبى والذين امنوا-

আল-কুরআনে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো বিভিন্নভাবে পড়া হয়। এগুলো মূলতঃ একাধিকবার অবতীর্ণের অন্তর্ভূক্ত।

যেমন ঃ- ملك ومالك؛ وسراط وصراط

উল্লেখ্য যে, কতিপয় 'আলিম বলেন, আল-কুর'আনের কোন অংশ একাধিকবার অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এই বিষয় গুলো তার 'কিতাবুল কাফিল বিমা'আনিত তানাযিল'

(كتاب الكفيل بمعانى التنزيل) গ্রন্থে নিম্নোক্ত কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

১. এটা হচ্ছে মনগড়া যা অর্থহীন।

২. এদ্বারা একথা অবধারিত হচ্ছে যে, যে পরিমান কুর'আন মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা দ্বিতীয় বার মদীনাতে ও অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা হযরত জিব্রাইল (আঃ) প্রতি বৎসরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে পবিত্র কুর'আনকে দাওর করতেন । অর্থাৎ তথা পরস্পর পরস্পরকে তেলাওয়াত করে শুনাতেন।

৩. অবতীর্ণের অর্থ হচ্ছে জিব্রাইল (আঃ) আল-কুর'আনের কোন অংশ এভাবে নিয়ে আসতেন যা পূর্বে কখনো সেভাবে নিয়ে আসেননি বরং তিনি জিব্রাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে পাঠ করে শুনাতেন।[১৬৭]

---

১৬৬. প্রাগুক্ত।

১৬৭. মূল 'আরবী ঃ

"انكر بعضهم كون الشئ من القرأ ن تكرر نزوله، كذارأيته فى كتاب الكفيل بمعانى التنزيل - وعلله بان تحصيل ما هو حاصل لافائدة فيه - وهو مردود بما تقدم من فوائده وبانه يلزم منه ان يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فان حبريل كان يعارضه القرأن كل سنة، ورد بمنع الملازمة بانه لا معنى للانزال إلا ان جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرأن لم يكن نزل به من قبل فيقرئه إياه - ورد بمنع إشتراط قوله لم يكن نزل به من قبل - ثم قال : ولعلهم يعنون بنزولها مرتين أن جبريل نزل حين حولت القبله، فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الفاتحة ركن فى الصلاة كما كانت بمكة - فظن ذالك نزولا لها مرة أخرى، او أقراه فيها قراءة اخرى لم يقرئها له بمكة فظن ذالك إنزالا "-

ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের সে সমস্ত আয়াতের বর্ণনা দিয়েছেন, যার হুকুম উহা অবতীর্ণের পর এবং যার অবতীর্ণ হওয়াটা হুকুমের পরে হয়েছে।[১৬৮]

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ পর্যায়ে 'আল্লামা যারকাশীর (রহঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি তার রচিত আল বুরহান গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কখনো কখনো কুর'আনের কোন অংশের অবতীর্ণ তার হুকুমের পূর্বে হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী[১৬৯]

قد افلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى-

'আল্লামা বাগাভী (بغوى)[১৭০] কতিপয় 'আলিমের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলে, এ' ধরণের বিধান তথা হুকুমের পূর্বে আয়াত অবতীর্ণ হওয়া বৈধ এবং এক্ষেত্রে তিনি আল-কুর'আনের দলীল গুলো পেশ করেন। যেমন ঃ

لا اقسم بهذا البلد- وانت حل بهذا البلد-[১৭১]

سيهزم الجمع ويولون الدبر-[১৭২]

جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب-[১৭৩]

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা ইবনুল হাস্‌সার' কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণাদিও তার এ অধ্যায়ে স্থান দেন।

ইবনুল হাস্‌সার কর্তৃক উদাহরণ গুলো নিম্নরূপ ঃ-

واتوا حقه يوم حصاده -[১৭৪]

---

১৬৮. মূল 'আরবী ঃ

قال الزركشى فى البرهان : قد يكون النزول سابقا على الحكم كقوله - قد أفلح من تزكى وذكرإسم ربه فصلى -

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৬৯. সূরা 'আলা, ১৪-১৫।

১৭০. ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্‌ন মাস'উদ আল-ফাররা বাগাভী (মৃঃ ৫১৬/১১১১), পৃ. ৩৫৭।

১৭১. সূরা আল বালাদ, ১-২।

১৭২. সূরা কামার ঃ ৪৫।

১৭৩. সূরা সোয়াদ ঃ ৪৫।

১৭৪. সূরা আন'আম ঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكواة - [১৭৫]

واخرون يقاتلون فى سبيل الله- [১৭৬]

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا- [১৭৭]

সে সমস্ত আয়াতের উদাহরণ- যে গুলো নাযিল হয়েছিল হুকুম জারির পরঃ-

১. (অযুর বিধান সম্বলিত আয়াত) (اية وضو) আয়াতে অযু ।

২. (জুমার সালাতের বিধান সম্বলিত আয়াত) (اية جمعة) আয়াতে জুমা।

অনুরূপভাবে যাকাতের বিধান সম্বলিত আয়াতকেও[১৭৮] তিনি এ ধরনের বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৭৯]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের সে সমস্ত অংশের বর্ণনা দিয়েছেন- যা কখনো কখনো পৃথক পৃথক ভাবে, আবার কখনো কখনো একত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম প্রকার হচ্ছে, পবিত্র কুর'আনের এমন অংশ (সূরা), যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন ঃ সূরা ইক্‌রা[১৮০] ('আলাক) ও সূরা আদ দোহা[১৮১]

---

১৭৫. সূরা মুজ্জাম্মেল ঃ ২০।

১৭৬. প্রাগুক্ত।

১৭৭. সূরা হা-মীম সিজ্‌দা ঃ ৩৩।

১৭৮. আয়াত- وإنما الصدقات للفقراء الخ - সূরা তওবা ঃ ৬০।

কেননা অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে নবম হিজরীতে, অথচ যাকাত ফরয হয়েছে উহার অনেক পূর্বে তথা হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায়।

১৭৯. ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।

১৮০. এ সূরার প্রথম সাত আয়াত তথা মালম্‌ ই'য়ালাম (ما لم يعلم) পর্যন্ত প্রথমবার নাযিল হয়। সূরার অধিকাংশ দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়।

দ্র ঃ তিবরানী।

১৮১. এ সূরা প্রথম পর্যায়ে فترضى পর্যন্ত নাযিল হয় এবং সূরার অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়।

দ্রঃ তিবরাণী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, আল-কুর'আনের সে সমস্ত অংশ বা সূরা, যা একই স্থানে একত্রে নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ সূরা ফাতিহা, ইখলাস, কাউছার, লাহাব, আল-বায়্যিনা, নসর, মা'উযাতান,[১৮২] ফালাক ও নাস্। সূরা সাফ্, আন'আম। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের বিভিন্ন সূরা থেকে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেন এবং তার বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি ও পেশ করেন।[১৮৩]

চতুর্দশ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুর'আনের ঐ সমস্ত সূরা ও আয়াতের বর্ণনা পেশ করেন- যা অবতীর্ণের সময় ওহী বাহক তথা হযরত জিব্রাইল (আঃ) ছাড়া ও অপরাপর ফিরিশতাগণ আগমন করেন এবং তাঁরা স্বাগতম জানিয়ে প্রতিধ্বনি করেন। পক্ষান্তরে, তিনি এমন আয়াত ও সূরার বর্ণনা দান করেন- যা নাযিলের সময় কেবল ওহীর বাহক হযরত জিব্রাইল (আঃ) একাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ইব্ন হাবীবের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেন, কুর'আনের যে অংশগুলো ফিরিশতাগণের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয় তা হচ্ছে, সূরা 'আন'আম,[১৮৪] সূরাতুল-ফাতিহা,[১৮৫] আয়াতুল কুরছি,[১৮৬] সূরা ইউনুস।[১৮৭] এ ছাড়া আল-কুর'আনের বাকী অংশগুলো ফিরিশতাগণের কোনরূপ প্রতিধ্বনি ছাড়াই জিব্রাইল (আঃ) একাই ওহী বহন করে নিয়ে আসেন।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের বিভিন্ন সূরা ও বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

---

১৮২. মা'উযাতান তথা সূরা নাস এবং ফালাক এ দু'টি সূরা একত্রে নাযিল হয়।
দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

১৮৩. যেমন- সূরা আন'আম একত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতী নিম্নোক্ত হাদিসটি উদ্ধৃতি করেন ঃ
"عن ابن عباس (رض) قال: نزلت سورة الانعام بمكة ليلا جملة حولهاسبعون الف ملك"
দ্র ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

১৮৪. এ সূরা অবতীর্ণের সময় সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
দ্র ঃ সূরা আন'য়াম ঃ ৮ পারা।

১৮৫. এ সূরা অবতীর্ণের সময় আশি হাজার ফিরিশতা অভিনন্দন সূচক প্রতিধ্বনি করেন।
দ্র ঃ সূরা ফাতিহা ঃ ৩০ পারা।

১৮৬. এই আয়াতটি ত্রিশ হাজার ফিরিশতার অভিভাদন সূচক প্রতিধ্বণির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়।
দ্র ঃ আয়াতুল কুরছি ঃ তৃতীয় পারা ।

১৮৭. এ সূরাটি ত্রিশ হাজার ফিরিশতার অভিভাদন সূচক প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয় ।
দ্র ঃ সূরা ইউনুস ঃ ১১ পারা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুর'আনের সে সমস্ত অংশের কথা উল্লেখ করেন, যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পূর্বে কতিপয় নবী-রাসুলের (স) উপরও অবতীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি তিনি সে সমস্ত অংশের বর্ণনাও দিয়েছেন– যা' রাসূলুল্লাহর (স) পূর্বে অন্য কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি। এক্ষেত্রে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন। বিশেষভাবে মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ অংশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সূরায়ে ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরায়ে বাকারার শেষাংশ কেবল রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর উহা অবতীর্ণ হয় এবং পূর্ববর্তী কোন নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়নি। এ প্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন হাদীসের অবতারণা করেন। অপর দিকে তিনি সে সমস্ত আয়াত ও সূরার উদাহরণ পেশ করেন যা তার পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ) এবং হযরত ইউসূফ (আঃ) প্রমুখ নবীগণের উপর ও অবতীর্ণ হয়েছে।[১৮৯]

---

১৮৮. ইব্ন হাবীবের বর্ণনা ঃ

"قال إبن جبيب وإتبعه ابن النقيب: من القرأن ما نزل مشيعا وهو سورة الانعام شيعها سبعون الف ملك، وفاتحة الكتاب نزلت ومعها ثمانون الف ملك، واية الكرسى نزلت ومعها ثلاثون الف ملك ، وسورة يونس نزلت ومعها ثلاثون الف ملك واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا ـ نزلت ومعها عشرون الف ملك، وسائرالقرأن نزل به جبريل مفردا بلا تشييع ـ

দ্র ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

১৮৯. দ্বিতীয় প্রকার আয়াত বা অংশ (অর্থাৎ যা' রাসূলের পূর্বে অন্য কোন ওহীর উপর অবতীর্ণ হয়নি) সংক্রান্ত হাদিস ঃ

(١) " عن إبن عباس" اتى النبى صلى الله عيه وسلم ملك فقال: ابشر بنو رين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب، وخواتم سورة البقرة ـ

(٢) عن كعب قال: ان محمدا صلى اله عليه وسلم أعطى اربع أيات لم يعطهن موسى، وان موسى اعطى أية لم يعطها محمد ـ قال: والاياتلتى اعطيهن محمد ـ لله ما فى السموات وما فى الارض ـ حتى ختم البقرة فتلك ثلاث أيات، وأية الكرسى، والاية التى أعطيها موسى: اللهم لاتولج الشيطان فى قلوبنا وخلصنا منه من اجل ان لك الملكوت، والابد والسلطان والملك والحمد والارض والسماء الدهرالداهر ابدا ابدا امين امين ـ

প্রথম প্রকার (অর্থাৎ যা পূর্ববর্তী কতিপয় নবীদের উপরও অবতীর্ণ হয়েছে) সম্পর্কে হাদীসঃ

"عن ابن عباس (رض) قال: لما نزلت سبح إسم ربك الاعلى، قال صلى الله عليه وسلم

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়ষ অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুর'আন কি ভাবে এবং কোন কোন পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি এতদসংক্রান্ত কতিপয় জরুরী বিষয় তুলে ধরেন। যেমন–

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن – [১৯০]

আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতের ভিত্তিতে পবিত্র কুর'আন লাওহে মাহফুজ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ধারা সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে।

১ম অভিমত ঃ

"أنه نزل الى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ـ ثم نزل بعد ذالك منجما فى عشرين سنة وثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين على حسب بخلاف فى مدة اقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة "

–"পবিত্র কুর'আন কদরের রাত্রিতে একত্রে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেখান থেকে ২০ মতান্তরে ২৩ অথবা ২৫ বছর যাবৎ অল্প অল্প করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা হয়"। উল্লেখযোগ্য উপরোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ।

২য় অভিমত ঃ

"أنه نزل الى سماء الدينا فى عشرين ليلة القدر اوثلاث وعشرين اوخمس وعشرين فى كل ليلة ما يقدر الله إنزا له فى كل سنة، ثم انزل بعد ذالك منجما فى جميع السنة ـ "

–'পবিত্র কুর'আন ২০ মতান্তরে ২৩ অথবা অথবা ২৫ কদরের রাত্রিতে দুনিয়ার আকাশে গোটা বছরের জন্য যে পরিমান আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজন মনে করতেন সে পরিমান বছরের এক কদর রাত্রিতে সে পরিমাণ অবতীর্ণ করতেন। অতঃপর সেখান থেকে অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে সারা বছর ব্যাপী মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ করা হতো।'

كلها فى صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت والنجم إذا هوى ـ فبلغ وابراهيم الذى وفى ـ

قال وفى ـ ان لاتزر وازرة وزر خرى ـ الى قوله ـ هذا نذير من نذر الاولى ـ

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১৫।

১৯০. সূরা বাকারা, ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অভিমত ঃ-

"أنه إبتدأ انزاله فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذالك منجما فى او قات مختلفة من سائر الاوقات -

–'পবিত্র কুর'আনের অবতীর্ণের সূচনা কদরের রাত্রিতেই হয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন সময় অল্প অল্প করে তা পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা হয়।'

দ্বিতীয় বিষয় ঃ-

এপর্যায়ে পবিত্র কুর'আন অবতীর্ণ তথা ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। "আল্লামা রাগিব ইসফাহানী তার রচিত তাফসীরের সূচনাতে লিখেছেন, আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে–

কালামুল্লাহ তথা আল্লাহর বাণী হচ্ছে একটি নাযিলকৃত (نزل) বিষয়। তবে তারা এ নাযিলকৃত (نزل) বিষয়ের মর্ম সম্পর্কে একাধিক মত পেশ করেছেন ঃ

কতিপয়ের মতে, কুর'আনের অবতীর্ণ হওয়াটা কিরা'আত তথা উচ্চারণের প্রকাশ বুঝিয়েছেন।

কেউ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আসমানে থাকাকালীন তাঁর অন্তরে তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (জিব্রাঈল (আঃ) তার বার্তাবলীর উচ্চারণ শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) সে বাক্যাবলী পৃথিবীতে নিয়ে আসেন এবং পুনরায় জিব্রাঈল (আঃ) তার গন্তব্য স্থলে চলে যান।

তানযীল তথা অবতীর্ণ হওয়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে, নবী করীম (সঃ) মানুষের আকৃতি থেকে পরিবর্তিত হয়ে ফিরিশতারূপ ধারণ করে অবতীর্ণ বিষয়কে গ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, ফিরিশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করতেন যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর থেকে ওহী গ্রহণ করতে পারেন। তবে একথা ঠিক যে, আলোচ্য দুই অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থাটা খুবই কঠিন ছিল।[১৯১]

১৯১. মূল আরবী ঃ

"وفى التنزيل طريقان - احدهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم إنخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل - والثانى: أن الملك إنخلع الى البشرية حتى يأخذه الرسول منه - والاول أصعب الحالين

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতিঃ

'উলামায়ে কিরাম ওহী অবতীর্ণের অনেকগুলো পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) উক্ত পদ্ধতি গুলো নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

প্রথম পদ্ধতি ঃ- ফেরেশতা ঘন্টা ধ্বনির মত শব্দ করে ওহি নিয়ে অবতীর্ণ হতেন।

(أن ينفت فى روعه الكلام نفثا)

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ- জিব্রাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর অন্তরে আল্লাহর কালামের মর্মার্থ ফুঁকে দিতেন।

(أن يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس)

যেমন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই বর্ণনা করেন যে,

(ان روح القدس نفث فى روعى)

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ- ফেরেশতা মানব আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসতেন এবং ওহী পাঠ করে শুনাতেন। (أن يأتيه فى صورة الرجل فيكمه)

চতুর্থ পদ্ধতি ঃ– ওহী বাহক ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিদ্রা অবস্থায় আগমন করতেন। বহু 'আলিম সূরা কাওসারকে এ শ্রেণীর ওহীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(أن يأتيه الملك فى النوم)

পঞ্চম পদ্ধতি ঃ– আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় রাসূলের (সঃ) সাথে জাগ্রতাবস্থায় বাক্যালাপ করতেন। যেমন- মি'রাজ রজনীতে এমনটি ঘটেছে। অথবা নিদ্রা অবস্থায়। যেমন- হযরত মা'আয ইব্ন জাবাল (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমার নিকট আমার প্রভু এসেছেন এবং বলেছেন যে, কোন বিষয় নিয়ে ফিরিশতাগণ তোমার সাথে বিতর্ক করছে।

(أن يكله الله أما فى اليقظة كما فى ليلة الاسراء، او فى النوم كما فى حديث معاذ اتانى ربى فقال فيم يختصم الملأ الاعلى) -

অনুমান করা যাচ্ছে যে, সূরায়ে বাকারার শেষাংশ, সূরা দোহা, সূরা আলাম নাসরাহ্ –এ শ্রেণীর ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

এতদভিন্ন, আল-কুর'আন একত্রে অবতীর্ণ না হয়ে খন্ড খন্ড ভাবে অবতীর্ণ হওয়ার হিকমত ও রহস্য, কুর'আন ব্যতীত অপরাপর আসমানী গ্রন্থ একত্রে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, কুর'আন এবং তাওরাত তথা অপরাপর আসমানী গ্রন্থের অবতরণের মধ্যকার পার্থক্য, 'আরবী ভাষায় কুর'আন অবতীর্ণের কারণ, "نزل القران على سبعه احرف" -

Dhaka University Institutional Repository

এবং " أنزل القران بالتفتخيم"

–হাদীসদ্বয়ের মর্মার্থ, কুর'আন সংকলন এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।[১৯২]

সপ্তদশ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (র) কুর'আন এবং তার সূরা সমূহের নাম বর্ণনা করেন।

'আল্লামা জাহেয বলেন, 'আরববাসীগণ তাদের সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত বাক্যাবলীর যে ধরণের নাম রাখত আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবের নাম উহার বিপরীত শব্দ দিয়ে রেখেছেন "কুর'আন"। পক্ষান্তরে, 'আরববাসীগণ তাদের বাক্যাবলীর সমষ্টিকে 'দেওয়ান' নামে আখ্যায়িত করত,

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের অংশকে 'সূরা' বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে, 'আরববাসীগণ সে ধরণের অংশ বিশেষকে 'কাসিদা' বলে অভিহিত করেছেন।

আবার আল্লাহপাক ছোট ছোট বাক্যকে বায়াতের পরিবর্তে "আয়াত" নামে অভিহিত করেছেন। আর আয়াতের পরিসমাপ্তিকে "কাফিয়া" নামের পরিবর্তে "ফাসেলা" বলেছেন। এক্ষেত্রে 'আল্লামা সুয়ূতী (র) পবিত্র কুর'আনের নাম সম্পর্কে আবুল মা'আলী উযাইযি ইব্ন 'আবিদল মালিক' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি তাঁর স্বীয় গ্রন্থ আল বুরহানের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক কুর'আন মাজীদকে পঞ্চান্নটি নামে অভিহিত করেছেন।[১৯৩] এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল কুর'আন এবং তদীয় সূরা সমূহের নামকরণ এবং নামকরণের সার্থকতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।

---

১৯২. ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬-১৪৩।

১৯৩. আল কুর'আনের নাম সমূহ এবং এরূপ নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে আবুল মা'আলীর বর্ণনা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"إعلم أن الله سمى القرأن بخمسة وخمسين إسما ـ سماه كتابا ومبينا فى قوله: حم ـ والكتاب المبين ـ وقرأنا وكريما فى قوله: إنه لقرأن كريم ـ وكلاما ـ حتى يسمع كلام الله ـ ونورا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا ـ وهدى ورحمة: هدى ورحمة للمؤمنين ـ وفرقانا: نزل الفرقان على عبده ـ وشفاء: وننزل من القرأن ما هو شفاء ـ وموعظة: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ـ وذكرا ومباركا: وهذا ذكر مبارك انزلناه ـ وعليا: وانه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم ـ وحكمة: حكمة بالغة ـ وحكيم: تلك أيات الكتاب الحكيم ـ ومهيمنا: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ـ وحبلا: وإعتصموا بحبل الله وصراطا مستقيما: وان هذا صراطى مستقيما ـ وقيما: قيما

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ অধ্যায়

কুর'আন সংকলন ও তা বিন্যস্তকরণ সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

আলোচ্য অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুর'আন সংকলন এবং তার ক্রম বিন্যাস সাধন সংক্রান্ত আলোচনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের অবতারণা করেন। পাশাপাশি তিনি এ ব্যাপারে কতিপয় অভিমতও ব্যক্ত করেন।

হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত হতে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশায় পবিত্র কুর'আন নিয়ম তান্ত্রিকভাবে কোথাও সংকলিত হয়নি। 'আল্লামা খাত্তাবী (রঃ) এর অভিমত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পবিত্র কুর'আনকে গ্রন্থাকারে এই জন্য লিপিবদ্ধ করেননি যেহেতু তখন পর্যন্ত আল-কুর'আনের কতিপয় বিধানাবলী এবং তেলাওয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনা ছিল। তবে তাঁর (মুহাম্মদ (সাঃ)) ইনতিকালের পর যেহেতু পবিত্র কুর'আন অবতীর্ণের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায় সেহেতু আল্লাহ পাক স্বীয় ওয়াদা মোতাবেক তাঁর উম্মতগণের হৃদয়পটে সংকলনের বাসনা সৃষ্টি করেছেন।

অনন্তর, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হযরত 'উমর (রাঃ) এর পরামর্শ ক্রমে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়।

"قال الخطابى: إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرأن فى المصحف لما كان يترقبه من ورودنا سخ لبعض احكامه او تلاوته فلما إنقضى نزوله بوفاته الهم الله الخلفاء

لينذر به ـ وقولا وفصلا: إنه لقول فصل ـ ونبأ عظيم: عم يتساءلون عن النبأ العظيم ـ واحسن الحديث ومثانى ومتشابها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى ـ وتنزيلا : وإنه لتنزيل رب العالمين ـ وروحا: او حينا اليك روحا من امرنا ـ ووحيا: انما أنذركم بالوحى ـ وعربيا: قرأنا عربيا ،بصائر: هذا بصائر ـ وبيانا ـ هذا بيان للناس ـ وعلما: من بعد ما جاءك من العلم ـ وحقا: ان هذا لهو القصص الحق ـ وهاديا: ان هذا القرأن يهدى ـ وعجبا: قرأنا عجبا ـ وتذكرة، وإنه لتذكرة ـ والعروة الوثقى : إستمسك باالعروة الوثقى ـ وصدقا: والذى جاء بالصدق ـ وعدلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ـ وأمرا: ذالك امر الله انزله اليكم ـ ومناديا: ينادى للايمان ـ وبشرى: هدى وبشرى ـ ومجيدا: بل هو قرأن مجيد ـ وزبورا: ولقد كتبنا فى الزبور ـ بشيرا ونذيرا: كتاب فصلت أياته قرأنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ـ وعزيزا: وإنه لكتاب عزيز ـ وبلاغا: هذا بلاغ للناس ـ وقصصا: احسن القصص ـ وسماه أربعة اسماء فى أية واحدة: فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ـ

দ্র ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

الراشدين ذالك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الامة، فكان ابتداء ذالك على يد الصديق بمشورة عمر (رض) -

কিন্তু ইমাম মুসলিম হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন–

"لا تكتبوا عنى شيئا غير القران" "–তোমরা কুর'আন ব্যতীত আমার পক্ষ থেকে অন্য কিছু লিখবেনা" এ হাদীসটি সে কথার পরিপন্থি নয় যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম পবিত্র কুর'আন সংকলন করেছেন। কেননা, এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে লিপিবদ্ধ করনের কথা বলা হয়েছে। নতুবা পবিত্র কুর'আন তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু একই স্থানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলন যেমন হয়নি, ঠিক তেমন সূরা সমূহের ক্রম বিন্যাস ও সাধিত হয়নি।

ইমাম হাকেম তাঁর রচিত মুস্তাদ্‌রিক (مستدرك) এর মধ্যে বর্ণনা করেন, পবিত্র কুর'আন তিন পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে ঃ

প্রথমত ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে। দ্বিতীয়ত ঃ হযরত আবুবকর (রাঃ) এর যুগে। তৃতীয়ত ঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর যুগে।

আল-কুর'আনের আয়াত সমূহের ক্রমবিন্যাস ঃ

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের আয়াত সমূহের ক্রম-বিন্যাস সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, অধিকাংশ 'আলিমের অভিমত যা 'আল্লামা যারকাশী তাঁর স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সূরা সমূহের মধ্যে আয়াত সমূহের ক্রম-বিন্যাস রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশানুযায়ী হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম মনিষীদের কোন মতানৈক্য নেই।[১৭৪]

সূরাসমূহের ক্রম-বিন্যাস ঃ

এ পর্যায়ে তিনি আল-কুর'আনের সূরা সমূহের বিন্যাস সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, সূরা সমূহের ক্রমবিন্যাস কি "তাওকীফী" (توقيقى) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশ ক্রমে হয়েছে? না সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়েছে। অধিকাংশ

---

১৭৪. মূল বক্তব্য ঃ

"الاجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الايات توفيقى لا شبهة ذالك، اما الاجماع فنقله غير واحد منهم الزركشى فى البرهان وابوجعفر بن الزبير فى مناسبته، وعبارته: ترتيب الايات فى سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف فى هذا بين المسلمين -

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

'আলিমের অভিমত হচ্ছে, সূরা সমূহের বর্তমান এই ক্রম বিন্যাস সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়েছে। এ পর্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) একটি পরিশিষ্ট লিপিবদ্ধ করেন। এখানে তিনি সূরা সমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি সূরা বিন্যাস করেন । আয়াত সংখ্যার দিক থেকে কোনটি বড়, কোনটি ছোট এবং কোনটি মধ্যম মানের? এ বিষয়গুলোও তিনি উল্লেখ করেন।[১৯৫]

উনবিংশ অধ্যায়

আল-কুর'আনের সূরা, আয়াত এবং হরফ সংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুর'আনের সূরা, আয়াত, কালিমা এবং হরফ সমূহের সংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, নির্ভর যোগ্য অভিমত অনুসারে পবিত্র কুর'আনের সূরা সংখ্যা হচ্ছে ১১৪ টি। তবে এ ব্যপারে অপর একটি অভিমত হচ্ছে, সূরা সংখ্যা ১১৩ টি। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরা 'আনফাল' এবং 'বারা'আত' একই সূরা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, একদল 'আলিম হযরত উবাই ইব্ন কা'বের মাসহাফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তন্মধ্যে ১১৬ টি সূরার বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ তিনি হাক্দ (حقد) এবং খোলা' (خلع) নামক দু'টি সূরা সংযোজন করেন।[১৯৬] তবে সে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে– তার মধ্যে ১১৫ টি সূরার উল্লেখ রয়েছে। কেননা তাতে সূরা ফীল এবং সূরা কুরায়শ-এ দু'টি সূরাকে একই সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আরো উল্লেখ করেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের মাসহাফের মধ্যে ১১২ টি সূরার কথা উল্লেখ রয়েছে। কেননা, তিনি তাঁর গ্রন্থে "মা'উযাতাইন"-এর উল্লেখ করেননি।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, পবিত্র কুর'আনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬টি এবং কুর'আনের হরফ সংখ্যা হচ্ছে ৩২৩৬৭১টি। আদ্-দানী (الدانى) এর অভিমত হচ্ছে যে, পবিত্র কুর'আনের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে ৬০০০ হাজার। আবার এ সংখ্যা থেকে অধিক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় 'আলিম উল্লিখিত সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতি নয়। কতিপয় 'আলিমের মতে ২০৪টি আয়াত উক্ত সংখ্যা থেকে বেশী রয়েছে এবং ২০০ থেকে বেশী হওয়ার ব্যাপারে ও অভিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন ১৪, কারো মতে ১৯, কারো মতে ২৫, আবার কারো মতে ৩৬।[১৯৭]

---

১৯৫. ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩-১৮২।

১৯৬. সূরা নাস এবং সূরায়ে ফালাক কে বলা হয়।

১৯৭. মূল 'আরবী ঃ

"عن إبن عباس (رض) قال: جميع أى القرآن ستة الاف أية وستمائة أية وست عشرة

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ অধ্যায়

আল কুর'আনের হাফিযগণ এবং রাবীগণের পরিচিতি ঃ

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে পবিত্র কুর'আনের হাফিযগণের এবং বর্ণনা কারীগণের নাম, তাদের সংখ্যা এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্ধারিত চারজন সাহাবী– যারা কুর'আন মাজীদ প্রশিক্ষণ দিতেন– তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন।[১৯৮]

এ পর্যায়ে তিনি হযরত আনাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা ও উদ্ধৃতি করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে কেবল চারজন আনসার সাহাবী পবিত্র কুর'আন সংকলন করেন।[১৯৯]

হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা মাযারী' (রঃ) এর বক্তব্য, ইমাম কুরতুবী এবং ''আল্লামা বাকেল্লানী[২০০] কর্তৃক উক্ত হাদীসের পর্যালোচনাও তিনি তুলে ধরেন।[২০১]

أية - وجميع حروف القرأن ثلاثمائة الف حرف وثلاثة وعشرون الف حرف وستمائة حرف واحد وسبعون حرفا -

قال الدانى: إجمعوا على ان عدد أيات القرأن ستة الاف أية ثم اختلفوا فيما زاد على ذالك، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال ومائتاأية واربع أيات، وقيل أربع عشرة - وقيل تسع عشرة، وقيل وخمس وعشرون، وقيل وست وثلاثون -

দ্র ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১৯৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা চারজন সাহাবী তথা– 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, সালেম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ, মা'য়াজ ইব্‌ন জাবাল, 'উবাই ইব্‌ন কা'ব এর নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা নাও।

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

১৯৯. মূল হাদীস ঃ

" عن قتادة قال سألت انس بن مالك: من جمع القرأن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الانصار: أبى بن كعب، معاذبن جبل، وزيد بن ثابت وابو زيد - قلت: من ابو زيد؟ قال: احد عمومى"

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

২০০. তাঁর পূর্ণ নাম– মুহাম্মদ ইব্‌ন তাইয়্যেব ইব্‌ন 'জাফর ইব্‌ন কাসিম আল-বাকিল্লানী আল-বাসারী (মৃঃ ৪০৩ হিঃ/১০১২)। তিনি সাধারণতঃ কাযী আবূবকর হিসেবেই পরিচিত।

দ্র ঃ ড: মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আল-কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীঃ), পৃ. ১২১।

২০১. ইমাম কুরতুবী (রঃ) হযরত আনাস (রঃ) এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। তিনি তাঁদের সম্পর্কে তেমন একটা ওয়াকিফহাল ছিলেন না। ফলে তিনি নির্দিষ্ট ভাবেই চারজনের কথা উল্লেখ করেছেন– যাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অথবা এমন ও হতে পারে যে, তাঁর স্মরণে উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, আমার মনে হয় উক্ত হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, মদীনার আউস গোত্রের গর্ব-অহংকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা সর্বদাই খাজরায গোত্রের উপর প্রাধান্য নেয়ার চেষ্টা করত। আর উক্ত চার জন সাহাবী মুলত ঃ আউস গোত্রেরই ছিলেন। আর এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত চার জন ছাড়া অন্য কোন হাফিযে কুর'আন ছিলেন না।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর রচিত এ অধ্যায়ে সে সব প্রসিদ্ধ সাহাবী (রাঃ), তাবে'ঈন এর নামও উল্লেখ করেন যাঁরা 'কিরা'আত' শাস্ত্রে এবং কুর'আন সংকলনের ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন।[২০২]

একবিংশ অধ্যায়

আল কুর'আনের উর্ধ্বতম সনদ ও নিম্নতম সনদের পরিচিতিঃ

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (র) পবিত্র কুর'আনের সনদের সর্বোচ্চ স্তর, এবং সর্ব নিম্ন স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বিশারদ গণের সর্বোচ্চ স্তরের পাঁচটি প্রকার ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেন।

যেমন ঃ-

১. বর্ণনার ধারাবাহিকতা এমন ভাবে রাসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছা যেন সনদ বা ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার দূর্বলতা না থাকে এবং তা হতে হবে নির্ভেজাল।

কয়জন সাহাবীই ছিল। অন্যান্য গণ সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল না।

'আরবী ঃ "وقال القرطبى: قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد - قال: وإنما خص أنس الاربعة باذكر لشدة تعلقه لهم دون غيرهم - او لكونهم كانوا فى ذهنه دون غيرهم -

দ্র ঃ সুয়ূতী, ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।

২০২. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) 'কিরাআত' শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ সাতজন সাহাবীর (রা) নাম উল্লেখ করেন। তাঁরা হলেন– ১. হযরত 'উসমান (রা) ২. হযরত 'আলী (রাঃ) ৩. হযরত 'উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) ৪. হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) ৫. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রাঃ) ৬. হযরত আবু দারদা (রাঃ) ৭. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)। তাবে'য়ীগণের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হলেন– মদিনা বাসীদের মধ্যে ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাঃ), 'উরওয়া (রাঃ), সালিম (রাঃ), 'উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (রাঃ), সুলাইয়মান (রাঃ), 'আতা (রাঃ), মা'আজ ইব্ন হারিস, আব্দুর রহমান ইব্ন হারমাজ আল 'আরাজ (রাঃ) ইব্ন শিহাব যুহুরী (রাঃ), মুসলিম ইব্ন জুনদুব (রাঃ) যায়েদ ইব্ন আসলাম। মক্কাবাসীদের মধ্যে ছিলেন– 'উবাইদ ইব্ন 'উমাইর (রাঃ), 'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রাঃ), তাউস, মুজাহিদ, আকরামাহ, ইব্ন আবি মালিকাহ (রাঃ), কুফাবাসীদের মধ্যে– 'আলকামা (রাঃ), আসওয়াদ (রাঃ) মাসরূক 'উবায়দাহ, 'আমর ইব্ন সুরাহবীল, হারিস ইব্ন কায়েস, রাবী' ইব্ন খায়সাম, 'আমরই ইব্ন মায়মূন, আবু আব্দুর রহমান সালমা, ওজর ইব্ন হুবাইস, 'উবাইদ ইব্ন নাদীলাহ, সাঈদ ইব্ন যুবাইর, নখযী, সু'বী। বসরাবাসীদের মধ্যে– আবু 'আলীয়া, কাতাদাহ, ইব্ন সীরীন, কাতাদাহা প্রমুখ।

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড; পৃ. ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. যে সনদটি একজন হাদীস বিশারদের নিকট সহজতর হয়।

৩. হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে 'সিহাহ সিত্তার' মান দন্ডে সনদের সর্বোচ্চতা এবং সর্বনিম্নতা পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা চারটি স্তর নির্ধারণ করেন। যথা ঃ-

১। মু'আফাকাত (الموافقات)।

২। ইব্‌দাল (الابدال)।

৩। মুসাও'আত (المساواة)।

৪। মুসাফাহা (المصافحات)।

৪. যদি একজন শায়খ থেকে কয়েকজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেন তবে উক্ত রাবীদের মধ্যে যিনি আগে ইনতিকাল করেন সনদের ক্ষেত্রে তার সনদই সর্বোচ্চ।

৫. সনদের সর্বোচ্চতা কেবল শায়েখের ইনতিকালের সাথেই সম্পৃক্ত।

অতঃপর 'আল্লামা সুয়ুতী সনদের সর্ব নিম্নতা অবগত হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করেন।[২০৩]

২২তম অধ্যায় থেকে ২৭তম অধ্যায়

আল-কুর'আনে মুতাওয়াতির, মাশহুর, 'আহাদ, সায, মাওযু' এবং মুদ্‌রাজ কিরা'আত সমূহের বর্ণনা ঃ

আলোচ্য অধ্যায় গুলোতে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল্-কুরআনের বিভিন্ন কিরা'আত (পঠনরীতি) তথা কিরআতে মুতাওয়াতির, কিরআতে মাশহুর, কিরআতে আহাদ, কিরআতে মাওযু এবং কিরাআতে মুদ্‌রাজ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২০৪]

---

২০৩. ইমাম সুয়ূতী (র) সনদের সর্ব নিম্নতা সম্পর্কে বলেন, মূলত ঃ সনদের সর্বোচ্চতা সম্পর্কে আগত হওয়ার দ্বারাই সর্বনিম্নতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। কারণ উভয়টি পরস্পর বিরোধী। যেমন তিনি বলেন–

"وإذا عرفت العلو باقسامه عرفت النزول فانه ضده، وحيث ذم النزول فهو مالم ينجبر بكون رجاله أعلم او حفظ اؤ اتتن أو أجل أو أشهر او أورع، أما إذا كان كذالك فليس بمذموم ولا مفضول"

দ্রঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

২০৪. 'ইলমু'ল কিরা'আত বলতে সে শাস্ত্রকে বুঝায় যাতে আল-করআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, আয়াত সমূহের পঠন ধারা এবং এ সম্পর্কে যে মতদ্বৈধতা রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়– যেন কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর উচ্চারণে বিকৃতির আশংকা না থাকে।

দ্রঃ আয-যারকাশী, মানাহিলুল-'ইরফান, কায়রো ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

'ইলমূ'ল কিরাআত সংক্রান্ত 'আল্লামা সুয়ুতীর (রঃ) নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে তিনি 'আল্লামা কাজী বুলকায়নী'[২০৫] কর্তৃক কিরাআতের প্রকরণ, 'আল্লামা ইবনুল জাওযীর (রঃ) মতানুসারে বিশুদ্ধ কিরাআত এবং বাতিল কিরা'আত সমূহ আয়িম্মায়ে সাবআ'[২০৬] তথা সাতজন কারীর কিরাআতের পর্যালোচনাও করেছেন।

তিনি তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, আল-কুর'আনের ক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতার উপরই কিরাআতের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। 'আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুর'আনের রাসমূলখাত (লিখন-নীতি)[২০৭] অনুসারে শব্দের মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব।

"إعلم أن القاضى جلال الدين البلقينى قال: القراءة تنقسم الى متواتر واحاد وشاذ ـ فالمتواترا لقراءات السبعة المشهورة والاحاد قراءات الثلاثة التى هئ تمام العشر ـ ويلحق بها قراءة الصحابة ـ والشاذ قراءة التابعين كالاعمش ويحيى بن وثاب وابن جبيرو نحوهم، وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره، واحسن ممن تكلم فى هن ا النوع امام القراءة فى زمانه شيخ شيوخنا ابوا لخيربن الجزرى قال فى أوّل كتابه النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العصمانية ولو احتمالا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل انكارها ـ بل هى من الاحرف السبعة التى نزل بها القرأن ـ ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غيرهم من الائمة المقبولين ـ ومتى إختل ركن من هذه الار كان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة، سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم، هذا هوالصحيح عندائمة التحقيق من السلف والخلف ـ

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

২০৫. পূর্ণনাম– 'আব্দুর-রাহমান ইব্ন 'উমার ইব্ন দাস্লান আবুল ফাদল জালালুদ্দীন আল্ বুলকায়নী (মৃঃ ৮২৪/ ১৪২১)।
দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

২০৬. সাতজন ক্বারী (قراء سبعة) হচ্ছেন ঃ

১। 'আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর আদ-দায়ী (মৃঃ১২০/৭৩৭-৩৮)
২। নাফি' ইব্ন 'আবদির-রহমান ইব্ন আবী নু'আয়ম (মৃঃ১৬৯/৭৮৫)
৩। 'আবদুল্লাহ ইয়াহসাবী যিনি ইব্ন 'আপৃ.র নামে খ্যাত (মৃঃ ১১৮/৭৩৬)
৪। আবূ 'আমর ইবনুল আলা আল-বাসরী (মৃঃ (১৫৪/৭৭০)
৫। ইয়া'কুব ইবন ইস্হাক আল-হাদরামী (মৃঃ২০৫/৮২০)
৬। হামযা ইব্ন হাবীব আয-যয়্যাত (মৃঃ ১৮৮/ ৮০৩)
৭। আবূ বকর 'আসিম-আবিন-নাজূদ আল-কূফী (মৃ ঃ ১২৭/৭৪৭)

দ্র ঃ কুরআন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৬৩-৪।

২০৭. "কাশফুয্ যুনূন" এর লেখকের মতে 'রাসমুল খাত' বা লিখন পদ্ধতি সে শাস্ত্রকে বলা হয় যার সাহায্যে হরুফ-ই হিজা বর্ণমালা ও যুক্তাক্ষর সমূহ লিখিবার ধরণ ও পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়।

দ্র ঃ কুরআন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

কিরা'আতের ক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতা বলতে কি বুঝায়– তিনি তা উল্লেখ করেন।

'আল্লামা সুয়ূতী বলেন, 'আল্লামা মাক্কী (রঃ)-এর মতে কুর'আনের তিনটি বর্ণনা ধারা (রেওয়ায়াত) রয়েছে ঃ

প্রথম প্রকার হচ্ছে, বিশ্বস্থ রাবীগণের বর্ণনা যা 'আরবী ভাষা এবং মাসহাফের লিখন পদ্ধতির অনুরূপ।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যা খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত এবং তা 'আরবী রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ। কিন্তু মাসহাফের লিখন নীতির পরিপন্থি।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, যার বর্ণনাকারী গ্রহনযোগ্য বটে, কিন্তু 'আরবী রীতির পরিপন্থি। অথবা এমন বর্ণনা কারীর বর্ণনা, যিনি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও মাসহাফে উহার লিখন নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ যোগ্য নয়।

আলোচনার ধারাবাহিকতায় ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ইমাম ইবনুল জাযরীর (মৃ ৫৯৭ হিঃ) অভিমতকে সমর্থন করে বলেন, আল কুর'আনের কিরা'আত পদ্ধতি কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন ঃ–

১. মুতাওয়াতির।

২. মাশহুর।

৩. 'আহাদ।

৪. সায ।

৫. মাওযূ'।

এ অধ্যায়ের শেষ দিকে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

১. আল কুর'আনের প্রত্যেকটি শব্দ মুওয়াতির হওয়া জরুরী।

২. খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে তেলাওয়াতে কুর'আন শুদ্ধ নয়।

৩.' বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কুর'আনের অংশ কি না?

৪. সূরা ফাতিহা, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক আল-কুর'আনের অন্তর্ভুক্ত কি না?

৫. কুর'আন এবং কিরাআতের মধ্যে পার্থক্য।

৬. হাদীসে বর্ণিত 'সাত হরফ' (সাবআতু আহরুফিন) দ্বারা 'সাত কিরা'আত' উদ্দেশ্য নয়।

৭. কিরা'আতের পার্থক্যের কারণে বিধানগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

৮. স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোন কিরআত পছন্দ করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৯. কিরা'আতের পার্থক্যের উপকারিতা ও রহস্য ।

১০. কিরা'আতে সায-এর ভিত্তিতে আমল করার ব্যাপারে মতভেদ।

১১. বিভিন্ন কিরা'আতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

১২. কিরা'আত সমূহের ব্যাখ্যা অবগত হওয়ার উপকারিতা ।

১৩. এক কিরা'আতের উপর অপর কিরআতের প্রাধান্য দান সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয় গুলো ছাড়াও 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ এবং হযরত মালিক ইব্ন আব্দুল্লাহর কিরা'আতের ধরণ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন।[২০৮]

২৮তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) কুর'আন মজীদের তেলাওয়াত শুরু করা এবং তেলাওয়াতের মাঝে ওয়াকফ তথা বিরতি দানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত বিষয় গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

১. ওয়াক্ফ্ (বিরাম) এবং ইবতিদা (আরম্ভকরণ) সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের গুরুত্ব। [২০৯]

২. আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'ওয়াক্ফ' সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের গুরুত্বারোপ।

---

২০৮. আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১১-২৩১।

২০৯. ওয়াক্ফ এবং ইবতিদা সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন–

"وهو فن جليل يعرفبه كيف أداءا لقراءة -

অতঃপর তিনি আন নুহাসের (র) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

"قال حدثنا محمد بن جعفر الانباري، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر قالا: حدثنا عبد الله ابن عمرو الزرقي عن زيدبن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال" سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن احدنا ليؤتى الايمان قبل القرأن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرأن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يوتى احدهما القرأن قبل الايمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الاوقاف كما يتعلمون القرأن" -

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. 'ইলমুল্-ওয়াক্ফ এবং 'ইলমু'ল-ইব্তিদার প্রয়োজনীয়তা ও উহার উপকারিতা।

৪. ওয়াক্ফের প্রকরণ।[২১০]

৫. ওয়াকফ এবং ইব্তেদা সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত ইত্যাদি। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেন, 'ওয়াক্ফ এবং ইব্তিদা' সম্পর্কে 'আলিম কর্তৃক অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যারা ঐ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- ইমাম আবু জা'ফর আন্-নূহাস, ইবনুল আম্বরী, মায্-যুজাজী, আদ্-দানী, আল্ আম্মানী, আস্ সাজাওয়ান্দী প্রমূখ।

২৯তম অধ্যায়

আল-কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে এমন কতিপয় আয়াত রয়েছে যে গুলো শব্দগত ভাবে সম্পৃক্ত (موصول), কিন্তু বিষয় বস্তুর দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন (مفصول)। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ পর্যায়ে এ ধরনের আয়াত সমূহের উদাহরণ ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন। যেমন ঃ-

هوالذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ـ

এখান থেকে- "شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون"

উপরোক্ত আয়াতের প্রথমাংশ হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের শেষাংশ প্রথমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'আল্লামা সুয়ূতী এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।[২১১]

---

২১০. এ সম্পর্কে তিনি ইবনুল আম্বারীর বর্ণনা তুলে ধরেন এভাবে-

الوقف على ثلاثة اوجه: تام وحسن وقبيح ـ فالتام: الذى يحسن الوقف عليه والابتداءبما بعده ـ ولا يكون بعده ما يتعلق به ـ كقوله ـ واولئك هم المفلحون ـ وقوله ـ أم لم تنذرهم لا يومنون ـ والحسن: هوالذى يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده ـ كقوله الحمد الله ـ لان الابتداء برب العالين لا يحسن لكونه صفة لماقبله ـ والقبيخ هوا لذى ليس بتام ولا حسن كالو قف على بسم من قوله بسم الله ـ

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

২১১. আলোচ্য আয়াত সম্পর্ক 'আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

فان الاية فى قصة أوم وحواء كما يفهم السياق وصرح به فى حديث اخرجه احمد والترمذى وحسنه، والحاكم وصححه من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا ـ واخرجه ابن ابى حاتم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس ـ لكن أخر الاية مشكل حيث نسب الاشراك الى أدم وحواء، وأدم نبى مكلم والانبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها اجماعا، وقد جرز الك بعضهم الى حمل الاية على غير أدم وحواء ـ وانها فى

Dhaka University Institutional Repository

৩০তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুরআনে ব্যবহৃত ইমালা'[২১২] এবং ফাতাহ্'[২১৩] সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতদসংক্রান্ত যে বিষয়গুলো তিনি তাঁর আলোচনায় স্থান দিয়েছেন তা' হলো ঃ-

(ক) ইমালা ও ফাতাহ্ সংক্রান্ত 'আরবী সাহিত্যিক গণের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতম ও প্রসিদ্ধতম দু'টি উচ্চারণ (লুগাত)।

(খ) 'ইমালাকে' সাতটি হরফের মধ্যে (সাব'আতা আহরুফ) অন্তর্ভূক্তি করণ।

(গ) সাহাবায়ে কিরাম তাদের পঠন রীতিতে 'আলিফ' এবং 'ইয়াকে' অভিন্ন মনে করেন।

(ঘ) 'ত্বা-হা'– এ বিচ্ছিন্ন হরফের উচ্চারণ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন মাস'উদের অভিমত।

(ঙ)রাসূলুল্লাহর (সঃ) ইমালা এর পঠন রীতি।

(চ) ইমালার সংজ্ঞা, প্রকরণ ও প্রয়োজনীয়তা।

(ছ) 'ফাতাহ্' এর সংজ্ঞা ও প্রকরণ।

(জ) 'ইমালার' স্থান।

(ঝ) 'ইমালার' ব্যাপারে কতিপয় 'আলিমের আপত্তি।

তিনি উল্লেখ করেন যে, 'ইমালা' এবং 'ফাতাহ' সংক্রান্ত কতিপয় কারী স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থের নাম "কুররাতুল-'আইনি ফীল ফাতহি ওয়াল ইমালা"।

মূলত ঃ ইমাম সুয়ূতী (রঃ) 'ইমালা' এং 'ফাতাহ্' সংক্রান্ত 'উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মতামত এবং এর প্রয়োজনীয়তা, সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের উচ্চারণ রীতি তাঁর এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্ট করেন। যেমন– তিনি ইমাম আদ্-দানী (রঃ) এর মতামত উল্লেখ করে বলেন, 'ফাতাহ্' এবং ইমালা সংক্রান্ত 'আরবী সাহিত্যিক গণের দু'টি উচ্চারণ নীতি রয়েছে যে উচ্চারণ নীতিতেই পবিত্র কুর'আন নাযিল হয়েছে।[২১৪] এ প্রসঙ্গে হযরত হুযায়ফা (রঃ)[২১৫] বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ

رجل وزوجته كانا من اهل الملك" - ----

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮-১১৯।

২১২. ইমালা বলা হয় ফাতাহকে কাসরার দিকে এবং আলিফকে ইয়াএর দিকে ঝুকে পড়াকে।
দ্রঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

২১৩. পাঠক (কারী) তার মুখকে কোন হরফের মাধ্যমে মোটা করে পড়াকে ফাতাহ্ বলা হয়।
দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

২১৪. মূল আরবী ঃ

"قال الدانى: الفتح والامالة لغتان مشهورتان على السنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرأن بلغتهم - فالفتح لغة اهل الحجاز - والامالة لغة عامة اهل نجد من تميم واسد وقيس -

Dhaka University Institutional Repository

(সঃ) বলেন, "তোমরা পবিত্র কুর'আনকে আহ্‌লে 'আরবের ভাষায় এবং তাদের সূরে তেলাওয়াত করবে। সাবধান! কোন ফাসিক এবং আহ্‌লে কিতাবদের সূরে কিংবা তাদের ভঙ্গিতে তেলাওয়াত করবেদ না।"[২১৬]

৩১তম অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে তাজবীদুল কুর'আনের [২১৭] একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা পেশ করেন। আর তা হচ্ছে 'নূন্ সাকীন' ও 'তানভীনের' হুকুম। এতদসংক্রান্ত চারটি হুকুম রয়েছে। যেমন- ১. ইদ্‌গাম (ادغام)[২১৮] ২. ইযহার (إظهار) ২১৯ ৩. ইকলাব (إقلاب) [২২০] ইখ্‌ফা (اخفاء)[২২১]। এ বিষয়ের উপর কারীগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন।

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

২১৫. আসল নাম হুযায়ফা, ডাক নাম আবু 'আব্দুল্লাহ এবং লকব বা উপাধি সাহিবুস্‌সির। পিতার নাম হুসাইন মতান্তরে হাসান ইব্‌ন জাবির এবং মাতার নাম ইয়াবাহ বিনত্ কা'ব ইবন 'আদী ইব্‌ন 'আবদিল' 'আশাহাল'।

দ্র ঃ আসহাবে রসূলের জীবন কথা (ঢাকা ঃ বাইসে ১৯৯৪ খ্রীঃ), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১।

২১৬. মূল হাদীস ঃ

"إقرءوا القرأن بلحون العرب واصواتها، واياكم واصوات واهل الكتابين -

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩-২৬০।

২১৭ .তাজবীদে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে– কোন কাজ উত্তম রূপে সম্পাদন করা। কারীদের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, কুর'আন মাজীদের পঠন ও কিরা'আতে উহার বর্ণ ও শব্দ সমূহকে সঠিক ও শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করা।

দ্র ঃ কুরআন পরিচিতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ৪১০।

২১৮. ইমাম সুয়ূতী (র) ইদগামের সংজ্ঞায় বলেন ঃ

الادغام: اللفظ بحرفين حرفا كالثانى مشددا - وينقسم الى كبير وصغير -

"ইদ্‌গাম বলা হয় দু'টি হরফের মধ্যে তাশদীদ প্রদান করতঃ একটি হরফের ন্যায় উচ্চারণ করা। এ ইদ্‌গাম প্রধানতঃ দু' প্রকার। যথাঃ ইদগামে কাবীর ও ইদগামে সাগীর।

দ্র ঃ ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

২১৯. ইযহারের ব্যাপারে সকল কারীগণের অভিমত হচ্ছে যে, নূন সাকীন এবং তানভীন 'হরফে হলকী' এর পাশাপাশি হওয়ার অবস্থায় 'ইযহার' আদায় করা হবে।

দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।

২২০. ইকলাব 'নুন সাকীন' এবং তানভীনের পর কেবল 'বা' আসলে পরে 'ইকলাব' পড়া হয়ে থাকে। দ্র ঃ প্রাগুক্ত।

২২১. ইখফা নূন সাকীন এবং তানভীনের পর যদি সুনির্দিষ্ট ১৫ টি হরেফের কোন একটি আসে, তবে সে ক্ষেত্রে ইখফা করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩১তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুরআনে ব্যবহৃত মাদ্দ[২২২] (টেনে পড়া) এবং কসর [২২৩] (দ্রুত উচ্চারণ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি হাদীসের আলোকে মাদ্দের স্বীকৃতি 'মাদ্দ' এবং কসরের সংজ্ঞা, উহাদের প্রকরণ, মাদ্দ এবং কসর করার কারণ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন।

৩৩তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাখ্‌ফীফে হামযা তথা হামযাকে সহজভাবে উচ্চারণ করার পদ্ধতি ও বিধান আলোচনা করেন। এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আহলে হিজাযের নীতিমালা, তাখফীফে হামযার প্রকরণ, এ ধরনের উচ্চারণের কারণ, হরকতে হামযার পরিবর্তন ও স্থানান্তরিত করণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

মূলতঃ 'হামযা' এমন একটি 'হরফ' যা উচ্চারণের দিক থেকে এবং মাখরাজের দিক থেকে কঠিনতর, এজন্যই 'আরববাসীগণ তা উচ্চারণ করার সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।[২২৪]

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩-১১৭।

২২২. মাদের তিনটি হরফের (ا-و-ي) কোন একটি হরফ আসলে উচ্চারণের সময় স্বর দীর্ঘ করাকে মাদ বলে।

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮-২৭৩।

২২৩. উচ্চারণকে দীর্ঘায়িত না করে বরং স্বাভাবিক অবস্থায় পাঠ করাকে কসর বলে।

মাদ এবং কসরের সংজ্ঞায় ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

"المد: عبارة عن زيادة مط فى حرف المد على المد الطبيعى" وهوالذى لا تقوم ذات حرف المد دونه ـ والقصر: ترك تلك الزيادة وابقاء المدالطبيعى على حاله ـ

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭।

২২৪. এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

إعلم ان الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا وابعدها مخرجا تنوع العرب فى تحقيقه بانواع التخفيف، وكانت قريش واهل الحجاز اكثر هم تخفيفا، ولذالك اكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح وكنافع من رواية ورش وكأبى عمرو ـ فان مادة قراءته عن اهل الحجاز ـ

দ্র ঃ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪তম অধ্যায়

আল-কুর'আন সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে কুর'আন সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন।

এ অধ্যায়কে তিনি একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি আল কুর'আন সংরক্ষণের বিষয়টি উম্মতের জন্য ফরযে কিফায়া হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মুহদ্দেসীনে কিরামের পদ্ধতি ও নীতি মালা উল্লেখ করেন। একজন শায়েখের সামনে কুর'আন তেলাওয়াত করার গুরুত্ব সম্পর্কে ও তিনি আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি আল-কুর'আনের পঠনরীতি ও তার প্রকার ভেদ আলোচনা করেন। মূলতঃ কুর'আনের পঠনরীতি তিন প্রকার। যথা- ১ কিরা'আতুত্ তাহ্কীক,[২২৫] ২. কিরাআতুল-হ্দর,[২২৬] ৩. কিরাআতুত তাদ্বীর।[২২৭]

---

২৫৫. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) 'তাহকীক' এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ

التحقيق : هو إعطاء كل حرف حقه من اشباع المد وتحقيق الهمزة - وإتمام الحركات - واعتماد الاظهار والتشديدات، وبيان الحروف وتفكيكها، واخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتوءدة ----"

তাহকীক এর অর্থ– মাদ (দীর্ঘ স্বর) কে পুরোপুরি আদায় করা, হামযার বিশ্লেষণাত্মক উচ্চারণ; হরকত সমূহের সঠিক উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ইজহার ও তাশদীদের সঠিক উচ্চারণ, বর্ণ সমূহ সুস্পষ্ট ও সঠিক ভাবে উচ্চারণ করণ যেন একটি হতে অপরটি পৃথক হয়ে যায়।

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, কায়রো ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১

২২৬. কিরাআতুল 'হদর' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

"الحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصروالتسكين والاختلاس والبدل والادغام الكبير وتخفيف الهمزة ونحو ذالك مما صحت به الرواية، مع مراعاة اقامة الاعراب وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بترحروف المد واختلاس اكثر الحركات وذهاب صوت الغنة والتفريط الى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة - 'আল্লামা সুয়ূতী বলেন, 'আল্লামা ইব্ন কাসীর (র), আবু জা'ফর (র), আবু 'ওমার (রাঃ) এবং ইমাম ইয়াকুব (র) প্রমুখ উক্ত কিরা'আতের প্রবক্তা।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৩২।

২২৭. তাদবীরের সংজ্ঞায় তিনি বলেন ঃ

"التدوير، وهو التوسط بين المقامين بين التحقيق والحدر - وهو الذى ورد عن اكثر الايمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الاشباع -

Dhaka University Institutional Repository

এর সাথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল– 'তারতীল' এবং 'তাহকীক' এর মধ্যকার পার্থক্য। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও তুলে ধরেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে তিনি কুর'আন তেলাওয়াতের নীতি শাস্ত্র তথা 'ইলমি তাজবীদের প্রয়োজনীয়তা, এটার সংজ্ঞা, তাজবীদ শেখার পদ্ধতি সহ তদসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ আলোচনা করেন। তিনি তাজবীদুল কুর'আনের গুরুত্ব আলোচনা করার চেষ্টা করেন। আল-কুর'আন তেলাওয়াত করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এমন বিষয়গুলোও তিনি তুলে ধরছেন। যেমন ঃ ১. গান্না বা রাগলহরী ২. তার'ঈদ ৩. তারকীব ৪. তাৎবীব ৫. তাহ্যীব ৬. তাহ্রীক।

সর্বশেষ পরিচ্ছেদে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) কুর'আনের পঠনরীতি (قراءة القرآن) সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষত ঃ তিনি পঞ্চম শতাব্দীর পঠনরীতি, ঐটি সংগ্রহ করণের ক্ষেত্রে কারীগণের গৃহিত পদ্ধতি এবং সংগ্রহকারী গণের শর্তাবলী, 'ইল্‌মে কিরা'আতের বিন্যাস সাধন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্য ভিত্তিক আলোচনা ও পর্যালোচনা পেশ করার প্রয়াস পান।

তিনি এ অধ্যায়ের উপসংহারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেন। যথা ঃ-

১. আল-কুর'আনের আয়াত স্থানান্তর করনের জন্য সনদের প্রয়োজনীয়তা।

২. 'কিরাআত' শিক্ষার জন্য শায়খের অনুমতির প্রয়োজনীয়তা।

৩. সনদ দানের ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে পরীক্ষা নেয়া।

৫. কুর'আন পাঠের বিশেষত্ব অর্জন।[২২৮]

এরপর তিনি বলেন– মূলতঃ এ প্রকার কিরা'আত সকল কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অধিকাংশ সাহিত্যিক গনের নিকট এ ধরনের কিরা'আত পছন্দনীয়।

দ্র ঃ আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।

২২৮. ইবনুস্ সালাহ বলেন ঃ

"قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملئكة لم يعطوا ذالك، وأنها حريصة لذالك على استماعه من الانس"

দ্র ঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫তম অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে কুর'আন মাজীদ তেলাওয়াত এবং ইহা সংকলন করণের শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি তাঁর এ অধ্যায়কে ২ টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম অনুচ্ছেদকে আবার বিভিন্ন মাস্‌আ'লায় সুসজ্জিত করেন।[২২৯] প্রথম অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত মাস'আলা সমুহ নিম্নরূপঃ–

১. অধিক হারে কুর'আন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

২. কত সময়ের মধ্যে কুর'আন মাজীদ খতম করা বাঞ্ছনীয়।

৩. পবিত্র কুর'আন বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ।

৪. কুর'আন তেলাওয়াত করার জন্য ওযু করার বিধান।

৫. পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন স্থানে কুর'আন তেলাওয়াত করার বিধান।

৬. কিবলা মূখী হয়ে প্রশান্ত চিত্তে কুর'আন তেলাওয়াত করার প্রয়োজনীয়তা।

৭. আল-কুর'আনের সম্মানার্থে মিস্‌ওয়াক করা।

৮. তেলাওয়াতের পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ্ পাঠ করা।

৯. প্রত্যেক সূরা পাঠের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা।

১০. কুর'আন তেলাওয়াতের সময় নিয়্যাত করা।

১১. তারতীল সহকারে কুর'আন তেলাওয়াত করা।

১২. কুর'আনের অর্থ বুঝে এবং চিন্তা গবেষণা করে করে তেলাওয়াত করা।

১৩. একটি আয়াতকে বার বার তেলাওয়াত করা।

১৪. কান্নার ভান করে তেলাওয়াত করা।

১৫. সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করা।

১৬. বলিষ্ঠ কণ্ঠে তেলাওয়াত করা।

১৭. উচ্চ স্বরে কিংবা নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত।

---

২২৯. ইমাম সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেন ঃ

"افرده بالتصنيف جماعة منهم النووى فى التبيان، وقد ذكر فيه وفى شرح المهذب فى الاذكار جملة من الاداب، وانى الخصها هناوأزيد عليها اضعافها وأفصلها مسئلة مسئلة ليسهل تناولها -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল ইতকান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. দেখে দেখে তেলাওয়াত ও মুখস্থ তেলাওয়াত করার বিধান।

১৯. তেলাওয়াত করার প্রাককালে ভুলে গেলে তার বিধান।

২০. তেলাওয়াত বন্ধ করে কারো সাথে কথা বলার বিধান।

২১. অনারবী ভাষায় কুর'আন তেলাওয়াত করার বিধান।

২২. কিরআতে সায পড়ার বিধান।

২৩. মাসহাফের ধারাবাহিকতায় তেলাওয়াত করা।

২৪. পূর্ণভাবে তেলাওয়াত করা এবং দু'টি কিরাআতকে মিলিয়ে পড়া।

২৫. কুর'আন তেলাওয়াত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা।

২৬. সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করত ঃ সেজদা করা।

২৭. কুর'আন তেলাওয়াতের সর্বোত্তম সময়।

২৮. খতমে কুর'আনের দিন রোযা পালন করা।

২৯. সূরা 'আদ্-দোহা' থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে তাকবীর পড়া।

৩০. কুর'আন খতমের পর আল্লাহর দরবারে দোয়া করা।

৩১. একবার খতম করার পর পরই পুনরায় শুরু করা।

৩২. কুর'আন খতমের প্রাককালে সূরা ইখলাস বার বার তেলাওয়াত করা।

৩৩. কুর'আন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উপার্জন করা।

৩৪. আমি অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি– একথা বলা।

৩৫. কুর'আন তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির উপর পৌছানো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি ইক্তেবাস তথা আল-কুর'আনের আয়াতকে গদ্যে কিংবা পদ্যে সংযোজন করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেমন ঃ-

১. মাকবুল।

২. মুবাহ।

৩. মারদুদ।

এতদভিন্ন, এ পরিচ্ছেদে আল-কুনআনের উপমা এবং উদাহরণ ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে "غرائب القرآن" তথা আল-কুরআনে ব্যবহৃত এমন সব শব্দাবলীর আলোচনা করা হয়েছে যা 'আরবী ভাষায় অপরিচিত। আর ঐ সমস্ত শব্দাবলীর উপর বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও রচিত হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর আলোচনায় গারাইবুল কুর'আন- "কুর'আনের অপরিচিত শব্দাবলী" সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা,[২৩০] মুফাস্‌সিরীনে কিরামের জন্য এ ধরনের শব্দাবলী জানার অপরিহার্যতা, সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক ঐ সব শব্দাবলীর সূরা ভিত্তিক তাফসীর সম্পর্কে আলোকপাত করেন। উদাহরণ স্বরূপ হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রঃ) কর্তৃক কতিপয় শব্দের তাফসীর পেশ করা হলো ঃ যেমন,

সূরাতুল বাকারা- يومنون অর্থাৎ يصدقون

يعمهون অর্থাৎ يتمادون

সূরা আলে-ইমরান- متوفيك অর্থাৎ مميتك

ربيون অর্থাৎ جموع

সূরা নিসা - حو با كبيرا অর্থাৎ أثما عظيما ইত্যাদি।

৩৭তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আল-কুর'আনে ব্যবহৃত গায়রি হিজাযী তথা হিজাযের অধিবাসী নয়- এমন গোত্র ও সম্প্রাদায়ের 'আরবী শব্দাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গোত্র সমূহের প্রচলিত 'আরবী শব্দের উদাহরণ পেশ করেন।

নিম্নে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস-এর বর্ণনানুসারে গায়রি হিজাযী তথা অপরাপর গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের প্রচলিত শব্দাবলী পবিত্র কুরআনে স্থান পেয়েছে।[২৩১] যেমন,

---

২৩০. ইমাম বায়হাকী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেন।
হাদিস ঃ
"أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه"
দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯।

২৩১. আবু বকর আল ওয়াসেতী (র) তাঁর প্রণীত আল্-ইরশাদ ফিল কিরাআতি'ল "আশার" গ্রন্থে বলেন-আল-কুরআনে ৫০ টি গোত্রের প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।
তিনি (আল ওয়াসেতী (র)) আরো বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. বনূ কিনানা ২. বনূহুযাইল ৩. বনূ হুমাইর ৪. বনূ জুরহাম ৫. আযদশনুয়া ৬. বনূ খাস'আম ৭. বনূ কায়েস ৮. বনূ সা'দ ৯. বনূ আযরা ১০. হাজরা মাওতের অধিবাসী। ১১. বনূ গাসসাণ ১২. বনূ মুযাইনাহ ১৩. বনূ লাখাম ১৪. বনূ জুযাম ১৫. বনূ হানিফা ১৬. আহলে ইয়ামামা ১৭. সাবা অধিবাসী ১৮. বনূ সুলাইম ১৯ বনূ 'আম্মারা ২০. বনূ তামীম ২১. বনূ খুজা'য়া ২২. বনূ আম্মান ২৪. বনূ আনমার ২৫. বনূ আশ'আরীন ২৬. বনূ আউস ২৭. বনূ খাযরাজ ২৮. মাদয়ান বাসী ।

৩৮তম অধ্যায়

মহা গ্রন্থ আল-কুর'আন 'আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এমন কিছু কিছু শব্দাবলীও রয়েছে যা মূলত ঃ অনারবী।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত অনারবী শব্দের বিস্তারিত আলোচনা করেন এ অধ্যায়ে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ইমামের মতভেদ ও তিনি তুলে ধরেন। এ সমস্ত অনারবী শব্দের সমাহার সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় প্রমাণও উপস্থাপন করেন। আর এ ধরনের শব্দের আগমন ঘটানোর পেছনে প্রকৃত হিকমত, রহস্য ও উপকারিতা তিনি উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস পান।

আল-কুরআনে অনারবী শব্দের আগমন ঘটার ব্যাপারে ইমামগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ ইমাম আল-কুরআনে অনারবী শব্দের প্রবেশের ব্যাপারে নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- ইমাম শাফি'ঈ (রঃ)[২৩২] ইবন জারীর তাবারী[২৩৩] 'উবায়দাহ',[২৩৪] কাজী আবুবকর এবং ইব্‌ন ফারেস প্রমূখ। তাদের দলীল হচ্ছে ঃ-

ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا لولا فصلت أياته أأعجمي وعربي-[২৩৫]

ليس فى القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثه احرف، لان كلام قريش سهل لين واضح، وكلام العرب وحشي غريب، فليس فى القرآن الاثلاثه احرف غريبة: فسينغضون، وهو تحريك الرأس - مقيتا: مقتدرا - فشردبهم: سمع -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮।

২৩২. নাম মুহাম্মদ, কুনিয়াত- আবু 'আবদুল্লাহ। পিতার নাম- ইদ্রীস। ১৫০ হিঃ রজব মাসে জন্ম এবং (ইমাম আবু হানিফার ইন্তিকালের দিন) ২০২/ ২০৪ হিঃ মিসরে ইন্তিকাল করেন।

২৩৩. মুহাম্মদ ইবন্ জারীর আত-তাবারী ২২৪ হিঃ জন্ম, মৃঃ ৩১০।

দ্রঃ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের হতিহাস (১৯৭০ ঢাকা) পৃঃ ৩৪৬।

২৩৪. আবু 'উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসান্না (মৃ২১০/৮২৫)

২৩৫. কুরআন পরিচিতি (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রীঃ) পৃঃ ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ইমাম সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুরআনে অনারবী শব্দের উপস্থিতি সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত তাবী'ঈ হযরত আবু মায়সারার বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, "কুর'আনের মধ্যে প্রত্যেক ভাষার শব্দ রয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত সা'ঈদ ইবন্ যুবায়েরের (রঃ) মৃ ৯৩/৭১২) একটি বর্ণনা রয়েছে।

যারা অনারবী শব্দের ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন তারা সে সব শব্দের ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেন।[২৩৬] ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুরআনে ব্যবহৃত অনারবী শব্দের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

---

২৩৬. আল কুর'আনে ব্যবহৃত 'অনারবী' শব্দের ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

"وقد افردت فى هذالنوع كتابا سميته، المهذب فيما وقع فى القرأن من المعرب" وأنا الخص هنا فواده فاقول: أختلف الائمة فى وقوع المعرب فى القرأن، فالاكثرون ومنهم الامام الشافعى وابن جرير وابو عبيدة : والقاضى ابو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى - قرأنا عربيا - وقوله تعالى - ولو جعلناه قرأنا عربيا لقالوا لولا فصلت أياته أأعجمى وعربى - وقد شدد الشافعى النكير على القائل بذالك وقال ابو عبيدة إنما انزل القرأن بلسان عربى مبين - فمن زعم ان فيه غيرالعربية فقد اعظم القول ومن زعم ان كذابا بالنبطية فقد اكبرا لقول -- -- -----وذهب أخرون الى وقوعه فيه - وأجابوا عن قوله تعالى - قرأنا عربيا - بان الكلمات اليسيرة بغيرالعربية لا نخرجه عن كونه عربيا، والقصيدة الفار سية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية - وعن قوله تعالى - أأعجمى وعربى - بان المعنى من السياق الكلام اعجمى ومخاطب عربى - واستد لوابا تفاق النحاة على ان منع صرف نحو ابراهيم للعلميه والعجمية - ورد هذا الإستلال بان الاعلام ليست محل خلاف، فالكلام فى غيرها موجبه بانه اذا اتفق على وقوع الاعلام فلا مانع من وقوع الاجناس - واقوى مارأيته للوقوع وهو اختيارى ما اخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابى ميسرة التابعى الجليل قال: فى القرأن من كل لسان ---"

এরপর তিনি বলেন ঃ

"والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا - وذالك ان هذه الاحرف اصولها اعجمية كما قال الفقهاء، لكنهاوقعت للعرب فعرّبتها بالسنتها وحولتها عن الفاظ العجم الى الفاظها فصارت عربية - ثم نزل القرأن وقد إختلطت هذه الحروف بكلام العرب - من قال: انها عربية فهو صادق، فمن قال عجمية فصادق، ومال الى هذا القول الجواليقى وابن الجوزى وأخرون -

Dhaka University Institutional Repository

১. ازما ৬. اراءك ৫. اخلد ৪. ابلعى ৩. أب ২. ابا ريق ১.
৭. اسبط ৮. إستبراق ৯. اسفار ১০. اصرى ১১. اكواب ১২. إبل
১৩. إناه ১৪. اواه ১৫. اواب ১৬. اولى ১৭. الاخرى ১৮. بطا ئنها
১৯. لعبر ২০. ليع ২১. تنور ২২. تتبيرا ২৩. تحت
২৪. الجبت ২৫. جهنم ২৬. حرم ২৭. حصب ২৮. حطت ২৯. حواريون
৩০. حوب ৩১. درست ৩২. درى ৩৩. دينار ৩৪. راعنا ৩৫. ربانيون
৩৬. ربيون ৩৭. رحمان ৩৮. الرأس ৩৯. الرقيم ৪০. رمزا ইত্যাদি।

৩৯তম অধ্যায়

আল-কুরআনে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধক শব্দ (الوجوه) এবং সমার্থবোধক (النظائر) শব্দ ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ 'আরবী ভাষীদের পরিভাষায় বলা হয় "উজূহ" এবং সমার্থক বোধক শব্দকে বলা হয় "নাযায়ের"।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে 'উজূহ এবং নাযায়ের' এর সংজ্ঞা, উহাদের মধ্যকার পার্থক্য, আল-কুরআনে উহা প্রয়োগের গুরুত্ব এবং কুরআনে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দাবলীর তালিকা প্রদান সহ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এ বিষয়ের উপর কতিপয় গ্রন্থ ও রয়েছে । গ্রন্থ প্রণেতাদের অন্যতম হচ্ছেন– মুকাতিল ইবন্ সুলায়মান, ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭/১২০০), ইবনুদ দামগানী,ইবনে হুসাঈন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুস্ সামাদ আলমিসরী, ইবন্ ফারেস প্রমূখ।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) নিজেও এ বিষয়ের উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উক্ত গ্রন্থের নাম মু'তারিকুল-আকরান ফী মুশ্‌তারিকিল-কুর'আন।[২৩৭]

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮-১৮০।

২৩৭. ইমাম সূয়তী (র) নিজেই বলন ঃ

صنف فيه قديماً مقاتل بن سليمان– ومن المتأ خرين ان الجوزى وبن الدا مغانى و
ابو الحسين محمد بن عبد الصمد المصرى وابن فارس وآخرون– فالوجوه : اللفظ
المشترك الذى يستعمل فى عدة معان كلفظ الامة، وقد افردت فى هذ الفن كتاباً
سميته معترك الاقران،

Dhaka University Institutional Repository

৪০তম অধ্যায়

‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ পর্যায়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা জানা একজন তাফসীরকারকের জন্য অত্যাবশ্যক।[২৩৮]

আল্-কুরআনে ব্যবহৃত ‘আদাওয়াত’ তথা হরফমালা, হরফানুরূপ বিশেষ্য, ক্রিয়া সমূহের মর্মার্থ, উহার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন অর্থ নির্ণয়করণ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি ব্যাপক আলোচনা করেন।

তিনি উক্ত ‘আদাওয়াত’ এবং হরফ সাদৃশ সম এবং ফে‘লের উদাহরণও পেশ করেন। যেমন ঃ

الهمزة - إذ - إذا - أف - أل - ألا - ألاَّ - إلاّ - الأن - إلى - اللهم - أم - أمّا- إما - إن - أنْ - انَّ

أنِّى - اَوْ- أولى - أى - أىّ - إنا - أيان - أين - البـــاء - بل - بلى - بئس - بين - البـــاء -

تبارك - ثم - جعل - حاشا - حتى - حيث - دون - ذو - رويد - رب سين - سوف - سواء -

ساء - سبحان - ظن - على - عن - عسى - عند - غير - الفاء - فى - قد - الكاف - كاد - كان

- كأن - كأيّن - كذا - كل - كلا- كلتا - كلاَّ - كم - كى - كيف - اللام - لام الجواب - لا - لات -

لاجزم - لكن - لكن - لدى - ولدن - لعل - لم - لما - لن - لو - لولا - لوما - ليت - ليس - ما

- ماذا - متى - مع - من - مَنْ - مهما - النون - التنوين - وتنوين العوض - انوين ألفو

اصل - نعم - نعم - الهاء - الها - هات - هل - هلم - هنا - هيت - هيهات - ألواؤ - وى

كان - ويل

দ্রঃ আল্-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।

২৩৮. এ সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করে ইমাম সূয়তী বলেন ঃ

"إعلم ان معرفة ذالك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذ يختلف الكلام والاستنباط بحسبهاكما فى قوله تعالى - وإنا او إياكم لعلى هدًى او فى ضلال مبين - فاستعملت على فى جانب الحق وفى جانب الضلال- لأن صاحب الحق مستعمل يصرف نظره كيف شاء، وصاحب الباطل كانه، منغمس فى ظلام منخفض لايدرى أين يتوجه .... وسيأتى ذكر كيثر من أشباه ذالك وهذا مردها مرتب على حروف المعجم، وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق من المتقدمين كالهروى فى الاذهية، والمتأخرين

Dhaka University Institutional Repository

৪১তম অধ্যায়

“ই‘রাবুল্-কুর’আন”- إعراب القران কুর’আন বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন।

তিনি প্রথমত ঃ এ বিষয়ের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর এ বিষয়ের গুরুত্ব এবং উহার উপকারিতা তুলে ধরেন।[২৩৯]

এক্ষেত্রে তিনি ই‘রাব দানকারী হরফ সমুহ, ইস্ম সমুহ (বিশেষ্য) এবং ফি‘ল (ক্রিয়া) সমুহ উল্লেখ করেন। উহার পাশাপাশি তিনি হরফে যায়েদ তথা ই‘রাব প্রদান করে না- এমন হরফের তালিকা ও প্রদান করেন।[২৪০]

৪২তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে ‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন যা একজন তাফসীরকারকের জন্য অত্যাবশ্যক।

যেমন ঃ-

১. সর্বনাম (ضمير) সমুহের বর্ননা।

২. সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল (مرجع)।

كابن أم قاسم فى الجنى الدانى"

দ্রঃ সুয়ূতী, আল ইতকান ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০।

২৩৯. ইমাম সুয়ূতী (র) ই‘রাবের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে,

"ومن فوائد هذاالنوع معرفة المعنى، لأن الاعراب يميز المعانى ويوقف على اغراض المتكلمين.

এ প্রসংগে তিনি একটি হাদিসের উদ্ধৃতিও পেশ করেন ঃ

عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرأن.

তিনি আরো বলেন ঃ

"وعلى الناظر فى كتاب الله تعالى الكاشف عن اسراره النظر فى الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أوخبرا او فاعلا اومفعولا أوفى مبادئ الكلام أو فى جواب الى غير ذالك ويجب عليه مراعة أمور.

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫।

২৪০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৮-৫০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সর্বনামের প্রকারভেদ (أقسام الضمائر)।

৪. তাযকীর, তানীস (تذكير وتانيث)।

৫. তা'রীফ, তান্কীর (تعريف، تنكير) ।

৬. ইফ্রাদ, তাস্নিয়া, জমা' (إفراد، تثنية، جمع)।

৭. ক্রিয়ামূল (مصدر)।

৮. কাল (زمانة) ।

৯. কারক।

১০. বিশেষ্য (إسم)

১১. 'আত্ফ- ইত্যাদি।[২৪১]

৪৩তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দু'ধরনের আয়াত তথা মুহ্কাম এবং মুতাশাবিহ্[২৪২] সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইমাম গণের মতামত উল্লেখ করেন।

---

২৪১. 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে মূলতঃ 'আরবী ভাষার মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন যা' কুর'আন বুঝার জন্য অপরিহার্য। যেমন- তিনি সর্বনামের (ضمير) সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, উহা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা উদাহরণ পেশ করেন।

তিনি বলেন ঃ

"وأصل وضع الضمير للاختصار"-যমীর (ضمير) ব্যবহারের) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংক্ষেপ করণ।

'তাযকীর-তা'নীস। 'আরবী ভাষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি উহাদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং উহাদের ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা করেন।

উদাহরণতঃ তিনি বলেন-

"التانيث ضربان: حقيقى، وغيره - فالحقيقى لا تحذف تاء المتأنيث من فعله غالبا إلا ان وقع فصل،، وكلما كثر الفصل حسن الحذف، والاثبات مع الحقيقى اولى مالم يكن جمعا وأما غير الحقيقى فالحذف فيه مع الفصل أحسن -

যেমন- "فمن جاءه موعظة من ربه"

'আল্লামা সুয়ূতী (র) এভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলো আল কুর'আনের আয়াত দ্বারা উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

দ্রঃ সুয়ূতী; আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪-২৬৩।

২৪২. আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে মুহকাম এবং মুতাশবিহ সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেন-

Dhaka University Institutional Repository

এ অধ্যায়কে তিনি একাধিক পরিচ্ছেদে ভাগ করেন। প্রথম ভাগে তিনি 'মুহ্কাম' ও 'মুতাশাবিহ্'-এর সংজ্ঞা, উহাদের প্রকরণ, মুতাশাবিহ্ আয়াতের হিকমত ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতঃ তৎসংশ্লিষ্ট নাস্, যাহের , মুজমাল এবং মু'আউয়াল সম্পর্কে ও আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'মুতাশাবিহ্' আয়াতের কতিপয় উদাহরণ ও উহার তাৎপর্য তুলে ধরেন। যেমন ঃ-

فوق، يد، عند، عين، وجه، نفس، إستواء، القريب، الجنب، الساق ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন।

১. সূরা সমূহের পারম্ভিকাকে (حروف مقطعات) 'মুতাশাবিহ' এর অন্তর্ভূক্তি করণ।

২. 'হরুফে মুকাত্তা'আত[২৪৩] তথা 'আলিফ-লাম মীম, আলিফ-লাম-মীম-সাদ, আলিফ-লাম-মীম-রা, নূন, কাফ-হা-ইয়া-'আইন-সাদ, ত্বা-হা, ত্বা-সীন-মীম, হা-মীম, হামীম-'আইন সীন-কাফ; ক্বাফ ইত্যাদির মর্মার্থ।

৩. হরূফে মুকাওা'আতের রহস্য ও উদ্দেশ্য।

৪. 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ্'-এর ফযিলত ইত্যাদি।

هو الذى انزل عليك الكتاب منه أيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشا بهات

"তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সে গুলোই কিতাবের মূলভিত্তি। আর অন্য গুলো হলো অস্পষ্ট।"

দ্রঃ সূরা-আলে-'ইমরান ;৭ – এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) ইব্‌ন হাবীব নীসাবুরীর (র) একটি বর্ণনাও উদ্ধৃত করেন। তা' হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"وقد حكى إبن حبيب النيسا بو رى فى المسئلة ثلاثة اقوال ـ أحدها: ان القرأن كله محكم لقوله تعالى ـ كتاب أحكمت أياته ـ الثانى: كله متشابه لقوله تعالى: كتابا ممتشابها مثانى ـ الثالث وهو الصحيح: انقسامه الى محكم ومتشا به لِلأية المصد ربها ـ والجواب عن الايتين ان المراد باحكامه اتقانه وعدم تطرق النقّص والاختلاف اليه ويتسشابهه كونه يشبه بعضه بعضا فى الحق والصدق والاعجاز وقال بعضهم: الاية لاتدل على المحصم فى شيئين، اذ ليس فيها شئ من طرقه وقد قال تعالى ـ لتبين للناس ما نزل اليهم ـ وألمحكم لا نتوقف معر فته على البيان والمتشابه لا يرجى بيانه ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩।

২৪৩. হুরূফে মুকাও'আত তথা আল-কুরআনের কতিপয় বিচ্ছিন্ন হরফ যা সূরা সমূহের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ হরফ গুলো আয়াতে মুতাশাবিহার (অস্পষ্ট ও রূপক) অন্তর্ভূক্ত। এ প্রসঙ্গে গ্রহন যোগ্য অভিমত হচ্ছে যে, এ গুলোর মর্মার্থ একমাত্র আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪তম অধ্যায়

'আল্-কুর'আনের আয়াত সমুহ কখনো কখনো প্রকৃত স্থানে অবস্থিত না হয়ে বরং পূর্বাপর স্থাপিত হয়েছে। 'আরবী পরিভাষায় উহাকে 'মুকাদ্দাম' এবং মুয়াখখার' বলা হয়। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তার এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[২৪৪]

এ বিষয়ের আলোচনায় তিনি উহার প্রকারভেদ,গুরুত্ব এবং এ ব্যাপারে কারো কারো আপত্তির কথাও উল্লেখ করেন।

এতদ্ভিন্ন, তিনি আল্-কুর'আনের আয়াতকে মুকাদ্দাম করার ১০ টি কারণ উল্লেখ করেন। যেমন ঃ-

১. তাবার্রুক (বরকত) ২. তা'যীম (সম্মান) ৩. তাশ্রীফ (মর্যাদা দান করণ) ৪. মুনাসাবাত (সম্পর্ক) ৫. হিম্মাত ও শাওক (উৎসাহ উদ্দীপনা) ৬. সাবাকাত (অগ্রাধিকার) ৭. সাবাবিয়্যাত (কারণ প্রদর্শন)

৮. কাস্রাত (আধিক্য) ৯. আদনা থেকে আওলা (ক্রমোন্নতি) ১০. আওলা থেকে আদনা (ক্রমোবনতি)[২৪৫]

মূল 'আরবী ঃ

"ومن المتشابه أوائل السور، والمختار فيها أيضا أنها من الاسرار التى لا يعلمها الا الله تعالى" -

এ প্রসঙ্গে ইমাম শো'বী ((شعبي (رح)) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তাকে সূরার প্রারম্ভিক হরফগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে প্রতি উত্তরে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক গ্রন্থের কিছু রহস্য থাকে, আর আল-কুরআনের রহস্য হচ্ছে- فواتح السور বা সূরার প্রারম্ভিকা ।

মূল 'আরবী ঃ

عن الشعبى أنه سئل عن فواتح السور فقال: ان لكل كتاب سرا وان سرهذا القرأن فواتح السور -

দ্রঃ সুয়ূতী, ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১।

২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫-৩৪।

২৪৫. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) পবিত্র কুর'আনের আয়াতকে 'মুকাদ্দাম' করার পছনে যে ১০টি কারণ উল্লেখ করেছেন তার সাথে সাথে কুর'আনের আয়াত দ্বারা উহার প্রমাণও পেশ করেছেন। যেমন–

১. আত তাবাররুক (বরকত লাভ করণ) "شهد الله أنه لا اله الا هو والملئكة وأولوا العلم"

২. আত-তা'যীম (সম্মান প্রদর্শন) ومن يطع الله والرسول -

৩. আত-তাশরীফ (মর্যাদা দান) إن المسلمين والمسلمات

Dhaka University Institutional Repository

৪৫তম অধ্যায়

আল-কুরআনে ব্যবহৃত ‘‘আম’ (عام) ও ‘খাস’ (خاص) শব্দাবলী সম্পর্কে ‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে আলোচনা করেন।

‘‘আম’ বলা হয় এমন শব্দকে যা কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়া ব্যাপক অর্থ প্রদান করে।[২৪৬] যেমন ঃ-كل

তিনি এ অধ্যায়টি একাধিক ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগে ‘‘আম’ এর সংজ্ঞা এবং উহার শব্দ সমূহ বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় ভাগে তিনি “আমের’ প্রকরণ ও উহার উদাহরণ পেশ করেন।

---

৪. আল মুনাসাবাত (সম্পর্ক) ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

৫. আল হিস্‌সু ওয়াল হাদ্দু (উৎসাহ-উদ্দীপনা দান)

ومن بعد وصية يوصى به أودين"

৬. আস সবক (অগ্রাধিকার দান) ـ ألله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس

৭. আস্‌ সাবারিয়্যাহ (কারণ প্রদর্শন) ـ يحب التوابين ويحب المتطهرين

৮. আল কাসরাত (অধিক) ـ فمنكم كافر ومنكم مؤمن

৯. আত তারাক্কী মিনাল আদনা ইলাল আ'লা (ক্রমোন্নতি)-

ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ـ

১০. আত তাদাল্লী মিনাল আ'লা ই'লাল' আদনা (ক্রমোবনতি) ـ لا تأخذه سنة ولا نوم

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮-২০।

২৪৬. ‘আল্লামা সুয়ূতী (র) ‘আ’মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وصيغة كل مبتد أة ـ نوح ـ كل من عليها فان ـ أو تابغة نحو ـ فسجد الملئكة كلهم أجمعون ـ والذى والتى تثنيتهما وجمعهما نحو ـ والذى قال لوالديه أف لكما ـ ـ

وأى وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا نحو : أياما تدعو فله الاسماء الحسنى ـ ـ ـ ـ والجمع نحو ـ يصيكم الله فى أولادكم ـ والمعرف بأل نحو ـ قد الفلح المؤمنون ـ وإسم يخالفون عن امره ـ ـ ـ ـ ـ أوالنكرة فى ستاق الجنس المضاف نحو ـ فليحذر الذين النفى والنهى نحو ـ فلا تقل لهما أف ـ ـ ـ وفى سياق الشرط نحو ـ وان أحد من المشركين استجارك فاجره، حتى يسمع كلام الله وفى سياق الامتنان نحو ـ وانزلنا من اسماء ماء طهورا ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় ভাগে তিনি আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'আমের' ধারণা ও প্রয়োগ বিধি এবং তদ্বারা বিভিন্ন মাস'আলা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন। যেমন ঃ-

১. "يا أيها الرسول"، "ياايهاالنبى" দ্বারা সকল উম্মত সম্বোধিত কিনা, অথবা "يا أيها الناس" দ্বারা রাসুল (স) অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা, এবং "يا أهل الكتاب" দ্বারা মুমিনগণ, আবার "يا أيها الذين امنوا" দ্বারা আহ্‌ল কিতাবগণ শামিল কিনা? ইত্যাদি[২৪৭]

৪৬তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) কুর'আনুল কারীমে ব্যবহৃত 'মুজ্‌মাল' (مجمل)[২৪৮] এবং 'মুবাইয়েন' (مبين)[২৪৯] অংশের আলোচনা পেশ করেন। তিনি এ অধ্যায়কে দু'টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত

---

২৪৭. يا ايها النبى এবং يا ايها الرسول দ্বারা সকলই সম্বোধিত কিনা- এর জবাবে ইমাম সুয়ূতী একধিক মতামত উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- এক্ষত্রে বিশেষ শব্দ ব্যবহার করার কারণে সকল উম্মত সম্বোধিত নয়। "لا صح فى الاصول المنع لاختصاص الصيغة"

"يا ايها الناس" দ্বারা সম্বোধনের ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) অন্তর্ভূক্ত হবেন কিনা এর জবাবে তিনি বলেন,

"على مذ اهب أصحها وعليه الاكثرون نعم لعموم الصيغة له"

তিনি এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসও উল্লেখ করেন ঃ

"أخرج ابن ابى حاتم عن الزهرى قال: اذا قال الله يا ايهاالذين أمنوا إفعلوا فالنبى صلى الله عليه وسلم منهم -

এতদ্ভিন্ন, তিনি এ প্রসংগে একাধিক অভিমত পেম করেন। "ياأهل الكتاب" দ্বারা মু'মিনগণ শামিল হবেন কিনা এর জবাবে তিনি বলেন- فالاصح لا- لان اللفظ قاصر على من ذكر وقيل ان شاركوهم فى المعنى شملهم والافلا

আবার "ياايهاالذين أمنوا" দ্বারা "اهل الكتاب" অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা- এর জবাবে তিনি বলেন-

فقيل لا بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع - وقيل نعم، واختاره إبن السمعانى قال: وقوله ياايهاالذين أمنوا خطاب تشريف لا تخصيص -

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪।

২৪৮. মুজমাল বলা হয় এমন শব্দকে যার মর্মার্থ অপ্রকাশ্য। মূল 'আরবী ঃ" المجمل ما لم تتضح دلالته

দ্রঃ প্রাগুক্ত, সুয়ূতী, পৃঃ ২৪।

২৪৯. মুবাইয়েন (مبين) বলা হয় এমন বিষয়কে যা কোন অস্পষ্ট বিষয়ের পরে ব্যবহৃত হয়ে উক্ত অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দেয়। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

করেন। প্রথম অনুচ্ছেদে 'মুজ্‌মালের' সংজ্ঞা, আল্‌-কুরআনে উহার ব্যবহার, মুজ্‌মালের কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি মুবাইয়েনের সংজ্ঞা, উহার প্রকরণ এবং এমন কতিপয় আয়াতের বর্ণনা যা মুজমাল হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ পূর্ণ। অধ্যায়ের সর্বশেষ পর্যায়ে 'মুজ্‌মাল' এবং 'মুহ্‌তামিল এবং মুবহাসের ' মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করেন।[২৫০]

৪৭তম অধ্যায়

'নাসিখ' রহিতকারী এবং 'মানসূখ' (রহিত) উলূমুল কুর'আনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্‌-কুর'আনকে বুঝার জন্য উহার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।[২৫১]

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর গ্রন্থের এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি প্রথমতঃ 'ইল্‌মে নাসিখ ও মানসূখের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। অতঃপর এতদসংক্রান্ত কতিপয় মাসআলার অবতারণা করেন। যেমন ঃ-

---

আল কুরআনের বাক্য- "الخيط الابيض من الخيط الاسود

এ বাক্যের পর من الفجر অংশটি ব্যবহৃত হওয়া।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

২৫০. ইমাম সুয়ূতী (র) এ' পর্যায়ে ইবনু'ল হাস্‌সারের একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন ঃ

"قال إبن الحصار: من الناس من جعل المجمل والمحتمل بازاء شيئ واحد - قال: والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذى لا يفهم المراد منه - والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الاول على معنين مفهومين فصاعدا سواء كان حقيقة فى كلها او بعضها - قال: الفرق بينهما ان المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينهما، والمبهم لا يدل على إمر معروف مع القطع بان الشارع لم يفوض لا حد بيان المجمل بخلاف المحتمل"

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড; পৃঃ ৫২-৫৭।

২৫১. ইমাম সুয়ূতী এ সম্পর্কে ইমাম গণের মতামত এ' ভাবে উল্লেখ করেন ঃ

"قال الايمة: لا يجوز لا حد إن يفسر كتاب الله الابعد ان يعرف منه الناسخ والمنسوخ -

তিনি এ সম্পর্কে হযরত 'আলী (র)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

"وقد قال على لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال" لا، قال هلكت وأهلكت"

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম মাস'আলা– নস্‌খের মর্মার্থ নির্ধারণ। দ্বিতীয় মাসআলা– নসখের কারণ ও হিকমত এবং এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ। তৃতীয় মাস্'আলা– নস্‌খের প্রয়োগ কেবল আমর (আদেশ) এবং নেহীর (নিষেধ) মধ্যেই হয়ে থাকে?

চতুর্থ মাস্'আলা– নসখের প্রকারভেদ। পঞ্চম মাস্'আলা– 'নাসিখ' এবং 'মানসূখের' দিক থেকে সূরা সমুহের প্রকরণ। ষষ্ঠ মাস্'আলা– নাসিখের প্রকারভেদ। সপ্তম মাস'আলা– মানসূখের প্রকারভেদ।

উপরোক্ত সাতটি মাস'আলা আলোচনা করার পর তিনি এ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা তুলে ধরেন। যেমন ঃ–

১. নাসিখ– মানসূখের পদ্ধতি।

২. ইজমা' দ্বারা মানসূখ প্রত্যাখ্যান।

৩. সূরায়ে মায়েদার মধ্যে কোন মানসূখ আয়াত না থাকা।

৪. আল-কুর'আনের সর্বপ্রথম মানসূখ আয়াত।

৫. 'নাসিখ' প্রমানের জন্য গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়াত জরুরী।

৬. তিলাওয়াত মানসূখ করণ।

৭. খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে তিলাওয়াত মানসুখ করণ এবং এ ব্যাপারে ইমাম গণের মতভেদ।

৮.আয়াতে 'রজম'-এর আলোচনা।

৯. রহিত (মানসূখ) বিধানের স্থলাভিষিক্ত (বদল) বিধান সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত ইত্যাদি।[২৫২]

৪৮তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে কুর'আনুল কারীমের সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াত এবং বাহ্যিক বৈপরীত্যমূলক আয়াত সমুহ বিবৃত হয়েছে।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) দু'টি অনুচ্ছেদে এ অধ্যায়ের আলোচনা সম্পন্ন করেন।

---

২৫২. এ সম্পর্কে ইবনুল হাস্‌সারের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন তিনি বলন ঃ

"فى هذا النوع إن قيل كيف يقع النسخ ألى غير بدل وقد قال تعالى - ما ننسخ من
أية او ننسها نأت بخير منها او مثلها- وهذا إخبار لا يدخله خلف فالجواب ان تقول:
كل ما ثبت الان فى القرأن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلا وته، فكل ما نسخه
الله من القرأن مما لا نعلمه الان فقد أبد له بما علمناه وتوا تر إلينا لفظه ومعناه " -

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি এ ধরণের সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈপরীত্যমূলক আয়াত সক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব এবং এরূপ বাহ্যিক বৈপরিত্যমূলক আয়াত সমুহের ব্যাপারে হাদীসের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও সমাধান তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি আয়াত সমূহের মধ্যকার বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণ এবং এ বৈপরীত্যের সমাধান পদ্ধতি বর্ণনা করেন।[২৫৩]

৪৯তম অধ্যায়

'মুত্লাক (مطلق) ও মুকাইয়াদ' (المقيد) 'উলূম্'ল কুর'আনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল-কুর'আনের কিছু কিছু আয়াত বা বিধান রয়েছে যা সাধারন তথা শর্তহীন। আবার এমন কিছু বিধান যা আয়াত রয়েছে যা শর্তায়িত। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়দ্বয় বিস্তারিত আলোচনা করেন।

---

২৫৩. 'আল্লামা যারাকাশী (র) তাঁর 'কিতাবুল বুরহানে' আয়াত সমূহের ইখতিলাফ সৃষ্টি হওয়ার একাধিক কারণ বর্ণনা করেন। যেমন–

১. বিভিন্ন অবস্থা এবং পর্যায় ক্রমিকতার কারণে। যেমন,

(وقوع المخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى)

বণী আদম সৃষ্টির ব্যাপারে কোথাও বলা হয়েছে– خلقه من تراب কোথাও বলা হয়েছে

من حمأ مسنون

২. স্থানের বিভিন্নতার কারণে (لاختلاف المواضع)

যেমন, আল্লাহর বাণী– وقفوهم إنهم مسئلون এবং فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ـ

৩. ক্রিয়া (فعل) সংঘটনের দিক গত পার্থক্যের কারনে। (لاختلافهما فى جهتى الفعل)

যেমন, আল্লাহর বাণী– فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

৪. হাকিকত এবং মাজাযের পার্থক্যের কারণে (لا ختلا فهما فى الحقيقة والمجاز)

যেমন– "وترئ الناس سكارى وماهم بسكارا"

৫. দৃষ্টিভংগীগত পার্থক্যের কারণে (وجهين واعتبارين)

যেমন– فبصرك اليوم حديد এবং خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى

বাহ্যিকভাবে আয়াত সমূহের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ বা বৈপরীত্য নেই।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর আলোচনায় তিনি উক্ত মুতলাক এবং মুকাইয়াদের সংজ্ঞা, মুতলাককে মুকাইয়াদে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি, উহার প্রকরণ এবং আহলে লুগাতের দৃষ্টিতে উহার বৈধতা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করার প্রয়াস পান।[২৫৪]

৫০তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) কুর'আনের আক্ষরিক অর্থ (মানতুক) এবং উহার ভাবার্থ (মাফহুম) সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তিনি এ অধ্যায়কে দু'টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম অনুচ্ছেদে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) মানতুক এর সংজ্ঞা, উহার প্রকরণ তথা নস্, যাহের, তা'বীল ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রদান করতঃ উদাহরণ সহ তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর বর্ণনা পেশ করেন। যেমন, আল্লামা সুয়ূতী এ সম্পর্কে বলেন ঃ

المنطوق مادل عليه اللفظ فى محل النطق، فان إفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص نحو - فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا فى الكتاب والسنة، وقد بالغ امام الحرمين وغيره فى الرد - قال: لان الغرض من النص الاستقلال بافادة المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال وهذا وان عز حصوله بوضع الصيغ رد الى اللغة فى الكثره مع القرائن الحالية والمقالية - او مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، فالظاهر- نحو - فمن اضطرغير باغ ولا عاد - فان الباغى يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو فيه اظهرو أغلب -

---

২৫৪. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) মূতলাক (مطلق) এবং মুকাইয়্যাদর (مقيد) আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"المطلق الدال على الماهية بلا قيد --- وهو مع القيد كالعام مع الخاص - قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صيراليه والا فلا - بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده - لان الله تعالى خاطبنا بلغة العرب - والضابط ان الله اذا حكم فى شيئ بصفة او شرط ثم ورد حكم أخر مطلقا نظر: فان لم يكن له أصل يرد إليه الا ذالك الحكم المقيد وجب تقييده به - وان كان له أصل يرد غيره لم يكن رده الى احد هما باولى من الاخر -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি কুর'আনের ভাবার্থ (মাফহুম), উহার প্রকরণ এবং এতদসংক্রান্ত উদাহরণ পেশ করেন।[২৫৫]

৫১তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের সম্বোধন রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ প্রসংঙ্গে তিনি কুর'আনের ৩৪ টি সম্বোধন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপঃ-

১. খিতাবে 'আম বা সাধারণ সম্বোধন যদ্বারা ব্যপকতা উদ্দেশ্য ।

২. খিতাবে খাস বা নির্দিষ্ট সম্বোধন যদ্বারা সুনির্দিষ্টতা উদ্দেশ্যে।

৩. খিতাবে 'আম বা সাধারণ সম্বোধন যদ্বারা সুনির্দিষ্টতা উদ্দেশ্য।

৪. খিতাবে খাস বা নির্দিষ্ট সম্বোধন, যদ্বারা ব্যপকতা উদ্দেশ্য।

৫. খিতাবে জিনস বা জাতি বাচক সম্বোধন।

৬. খিতাবে না বা শ্রেণী বাচক সম্বোধন।

৭. খিতাবে 'আইন বা প্রত্যক্ষ সম্বোধন।

৮. খিতাবে মাদাহ্ বা প্রশংসা সূচক সম্বোধন।

৯. খিতাবে যাম বা নিন্দাসূচক সম্বোধন।

১০ খিতাবে কারামাত বা সম্মান সূচক সম্বোধন।

১১. খিতাবে ইহানাত বা অবজ্ঞা সূচক সম্বোধন।

১২. খিতাবে তাহাককুম বা ধিক্কার সূচক সম্বোধন।

১৩. এক বচনের দ্বারা বহুবচনের সম্বোধন।

১৪. বহুবচনের দ্বারা এক বচনের সম্বোধন।

১৫. দ্বিবচন দ্বারা এক বচনকে সম্বোধন।

১৬. একবচনের দ্বারা দ্বিবচনকে সম্বোধন।

---

২৫৫. 'আল্লামা সুয়ূতী মাফহুমের সংজ্ঞা ও প্রকরণ এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

والمفهوم مادل عليه اللفظ لافى محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة - فالاول: ما يوافق حكمه المنطوق ---والثانى: ما يخالف حكمه المنطوق -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. বহুবচনের দ্বারা দ্বিবচনকে সম্বোধন।

১৮. দ্বিবচন দ্বারা বহুবচনকে সম্বোধন।

১৯. একবচনের পর বহুবচনের দ্বারা সম্বোধন।

২০ বহুবচনের পর একবচনের দ্বারা সম্বোধন।

২১. বহুবচনের পর দ্বিবচনের দ্বারা সম্বোধন।

২২. দ্বিবচনের পর একবচন দ্বারা সম্বোধন।

২৩. নির্দিষ্ট সম্বোধন করে অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য করা।

২৪. অন্যকে সম্বোধন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা।

২৫. সাধারণ সম্বোধন করতঃ তদ্বারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না করা।

২৬. একজনকে সম্বোধন করতঃ পরবর্তীতে অন্যকে সম্বোধন করা।

২৭. খেতাবে তাকভীন তথা এক পুরুষকে সম্বোধন করতঃ অন্য পুরুষকে সম্বোধন করা।

২৮ বিবেক সম্পন্নের প্রতি সম্বোধনের ন্যায় বিবেকহীনকে সম্বোধন করা।

২৯. উদ্দীপনা মূলক সম্বোধন।

৩০. স্নেহ সুলভ সম্বোধন।

৩১. ভালবাসা ব্যাঞ্জক সম্বোধন।

৩২. ব্যর্থাকরণার্থে সম্বোধন।

৩৩. সম্মান সূচক সম্বোধন।

৩৪. অনাগতদের প্রতি সম্বোধন।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তার আলোচনার শেষ প্রান্তে আল্-কুর'আনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে উদাহরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করেন।[২৫৬]

---

২৫৬. ইমাম সুয়ূতী (র) আল কুরআ'নের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী 'আলিমের কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। যা' নিম্নরূপ ঃ

"قال بعض الأقدمين : انزل القرأن على ثلاثين نحوا، كل نحو منه غير صاحبه، فمن عرف وجوهها ثم تكلم فى الدين أصاب ووفق ـ ومن لم يعرفها وتكلم فى الدين كان الخطاء اليه أقرب ـ وهو المكى والمدنى والناسخ والمنسووخ والمحكم والمتشابه والتقديم والتاخير والمقطوع والموصول والسبب والاضمار والخاص والعام والامر والنهى

Dhaka University Institutional Repository

৫২তম অধ্যায়

হাকীকাত (প্রকৃত) এবং মাজায (রূপক) আল-কুর'আনের একটি অন্যতম অলংকার। 'উলূমু'ল কুর'আনের অংশ হিসেবে উক্ত বিষয়দ্বয় সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর এ অধ্যায়ে আলোচনা করেন।

তিনি একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে এ সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন করেন।

প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি হাকীকাত এর সংজ্ঞা ও উহার প্রকরণ উদাহরণ সহ পেশ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হাকীকাত ও মাজাযের প্রয়োগ বিধি ও আলোচনা করেন।[২৫৭]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি এমন কতিপয় প্রকরণের উদাহরণ পেশ করেন যা মাজায হওয়ার ব্যপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে মাওদু'আতে শার'ইয়্যাহ তথা শরিয়তের জন্য গঠিত বিষয়াবলী যেমন- যাকাত, হজ্জ, সাওম ইত্যাদি সম্পর্কে বলেন যে, এগুলো মূলতঃ হাকীকাত হিসাবেও পরিগণিত হয় এবং আভিধানিক দিক থেকে মাজায হিসেবেও পরিগণিত হয়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে হাকীকাত এবং মাজাযের মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশেষেঃ ইমাম সুয়ূতী (রঃ) মাজাযের অন্যতম একটি প্রকার তথা মাজাযুল মাজায সম্পর্কে আলোচনা করেন।

والوعد والوعيد والحدود والاحكام والخبر والاستفهام والابهمة والحروف المصرفة والاعذار والانذار والحجة والاجتجاج والمواعظ والامثال والقسم ـ

দ্রঃ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৬।

২৫৭. হাকীকাত এবং মাজায সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

"لا خلاف فى وقوع الحقائق فى القرأن، وهى كل لفظ نقى على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تاخير، وهذا اكثر الكلام ـ واما المجاز فالجمهور ايضا على وقوعه فيه ـ وانكره، جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية، وشبههم ان المجاز أخوالكذب والقرأن منزه عنهـ وان المتكلم لا يعدل اليه الا اذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذالك محال على الله تعالى ـ وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرأن سقط منه شطرالحسن فقد إتفق البلغاء على ان المجاز ابلغ من الحقيقة ـ ولو وجب خلو القرأن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩তম অধ্যায়

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে ব্যবহৃত তাশবীহ (উপমা) এবং 'ইস্তি'আরাহ' (রূপকার্থ) সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এ ক্ষেত্রে তিনি 'তাশ্বীহ' এর সংজ্ঞা, উহার প্রকরণ এবং আদাওয়াতে তাশ্বীহ (তাশবীহের বর্ণ সমূহ) উল্লেখ করেন।[২৫৮] উক্ত বিষয় আলোচনার পাশাপাশি তিনি তাশ্বীহের অন্তর্ভূক্ত মাদ্হ (প্রশংসা) এবং যাম্ম (নিন্দা) এর মধ্যকার পার্থক্য, তাশবীহের পদ্ধতি ও বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি আল-কুর'আনের ইস্তি'আরা এর পরিচিতি, উহার উপকারিতা ও হিকমত এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শেষ পর্যায়ে তিনি আল-কুর'আনের মাজায সম্পর্কে 'উলামায়ে কিরামের মতামত বর্ণনা করতঃ তাশবীহ, ইস্তি'আরা এবং কিনায়ার মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেন।

৫৪তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনে ব্যবহৃত 'কিনায়া' (ইঙ্গিত) এবং 'তা'রীদ' (সুক্ষ্ম ইঙ্গিত) সম্পর্কে বর্ণনা করেন। কিনায়া এবং তা'রীদ মূলত ঃ আল-কুর'আনের অন্যতম সাহিত্য– মাধুর্য ও অনুপম রচনাশৈলী।

---

২৫৮. তাশবীহ' এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম সুয়ূতী (র) তাঁর এ' অধ্যায়ের শুরুতেই বলেন ঃ

"التشبيه نوع من اشرف انواع البلاغة واعلاها -----وقال ابن أبى الاصبع: هو اخراج الاغمض الى الاظهر - وقال غيره: هو الحاق شئيى بذى وصف فى وصفه - وقال بعضهم: هو ان تثبت للمشبه حكما من احكام المشبه به، والغرض منه تانيس النفس باخراجها من خفى إلى جلى، وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيانا - وقيل الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار - وأدواته حروف واسماء وأفعال -

–'তাশবীহ' হচ্ছে 'ইল্মে বালাগাতের উচ্চাঙ্গের একটি প্রকার .... ইবনে আবিল আসবা' বলেন– উহা (তাশবীহ) বলা হয় এমন বিষয়কে যা' কোন বিষয়কে গোপনীয় অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। কেউ কেউ বলেন– কোন বিষয়কে কোন বৈশিষ্ট্য ও গুনের দ্বারা অন্য একটি গুণের মধ্যে সম্পৃক্ত করাকে তাশবীহ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন– উহা (তাশবীহ) হচ্ছে মুশাব্বাহর জন্য মুশাব্বাহ বিহীর হুকুমকে সাব্যস্ত করন। আর উহার উদ্দেশ্য হচ্ছে– গোপন বিষয়ক প্রকাশ্যে বের করে আনার দ্বারা মূল বিষয়কে স্থাপন করা এবং দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করা যেন সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কউ বলেছেন– সংক্ষেপে কাংখিত অর্থ প্রকাশ পাওয়াকে তাশবীহ বলে। উহার বর্ণ হরফ (আদাওয়াত), ইস্ম ফে'ল।

দ্রঃ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তার আলোচনায় উহার সংজ্ঞা, কিনায়া এবং তা'রীদের মধ্যকার পার্থক্য, তা'রীদের সংজ্ঞা এবং উহার প্রকরণ বর্ণনা করেন।[২৫৯]

এ প্রসঙ্গে তিনি কিনায়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কতিপয় 'আলিমের মত পার্থক্য ও তুলে ধরেন।

৫৫তম অধ্যায়

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর এ অধ্যায়ে আল-কুর'আনের 'হসর' (নিদিষ্টকরণ) এবং ইখ্‌তেসাস (বিশেষায়িতকরণ) সম্পর্কে আলোচনা করেন। দু'টি অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর এ আলোচনা সমাপ্ত করেন।

প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি 'হসর' (নির্দিষ্টকরণ) এর সংজ্ঞা, উহার প্রকারণ ও উদাহরণ পেশ করেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি 'হসর' এর পদ্ধতি, উহার শব্দাবলী এবং 'হসর' ও ইখ্‌তেসাসের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরার প্রয়াস পান।[২৬০]

---

২৫৯. ইমাম সুয়ূতী (র) 'কিনায়াহ' এবং তা'রীদ সম্পর্কে বলেন ঃ

"هما من انواع البلاغة وأساليب الفصاحة، وقد تقدم ان الكناية ابلغ من التصريح ـ
وعرفها اهل البيان بانها لفظ اريد به لازم معناه ـ

এরপর তিনি ইমাম আত তীবীর বর্ণনাও উদ্ধৃত করেন এভাবে–

ترك التصريح بالشئ الى ما يساويه فى اللزوم فينتقل منه الى الملزوم ـ وأنكر
وقوعها فى القرأن من أنكر المجاز فيه بناء على انها مجاز ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১।

২৬০. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) হসরের (حصر) সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন–

"أما الحصر ويقال له القصر فهو تخصيص أمر باخر بطريق مخصوص ـ ويقال ايضا
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، ـ وينقسم الى قصر الموصوف على الصفة،
وقصر الصفة على الموصوف ـ وكل منهما اما حقيقى وإما مجازى ـ

হাকীকী কসরের উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন–

" مثال قصرا لموصوف على صفة حقيقيا نحو: ما زيد الاكاتب: اى لاصفة له غيرها ـ
وهو عزيز لايكاد يوجد لتعذر الاحاطة بصفات الشيئ حتى يمكن اثبات شيئ منها
ونفى ما عداها بالكلية ـ وعلى عدم تعذرها يبعد ان تكون للذات صفة واحدة ليس لها
غيرها ـ ولذا لم يقع فى التنزيل ـ

মাজাযী কসরের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

ومثاله مجازيا ـ وما محمد الا رسول ـ اى انه مقصور على الرسالة لا يتعدا ها إلى

Dhaka University Institutional Repository

৫৬তম অধ্যায়

'ইজায (সংক্ষিপ্ত) এবং ইত্নাব (বিস্তারিত) আল-কুর'আনের বালাগাত এবং ফাসাহাতের অন্যতম দিক। 'উলূমুল-কুর'আনের অংশ হিসেবে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) উক্ত বিষয়দ্বয় তার এ গ্রন্থে স্থান দেন।

এ অধ্যায়কে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন।

প্রথমতঃ তিনি অলংকার শাস্ত্রে 'ইজায এবং ইতনাবের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি ইজাযের প্রকরণ ও উহাদের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন। তিনি ইজায কে 'ইলমে বাদী'র অন্তর্ভূক্ত করতঃ আল-কুর'আনের উদ্ধৃতি পেশ করেন। তিনি প্রসংগতঃ হযফ এর সংজ্ঞা ও উহার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) হযফ (বিলুপ্তিকরণ)-এর প্রকরণ এবং ইস্‌ম, ফে'ল ও হরফের হযফ হওয়ার উদাহরণ পেশ করেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে তিনি 'ইতনাবের' অপর প্রকরণ এবং এতদসংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পর্যালোচনা করেন। যেমন ঃ-

১. 'ইন্না' (إنّ) এবং লামে তাকীদের (لام تاكيد) একত্রিকরণ।

২. কোন শব্দে অতিরিক্ত হরফ অন্তর্ভূক্তি করণ।

৩. তাকীদে লফ্‌জী ও তাকীদে মা'নুভী-এর উদাহরণ।

৪. মুদাফা (مضاف) এবং মুদাফ ইলাইহির (مضاف إليه) সিফাত।

৫. মাদ্‌হ (প্রশংসা) এবং যাম্ম (নিন্দা) এর ক্ষেত্রে সিফাতকে বিলুপ্তিকরণ ।

৬. 'আত্‌ফে বয়ান (عطف بيان) এবং বদল (بدل) এর বর্ণনা।

৭. 'আত্‌ফে বয়ান এবং 'নাত' (نعت) এর মধ্যকার পার্থক্য।

৮. 'আমের উপর খাসের 'আত্‌ফ।

৯. খাসের উপর 'আমের 'আতফ।

১০. কোন ইবহামের পরে উহার তাফসীর।

التبرى من الموت الذى استعظموه الذى هو من شان الاله ـ

'হসরের' পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন উহার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

النفى والاستثناء"إنما بالفتح إنّ للتاكيد ـ تقديم المعمول ـ ضمير الفصل ـ تقديم المسند ـ العطف بلا اوبل ـ قلب بعض حروف الكمة ـ تعريف الجزأين ـ ذكر المسند اليه
ইত্যাদি।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ ইমাম সুয়ূতী (রঃ) 'উলূমুল্-কুর'আনের আলোকে কুর'আনুল কারীমের অন্যতম অলংকার ইত্নাব ও ইজাযের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিস্তারিত তুলে ধরেন এ অধ্যায়ে।[২৬১]

৫৭তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আরবী ভাষার দু'টি বাক্যরীতি তথা 'খবর' (সংবাদ সূচক বাক্য) এবং ইন্শা' (অনুজ্ঞা সূচক বাক্য) সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) অত্র অধ্যায়কে ১০ টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন।

প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি 'আরবী ভাষার দুধরণের বাক্যের সংজ্ঞা, এবং এ ব্যাপারে ভাষাবীদদের মতভেদ উল্লেখ করেন।[২৬২]

---

২৬১. 'ইজায এরং ইত্নাব সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

اعلم أنهما من اعظم انواع البلاغة حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال: البلاغة هى الايجاز والاطناب۔

তিনি কাশ্শাফ প্রণেতার উদ্ধৃতিও তুল ধরেন। যেমন ঃ

قال صاحب الكشاف: كما انه يجب على البليغ فى مظان الاجمال ان يجمل ويوجز فكذالك الواجب عليه فى موارد التفصيل ان يفصل ويشبع۔

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

২৬২. খবর (خبر) এবং ইন্শা' (الانشاء) সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতী (র) বিভিন্ন 'আলিমর মতামত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে মতামতগুলো তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন ঃ

إعلم أن الحذاق من النحاةوغيرهم واهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما وانه ليس له قسم ثالث۔ وادعى قوم أن اقسام الكلام عشرة: نداء، ومسئلة، وأمر، وتشفع، وتعجب، وقسم، وشرط، ووضع، وشك، واستفهام۔ وقيل تسعة باسقاط الاستفهام لدخوله فى المسئلة وقيل سبعة باسقاط الشك لانه من قسم الخبر۔ وقال الاخفش : هى ستة: خبر، واستخبار، وأمر، ونهى، ونداء، وتمنى ۔ وقال بعضهم خمسة: خبر، وأمر، وتصريح، وطلب، ونداء، وقال قوم: اربعة: خبر، واستخبار، وطلب، ونداء۔ وقال كثير: ثلاثة: خبر، وطلب، وانشاء۔ قالوا لان الكلام إما ان يحتمل التصديق والتكذيب اولا۔ الاول الخبر۔ والثانى إن اقترن معناه بلفظه فهو الانشاء وان لم يقترن بل تأخر عنه فهو طلب والمحققون على دخول الطلب فى الانشاء وان معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه۔ وأما الضرب الذئ يوجد بعد ذالك فهو متعلق الطلب لانفسه۔

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে খবরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ইন্‌শা এর প্রকার তথা ইস্তেফ্‌হাম এবং ইহার রূপক অর্থসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। চতুর্থ অনুচ্ছেদে ইন্‌শা-এর অন্য এক প্রকার তথা 'আমর' এর রূপক অর্থ সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে ইন্‌শা-এর আরেক প্রকার তথা নেহী (নিষেধাজ্ঞা) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তামান্নী (আকাঙ্খা) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

সপ্তম অনুচ্ছেদে 'তারাজ্জী' (সম্ভাব্য আকাঙ্খা) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ।

অষ্টম অনুচ্ছেদে নিদা (সম্বোধন সূচক বাক্য) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অনুচ্ছেদে ইন্‌শা-এর অপর এক প্রকার তথা কসম (শপথ) এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দশম অনুচ্ছেদে ইনশা-এর অন্তর্ভূক্ত শর্ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৫৮তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বাদাই'উল কুর'আন (আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'ইলমুল্ বাদী') সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে 'ইলমুল্ বাদী' এর ১০০ প্রকার উল্লেখ করতঃ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ পেশ করেন। যেমন, ১. মাযা ২. ইস্তি'আরা ৩. কিনায়া ৪. ইরদাফ ৫. তাম্‌সীল ৬. তাস্‌বীহ ৭. ই'জায ৮. ইত্তেসা' ৯. ইশাবা ১০. মুসাওয়াত ১১. বাসত ১২. ঈগাল ১৩. তাশরী' ১৪. তাত্‌মীম ১৫. আল-ইত্তিদাহ ১৬. নাফী-'উসসাই বি ইজাবিহী ১৭. তাক্‌মীল ১৮. ইহ্‌তিরাজ ১৯. ইস্তিক্‌সা ২০. তাজ্‌লিল ২১. যিয়াদাহ ২২. তা'রীদ ২৩. তাক্‌রার ২৪. তাফ্‌সীর ২৫. আল-মাযহাবুল কালামী ২৬. আলকাউনু বিল মু'জিব ২৭. মুনাকাদা ২৮. ইন্তিকাল ২৯. ইস্‌জাল ৩০. তাস্‌লীম ৩১ তাম্‌কীন ৩২. তাওশীহ্ ৩৩. তাস্‌হীম ৩৪. রদ্দুল ইয 'আলা সদরী ৩৫. তাশাবুহুল আত্‌রাফ ৩৬. লুযূমুন মান ইয়ালমি ৩৭. তাখীর ৩৮. তাওরীয়া ৩৯.ইস্‌তিখ্‌দাম ৪০. ইলতিফাত ৪১. ইসতিদ্‌রাদ ৪২. ইত্‌রাদ ৪৩. ইনসিজাম ৪৪. ইদ্‌মাজ ৪৫ ইক্‌তিনান ৪৬. ইক্‌তিদার ৪৭. ইতিলাফুল লাফ্‌য মা'য়াল লাফ্‌জ ৪৮. ইতিলাফুল লাফ্‌য মা'আল মা'আনী। ৪৯. ইস্‌তিদরাক ৫০. ইস্‌তিস্‌না ৫১. ইত্তেসাস ৫২.ইবদাল ৫৩. তাকীদুল মাদ্‌হ বিমা ইস্‌বাহুয যাম ৫৪ তাখবীফ ৫৫. তাগাইয়্যুর ৫৬. তাক্‌সীম ৫৭. তাদ্‌বীজ ৫৮. তান্‌কীত ৫৯. তাজীরভ ৬০. তাদীদ ৬১. তারতীব ৬২. তারাক্কী ৬৩. তাদাল্লী ৬৪. তাদ্‌মীন ৬৫. জিনাস্ ৬৬. জাম'আ' ৬৭. তাফরীক্ ৬৮. জাম'আ ৬৯. তাক্‌সীম ৭০. জাম'আ তাফরীক ৭১. জাম'উল মু'তালিক ওয়াল মুখ্‌তালিফ ৭৩. হুসনুন নুসুক ৭৪. ইতাবুল মারই'যি নাকসাহ্ ৭৫. 'উনওয়ান ৭৬. ফারাইদ ৭৭. কসম ৭৮. আল্-লাফ্ ৭৯. আন্-নসর ৮০. মুশাকালা ৮১. মুজাওয়া ৮২. মআ'রাবা ৮৩. মুবাজাআ ৮৪. নাজাহ ৮৫. ইবদা ৮৬. মুকারানা ৮৭.

Dhaka University Institutional Repository

হুসনুল ইফ্তিদা ৮৮. হুসনুল খিতাম ৮৯. হুসনুল তাকলীয ৯০. ইসতিদ্‌রাদ ৯১. ওয়াল আক্‌স ৯২. মুবালাগা ৯৩. মুতাবাকা ৯৪. তা'লীল ৯৫. তাসহীম ৯৬. হুসনুল-বয়ান ৯৭. 'ইতিরাদ ৯৮. তাস্‌হীম ৯৯. জমা' তাকসিম ১০০. মু'আরাবা[২৬৩]

৫৯তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে কুর'আনুল কারীমের 'ফাসিলা'[২৬৪] তথা অন্তমিল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'আল্লামা সুয়ূতী এ অধ্যায়কে একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম অনুচ্ছেদে আল্-কুর'আনের 'ফাসিলা' এর শুরু অংশের মধ্যকার পার্থক্য, 'ফাসিলা' চেনার পদ্ধতি এবং 'ফাসিলা' নামকরনের সার্থকতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আয়াতের শেষ শব্দাবলীর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা এবং এ প্রসংগে কুর'আনের কতিপয় আয়াতের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'ফাসিলা' তথা অন্তমিলের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

২৬৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-১২৩।

২৬৪. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) ফাসিলার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ

الفاصلة كلمة أخر الاية كقافية الشعرو قرينة السجع

আয়াতের শেষ শব্দকে ফাসিলা বলা হয়। যেমন– কবিতার ছন্দ মিলকে কাফিয়া এবং গদ্যের অন্তমিলকে সাজী' বলে।

'আল্লামা আদ্-দানী ফাসিলার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ

"كلمة اخر الجملة"বাক্যের শেষ শব্দ হচ্ছে ফাসিলা।

'আল্লামা জা'বরী (র) বলেন– "وهو خلاف المصطلح "

'আল্লামা কাজী আবু বকর (র) বলেন–

الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع يقع بها إفهام المعانى -

'আল্লামা আদ্-দানী আয়াতের শেষাংশ এবং ফাসিলার মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন–

الفاصلة هى الكلام المنفصل عما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس أية وغيررأس وكذالك الفواصل يكون رؤوس أية وغيرها وكل رأس اية فاصلة وليس كل فاصلة أية -

"ফাসিলা এমন বাক্যকে বলে যা' উহার পরবর্তী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর বিচ্ছিন্ন বাক্য কখনো আয়াতের শেষ হতে পারে আবার কখনো আয়াতের শেষ নাও হতে পারে।

অনুরূপভাবে 'ফাসিলা' কখনো আয়াতের শেষও হতে পারে আবার আয়াতের শেষ নাও হতে পারে। সুতরাং আয়াতের প্রত্যেকটি শেষাংশ হচ্ছে ফাসেলা, কিন্তু প্রত্যেকটি ফাসেলাই আয়াত নয়।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ সাজা', এবং ফাসিলার মধ্যকার পার্থক্য ও উহাদের প্রকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে 'ফাসিলা' এর সাথে সম্পৃক্ত 'ইলমুল বাদী' এর অপরাপর প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।[২৬৫]

৬০তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আল-কুর'আনের সূরা সমূহের প্রারম্ভিকা (فواتح) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ বিষয়ের উপর ইবন্ 'আবুল আসবা' একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) উক্ত গ্রন্থের সারমর্ম স্বরূপ তাঁর এ অধ্যায় রচনা করেন। তিনি বলেন, দশটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কুর'আনের সূরা সমূহের সূচনা বা উপক্রমনিকা (ফাওয়াতিহ্) সাজানো হয়েছে। উক্ত দশটি বিষয় হচ্ছে নিম্নরূপঃ-

১.আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা।

২. হরফে তাহাজ্জী।

৩. নিদা বা সম্বোধন সূচক পদ।

৪. জুমলায়ে খাবরিয়া বা সংবাদ সূচক বাক্য।

৫. কসম (শপথ)।

৬. শর্ত।

৭. আমর (আদেশ)।

৮. ইস্তিফ্হাম (প্রশ্ন বোধক শব্দ)।

৯. দো'আ।

১০. তা'লীল।

---

২৬৫. ফাসিলার সাথে সম্পৃক্ত 'ইলমুল বাদী' এর প্রকরণ সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতী বলেন ঃ

"بقى نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل ـ أحدهما: التشريع، وسماه ابن ابى الاصبع: التوأم
وأصله ان يبنى الشاعر بيته على وزنين من أوز ان العروض، فاذا أسقط منها جرءا
أو جزءين صارا لباقى بيتا من وزن اخر --- ----قال ابن ابى الاصبع: وقد جاء من
هذا الباب معظم سورة الرحمن --- -----الثانى: الاستلزام ـ ويسمى لزوم ما لايلزم،
وهو ان يلتزم فى الشعر او النثر حرفا او حرفين فصاعد اقبل الروى بشر ط عدم
الكلفة ـ مثال التز ام حرف ـ فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ـ التزم الهاء
قبل الراء ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, আল্লামা সুয়ূতী (র) উক্ত ১০টি বিষয়কে দু'টি বায়াতের (ছন্দ) মাধ্যম প্রকাশ করেছেন এভাবেঃ

"أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والنسب لما إستفتح السورا والامر والشرط والتعليل والقيم والدعا حروف التهجى إستفهم الخبرا"

এতদভিন্ন, তিনি সুরা সমুহের প্রারম্ভিকা বা উপক্রমনিকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন।

পরিশেষেঃ তিনি আল-কুর'আনের মূল আলোচ্য বিষয়কে চার ভাগে ভাগ করেন। যেমন ঃ-

১. 'ইলমে উসূল বা নীতি শাস্ত্র। (علم الاصول)

২. 'ইলমে 'ইবাদাত বা 'ইবাদাত জ্ঞান। (علم العبادات)

৩. 'ইলমে সুলূক বা আচরনমালা। (علم السلوك)

৪. 'ইলমে-কাসাস বা অতীত জাতির ইতিহাস।[২৬৬] (علم القصص)

৬১তম অধ্যায়

আল-কুর'আনের প্রত্যেকটি সূরার একটি প্রারম্ভিকা (فاتحة) ও একটি সমাপ্তি (اخاتمة) রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রারম্ভিকা ও সমাপ্তির মধ্য দিয়ে মূলতঃ আল কুর'আনের উচ্চাঙ্গ সাহিত্য ও লালিত্য-মাধূর্য তুলে ধরেছেন যা কোন মানুষের জন্য কস্মিন কালেও সম্ভব নয়।

---

২৬৬. আল্-কুর'আনের মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতীর (র) মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"وقد وجه ذالك بأن العلوم التى احتوى عليها القرأن وقامت بها الاديان اربعة: علم الاصول ومداره على معرفة الله تعالى وصفاته، واليه الاشارة برب العالمين الرحمان الرحيم ومعرفة النبوات واليه الاشارة بالذين انعمت عليهم ومعرفة المعاد واليه الاشارة بملك يوم الدين ـ وعلم العبادات واليه الاشارة باياك نعبد ـ وعلم السلوك وهو حمل النفس على الاداب الشرعية والانقياد لرب البرية ـ واليه الاشارة باياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم ـ وعلم القصص وهو الاطلاع على أخبار الامم السابقة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذالك سعادة من اطاع الله وشقاوة من عصاه، واليه الاشارة بقوله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর এ অধ্যায়ে কুর'আনের সূরা সমূহের সমাপ্তির বৈশিষ্ট্য, উহার গুরুত্ব এবং সূরায়ে ফাতিহাসহ কতিপয় সূরার সমাপ্তির উপর পর্যালোচনা করেন।[২৬৭]

৬৩তম অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনের মুতাশাবিহ্ আয়াতের উপর লিখিত কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতঃ এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পেশ করেন।

তিনি এ অধ্যায়ে 'মুতাশাবিহ্' আয়াতের হিক্মত ও রহস্য বর্ণনা করতঃ উদাহরণসহ কতিপয় আয়াতের উপর পর্যলোচনা পেশ করেন।[২৬৮]

৬৪তম অধ্যায়

আল-কুর'আন রাসূল (সঃ) এর এক অনন্য মু'জিযা'। আল-কুর'আন তৎকালীন 'আরব সমাজ তথা গোটা বিশ্ব বাসীর সামনে এক অপ্রতিরোধ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার দুঃসাহস কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং কশ্মিন কালে ও হবে না। কুর'আনের সাহিত্য, লালিত্য, মাধূর্য, বালাগাত, ফাসাহাত, বাক্য বিন্যাস, মমার্থ, ভাব গাম্ভির্য্য এটাই প্রমাণ করে যে, এটি কোন মানুষের তৈরী নয় বরং এটি স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকেই অবতারিত।

---

২৬৭. خواتم السور (সুরা সমূহের পরিসমাপ্তি) সম্পর্কে 'আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

هى ايضا مثل الفواتح فى الحسن الانها اخرما يقرع الاسماع - فلهذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة مع ايذان السامع بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف الى ما يذكر بعد، لانها بين ادعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد الى غير ذالك كتفصيل جملة المطلوب فى خاتمة الفاتحة، اذالمطلوب الاعلى الايمان المحفوظ من المعاصى المسببة لغضب الله والضلال - ففصل جملة ذالك بقوله - الدين انعمت عليهم - والمراد المؤمنون، ولذالك اطلق الانعام ولم يقيده يتناول كل انعام - لان من انعم الله عليه بنعمة الايمان فقد انعم الله عليه بكل نعمة - لانها مستتبعة لجميع النعم - ثم وصفهم بقوله - غير المغضو عليهم ولاالضالين يعنى أنهم جمعوا بين النعم المطلقة وهى نعمة الايمان وبين السلامة من غضب الله تعالى والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।

২৬৮. সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে কুর'আনের মু'জিযা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি মু'জিযার ২৬৯ সংজ্ঞা ও প্রকরণ, কুআনের মু'জিযা' সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলীলাদি, মু'জিযার উপকারিতা এবং মু'জিযার ধরণ সম্পর্কে ইমাম কাজী 'আয়াযের পর্যালোচনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি তুলে ধরেন।[২৭০]

---

২৬৯. 'মু'জিযা' বলা হয় এমন এক বিষয় কে। যা স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং তা চ্যালেঞ্জের সাথে সম্পৃক্ত– যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সাধ্যাতীত।

'আল্লামা সুয়ূতী (র) তাঁর এ' অধ্যায়ে মু'জিযার সংজ্ঞা ও প্রকরন এভাবে উল্লেখ করেন ঃ

"إن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى سالم عن المعارضة، وهى اماحسية وإما عقلية - واكثر معجزات بنى اسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم - واكثر معجزات هذه الامة عقلية لفرط ذكائهم وكمال افهامهم - ولان هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر الى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراهاذووا البصائر - كما قال صلى الله عليه وسلم " ما من الانبياء نبى إلا اعطى ما مثله أمن عليه البشر، وانما كان الذى أوتيته وحيا اوحاه الله الىّ، فارجو أن اكون اكثرهم تابعا -

–"মু'জিযা বলা হয় এমন বিষয়কে যা' প্রকৃতি বিরুদ্ধ, চ্যালেঞ্জের সাথে সম্পৃক্ত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চাই উহা অনুভব করার বিষয় হোক (حسى), অথবা বিবেক সম্মত (عقلى) হোক। বণী ইস্রাঈলের অধিকাংশ মু'জিযা ছিল হিস্সী বা অনুভুবযোগ্য। এর কারণ তাদের নিজেদের দেশের সীমাবদ্ধতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা। অন্যদিকে এ' উম্মতের মু'জিযার অীধকাংশই ছিল 'আকলী বা বিবেক সম্মত। এর কারণ ছিল তাদের বুদ্ধিমত্তা ও বোধ শক্তির আধিক্য। আর এ' শরী'আত যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে, সেহেতু তাদেরকে এ' ধরনের 'আকলী মু'জিযা দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে যেন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ উহা দেখতে পায়। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন– প্রত্যেক নবীকেই সে পরিমাণ বিধান দান করা হয়েছে যে পরিমাণ বিধান সমকালীণ লোকেরা আমল করেছে . . . . ।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

২৭০. 'ইজাযু'ল কুর'আনের ধরন (وجوه) সম্পর্কে 'আল্লামা কাজী 'আয়াজ বলেন ঃ

إعلم ان القرأن منطو على وجوه من الاعجاز كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط انواعها فى اربعة وجوه - او لها: حسن تاليفه والتيام كلمه وفصاحته، ووجوه ايجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وارباب هذا الشان - والثانى: صورة نظمه العجيب والاسلوب الغريب المخالف لاساليب كلام العرب - ومنها نظمها ونثرها الذى جاء عليه ووقفت عليه مقاطع أياته وانتهت اليه فواصل كلماته ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له قال: وكل واحد من هذين النوعين الايجاز والبلاغة بذاتها والاسلوب الغريب بذاته نوع اعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منها ، اذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها- خلاف لمن زعم ان

Dhaka University Institutional Repository

পরিষেশেঃ 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত, সূরা সমূহের মু'জিযা উল্লেখ করেন। অতঃপর উহার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি প্রমান করার চেষ্টা করেন যে, আল-কুর'আনের মু'জিযার মোকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।[২৭১]

৬৫তম অধ্যায়

আল্ কুর'আন হচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস। এমন কোন বিষয় নেই যা কুরআনে পাওয়া যায় না। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে কুর'আন-লব্দ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন। "কুর'আন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস– একথা তিনি দলীল প্রমান সহ উপস্থাপন করেন।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর গবেষণার আলোকে মৌলিকভাবে আল্ কুর'আনের ২০ প্রকার বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেন– যা নিন্মে প্রদত্ত হলো ঃ-

১.'ইল্মে কিরা'আত, ২. 'ইল্মে নাহু, ৩. 'ইল্মে তাফ্সীর, ৪. 'ইল্মে উসূল, ৫. 'ইল্মূল খিতাব, ৬. 'ইল্মে উসূলে ফিক্হ, ৭. 'ইল্মুল ফুরু'-ওয়াল ফিক্হ, ৮. 'ইল্মুত্ তারীখ ওয়াল কাসাস, ৯. 'ইল্মুল খিতাবাত ওয়াল ও'য়াজ, ১০ 'ইল্মূল তা'বীরির্ রুইয়া, ১১. 'ইলমুল্-ফারায়েয ওয়াল মীরাস, ১২. 'ইলমূল মাওয়াকীত, ১৩. 'ইলমুল মা'আনী ওয়াল বয়ান, ১৪. 'ইল্মু'ল ইশারাত ওয়াত্ তাসাউফ, ১৫. 'ইল্মুত্ তীব, ১৬. 'ইল্মুল হানদাসা ১৭. 'ইল্মুল জাদাল ১৮. ' ইল্মুলজাবার ওয়াল মুকাবিলা, ১৯. 'ইল্মুন নুজূম, ২০. 'ইলমুলসানায়ে' ওয়াল আলাত (হস্ত শিল্প ও যন্ত্রপাতি)।

الاعجاز فى مجموع البلاغة والاسلوب - والوجه الثالث: ما انطوئ عليه من الاخبار بالمغيبات ومالم يكن - فوجد كما ورد - الرابع: ما أنبأبه من اخبار القرون السالفة والامم البائدة والشرائع الدائرة كان لايعلم منه القصة الواحدة الاالفذ من اخبار اهل اللكتاب الذى قطع عمرة فى تعلم ذالك، فيورده صلى الله عليه وسلم على وجهه وياتى به على نصه وهو امى لايقرأ ولا يكتب -

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৫৫-১৫৬।

২৭১. আল্লাহ তা'আলা জীন-ইন্সান সকলের প্রতি কুর'আনের অনুরূপ আর একটি রচনা করার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন ঃ

"قل لئن إجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرأن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا-

–"বলুন! যদি এ কুর'আনের অনুরূপ কুর'আন আনয়নের জন্য মানুষ এবং জীন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেও তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবেনা।"

দ্রঃ সূরা বনী ইসরা'ঈল, আয়াতঃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্ভিন্ন, তিনি কুর'আনের অসংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করেন। তিনি বিধান সম্বলিত আয়াতাবলী উল্লেখ করে কুর'আন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধান উদ্ভাবন করার পদ্ধতিও উল্লেখ করেন।[২৭২]

৬৬তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আল-কুরআনে উদ্ধৃত 'আম্সালু'ল-কুর'আন' তথা কুর'আনের উপমা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন।

এ প্রসংঙ্গে তিনি আমসালু'ল কুর'আনের গুরুত্ব, উহার প্রকার ভেদ এবং কুর্আনের কতিপয় উপমার[২৭৩] পেশ করেন।

---

২৭২. ইমাম সুয়ূতী (র) আহ্কাম সম্বলিত আয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন 'আলিমের মতামত তুলে ধরেন তাঁর এ' অধ্যায়ে। যেমন– ইমাম গাযালী (র) বলেছেন ঃ - أيات الاحكام خمسمائة أية "

–"আহকাম সম্বলিত আয়াত হচ্ছে পাঁচশত। কেউ বলেছেন– একশত পঞ্চাশ। 'আল্লামা শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন 'আব্দুস্ সালাম তাঁর "আল্ ইমাম ফী আদিল্লাতিল আহকাম" গ্রন্থে বলেন ঃ

معظم اى القرأن لا تخلو عن احكام مشتملة على أداب حسنة واخلاق جميلة ثم من الايات ما صرح فيه بالاحكام ----- ."

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৬৫।

২৭৩. আম্সালুল কুর'আনের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত এবং মুসলিম মনিষীদের বিভিন্ন অভিমত তুলে ধরেছেন তাঁর এ অধ্যায়ে।

যেমন– আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ঃ

ولقد ضربنا للناس فى هذا القرأن من كل مثل لعلهم يتذكرون -

–"আমি এ' কুর'আনে মানুষের জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" –সূরা যুমার, আয়াত ঃ ২৭।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الاالعالمون -

–"এ' উপদেশগুলো আমরা লোকদের বুঝাবার জন্য দিচ্ছি। কিন্তু এ গুলোকে বুঝতে পারে তারাই যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।" সূরা-'আনকাবুত, আয়াত ঃ ৪।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ

إن القرأن نزل على خمسة اوجه - حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وامثال، فاعلموا بالحلال، واجتنبوالحرام، واتبعوا المحكم، وأمنوا بالمتشابه، وإعتبروا بالامثال -

'আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন ঃ

"من اعظم علم القرأن علم امثاله - والناس فى غفلة عنه لا شتغالهم بالامثال واغفالهم الممثلات - والمثل بلاممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام -

Dhaka University Institutional Repository

৬৭তম অধ্যায়

'আকসামুল-কুর'আন' (أقسام القرأن) 'উলূমু'ল কুর'আনের একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ প্রসঙ্গে এ অধ্যায়টি রচনা করেন।

তিনি তাঁর গ্রন্থে কসমের সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও রহস্য, কসমের ধরণ, উহার প্রকরণ, কসমের[২৭৪] বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত অর্থবহ আলোচনা পেশ করেন।

৬৮তম অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ)তাঁর এ অধ্যায়ে 'জাদালুল কুর'আন' (আল-কুর'আনের বিতর্ক পদ্ধতি) সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

বাতিল শক্তি ও অবিশ্বাসীদের প্রতি আল কুর'আন অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি পেশ করেছে যা ইমাম সুয়ূতী (রঃ)এ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি জাদালুল কুর'আনের ধরণ, প্রকৃতি,[২৭৫] উহার প্রকরণ ও নীতিমালা উপস্থাপন করেন। এ' ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আল কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত প্রমাণ ও যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।

'ঈমাম শাফ'ঈ (র) বলেন– মুজ্‌তাহিদের জন্য কুর'আনের অন্যান্য 'ইল্‌ম অর্জন করার পাশাপাশি আসমানের জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব।

দ্রঃ আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।

২৭৪. কসমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

"والقصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده حتى جعلوا مثل - والله يشهد ان المنافقين لكاذبون - قسماوان كان فيه اخبار بشهادة - لانه لما جاء توكيدا للخبر سمى قسما -

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কসমের প্রয়োজনীয়তাও রহস্য কি? এ' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ

"وأجيب بان القرأن نزل بلغة العرب - ومن عادتها القسم إذا ارادت ان توكد أمرا"

আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আন মজীদে কখনো কখনো নিজের নামে শপথ করেছেন, আবার কখনা কখনো তাঁর সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সাত স্থানে নিজের নামে শপথ করছেন ঃ যেমন–

(١) قل إى وربى (٢) قل بلى وربى (٣) فوربك لنحشرنكم (٤) فوربك لنسئلنهم (٥) فلا وربك لا يومنون (٦) قل بلى وربى لتأتينكم (٧) فلا اقسم برب المشارق والمغارب -

এতদ্ভিন্ন, অন্য সকল স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির নামে শপথ করছেন।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯-১৭০।

২৭৫. 'আল্লামা সুয়ূতী (র) আল-কুর'আনের বিতর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে 'আলিমগণের নিম্নোক্ত অভিমত তুলে ধরেন ঃ

"قد إشتمل القرأن العظيم على جميع انواع البراهين والادلة - وما من برهان ودلالة

Dhaka University Institutional Repository

৬৯তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) আল-কুর'আনে উল্লেখিত নবী-রাসূলগণের নাম[২৭৬], উপনাম উপাধি, সাহাবীর (রাঃ) নাম, কতিপয় ফিরিশতার নাম ও উপাধি, কতিপয় নারীর নাম, কাফিরের নাম, এবং পশু-পাখীর নাম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেন।

৭০তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) পবিত্র কুর'আনের সংশয়পূর্ণ আয়াতাবলী ও শব্দাবলী (المبهمات) সম্পর্কে আলোচনা করেন।

وتقسيم وتحذير تبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية وإلا وكتاب الله قد نطق به - ولكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق المتكلمين لامرين - احدهما: بسبب ما قاله - وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم - والثانى : ان المائل إلى دقيق المحاجة هوالعاجز عن اقامة الحجة بالجليل من الكلام، فان من استطاع أن يفهم بالاوضح الذى يفهمه الاكثرون لم ينحط إلى الأ غمض الذى لا يعرفه إلا الاقلون ولم يكن ملغرا، فأخرج تعالى مخاطباته فى محاجة خلقه فى اجلى صورة، ليفهم العامة من جليهم ما يقنعهم وتلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أنبائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء"

–"আল্-কুর'আনে যাবতীয় দলীল প্রমাণের সমাবেশ ঘটেছে; এমন কোন দলীল প্রমাণ, সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিন্যাস নেই যা পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দু'টি কারণে মুতাকাল্লিম তথা তর্ক শাস্ত্রবিদদের সুক্ষ্ম পদ্ধতিতে বর্ণনা না করে বরং সাধারণ 'আরবদের পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। এক, আল্লাহ তা'আলা বলেন, " আমরা যখন কোন জাতির নিকট কোন রাসূল পাঠিয়েছি তখন তাঁর নিজের জাতির ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছে যেন তিনি তাদেরকে ভালভাবে বুঝাতে পারেন। দুই, যে ব্যক্তি সুক্ষ্ম প্রমাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে সহজ বাক্যে উপস্থাপন করতে পারেনা। কেননা, যে ব্যক্তি অধিকাংশের অনুধাবনযোগ্য প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপন করতে সক্ষম, সে কখনো এমন সুক্ষ্ম প্রমাণ উপস্থাপন করেনা। যা খুব কম লোকই বুঝে। অনন্তর, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিদের নিকট এমন সব স্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে সুক্ষ্ম বিষয়ও রয়েছে– যেন সাধারণ লোকেরা তাদের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি বিশেষ ব্যক্তি বর্গও এর মাধ্যমে এমন জ্ঞান অর্জন করতে পারে যা তাদের চাহিদা পূর্ণ করে।"

দ্রঃ আল্-ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২।

২৭৬. ইমাম সুয়ূতী (র) উল্লেখ করেছন যে, পবিত্র কুর'আনে প্রসিদ্ধ পঁচিশ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন– ১. হযরত আদম (আঃ) ২. নূহ (আ) ৩. ইদ্রীস (আঃ) ৪. ইব্রাহীম (আঃ) ৫. ইসহাক (আঃ) ৬. ইসমা'ঈল (আঃ) ৭. ইয়া'কূব (আঃ) ৮. ইউসূফ (আঃ) ৯. লূত (আঃ) ১০. সালিহ (আঃ) ১১. শু'আইব (আঃ) ১২. মূসা (আঃ) ১৩. হারুন (আঃ) ১৪. দাউদ (আঃ) ১৫. সুলাইমান (আঃ) ১৬. আইয়ূব (আঃ) ১৭. যু'ল কিফল ১৮. ইউনুস (আঃ) ১৯. ইলিয়াস (আঃ) ২০. আল ইয়াস'আ (আঃ) ২১. যাকারিয়া (আঃ) ২২. ইয়াহইয়া (আঃ) ২৩. ঈসা (আঃ) ২৪. হুদ (আঃ) ২৫. মুহাম্মদ (সাঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রেক্ষিতে তিনি এ ধরনের সংশয় ও অস্পষ্টতার কারণ ও হিকমত সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি এ বিষয়ের উপর কতিপয় গ্রন্থাকারের নাম ও উল্লেখ করেন। যেমন ঃ- ১ 'আল্লামা সুহায়লী[২৭৭] ২. ইবন্ 'আসাকীর[২৭৮] ৩. কাযী বদ্‌রুদ্দীন[২৭৯] প্রমূখ।[২৮০]

৭১তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) সে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করেন যাদের সম্পর্কে কুর'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ স্থানে তিনি চারজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন যাদের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁরা হচ্ছেন ১. হযরত 'আলী (রাঃ) ২. হযরত সা'দ (রাঃ) ৩. হযরত রিফা'আ (রাঃ) ৪. হযরত হাবীব ইবন্ সিবা (রাঃ)[২৮১]।

৭২ তম অধ্যায়

আল-কুর'আনের ফযিলতের বর্ণনা সম্বলিত এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বিভিন্ন সূরার ফযিলত, পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন আয়াতের ফযিলত বর্ণনা করেন। তিনি সে সমস্ত হাদীসের পর্যলোচনা ও করেন- যে গুলোতে আল-কুর'আনের ফযিলতের প্রমান রয়েছে।[২৮২] এ বিষয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম দিয়েছেন –حما ئل الزهر فى فضائل السور

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৫-১৮৪।

২৭৭. 'আব্দুর রাহমান ইবন্ 'আব্দিল্লাহ ইবন্ আহমাদ আস-সুহায়লী (মৃ ঃ৫১৮/১১৮৫) "মুবহামাতুল কুরআন" রচনা করেন।

দ্রঃ কুরআন পরিচিতি (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫) পৃঃ ৩৯৪।

২৭৮. প্রাগুক্ত।

২৭৯. কাজী বদরুদ্দীন ইব্‌ন জমা'আ।

২৮০. আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩-৪২২।

২৮১. আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

২৮২. আল-কুর'আনের ফযিলত সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) একাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন- হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ

"القرأن احب الى الله من السموت والارض ومن فيهن"

'আল্লাহর নিকট আকাশ-জমীন এবং তন্মধ্যস্থ সকল বস্তুর চেয়ে অীধক প্রিয় হচ্ছে আল্-কুর'আন।

সূরা ফাতিহার ফযিলত সম্পর্কে হযরত 'উবাই ইব্‌ন কা'ব বর্ণনা করেন ঃ

"ما انزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل مثل ام القرأن وهى السبع المثانى"

–"আল্লাহ তা'আলা উম্মুল কুর'আনের (ফাতিহা) ন্যায় (এত অধিক মর্যাদা সম্পন্ন) তাওরাত এবং ইঞ্জিলে আর কোন কিছু নাজিল করেননি। আর উহা হচ্ছে সাত আয়াত বিশিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আল-কুর'আনের সর্বোত্তম মর্যদাবান অংশের বর্ণনা রয়েছে। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ যোগ্য ইমাম গণের মতামত তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দু'দল ইমামের বিপরীতমূখী মতামত তুলে ধরেন। যেমন, একদল মনে করেন যে, পবিত্র কুর'আন সম্পূর্নটাই আল্লাহ তা'আলার কালাম। কাজেই এক্ষেত্রে এক অংশের উপর অন্য অংশের প্রাধান্য পাওয়া সংগত নয়। এ মতের প্রবক্ত। হচ্ছেন- ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী[২৮৩] এবং কাজী আবু বকর আল বাকিল্লানী প্রমুখ।[২৮৪] পক্ষান্তরে, অপর দল মনে করেন, হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, কুর'আনের একাংশের উপর অপর অংশের প্রাধান্য রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- 'আবু বকর ইবনুল 'আরাবী,[২৮৫] ইমাম আল্ গায্যালী[২৮৬] ও ইমাম কুরতুবী প্রমূখ।

৭৪তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) 'মুফরাদাতে কুর'আন তথা আল-কুর'আনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত আয়াত সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের কতিপয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। এতদভিন্ন, তিনি এ অধ্যায়ে বিভিন্ন আয়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা করেন। যেমন, তিনি উল্লেখ করেন যে, সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত হচ্ছে-[২৮৭] واتقوا النار التى أعدت للكافرين-

---

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২-১৯৯।

২৮৩. ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী(মুঃ৩২৪/৯৬৫) ছিলেন একজন মুতাকাল্লিম।

দ্রঃ কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীঃ), পৃঃ ৮৪।

২৮৪. তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনুত তায়্যিব, কুনিয়াত আবূবকর, নিস্‌বাত আল-বাকিল্লানী অথবা ইবনুল -বাকিল্লানী (মৃঃ ৪০৩/১০১২) তিনি ই'জাযুল কুরআনের রচয়িতা।

দ্রঃ আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগ্‌দাদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২।

২৮৫. পুরো নাম- মুহীউদ্দীন ইবনুল 'আরাবী ওরফে মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইবন্ মুহাম্মদ আল-'আরাবী' ইবনু আহমদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৬৩৮/১২৪০)। ইসলাম জগতে এই মহা মনীষী 'শায়খুল আকবার' বা শ্রেষ্ঠ সূফী নামে প্রসিদ্ধ।

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, ২ খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

২৮৬. আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-গায্যালী (মৃঃ ৫০৫ হিঃ/১১১১ খ্রীঃ)

দ্রঃ কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃঃ ১৪৫।

২৮৭. সূরা 'আল-'ইমরান, ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫তম অধ্যায়

আল-কুর'আনের প্রতিটি আয়াত ও সূরারই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও ফযিলত রয়েছে । ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর রচিত এ অধ্যায়ে আল-কুর'আনের বিশেষত্ব, বিভিন্ন আয়াত ও সূরার বিভিন্ন গুনাগুন বর্ণনা করেন।

তিনি এ প্রসংঙ্গে মানব জাতির দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন বিপদাপদ ও রোগ-ব্যধি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আল-কুর'আন ও সুন্নাহর[২৮৮] আলোকে সুনির্দিষ্ট ভাবে তুলে ধরেন।

৭৬তম অধ্যায়

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ অধ্যায়ে আল-কুর'আনের 'রাসমূল খাত' (কুর'আনের লিখন নীতি) এবং কুর'আন লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তিনি প্রসংগতঃ কুর'আনের লিখন পদ্ধতির সূচনা ও ক্রমবিকাশ,[২৮৯] কুর'আন লিখনের প্রকরণ এবং কুর'আন লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো উল্লেখ করেন।

৭৭তম অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে আল-কুর'আনের তাফ্সীর ও তা'বীল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বিস্তারিতভাবে তাফ্সীর ও তা'বীলের পরিচিতি, উহাদের মধ্যকার পার্থক্য[২৯০] এবং উহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

---

২৮৮. এ' প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র) বিভিন্ন হাদীসের অবতারণা করেছেন। যেমন– হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত– "عليكم بالشفاءين: العسل والقرأن"

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, পৃঃ ৪৫৯-৪৬৮।

২৮৯. এ' সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র) হযরত কা'ব আল আহবারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

"اول من وضع الكتاب العربى والسريانى والكتب كلها ادم عليه السلام قبل موته بثلثمائة كتبها فى الطين ثم طبخه، فلما اصاب الارض الغرق اصاب كل قوم كتابهم فكتبوه، فكان اسماعيل إبن ابراهيم اصاب كتاب العرب "

দ্রঃ সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।

২৯০. ইমাম সুয়ূতী (র) 'তাফসীর' এবং তা'বীলের সংজ্ঞা এভাবে তুলে ধরেন ঃ

"التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف ـ ويقال هو مقلوب السفر ـ تقول اسفر الصبح اذا أضاء ـ وقيل ما خوذ من التفسرة وهى إسم لما يعرف به الطبيب المرض ـ والتاويل أصله من الاول وهو الرجوع، فكأنه صرف الاية الى ما تحتمله من

Dhaka University Institutional Repository

৭৮-তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) মুফাস্‌সীর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রথমতঃ তিনি 'আল্লামা তাবারী (রঃ)-এর অনুসরনে তাফসীর করার জন্য। প্রয়োজনীয় শর্তাবলী, 'আল্লামা ইবন্ তাইমিয়া[২৯২] (রঃ) এর অনুসরণে শিষ্টাচারিতা, পূর্ববর্তী তাফসীরবিদগণের তাফসীরের পর্যালোচনা এবং তাফসীরের উৎস ইত্যাদি তাফসীর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আলোচনা করেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন মুফস্‌সিরের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ১৫টি বিষয়ের কথা বর্ণনা করেন। উক্ত

المعانی ـ وقيل من الايالة وهی السياسية، كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنی فيه موضعه ـ

অতঃপ তিনি (র) এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরেন ঃ যেমন–

"فقال ابو عبيد وطائفة: هما بمعی ـ وقد أنكر ذالك قوم حتی بالغ إبن حبيب النيسا بوری فقال: قد نبغ فی زماننا مفسرون لو سئلو عن الفرق بين التفسير والتاويل ما اهتدوا اليه ـ وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل، واكثر استعماله فی الالفاظ ومفرداتها، وأكثر إستعمال التأويل فی المعانی والجمل، وأكثر ما يستعمل فی الكتب الالهية، والتفسير يستعمل فيها وفی غيرها ـ وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه الی معان مختلفة الی واحد منها بما ظهر من الادلة ـ وقال الماتريدی: التفسير: القطع علی ان المراد من اللفظ هذا، والشهادة علی الله أنه عنی باللفظ هذا ـ فان قام دليل مقطوع به فصحيح، والافتفسير بالرأی وهو المنهی عنه ـ والتأويل: ترجيح احد المحتملات بدون القطع والشهادة علی الله ـ وقال ابو طالب الثعلبی: التفسير: بيان وضع اللفظ، اما حقيقة او مجازا ـ كتفسير الصراط الطريق والصيب بالمطر والتأويل: تفسير باطن اللفظ ما خوذ من الاول وهو الرجوع لعاقبة الامر ـ فالتأويل اخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير اخبار عن دليل المراد ـ لان اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل ـ

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১-২২২।

২৯১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্ তাবারী (মৃঃ ৩১ হিঃ)।

দ্রঃ কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীঃ), পৃঃ ৯১।

২৯২. তাকী উদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমদ ইব্‌ন আব্দুল হালীম ইব্‌ন তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮ হিঃ/১৩২৪) সিরিয়া প্রদেশের হারান নামক স্থানে ৬৬১ হিঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্রঃ আল্-ইতকান, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ-

১. ‘ইলমে লুগাত ২. ‘ ইল্‌মে নাহু ৩. ‘ ইল্‌মে ছরফ ৪. ‘ইল্‌মে ইশতিয়াক ৫. ‘ ইল্‌মে মা‘আ’নী ৬. ‘ইল্‌মে বাদী’ ৭. ‘ইলমে বয়ান ৮. ‘ইল্‌মে কিরা‘আত ৯. ‘ইল্‌মে উসূলে-দ্বীন ১০. ‘ইল্‌মে উসূলে ফিক্‌হ ১১. আসবাবে নুযূল এবং ‘ইলমে কালাম ১২. ‘ইল্‌মে নাসেখ ১৩. ‘ইলমে ফিক্‌হ ১৪. ‘ইল্‌মে তাফসীরে আহাদীস ১৫. ‘ইল্‌মে ওয়াহবী ও ‘ইল্‌মে লাদুন্নী।

এছাড়া, তিনি কতিপয় ‘আলিমের তাফ্‌সীর ও তার পর্যালোচনা, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে‘ঈনদের তাফসীর, বিভিন্ন শব্দ ও আয়াতের তাফসীর করনের পন্থা, সূফীগণের তাফসীরের রূপ-রেখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ আলোচনা করেন।[২৯৩]

৭৯তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) কতিপয় দুর্বোধ্য ও অপছন্দনীয় তাফসীর সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) মাহমুদ ইবন্ হামযাতুল কারমানী রচিত গ্রন্থের[২৯৪] কথা উল্লেখ করে বলেন, কুর’আনের কতিপয় আয়াতের মর্মার্থ তথা তাফসীর এমন অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য ভাবে করা হয়েছে যে, উহার উপর বিশ্বাস করা অবৈধ। আর এ তাফসীর গুলো উল্লেখ করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, যেন উহা থেকে পাঠক বিরত থাকতে পারে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে ‘আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার বাণী – عسق – حم (হা-মীম- আইন- সীন কাফ)-এর তাফসীর । কেননা ইহার মধ্যকার “ح” দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত ‘আলী ও মু‘আবিয়ার মধ্যকার যুদ্ধ, “م” দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে মারওয়ানের হুকুমত, “ع” দ্বারা বুঝানো হয়েছে ‘আব্বাসীয় শাসন, "س" দ্বারা বূঝানো হয়েছে সুফিয়ানী (উমাইয়া) শাসন, "ق" দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইমাম মাহদী (আঃ) এর নেতৃত্ব।

---

২৯৩. সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭-৫২৬।

২৯৪. উক্ত তাফসীর সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতীর (র) মূল বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"وألف فيه محمود بن حمزة الكرمانى كتابا فى مجلد ين سماه العجائب والغرائب، ضمنه اقوالا ذكرت فى معانى الايات بنكرة لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها الا للتحذير منها ـ من ذالك قول من قال فى" حمعسق" ان الحاء حرب على ومعاوية، والميم ولاية لسفيانيه والعين ولاية العباسيه، والسين ولاية السفايانية والقاف قدوة مهدى -

দ্রঃ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮০তম অধ্যায়

আল-ইতকান ফী 'উলূমি'ল কুর'আনের সর্বশেষ অধ্যায়ে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন[২৯৫] (তাফসীরকারগণের স্তর বিন্যাস) সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এ প্রসংঙ্গে তিনি সাহাবায়ে কিরাম ও তাব'ঈগণের তাফসীর সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন।

এ ক্ষেত্রে কুর'আনের তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন হাদীস ও বর্ণনা করেন।

তিনি কুর'আনের সূরা সমূহের হাদীস ভিত্তিক তাফসীর ও বর্ণনা করেন।[২৯৬]

---

২৯৫. এ' প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ

"اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الاربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وإبى بن كعب، وزيدبن ثابت، وابو موسى الاشعرى، وعبد الله بن الزبير،

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯।

অতঃপর তিনি তাবেয়ী'গণের স্তর বিন্যাস করেন এভাবে ঃ

"قال ابن تيمية :اعلم الناس بالتفسير اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن ابى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم، وكذالك فى الكوفة اصحاب ابن مسعود، وعلماء اهل المدينة فى التفسير مثل زيد بن اسلم الذئ أخذ عنه إبنه عبد الرحمن بن زيد ومالك ابن أنس ـ فمن المبرزين منهم مجاهد ـ

২৯৬. সুয়ূতী, আল্-ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) অন্যান্য অবদান

তাঁর গ্রন্থাবলী

'আল্লামা জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন প্রতিভাধর মহান ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে তাঁর পদচারণা ও অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখনি ছিল শানিত। শিক্ষা জীবন পরিসমাপ্তির পর পাঠ দানকেই তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এ পাঠ দানের সূচনা ঘটে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। জীবনের এক বিরাট অংশ তিনি অধ্যাপনায় কাটিয়ে দেন। আর এ অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় আত্ম নিয়োগ করেন নিরলসভাবে। এ লেখনির মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে পাঠকের হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। এ লিখনি তাঁর অনাবিল কৃতিত্ব। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক যা তাঁর অমর কৃর্তী বহন করে। ফ্লুগেল উইনার গার্ব (Flugel wiener gahrb)-এর মতে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৬১ টি। জামিল বেগ আয়াস তাঁর রচিত 'ইকদুল-জাওয়াহির গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতীর রচনাবলীর সংখ্যা ৫৭৬ টি বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর এ গ্রন্থ তালিকায় পুস্তক, পুস্তিকা, ছোট-বড় সবধরণের রচনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ব্রোকেল ম্যান তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৪১৫টি বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য 'আল্লামা সুয়ূতী তাঁর রচিত "হুসনুল মুহাযারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ" নামক গ্রন্থে স্বীয় রচনাবলীর সংখ্যা ৩০০ বলে উল্লেখ করেছেন।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে 'উলূমু'ল-কুরআন বিষয়ে তাঁর অবদানর কথা আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর প্রণীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১. হাদীস এবং 'উলূমু'ল-হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী

হাদীস শাস্ত্রে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, রিজাল বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, হাদীসের তাখরীজ, হাদীসের মতনের পর্যালোচানা, উসূলুল হাদীস এবং 'উলূমু'ল-হাদীসে তাঁর অবদান অনন্য সাধারণ। তিনি সিহাহ সিত্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ইমাম বুখারী-এর আল-জামি', ইমাম মুসলিম (র)-এর আস্-সহীহ, ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর আস-সুনান, ইব্ন মাজাহ

Dhaka University Institutional Repository

(র)-এর আস্-সুনান, ইমাম নাসাঈ' (র)-এর আস্-সুনান, ইমাম তিরমিযী (র)-এর আল-জামি', ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ, ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মুসনাদ প্রভৃতি গ্রন্থের শরহ্ এবং টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি ইমাম নববী (র)-এর تقريب الراوى নামক 'উলূমু'ল-হাদীস কিতাবের একটি অতি মূল্যবান ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রের উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সংকলকের গ্রন্থের সম্পূরক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। হাদীস সমালোচনায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ইবনু'ল-জাওযী (রঃ) ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও কঠোর হাদীস সমালোচক। ইমাম (র) তাঁর اللالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة এবং النكت البديعة গ্রন্থে ইমাম ইবনুল-জাওযী (র)-এর كتاب الموضوعات-এর হাদীসের পর্যালোচনা করে সেগুলোকে দোষ মুক্ত বলে অভিহিত করেন। নিম্নে হাদীস ও 'উলূমু'ল-হাদীসে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

(١) كشف المغطى فى شرح الموطّا -[১]

(٢) اسعاف المبطا برجال الموطّا -[২]

(٣) التوشيح على الجامع الصحيح -[৩]

(٤) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج -[৪]

(٥) مرقاة الصعود الى سنن أبى داؤد -[৫]

(٦) شرح ابن ماجه -[৬]

---

১. মালিক ইব্‌ন আনাস কর্তৃক রচিত, মুয়াত্তা, (এক খন্ডে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লেখা হয়েছে।)
দ্রঃ সুয়ূতী, হুসনুল-মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।

২. AL-Muwatta by Malik b. Anas.
দ্র ঃ সুয়ূত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯।

৩. বুখারী রচিত আল্-জামি'-আল্-সুন্নাহ, (একখন্ডে)।
দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪০।

৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত 'আলাল মাওদূ'আত, সংকলক, শায়খ 'আমের আহমদ হায়দার, পৃ. ১৪।

৬. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ, ১ম খণ্ড; পৃ. ৩৪০; হাজী খলীফা, কাশফুয-যুনুন, ২য় খণ্ড; পৃ. ১০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

(٧) تدريب الراوى فى شرح تقريب النووى - [৭]

(٨) شرح الفية العراقى - [৮]

(٩) التهذيب فى الروائد على تقريب -[৯]

(١٠) عين الاصابة فى معرفة الصحابة - [১০]

(١١) كشف التلبيس عن قلب اهل التدليس -[১১]

(١٢) توضيح المدرك فى تصحيح المستدرك -[১২]

(١٣) اللا ئى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة - [১৩]

(١٤) النكت البديعات على الموضوعات - [১৪]

---

৭. Al-Taqrib wal taysir limarifat sunan al-bashir al nadhir by yahya Ibn sharaf al-Nawawi,an-abridgement of Ulum al-hadith by uthman bin Abd al-Rahman bin al-salah, ইহা এক খণ্ডে বিভক্ত, এ'গ্রন্থে মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঃ সুয়ূতী ; প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪০; হাজী খলীফা; প্রাগুক্ত; ১খ; পৃ. ৪৬৫;

৮. AL-Alfiyyah fi usul al-hadith, a versification of Ibn al-Salah's ulum al hadith by Abd al Rahim bin al-Husayn al-Iraqi, ইহা একটি ছোট পুস্তিকা।

দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৯. AL-Taqrib wal-taysir limarifat sunan al-basir al nadhir by yahya Ibn sharaf al-Nawawi, an abridgement of 'ulum al-hadith by uthman Ibn Abd al-Raman Ibn al Salah.

দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১০. সুয়ূতী, আননুকাতুল বাদী'আত আলাল মাওদু'আত, পৃ. ১৫।

১১. Idah al-ishkal by 'Abdal Ghawi ibn said al-Azdi.

দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০; হাজী খলীফা, পৃ. ১৪৮৮।

১২. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৩. ইহা 'আল্লামা জাওজীর (রঃ) 'মাওদু'আত' এর সার সংক্ষেপ। মূলতঃ ইহা জাল-হাদীস সংক্রান্ত;

দ্র ঃ সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০; হাজী খলীফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩৪।

১৪. আল্-মাওদু'আত মীন আহাদীস্ আল্-মারফুআত আত বাই 'আবদুর রাহমান ইব্ন 'আলী ইব্ন আল্-জাওযী।

Dhaka University Institutional Repository

(١٥) الذيل على القول المسدّد ـ [১৫]

(١٦) القول الحسن فى الذبّ عن السنن ـ [১৬]

(١٧) لب اللباب فى تحرير الانساب ـ [১৭]

(١٨) تقريب الغريب ـ [১৮]

(١٩) المدرج الى المد رج ـ [১৯]

(٢٠) تذكرة المؤتسى بمن حدث ونسى ـ [২০]

(٢١) تحفة النابه بتلخيص المتشابه ـ [২১]

(٢٢) الروض المكلل والورد المعلل فى المصطلح ـ [২২]

(٢٣) منتهى الامال فى شرح حديث إنما الاعمال ـ [২৩]

(٢٤) المعجزات والخصائص النبوية ـ [২৪]

দ্র ঃ সুয়ূতী হুসনুল-মুহাযারাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড; পৃ. ৩৪০।

১৫. সুয়ূতী, আন্‌-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৬. ইহা ইব্‌ন জাওজীর (রঃ) "আল্‌-মাওদু'আত" গ্রন্থের উপর পর্যালোচনা মুলক লিখিত গ্রন্থ।

দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৭. ইবনুল আসীর উক্ত গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে নামকরণ করেন– আল্‌-সাম'আনী আল্‌-আনসাব।

দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড; পৃ ৩৪৪।

১৮. সুয়ূতী, আন নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড; পৃ. ৩৪০।

হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড; পৃ. ১৬৪৪।

২০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪৪।

২১. Talkhis al-mutashabih by al-khatib al-Baghdadi

: Suy, Ibid, Brock; VOL, P. 401.

২২. সুয়ূতী, আন্‌-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫২।

২৪. এটি মহানবী (সাঃ) এর অলৌকিক ঘটানাবলীও বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্রান্ত বৃহদাকারের পুস্তক।

Dhaka University Institutional Repository

(٢٥) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور-[২৫]

(٢٦) البدور السافرة عن امور الاخرة -[২৬]

(٢٧) ماروا‌ه الواعون فى اخبار الطاعون -[২৭]

(٢٨) فضل موت الاولاد -[২৮]

(٢٩) خصائص يوم الجمعة -[২৯]

(٣٠) منهاج السنة ومفتاح الجنة -[৩০]

(٣١) تمهيد الفرش فى الخصال الموجبة لظل العرش -[৩১]

(٣٢) بزوغ الهلال فى الاخصال الموجبة للظلال -[৩২]

(٣٣) مفتاح الجنة فى الاعتصام بالسنة -[৩৩]

---

২৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪২।

শরহু'স-সুদূর ফী শারহি হালিল-মাওতা ফিল-কুবূর ঃ- এ গ্রন্থটি ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ইমাম কুরতুবী। (মৃত ৬৭২/১২৭৩) রচিত 'কিতাবুল-তাযকিরা বি আহওয়ালিল-মাওতা ওয়া আহওয়ালি'ল-আখিরা" নামক গ্রন্থের আলোকে রচনা করেছেন এবং এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে কিতাবুল বারযাখ। এটি মূলতঃ কবর তথা পরকাল সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস সংকলন। যার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রয়েছে। যার নাম হচ্ছে বুশপা'ল কু'ঈব বিলিকাই'ল-হাবীব। কায়রো সংস্ককরনের টিকায় মুদ্রিত হয়।

২৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৮. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৯. এ গ্রন্থটিতে একশতটি বৈশিষ্ট্যবলী রয়েছে।

দ্র ঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১২৭৮।

৩০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭২।

৩১. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০; হাজী খালীফা; ১খ, পৃ ৪৮৩;

৩২. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, প্রাগুক্ত; পৃ ৩৪০; হাজী খালীফা; প্রাগুক্ত; পৃ ২৪২; ৪৮৪;

৩৩. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, ২য় খণ্ড; পৃ. ১৭৬০।

Dhaka University Institutional Repository

(٣٤) مطلع البدرين فيمن يؤتى أجرين ـ [৩৪]

(٣٥) سهام الاصابة فى الدعوات المجابة ـ [৩৫]

(٣٦) الكلم االطيب ـ [৩৬]

(٣٧) القول الامختار فى الماثور من الدعوات والاذكار ـ [৩৭]

(٣٨) اذكار الاذكار ـ [৩৮]

(٣٩) الطبّ النبوى ـ [৩৯]

(٤٠) كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة ـ [৪০]

(٤١) الفوائد الكامنة فى إيمان السيدة آمنة ـ [৪১]

(٤٢) المسلسلات الكبرى ـ [৪০]

(٤٣) جياد المسلسلات ـ [৪৩]

(٤٤) ابواب السعادة فى اسباب الشهادة ـ [৪৪]

---

৩৪. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১৯।

৩৫. হাজী খালীফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৯।

৩৬. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০৬।

৩৭. আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৩৮. এটি ইমাম নব্বীর 'আযকার' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ।
দ্র ঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৯।

৩৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; হাজী খালীফা; প্রগুক্ত; পৃ. ১০৯৫;

৪০. সুয়ূতী, আন্-নুকতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৪১. সুয়ূতী, আন্-নুকতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৪২. সুয়ূতী, আন্-নুকতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৪৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩।

৪৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

(٤٥) أخبار الملئكة [৪৫]

(٤٦) الثغور الباسمة فى مناقب السيدة آمنة ـ [৪৬]

(٤٧) مناهج الصفا فى تخريج احاديث الشفا ـ [৪৭]

(٤٨) الاساس فى مناقب بنى العباس ـ [৪৮]

(٤٩) در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة ـ [৪৯]

(٥٠) زوائد شعب الايمان للبيهقى ـ [৫০]

(٥١) لم الا طراف وضم الاتراف ـ [৫১]

(٥٢) اطراف الاشراف بالاشراف على الاطراف ـ [৫২]

---

৪৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৪৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১।

৪৭. AL-Shifa fitarif huquq al-Mustafa, by Qadi Iyad Ibn Musa al-Yahsubi.
সুয়ূতী; হুসনুল মুহাযারাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।

৪৮. হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪৯. An abridgement of Muhammad bin al-Rabi al-Jiziz's Tarikh al-sahabah alladhina nazalu Misr with additional material added.
দ্র ঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩১।

৫০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৫১. Tuhfat al-ashraf bimarifat al-atraf by yusuf bin Abd al-Rahman al-Mizzi and al-kashshaf fimarifat al-atraf by Muhammad bin Ali al-Husayni.
এটি আতরাফুল মিজী (mizzi) নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তরূপ, যা হাদীসের শাব্দিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ। ঃ সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১; হাজী খালীফা, ২য় খণ্ড; পৃ. ১৫৬০।

৫২. সুয়ূতী; আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৫৩. এটি মুসনাদ মুয়াল্লাল গ্রন্থ যা ছোট আকারে গ্রন্থাবদ্ধ।
এ গ্রন্থে 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) নবী করীম (সঃ)-এর হাদীস সমূহ সন্নিবেশিত করেন। এ গ্রন্থের আরেক নাম হচ্ছে জাম'উল-জাওয়ামি' বা আল-জামি'উ'ল-কাবীর। পরবর্তীতে তিনি উক্ত গ্রন্থটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করেন যার নাম

Dhaka University Institutional Repository

(٥٣) جامع المسانيد ـ[৫৩]

(٤٥) الفوائد المتكاثرة فى الاخبار المتواترة ـ [৫৪]

(٥٥) الازهار المتناثرة فى الاخبار المتواترة ـ [৫৫]

(٥٦) تخريج احاديث الدرة الفاخرة ـ[৫৬]

(٥٧) تخريج احاديث الكفاية يسمى تجربة العناية ـ[৫৭]

(٥٨) الحصروالاشاعة لاشراط الساعة ـ [৫৮]

(٥٩) الدر المنتشرة فى الاحاديث المشتهرة ـ [৫৯]

(٦٠) زوائد الرجال على تهذيب الكمال ـ [৬০]

(٦١) الدر المنظم فى الاسم المعظّم ـ [৬১]

(٦٢) جزء فى الصلاة على النبى عليه السلام.[৬২]

দিয়েছেন, আল জামি'উস সাগীর মিন হাদীসিল-বাশীরিন্-নাযীর।

ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রীঃ), ২৪তম খণ্ড, (২য় ভাগ), পৃ. ৫১৪, সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪।

৫৪. E.M. Sartain, Ibid, P. 130.

৫৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৫৬. সুয়ূতী, আন্-নকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬।

৫৭. সুয়ূতী, আন্-নকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৫৮. সুয়ূতী; আন্-নকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬।

৫৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।

৬০. সুয়ূতী, আন্-নকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৬১. সুয়ূতী, আন্-নকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৬২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

(٦٣) من عاش من الصحابة مائة وعشرين. [৬৩]

(٦٤) جزء فى اسماء المدلسين ـ[৬৪]

(٦٥) اللمع فى اسماء من وضع. [৬৫]

(٦٦) الاربعون المتباينة–[৬৬]

(٦٧) درر البحار فى الاحاديث القصار–[৬৭]

(٦٨) الرياض الانيقة فى شرح اسماء خير الخليقة–[৬৮]

(٦٩) المرقاة العلية فى شرح الاسماء النبوية–[৬৯]

(٧٠) الاية الكبرى فى شرح قصة الاسراء–[৭০]

(٧١) اربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن إبن عمر– [৭১]

(٧٢) فهرست المرويات–[৭২]

(٧٣) بغية الرائد فى الذيل على مجمع الزوائد–[৭৩]

---

৬৩. সুয়ূতী, আন্-নকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৬৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, পৃ. ৮৪৬।

৬৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬২।

৬৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬, ৫৮।

৬৭. এটি হাদীস সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ('আরবী বর্ণমালা অনুসারে সাজানো) এক খণ্ডে বিভক্ত।
দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬।

৬৮. এটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নামের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ।
দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫।

৬৯. এটি মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র নামের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।
দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

৭০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৭১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৭২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২;।

৭৩. Majma al-zawaid wamanba al-fawaid by Ali bin Abi Bakr bin Hajar al-Haythami;

Dhaka University Institutional Repository

(٧٤) ازهار الاكام فى اخبار الاحكام-৭৪

(٧٥) الهبة السنية فى الهيئة السنية-৭৫

(٧٦) تخريج احاديث شرح العقائد-৭৬

(٧٧) فضل الجلد-৭৭

(٧٨) الكلام على حديث ابن عباس "إحفظ الله يحفظك"-৭৮

(٧٩) اربعون حديثا فى فضل الجهاد- ৭৯

(٨٠) اربعون حديثا فى رفع اليدين فى الدعاء- ৮০

(٨١) التعريف باداب التا ليف- ৮১

(٨٢) العشاريات- ৮২

(٨٣) القول الاشبه فى حديث : من عرف نفسه فقد عرف ربه ৮৩

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০২।

৭৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত; হাজী খালীফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

৭৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪৭।

৭৬. Sarh al-aqwid, a commentary by Masud bin Umar al Taftazani on al Aqaid by Umar bin- Muhammad al Nasafi.

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪৯।

৭৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৭৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৭৯. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৮০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৮১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪২০।

৮২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

(٨٤) كشف النقاب عن الالقاب- ৮৪

(٨٥) نشر العبير فى تخريج احاديث الشرح الكبير-৮৫

(٨٦) من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة-৮৬

(٨٧) ذم زيارة الامراء- ৮৭

(٨٨) زوائد نوادر الاصول للحكيم الترمذى-৮৮

(٨٩) تخريج احاديث الصحاح يسمى فلق الاصباح -৮৯

(٩٠) ذم المكس-৯০

(٩١) اداب الملوك- ৯১

(٩٢) زيادة الجامع الصغير-৯২

---

৮৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬২।

৮৪. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৮৫. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৮৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৪।

৮৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৮।

৮৮. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৮৯. এটি 'আল্লামা জাওহারীর সহীহ্ হাদীস সমূহের সংকলন।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৩।

৯০. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৯১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

৯২. **যিয়াদাতুল-জামিস্-সাগীর** ঃ হাদীস সংক্রান্ত এ গ্রন্থটি মূলত ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর রচিত পুর্বোক্ত আল-জামি'উস সাগীর মিন হাদীসি'ল বাশীরিন্-নাযীর রচিত নামক গ্রন্থের নূতন সংযোজন। এ গ্রন্থটি 'আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী সাজানো। এ গ্রন্থের উপর আব্দুর রহমান আল-মুনাব্বী (মৃ১০৩২/১৬২৩ সাল) একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী (মৃঃ ৯৭৫/১৫৬৭ সাল অথবা ৯৭৭/১৫৬৯ সাল) গ্রন্থটিকে ফিকহি অধ্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন এবং এর নাম করণ করেছেন মানহাজুল-'উম্মাল ফী সুননিল-আকওয়াল ওয়াল-আফ'আল। যার একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। উহার নাম হচ্ছে, আল-ইকমাল। আল-মুত্তাকী তাঁর মানহাজ্ ও আল-ইকমাল গ্রন্থদ্বয়কে

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থাবলী

ফিকহী অভিমতের দিক থেকে 'আল্লমা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন শাফিঈ' মাযহাবের অনুসারী। তিনি এ মাযহাবের সহযোগীতায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে আমরা তাঁর ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর তালিকা উল্লেখ করছি।

(١) الازهار الغضة فى حواشى الروضة-১

(٢) الحواشى الصغرى-২

(٣) مختصر الروضة يسمى القنية-৩

(٤) مختصر التنبيه- يسمى الوافى-৪

(٥) شرح التنبيه-৫

(٦) الاشباه والنظائر-৬

পরবর্তীতে "গায়াতু'ল-'উমমাল ফী সুনানি'ল-আকওয়াল" নামক গ্রন্থে একত্রিত করেছেন।

১. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২. সুয়ূতী, আন নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮;

৩. ইমাম গাযালী রচিত আল-ওয়ায়ি'য, এর উপর লিখিত আবদুল করীম আল্-রাফীয-এর টীকার অতিরিক্ত সংযোজন ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো ইমাম নব্বীর রচিত রাওদাতুত্-ত্বালেবীন (Rawdat al-talibin)

Cf: E. M. Sartain, AL-Tahadduth Binimatillah; (London: 1975), P. 109.

৪. এটি ইবরাহীম ইব্ন "আলী আল-ফিরোজাবাদী আল শিরাজী লিখিত" আত্-তান্বীহ ফিল্-ফিক্হ" নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তরূপ।

দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২।

৫. এতে 'আযান' পর্ব থেকে 'অযূ' পর্যন্ত লেখা রয়েছে– যা আত্-তান্বীহ ফিল-ফিক্হ এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২।

৬. আল্-ইশবাহ্ ওয়ান্-নাযায়ের সাত প্রকার। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারের নাম এবং খুতবা সম্বলিত। যার সামষ্টিক রূপ ইশ্বাহ এবং নাযায়ের। যথা,

১। আল্-মুসা'আদুল 'ইল্লিয়্যাতু ফিল্-ফাওয়ায়েদন্নাহাবি।

২। তাদরীব উলাত-তালাবী ফিদাওয়াবিত্-কালামিল-'আরাবী।

৩। সালদালাতুয্-যাহাবি ফিল-বিনায়ি মিন কালামিল-'আরাবী।

Dhaka University Institutional Repository

(٧) اللوامع والبوارق فى الجوامع و الفوارق-৭

(٨) نظم الروضة يسمى الخلاصة-৮

(٩) شرحه يسمى رفع الخصاصة -৯

(١٠) الورقات المقدمة-১০

(١١) شرح الروض-১১

(١٢) حاشية على القطعة للا سنوى-১২

(١٣) العذب السلسل فى تصحيح الخلاف المرسل-১৩

(١٤) جمع الجوامع-১৪

৪। আল্-লাস উওয়াল-বারকু ফিল-জাম'য়ি ওয়াল-ফারকি।

৫। আত্-তারাযু-ফিল আলগাজ।

৬। ফিল-মানাযিয়াতি ওয়াল-মুজালিসাতি-ওয়াল-মুদরিহাত।

৭। আত্তাবাররুয যায়িব ফিল-আফরাদি ওয়াল-গারায়িবি।

দ্রঃ সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ্, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩; হাজী খালীফা।

৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬৯।

৮. এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। এর মধ্যে 'তাহারাত' পর্বের শুরু থেকে 'সালাত' পর্ব পর্যন্ত প্রায় এক হাজার পংক্তি এবং 'খিরাজ' পর্ব থেকে 'সাদাকাত' পর্ব পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের অধিক পংক্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

৯. মূল গ্রন্থ "শরহ 'আলা মানযুমাতিল-খুলাসাহ্ ফিল-ফিক্হ্"। মূলতঃ ইহা একটি ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি দুখণ্ডে বিভক্ত।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

১০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১৯।

১২. AL-Qitah is perhaps Abd al-Rahim bin Hasan al Asnwis ziyadat alal-minhaj

দ্রঃ হাজী খালীফা প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭৪।

১৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

(١٥) الينبوع فيماراد على الروضة من الفروع-১৫

(١٦) مختصر الخادم يسمى "تحصين الخادم"-১৬

(١٧) تشنيف الاسماع بمسائل الاجماع-১৭

(١٨) شرح التدريب-১৮

(١٩) الكا فى، زوائد المهذب على الواقى-১৯

(٢٠) الجامع فى الفرائض-২০

(٢١) شرح الرحبية فى الفرائض-২১

(٢٢) مختصر الاحكام السلطانية للماوردى-২২

---

১৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৩৪২।

১৫. ইমাম নব্বীর রচিত রাওদাতুত্-ত্বালেবীন (rawdatal talibin) যা ইমাম গাযালী (Ghazalis) রচিত আল-ওয়া'যিয-এর উপর লিখিত 'আবদুল করীম আল-রাফীয-এর টীকার অতিরিক্ত সংযোজন ব্যাখ্যা হিসাবে পরিচিত।

দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ৯২৯।

১৬. এটি 'আল্লামা যারকাশীর (মুহাম্মদ ইবন্ বাহাদুর (Bahadur) আল-যারকাশী লিখিত আল্-খাদিমির (khadim) সারসংক্ষেপ। এখানে তিনি যাকাত পর্ব থেকে 'হজ্জ' পর্বের শেষ পর্যন্ত লিখেছেন।

দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ৩৬০, ৬৯৮।

১৭. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

১৮. আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৯. AL-Muhadhdhab by Ibrahim bin Ali-al-shirazi; al- wafi by Abdallah bin Ahmad al-Nasafi.

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত; হাজী খালীফা; প্রাগুক্ত; ২খ, পৃ. ১৯১৩;

২০. সুয়ূতী, হুসনুন মুহাবারাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

২১. Bughyat al-bahith an jumal al-mawarith (al-Rahbiyyah) by Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Rahbi Ibn al-Mutafanninah.

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

(٢٣) الَّظْفَرُ بقلم الظفر-২৩

(٢٤) الاقتناص فى مسئلة التماص-২৪

(٢٥) المستطرفة فى احكام دخول الحشفة-২৫

(٢٦) السلالة فى تحقيق المقروالا ستحالة-২৬

(٢٧) الروض الا ريض فى طهر المحيض-২৭

(٢٨) بذل العسجهل سؤال المسجد-২৮

(٢٩) الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم- ২৯

(٣٠) القذاذة فى تحقيق محل الا ستعاذة-৩০

(٣١) ميزان المعد لة فى شان البسملة-৩১

(٣٢) جزء فى صلاة الضحى-৩২

(٣٣) المصابيح فى صلاة التراويح-৩৩

---

২২. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা; প্রাগুক্ত; ২খ, পৃ. ১৯১৮।

২৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

২৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৬. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১৬।

২৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

২৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত।

৩০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২৯।

৩২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

(٣٤) بسط الكف فى اتمام الصف-৩৪

(٣٥) اللمعة فى تحقيق الركعة لادراك الجمعة-৩৫

(٣٦) وصول الامانى باصول التهانى-৩৬

(٣٧) بلغة المحتاج فى مناسك الحاج-৩৭

(٣٨) السلاف فى التفصيل بين الصلاة والطواف-৩৮

(٣٩) شد الاثواب في سد الابواب فى المسجد النبوى-৩৯

(٤٠) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة-৪০

(٤١) ازالة الوهن عن مسألة الرهن-৪১

(٤٢) بذل الهمة فى طلب براءة الذمة-৪২

(٤٣) الانصاف فى تمييز الاوقاف-৪৩

(٤٤) انموذج اللبيب فى خصائص الحبيب-৪৪

---

৩৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০২।

৩৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

৩৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬৫।

৩৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১৪।

৩৭. সুয়ূতী, আন্‌-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩৮. সুয়ূতী, আন্‌-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৮।

৪০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫২।

৪১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

৪২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

৪৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

(٤٥) الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم-৪৫

(٤٢) القول المضى فى الحنث فى االمضى-৪৬

(٤٧) القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمنطق-৪৭

(٤٨) فصل الكلام فى ذم الكلام-৪৮

(٤٩) جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب-৪৯

(٥٠) تقرير الاسناد فى تيسير الاجتهاد-৫০

(٥١) رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين-৫১

(٥٢) تنزيه الانبياء عن تسفيه الاغنياء-৫২

(٥٣) ذم القضاء-৫৩

(٥٤)فصل الكلام فى حكم السلام-৫৪

(٥٥) نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر- ৫৫

---

৪৪. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৪৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৮।

৪৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬৫।

৪৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত।

৪৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬১।

৪৯. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৫০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৫১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১০।

৫২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪।

৫৩. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৫৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬১।

৫৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২৬।

Dhaka University Institutional Repository

(٥٦) طى اللسان عن ذم الطيلسان-৫৬

(٥٧) تنوير الحلك فى امكان رؤية النبى والملك-৫৭

(٥٨) ادب الفتيا-৫৮

(٥٩) القام الحجر لمن زكى سباب أبى بكرو عمر-৫৯

(٦٠) الجواب الحاتم عن سوال الخاتم-৬০

(٦١) الحجج المبينة فى التفضيل بين مكة والمدينة-৬১

(٦٢) فتح المغالق من أنت طالق-৬২

(٦٣) فصل الحظاب فى قتل الكلاب-৬৩

(٦٤) سيف النظار فى الفرق بين الثبوت والتكرار-৬৪

---

৫৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা; প্রাগুক্ত; পৃ. ১১১৯;

৫৭. সুয়ূতী; আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৫৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৩।

৫৯. এটি রাফেজীদের অভিযোগের জবাবে লিখা গ্রন্থ।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

৬০. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮।

৬১. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩২।

৬২. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩৫।

৬৩. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬০।

৬৪. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক। হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্হ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা। তিনি 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী রচনা করেন। নিম্নে আমরা তাঁর উক্ত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রদান করলাম।

(١) شرح الفية ابن مالك يسمى البهجة المضية فى شرح الالفية[১]

(٢) الفريدة فى النحو والتصريف والخط–[২]

(٣) النكت على الا لفية والكافية والشافية والشذور والنزهة[৩]

(٤) الفتح القريب على معنى اللبيب–[৪]

---

১. এটি ইব্‌ন মালিকের "আলফিয়্যাহ" গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

দ্রঃ সুয়ূতী, পৃ. ২০, প্রাগুক্ত।

২. ইহার মূল নাম "আল-ফরদা"।

দ্রঃ সুয়ূতী, পৃ. ২০, প্রাগুক্ত।

৩. AL-Alfiyyah by Ibn Malik, al kafiyah by Ibn al Hajib, al Safiyah by the same author, Saudhur al- dhahab by Ibn Hisham, Nuzhat al tarf fi ilm al sarf by Ahmad bin Muhammad al-maydani.

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত।

৪. Mughni'l-labib an hutub al-a'arib by Ibn Hisam

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত।

৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

৬. জাম'উল-জাওয়ামী' ফিন্-নাহবি ওয়াত্-তাছরীফ ওয়াল-খাত্তি, অনুরূপ আর একটি গ্রন্থও রচিত হয়নি।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৮।

৭. এটি দুখন্ডে বিভক্ত, দ্রঃ পৃ. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

৮. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৯. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১১. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১২. সুয়ূতী, আন নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত; পৃ. ২১।

১৩. সুয়ূতী, পুর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৪. সুয়ূতী, পুর্বোক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১০।

Dhaka University Institutional Repository

(٥) شرح شواهد المغنى-৫

(٦) جمع الجوامع-৬

(٧) شرحه يسمى همع الهوامع-৭

(٨) شرح الملحة-৮

(٩) مختصر الملحة-৯

(١٠) مختصر الالفية ودقائقها-১০

(١١) الاخبار المروية فى سبب وضع العربية-১১

(١٢) المصاعد العلية فى القواعد النحوية-১২

(١٣) الاقتراح فى اصول النحو وجدله-১৩

(١٤) رفع السنة فى نصب الزنة-১৪

(١٥) الشمعة المضيئة-১৫

(١٦) شرح كافية ابن مالك-১৬

(١٧) در التاج فى اعراب مشكل المنهاج-১৭

(١٨) مسألة ضربى زيدا قائما- ১৮

(١٩) السلسلة الموشحة-১৯

---

১৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৬. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৭. Minhaj al-talibin by al-Nawawi an extract from al-rafiis al-Muharrar.
দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭৪।

১৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৯. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

(٢٠) الشهد- ২০

(٢١) شذا العرف فى اثبات المعنى للحرف-২১

(٢٢)التوشيح على التوضيح-২২

(٢٣) السيف الصقيل فى حواشى ابن عقيل-২৩

(٢٤) حاشية على شرح الشذور-২৪

(٢٥) شرح القصيدة الكافية فى التصريف-২৫

(٢٦) قطرالندا فى ورود الهمزة للندا-২৬

(٢٧) شرح تصريف العزى-২৭

(٢٨) شرح ضرورى التصريف لابن مالك-২৮

(٢٩) تعريف الاعجم بحروف المعجم-২৯

---

২০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

২২. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৩. Ibn Aqills commentary an te Al fiyya of Ibn Malik.
দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২; ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১৭।

২৪. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ২১।

২৭. Tasrilzz al-din Ibrahim bin Abd al waahhb al- zanjani; দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

২৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮৭।

২৯. Suyuti: E. M. Sartain, Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

(٣٠) نكت على شرح الشواهد للعينى-৩০

(٣١) فجرالثمد فى اعراب اكمل الحمد-৩১

(٣٢) الزند الورى فى الجواب عن السوال السكندرى-৩২

(٣٣) المظهرفى علوم اللغة-৩৩

---

৩০. সুয়ূতী ; আন নুকাতুল বাদীআত, প্রাগুক্ত; পৃ. ২১;

৩১. Extract from Ramz al-asrar fi masalat akmal by Muhammad bin sulayman al kafiyaj

Cf: suyuti: Ibid.

৩২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত।

৩৩. ইমাম সুয়ূতী (রঃ) এ গ্রন্থে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাবলীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এটি তাঁর ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ক এক অনবদ্য রচনা।

জামা'উল্-জাওয়ামি।

Dhaka University Institutional Repository

উসূল, 'ইলমুল-বয়ান এবং 'ইলমুত-তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থাবলী

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) 'ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় অবাধ বিচরন করেন। তিনি উসূল শাস্ত্রে বূৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি পুস্তক রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেন। এতদভিন্ন বালাগাত, ফাসাহাত, 'ইলমুল-বয়ান ইত্যাদি বিষয়েও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 'ইলমে তাসাউফ সম্পর্কেও তাঁর চর্চা ছিল অসামান্য। তাই তিনি 'ইলমে তাসাউফ আয়ত্ব করতঃ উহা সম্পর্কে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে আমরা উক্ত বিষয়গুলোর উপর রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করলাম

(١) شرح لمعة الاشراق فى الاشتقاق-১

(٢) الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع-২

(٣) شرحه-৩

(٤) شرح الكوكب الوقاد فى الاعتقاد৪

(٥) نكت على التلخيص يسمّى الافصاح৫

(٦) عقود الجمان فى المعانى والبيان-৬

(٧) شرحه-৭

১. Lumal al-ishraq fi amthilat al-ishtaqaq by ali bin Abdal-kafi al-subi.
Cf: Suyuti; Ibid, p. 134.

২. এটি ইবনুস্-সাবাকী কর্তৃক প্রণীত জাম'উল-জাওয়ামী' নামক গ্রন্থের কাব্যরূপ। এতে ১৫০০ পংক্তিমালা রয়েছে। দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২৪।

৫. Suy, E. M. Sartain, Ibid, P. 134.

৬. সুয়ূতী, আন্-নুনাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৭. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

(٨) شرح ابيات تلخيص المفتاح- ৮

(٩) مختصره-৯

(١٠) نكت على حاشية المطول لابن االفنرى رحمه الله تعالى-১০

(١١) حاشية على المختصر-১১

(١٢) البديعية-১২

(١٣) شرحها-১৩

(١٤) تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية-১৪

(١٥) تشييد الاركان فى لبس فى الامكان ابدع مما كان-১৫

(١٦) درج المعالى فى نصرة الغزالى على المنكر المتغالى-১৬

(١٧) الخير الدال على وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال-১৭

---

৮. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৯. এটি "হুসনুল মুহাযারাহ-ফি-আখবারি মিসরি ওয়াল-কাহিরা" এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৬৬৭; ২য় খণ্ড, ৯৫৪।

১০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১১. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১২. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পূর্বোক্ত পৃ. ২২।

১৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

১৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০।

Dhaka University Institutional Repository

(١٨) مختصر الاحياء-১৮

(١٩) المعانى الدقيقة فى ادراك الحقيقة-১৯

(٢٠) النقاية فى اربعة عشر علما-২০

(٢١) شرحها- ২১ (٢٢) شوار دالفوائد-২২

(٢٣) قلائد الفرائد-২৩

(٢٤) نظم التذكرة ويسمى الفلك المشحون-২৪

(٢٥) الجمع والتفريق فى الانواع البديعية-২৫

---

১৮. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭০।

২০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭০।

২১. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২২. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২৪. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত; পৃ. ২২।

২৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ)-সমুদয় অবদানের মধ্যে অন্যতম অবদান হচ্ছে তাঁর রচিত ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী। সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) জীবন-চরিত রাবীগণের জীবন-চরিত, তাফসীর কারগণের জীবন-চরিত, খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকালসহ ইতিহাস সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি তিনি 'ইলমে নাহু, 'ইলমে সরফ, কবি-সাহিত্যিকদের জীবন-পরিক্রমা নিয়ে এক সাহিত্যের ভাণ্ডার তৈরী করেন। নিম্নে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণ পেশ করছি ঃ

(١) تاريخ الصحابة-১

(٢) طبقات الحفاظ-২

(٣) طبقات النحاةا لكبرى-৩

(٤) والوسطى-৪ (٥) والصغرى-৫

(٦) طبقات المفسرين-৬

---

১. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আইনুল্-ইসাবা, পৃ. ৩৫।

২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত; এ' গ্রন্থটি মূলত: ইমাম আয্-যাহাবী রচিত তাবাকাতুল হুফফাজ নামক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) হাফিজদের জীবন চরিত আলোচনা করেন। এটি দামেশক হতে ১৩৪৭ হিজরীত প্রকাশিত হয়।

৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৫. এ গ্রন্থটি এক খণ্ডে বিভক্ত।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৬. ইহা মূলতঃ বিশুদ্ধ অংশ বিশেষ। দ্রঃ সুয়ূতী; প্রাগুক্ত। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী মুফাসসিরিনে কিরামের জীবন চরিত আলোচনা করেছেন সম্পাদনা, A Meursinge, এ গ্রন্থটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়।

দ্রঃ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(٧) طبقات الاصوليين-৭

(٨) طبقات الكتاب-৮

(٩) حلية الاولياء-৯

(١٠) طبقات شعراء العرب-১০

(١١) تاريخ مصر (حسن المحاضرة)১১

(١٢) تاريخ الخلفاء-১২

(١٣) تاريخ اسيوط-১৩

(١٤) معجم شيوخى الكبير يسمى "حاطب ليل وجارف سيل"-১৪

---

৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯৬।

৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৬।

৯. ইহাকে তাবাকাতুল-আওলিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯০।

১০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০২।

১১. ইহা এক খণ্ডে বিভক্ত। সুয়ূতী, প্রাগুক্ত। ইহা মিসরের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ। লিথু কায়রো, ১৮৬০ খৃঃ, পুনরায় কায়রো ১২৯৯/১৩২১ হিঃ এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।) দ্রঃ প্রাগুক্ত।

১২. ইহা এক খণ্ডে বিভক্ত। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ গ্রন্থটি কলিকাতা থেকে ১৮৫৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো থেকে ১৩০৫/১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, লাহোর থেকে ১৮৭০ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং দিল্লী থেকে ১৩০৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

১৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬৫।

১৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৮; ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১৪।

১৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩৫।

১৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

(١٥) المعجم الصغير يسمى "المنتقى"-১৫

(١٦) ترجمة النووى-১৬

(١٧) ترجمة البلقينى-১৭

(١٨) الملتقط من الدرر الكامنة-১৮

(١٩) تاريخ العمر، وهو ذيل على انباءالغمر-১৯

(٢٠) رفع االبأس عن بنى العباس-২০

(٢١) النفخة المسكية والتحفة المكية على نمط عنوان الشرف-২১

(٢٢) درر الكلم وغرر الحكم-২২

(٢٣) ديوان خطب-২৩

(٢٤) ديوان شعر-২৪

(٢٥) المقامات- ২৫

---

১৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭, ৩৯৪।

১৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৮; ২য় খণ্ড, পৃ ১৮১৪।

১৯. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২০. সুয়ূতী পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১২।

২১. Unwan al-Sharaf by ismail bin Abi Bark bin al-Muqri al-yamani

দ্রঃ সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬৯।

২২. হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৮।

২৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২৪. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২৫. হাজী খালীফা, পৃ. ২৩; প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

(٢٦) الرحلة الفيومية-২৬

(٢٧) الرحلة المكية-২৭

(٢٨) الرحلة الدمياطية- ২৮

(٢٩) الوسائل الى معرفة الاوائل-২৯

(٣٠) مختصر معجم البلدان-৩০

(٣١) ياقوت الشماريخ فى علم التاريخ-৩১

(٣٢) الجمانة، رسالة فى تفسير الفاظ متداولة- ৩২

(٣٣) مقاطع الحجاز-৩৩

(٣٤) نور الحديقة من نظم القول- ৩৪

(٣٥) المجمل فى الرد على المهمل-৩৫

---

২৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প. ৮৩৬।

২৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত।

২৮. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২৯. আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩০. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩১. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩২. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৪. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

(٣٦) المنى فى الكنى–৩৬

(٣٧) فضل الشتاء–৩৭

(٣٨) مختصر تهذيب الاسماء للنوروى–৩৮

(٣٩) الاحوبة الزكية عن الالغاز السبكية – ৩৯

(٤٠) رفع شان الحيشا–৪০

(٤١) احاسن الاقباس فى محاسن الاقتباس–৪১

(٤٢) تحفة المذاكر فى النتقى من تاريخ ابن عساكر–৪২

(٤٣) شرح بانت سعاد–৪৩

(٤٤) تحفة الظرفاء باسماء الخلفاء–৪৪

---

৩৬. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৭. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৮. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৯. AL-ALghaz by Abd al-wahhab bin Ali al Subki;
দ্রঃ হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৪০. A continuation of Tanwir al-ghabash fi fadl al-sudan al habash by Abd al-Rahman bin Ali bin al-jawzi
সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১০।

৪১. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪২. Tarikh Dimashq by Ibn Asakir.
সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৩. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৪. ইহা একশত পংক্তি বিশিষ্ট কাসিদা, সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(٤٥) قصيدة رائية–৪৫

(٤٦) مختصر شفاء الغليل فى ذم الصاحب والخليل–৪৬

(٤٧) الاشباه والظائر النحوية–৪৭ (٤٨) بغية الوعاة–৪৮

(٤٩) الاخبار المروية فى سبب وعد العربية–৪৯

---

৪৫. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৬. সুয়ূতী, আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৭. ইহা একটি 'আরবী ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ। ইমাম সুয়ূতী (র) 'ইলমে নাহু তথা 'আরবী ব্যাকরনের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইহা ৪ খণ্ডে সমাপ্ত। এটি ১৩১৬-১৩১৭ হিজরীতে হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

৪৮. কায়রো সং ১৩২৬ হি। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (র) প্রসিদ্ধ অভিধানবীদগণের জীবন চরিত এবং তাদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৪৯. ইমাম সুয়ূতী এ' গ্রন্থে 'ইলমে নাহু তথা আরবী ব্যাকরণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত যে সকল র্বণনা রয়েছে তা সংকলন করেছেন। এটি ১৩২০ হিজরীতে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রাগুক্ত;

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশে ইমাম সুয়ূতীর (রঃ) রচনাবলী

হিজরী অষ্টম শতকের শেষ দিকে 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) রচনাবলী বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা ও রয়েছে যে, একবার তাঁর জনৈক সাথী তাঁর সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখেন। পরে তিনি তা শায়খ সালিহ্ মহীবুদ্দীন ফাইউমির[১] (যিনি জামে' 'আমর সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে মানুষকে উপদেশে দিতেন) নিকট বর্ণনা করলে তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত্যুর পূর্বেই 'আল্লামা সুয়ূতীর শিক্ষা, জ্ঞান ও অন্যান্য প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক সে বছরই পাশ্চাত্য থেকে প্রখ্যাত সম্মানিত সূফী ইয়াহ্ইয়া ইবন আবী বকর ইব্ন মাজহুদ আল-মুছাররাতীকে[২] নিয়ে 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁর রচনাবলী থেকে "তাক্‌মিলাতুত্-তাফসীরিস্ শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী," শরহে আলফীয়াতুল-মা'আনী" এবং শরহে আন্-নিকায়াত" ও "আল-কালিমুত্-তাইয়্যিবাহ" ক্রয় করতঃ নিজ দেশে নিয়ে যান।

অতঃপর উক্ত ব্যক্তি ৮৮২ হিজরীতে তার ভাইকে সাথে নিয়ে পুনরায় তাঁর নিকট আসেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনি তাঁর যে রচনাবলী ইতোপূর্বে নিয়েছেন তা তার দেশের মানুষ সানন্দে গ্রহণ করেছে এবং এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও চলছে।

তিনি তাঁর রচনাবলী থেকে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে স্বদেশে নিয়ে গেলেন।

১. আল্-ইতকান ফী 'উলূমি'ল কুর'আন ।

২. আত্ তাওশীহ্ 'আলা'ল জামি'উস সহীহ্।

৩. তারীখু'ল খুলাফা এবং আল্-বাদী'আত ইত্যাদী।

হিজরী ৮৭৪ সালে তাঁর পিতার জনৈক বন্ধু[৩] সিরিয়া (শাম), হালবিয়া, রোম, বসরা, ইস্তাম্বুল এবং

---

১. Muhammad bin Ahmad al-fayyumi (d. 873/1468).

Cf: Sakh. D, Vol. 6, P. 3/3.

২. Yahya bin Abi Bakr al-Misurati. Unidentified.

Cf: E. M. Sartain. Ibid, P. 155.

৩. Al-Dawudi gives the name of this friend of al-Suyutis father as shihab al-din bin al-Tabbakh. I have been unable to find this biography in al-sakhawis al-Daw'al-lami (Although it is surely there some where.). He must be al shihab bin al-tabbakh Ahmad bin Ibrahim bin khidr bin sulayman bin Ahmad al-Qahiri

Dhaka University Institutional Repository

আমীরে ইয়াশবুক জামালীর দূতের[8] নিকট যান। তিনি তাঁর সঙ্গে ইমাম সুয়ূতীর (রঃ) নিম্নোক্ত রচনাবলী ও নিয়ে যান।

(ক) আল্-ইত্কান (খ) জম'উল জাওয়ামী' ফীল-'আরাবিয়্যাহ এবং (গ) উহার শরাহ "নাজমু-জাময়ী'ল-জাওয়ামী' ফীল-উসূল",[৫] তার শরাহ, "আলফীয়্যাতুল মা'আনী"[৬] এবং তার শরাহ, "আন্-নিকায়াহ", তার শরাহ, "শরহুল তাকরীব", আসবাবুন্ নুযুল[৭] ওয়া উসূলুন্-নাহভী"[৮], শরহু আলফীয়্যাতিল-'ইরাকী, আলফীয়্যাতুল-হাদীস,[৯] শারহু আল-ফীয়্যাহ ইব্‌ন মালিক, আলফীয়্যাতুন-নাহভী[১০] আল্ ইশবাহু ওয়ান-নাযায়িরু, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ ৮৭৪ হিজরী থেকে ৮৯০ হিজরী সাল পর্যন্ত মিশর থেকে সিরিয়া এবং সিরিয়া থেকে মিসর কিছু না কিছু লোক আসত এবং প্রত্যেক বার কমপক্ষে বিশটি বা তদূর্ধ রচনাবলী নিয়ে যেত। ফিরে এসে আবার অন্যগুলো নিয়ে যেত। এভাবে তাঁর রচনাবলীর বিস্তৃতি ঘটে।

এ উদ্দেশ্যেই সিরিয়া থেকে নূর উদ্দীন ইব্‌ন বায়তার নামক[১১] একজন শিক্ষার্থী ইমাম সুয়ূতীর নিকট আসেন যার হস্তাক্ষর ছিল সুন্দর। ইমাম সুয়ূতী তাঁকে তার নিজের কাছেই রেখে দিলেন। তাঁর কাছে তিনি এক বছরের ও অধিক সময় অবস্থান করেন। তিনি তাঁর রচনাগুলো থেকে ত্রিশটির ও বেশী রচনা লিখে

---

al-Shafi (d. 891/1486), who is mentioned by Abd al Basit bin khalil al-Hanafi in his Noayl al- amal fi dhayl al-Duwal, V2, p 35;

Cf: Suyuti, E. M. Sartain, "Al tahadduth Binimatillah," jalal-al-din al-Suyuti, Biography and Background, (London: 1975), Vol. 2, P. 155.

8. Yashbeg al-Jamali (d. 901/1495).

Cf: Sakh. D. Vol. 10, P. 276; Ibn Iyas, Badai, Vol. 3, P. 310.

৫. Al-Kawkab al-Sati Fi nazm jam al-jawami.

Cf: Suyuti, E. M. Sartain; Ibid, P. 155.

৬. 'Uqud al-juman. Ibid, P.155.

৭. Lubab al-nuqul fi asbab al-nuzul. Ibid, P. 155.

৮. al-Iqtirah fi usul al-nahw wa jadalih.

৯. Nazm al-dunar fi ilm al-athar. Ibid, P. 155.

১০. al-Faridah. Ibid, P. 155.

১১. Nur al-din bin al-Baytar, Al-Dawudi gibes his first name as Ali, Unidentified.

Cf: Ibid, P. 155.

Dhaka University Institutional Repository

নেন এবং তা নিয়ে সিরিয়ায় ফিরে গেলেন। পরবর্তীতে আবার আসলেন এবং পুনরায় আরো বিশটির ও বেশী রচনা লিখে স্বদেশে ফিরে যান।

৮৭৯ হিজরীতে 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) কিছু সংখ্যক ছাত্র হিজাজে ভ্রমন করেন এবং তার রচিত "আল ইশবাহ্ ওয়ান্-নাযায়ের" (الاشباه و النظائر) গ্রন্থটি নিয়ে যান। তখন কিছু ইয়ামানী শিক্ষার্থী ঐ গ্রন্থটি লিখে নিজেদের দেশে চলে গেলেন। আর তা দেখে হিজাযের কাজী ইব্‌ন যহীরা[১২] তার একটি কর্পি লিখে নিতে চেয়েছেন। এটি ছাড়াও তিনি তাঁর বন্ধু 'শায়খ 'আবদুল কাদের ইব্‌ন শা'বানের"[১৩] নিকট" শরহু আলফিয়্যা ইব্‌ন মালিক", "তাক্‌মিলাতুত্-তাফসীরি জালালুদ্দীন মহল্লী এবং "আলফিয়্যাতুল-হাদীস" গ্রন্থগুলো চেয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন। আর তিনিও তা তাঁকে লিখে পাঠিয়ে দেন।

এরপর তার একজন ছাত্র ৮৮৭ হিজরীতে তাঁর কিছু রচনা নিয়ে তাদের নিকট যান এবং তার নিকট থেকে তারা তা ক্রয় করেন। রচনাগুলো হলো আল ইতকান, শরহুল বুখারী[১৪] এবং শরহু আলফিয়্যাতিল-মা'আনী" ইত্যাদি।

ইব্‌ন আবু সা'আদাত[১৫] নামক একজন ব্যক্তি (যিনি প্রধান বিচারক ছিলেন) 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) কবিতা "আলফীয়াতুল-হাদীস" লিখেন এবং তাঁর সামনেই তা পাঠ করেও শোনান। অতঃপর তাঁর রচনা "খাসাইসুস সুগরা[১৬] গ্রন্থটি নিয়ে স্বীয় দেশে ফিরে যান।

---

১২. Ibrahim bin Ali bin zuhayrah, (d. 891/1486).

Cf: Sakh. D. Vol. 1, P. 88-99.

১৩. Abd al-Qadir Ibn Ali Ibn Shaban (d. 892/1487).

Cf: Ibid, Vol. 4, P. 277-8.

১৪. al-Tawshih ala'l Jami al-sahih.

Cf: E. M. Sartain, Ibid, P. 157.

১৫. Abu'l-Makarim Muhammad bin Abi'l-Qasim 'Abdal-karim bin Abi'l-saadat Muhammad bin zuhayrah.

Cf: Sakh. D. Vol. 8, P. 74-5; Vol. 11, P. 257; no date fo death given.

১৬. Unmudhaj al-Labid fi khasais al-habid.

Cf: E. M. Sartain, Ibid, 157.

Dhaka University Institutional Repository

৮৮৮ হিজরীতে তাঁর আরেকজন শিষ্য তাঁর রচিত গ্রন্থ "আত্-তাফসীরুল-মাসুরা[১৭] সহ কিছু রচনা নিয়ে হিজাযে যান। অতঃপর হিজায বাসীরা তার কাছ থেকে তা ক্রয় করে নেয়। এ' বছরেই শায়খ শাম'আনীর ছেলে তাঁর উস্তাদ "আব্দুর রহমান"[১৮] তাঁর কিছু রচনাবলী এবং "আল-মু'জিযাত"-এর অংশ বিশেষ নিয়ে হিজায যাওয়ার পর সেখানকার অধিবাসীরা তা ব্যাপক হারে ক্রয় করে। ফলে, গোটা 'আরব এবং সিরিয়া তাঁর রচনাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

এ' সময় ভারতীয় রাজদূত[১৯] খলীফা "মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহির"[২০] দরবারে এসে কিছু গ্রন্থ চেয়েছেন। অতঃপর খলীফা ইমাম সুয়ূতীকে তাকে দেয়ার জন্য 'আব্বাসীয় বংশের মর্যাদা সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করার অনুরোধ জানান। সে মোতাবেক ইমাম সুয়ূতী (রঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের কালিতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ভারতীয় সুলতানের নিকট তা পাঠানো হয়।

৮৮২ হিজরীতে উক্ত দেশগুলোতে জনৈক ব্যক্তি 'আল্লামা সুয়ূতীর রচনা গ্রন্থ "কিতাবুল-বারযাখ,' "নাজমু-জামি'উল-জাওয়ামী'," আন্-নিকায়া", যিল্লুল 'আরশি"[২২] নিয়ে ভ্রমনে যান। অতঃপর তাঁর গ্রন্থাবলী সে সব দেশে পৌঁছলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগে। এরপর তাদের থেকে একজন শায়খ "আন্-নিকায়া' নামক পুস্তকটি লিখে তাঁকে পড়ে শোনান। অতঃপর স্বদেশে যাওয়ার সময় তিনি সাথে করে "আল-ইত্কান", খাসাইছুস্ সুগরা," "শরহু নিকায়া" এবং "ইসরারুত তানযীল", ইত্যাদি নিয়ে যান।

---

১৭. Al-Durr al-Manthur fi'l-tafsir al-ma'thur. Ibid, 157.

১৮. Abd al-Rahman bin Ahmad al-shumunni.

Cf: Sakh. D. Vol. 4, P. 58, no date of death given.

১৯. This is perhaps the visit of an ambassador from India wich is recorded by Ibn iyas among the events of shaban 884/1479. Sakh, D, Vol. 4, P. 236-7.

Cf: E. M. Sartain, Ibid, P. 157.

২০. ' Abd al 'Aziz bin yaqu al-Mutawakkil ala llah (d. 903/1497).

Cf: E. M. Sartain, Ibid, P. 157.

২১. Sakh al-Sudur bisharh hal al-mawta wal-qubur.

; E. M. Sartain; Ibid; P 158;

২২. Tamhid al-Farsh fi'l-khisal al-mujiah lizill al-arsh. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী ৮৮৯ সালে উক্ত দেশেগুলো থেকে একটি প্রতিনিধি দল মিসরে আগমন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সুলতান, বিচারক এবং শিক্ষার্থী। তারা সকলেই ইমাম সুয়ূতীর নিকট আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞান ও হাদীস আহরণ করেন। তাঁরা তাঁর কিছু গ্রন্থও তাঁকে পড়ে শোনান। তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর বিশটির ও অধিক গ্রন্থ নিয়ে যান। যেমনঃ শরহুল বুখারী," "শারহুত তাকরীব," আল মু'জিযাত," "আল্-বুদূরুস-সাফিরাহ 'আনিল-ওরাইল-আখিরা", তারিখুল-খুলাফা," "আল্-ইস্লীল ফী ইস্তেমবাতিত-তানযিল", আল্ফীয়্যাতুল হাদীস, "আল্ফীয়্যাতুন্-নাহবী," শরহ্ আল্ফয়্যিাতু ইব্ন মালিক," শরহ আলফীয়্যাতু আল্-মা'আনী," "শরহ্ নাজমি জাম'উল-জাওয়ামী'," "তানাসুকুদ্দুরারি ফী তানাসুবিস্-সু'আরী," আল্-বাদিআ," "হাব্লুল্-ওয়াতীক", ইত্যাদি।[২৩]

হিজাযের কাজীর চাচাত ভাইয়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিশিষ্ট খাদেম তাঁর জন্য বিশেষ হাদীয়া নিয়ে আসেন এবং তাঁর নিকট অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাঁকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রদানের জন্য সুলতানকে সুপারিশ করেন। অতঃপর ইমাম সুয়ূতী (র) সুলতানকে অনুরোধ জানালে তিনি তা করেন। অবশেষে তিনি তার জন্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সে বছর যিল্কদ মাসে ভারতীয় সুলতান মুহীব উদ্দীন নিয়ামত উল্লাহ্ ইয়াযদীর[২৪] প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাথে (সুয়ূতী) সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে তাঁর কিছু রচনা (রচিত গ্রন্থ) সংগ্রহ করেন। অতঃপর উক্ত মন্ত্রী তাঁর সাথে রওজায় (সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর রওযায়) সাক্ষাত করেন। তিনি তাঁর সাথে তার "জাম'উল-জাওয়ামী'" গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান থেকে আলোচনা করলে পরে উক্ত মন্ত্রি তাকে একজন বিশিষ্ট পন্ডিত বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাঁর উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি তাঁর (সুয়ূতী) মুখ থেকে কিছু শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাঁর 'আশারিয়াতী (عشاريات) সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং লিখার অনুমতিও তাঁকে দেন। তিনি তাঁকে (সুয়ূতী) মৃত খরগোশ কিংবা সে জাতীয় প্রাণীর চামড়া ব্যবহারের বৈধতা সম্পর্কে একটি গবেষণা মূলক গ্রন্থ লেখার অনুরোধ জানান। 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তার অনুরোধ ক্রমে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং উক্ত গ্রন্থের নাম দিয়েছেন "তুহফাতুল্-আন্জাবি বিমাস্'আলাতিস-সানজাবি।[২৫]

মূলতঃ ইমাম সুয়ূতী (রঃ) রচিত গ্রন্থাবলী তৎকালীন সময়ে আরব সহ প্রাচ্যও পাশ্চাত্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে, প্রত্যেক জ্ঞান পিপাসুর নিকট তা ছিল এক পথ নির্দেশনা।

২৩. Sututi, Ibid, P. 158.

২৪. Nimatallah al-yazdi. unidentified.
Ibid, P. 159.

২৫. Ibid. P. 159.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) মিসরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কামালুদ্দীন ছিলেন তৎকালীন যুগের এক প্রথিতযশা 'আলিম। তিনি ছিলেন 'শায়খুনিয়া' নামক জ্ঞান কেন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক। তাঁর মাতা ছিলন এক বিদূষী মহিলা। ৮৪৯ হিজরী সালের রজব মাসের প্রথম রাত্রিতে মাগরিব নামাযের পর পিতার গ্রন্থাগারে মা তাকে জন্ম দেন। এ কারণে তাঁকে গ্রন্থ-পুত্র (اِبْنُ الكُتُبْ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর সাত মাস তখন তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ৮ বছরের কম বয়সে তিনি কুর'আন মাজীদ হিফয্ করেন। এরপর তিনি অল্প বয়সেই الفقه منهاج, العمد এবং ألفية ابن مالك কণ্ঠস্থ করে নেন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। তিনি শায়খুল ইসলাম আল-বুলকায়নী, শরফুদ্দীন আল-মুনাবী, তাকিয়্যুদ্দীন আশ্-শিবলী, শিহাবুদ্দীন আশ-শারমাসহী প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ শায়খগনের নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন যুগের ঐতিহ্য অনুসারে তিনি জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত 'আলিমগণের নিকট গমন করেন। তিনি শিক্ষার্জনের জন্য যে সকল দেশ সফর করেন তন্মধ্যে সিরিয়া, হিজায, ইয়ামন, মরক্কো, মিসর, দিম্য়াত প্রভৃতি অন্যতম। তাঁর শায়খগণের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ জন।

তিনি ইসলামী জ্ঞানের সাতটি শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এগুলো হচ্ছে, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, 'ইলমুন-নাহ্ব,'ইলমুল-মা'আনী, 'ইলমুল-বায়ান এবং 'ইল্মুল-বাদী'।

তাঁর সময়কাল ছিল মামলূক সালতানাতের পতনযুগ। তিনি বুরজিয়্যাহ মামলূক শাসনামলে সুলতান আয-যাহির জাকমাকের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। বুরজিয়্যাহ রাজবংশের সূচনা করেন সার্কাসিয়ান বংশোদ্ভূত বারকূক বুরজী। এ বংশের সুলতানগণের মোট সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। তাদের রাজত্বকাল ছিল ১৩৪ বছর।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ)-এর জীবদ্দশায় মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল গোলযোগপূর্ণ ও অস্থিতিশীল। এ সময়ের সুলতানগণের চরিত্র ও যোগ্যতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। কতিপয় সুলতান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক এবং কতিপয় ছিলেন অযোগ্য ও বিশ্বাসঘাতক। শাসকগণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করত না। তাদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অনুপস্থিত। ফলে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা ছিল অতি দূর্বল। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কডাগামা উত্তমাশা আওরিন প্রদক্ষিণ করে পুর্ব ভারত বর্ষের দিকে সমুদ্রাভিযান করেন। অন্যদিকে পর্তুগীজগণ লুহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে মুসলিম বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বিধ্বস্ত করলে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিসরের সামুদ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যহত হয়। এ কারণে মিসর অর্থনৈতিকভাবেও বিপদগ্রন্থ হয়ে পড়ে।

তাঁর সময়কালে মামলূক শাসিত মিসর ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আধূনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি তৎকালীন মিসরে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ব্যাপক চর্চা হত। বিশেযতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা। এগুলোতে কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ ইত্যাদিসহ ইল্‌মে দ্বীনের শিক্ষাদান করা হত। সুফীগণের অবস্থানের জন্য ছিল খানকা। তৎকালীন অনেক পণ্ডিত সুফীবাদ বিশ্বাস করতেন। এ যুগে তাঁর সময়ে আধূনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অংকশাস্ত্র, জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য, স্থাপত্য শিল্প, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মিসরীয়গণ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। তবে শিক্ষা উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশে কতিপয় সমস্যাও ঐ সময় পরিলক্ষিত হয়। সমস্যাগুলোর অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটি।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন সফল ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁর যশ্-খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট এসে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- যয়নুদ্দীন 'উমর ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আলী আস-সিমা' আল-হালবী আশ্-শাফি'ঈ, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল'আলকাযী আশ্-শাফিঈ', শামসুদ্দীন আর-কায়মী, 'আব্দুল ওহ্‌হাব আশ্‌শি'রানী, মুহাম্মদ আদ্‌দাউদী, মুহাম্মদ আশ্-শামী, মুহাম্মদ ইবন্ আহমদ প্রমূখ।

দীর্ঘদিন যাবৎ হাদীস সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি শিক্ষা দান করেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থ্ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক ও স্বনাম ধন্য লেখক। 'উলূমুল-কুর'আন, 'ইলমে হাদীস, ইতিহাস, ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ, মাকামা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ্ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। 'উলূমুল-কুরআন বিষয়ে তিনি এক অনন্য সাধারণ ও অনবদ্য গ্রন্থ্ রচনা করেন। যার নাম হচ্ছে- "আল ইতকান ফী-'উলূমি'ল কুর'আন।" তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান যুগান্তকারী। পূর্বসূরী 'আলিমগণের ন্যায় আত-তাফসীর বিল-মা'সূর পদ্ধতিতে তাঁর রচিত আদ-দুররুল-মা'সুর গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রে এক অনবদ্য সংযোজন। এ গ্রন্থ্ অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন

Dhaka University Institutional Repository

পাঠকের নিকট এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন হচ্ছে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস এবং তা মহানবী (সঃ)-এর এক অনন্য মু'জিযা।

তাঁর রচিত তাফসীরে জালালাঈন হচ্ছে এক অনন্য তাফসীর গ্রন্থ। তিনি এ তাফসীরের শেষার্ধ রচনা করেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ শব্দ দ্বারা তিনি এটি প্রণয়ন করেন। গোটা মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ উপমহাদেশে সকল দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর এ তাফসীর অদ্যাবধি সিলেবাস ভূক্ত। তাঁর উক্ত তাফসীর গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই কুর'আনের মূল মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তাঁর সমকালীন 'আলিমগণের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। অনেকগুলো বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করার সৌভাগ্য তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন আপন যুগের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান আকাশের উজ্জল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। তিনি নিজেকে মুজতাহিদ ও নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ দাবী করেন। এ দাবীর পেছনে তিনি যথার্থ যুক্তিও পেশ করেছেন। অবশ্য তাঁর এ দাবী তৎকালীন 'আলিম সমাজের কেউ কেউ মেনে নিতে চায়নি।

'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তি। যা তিনি সত্য বলে মনে করতেন তা তিনি অকপটে প্রকাশ করতেন। আর যা তিনি অসত্য মনে করতেন দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি তার প্রতিবাদও করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দ্বীনি দৃষ্টিভংগীতেই বিচার করতেন। এ কারণেই ইসলামী শরি'আহ-এর বিভিন্ন মাসআলা ও ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে সে সময়ের বিভিন্ন 'আলিমের সাথে তাঁর মত বিরোধও সৃষ্টি হয়। এমনকি তাঁর পিতা কামালুদ্দীনের সাথেও কোন এক ফিক্হী মাসআলায় তাঁর মতবিরোধ হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাদীসের বিশুদ্ধতা, খুলফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কিরামের জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাই তিনি বস্তু নিষ্ঠ তথ্য সহকারে উক্ত বিষয়ের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, যা পরবর্তীদের জন্য প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছে।

একজন সমাজ সচেতন হিসেবে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) তৎকালীন মিসরের জীবন যাত্রা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি বিষয় নিয়েও গবেষণা, পর্যালোচনা ও পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত حسن المحاضرة فى ملوك مصر والقاهرة এ বিষয়ে এক উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ।

গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে 'আল্লামা সুয়ূতীর (রঃ) বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি বিভিন্ন যুক্তি ও দলীল সহকারে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনানুসারে রাসূলুল্লাহ্র(সাঃ) হাদীসের উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈগণের বক্তব্য, বিভিন্ন প্রামান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা অনুসরন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফিকহী মাযহাবের দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন শাফিঈ' মাযহাবের অনুসারী। তাই তাঁর ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে শাফিঈ' অভিমতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন করতেন।

বস্তুতঃ 'আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) ছিলেন একজন প্রখ্যাত তাফসীরকার, বিশ্বস্ত রাবী, রিজালবিদ, হাদীস সমালোচক, ফিক্হবিদ, সুসাহিত্যিক, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা, নিরপেক্ষ জীবনীকার এবং একজন আদর্শ শিক্ষক। তাঁকে পরিমাপ করতে হলে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীকে ব্যাপক ভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। শার'ঈ জ্ঞানের সাথে সাথে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও ছিলেন পারদর্শী। জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনায়ও ছিলেন শানিত। মুজাদ্দিদ দাবী করার বিষয়টি বিতর্কিত হলেও তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন মুজতাহিদ– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী, উর্দূ

আ

আল-কুরআনুল কারীম

'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী — হুসনুল-মুহাদারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ কায়রোঃ ১৩২১/১৯০৩।

,, — হুসনুল-মুহাদারাহ ফী আখবারি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮/১৯৯৭।

,, — তাবাকাতুল-হুফফায, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪/১৯৯৪।

,, — আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন, মিসরঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ১৩৭০/১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

,, — আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন, কায়রো, তাঃ বিঃ।

,, — বুগয়াতুল-'উয়াত, দারু-ইহইয়াইল-কুতুবিল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

,, — বুগয়াতুল-'উয়াত, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল-আসরিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

,, — লুব্বুল-লুবাব, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১/১৯৯১।

,, — আত্-তাহাদ্দুস বিনিমাতিল্লাহ, কায়রোঃ তাঃ বিঃ।

,, — আন্-নুকাতুল-বাদী'আত, বৈরুতঃ দারুল-জিদান, ১ম সংস্করণ, ১৪১১/১৯৯১।

,, — তাবাকাতুল-মুফাস্সিরূন, কায়রোঃ মাতবা'আতু-ওয়াবাহ, ১৩১৬/১৯৭৬।

,, — আদ্-দুরারুল-মানসূর, কায়রোঃ ১৩১৪ হিজরী।

,, — আদ্-দুরারুল-মানসূর, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩/১৯৮৩।

,, — তাদরীবুর-রাবী ফী শারহি তাকরীবুন-নওয়াভী, মিসরঃ খাইরিয়া প্রেস, ১৩০৭ হিজরী।

,, — তাফসীরে জালালাইন, ভারতঃ নওল কিশোর প্রেস, ১৩১৭ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

,, তারীখুল-খুলাফা, দিল্লীঃ মাকতাবাতু-ইশাআতিল-ইসলাম, তাঃ বিঃ।

,, আত্-তাওশীহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০/১৯৯৮।

,, তানভীরুর-হাওয়ালিক আলাল-মুওয়াত্তা মালিক, বৈরুতঃ মীযান মারকেট, তাঃ বিঃ।

,, আল-ইকলিল ফী ইসতিম্বাত, কুয়েতঃ আল-মাকতাবাতুস-সাকাফিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

,, আল্লা-আলিল-মাসনুআহ ফীল আহাদিসীল-মাওদু'আহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১/১৯৯১।

,, আল-আশবা ওয়ান-নাযাইর, বৈরুতঃ দারু-ইয়াহ্ইয়াউত্-তুরাসিল-'আরাবী, তাঃ বিঃ।

আবুল-বরাকাত 'আব্দুল্লাহ নাসাফী — মাদারিফুত্-তানযীল ওয়া হাকাইকুত-তাবীল, দেওবন্দঃ ইদারা-ই-ফিক্র-ইসলামী, তাঃ বিঃ।

আবুল মাহাসিন হুসাইনী — যায়লু তাযকিরাতিল-হুফফায, দিমাশকঃ মাতবা'আতুত-তাওফীক ১৩৪৭ হিজরী।

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার আল-বায়দাবী — আন্-ওয়ারুত-তানযীল ওয়া আসরারুত্-তাবীল, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তাঃ বিঃ।

'আব্দুল কাদির নুয়াইমী — আদ-দারিস ফী দারীখিল-মাদারিস, দামিশ্কঃ মাতবাআতুত্-তুর্কী ১৩৬৭ হিজরী।

'আব্দুল করিম আস্-সাম'আনী — আল-আনসাব, বৈরুতঃ দারুল-জিনান, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

,, আল-আনসাব, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৮।

'আব্দুর-রহমান আল-জাযারী — কিতাবুল-ফিকহ্ 'আলা-মাযাহিবিল আরবা'আহ, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দুল হিকাম — ফাতহু মিস্র ওয়া আখবারিহা, লিডেনঃ মাতবা'আহ ব্রীল, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

আইউব 'আলী, মুহাম্মদ, ডক্টর — 'আকীদাতুল-ইসলাম ওয়াল-ইমামুল-মাতুরীদী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৩।

'আব্দুল গণী, আল-গুনায়মী — শারহুল-'আকীদাতিত-তাহাবী, দিমাশকঃ দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল হক, শায়খ	মুকাদ্দিমাহ, লাহোরঃ মাকতাবাহ্ মুস্তাফাই, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল হাসান আস-সাখাভী	তুহ্ফাতুল-আহ্বাব ওয়া বুগয়াতু-তুল্লাব ফিল-খিতাতি ওয়াল-মাযারাত ওয়াত-তারাজুম ওয়াল বুকাইল মুবারাকাত, কায়রোঃ মাতাবাউল-'উলূম ওয়াল আদাব, ১৩৫৬/১৯৩৭।
আহমদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-খাযরাজী	খুলাসাতুত-তাযহীবিল কামাল, বুলাকঃ ১৩০১ হিজরী।
আহমদ শালাবী, ডক্টর	মাউসুআত-তারীখিল ইসলামী ওয়াল-হাদারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, কায়রোঃ মাকতাবাতুন-নাহদাতিল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।
আহমদ দাউদ 'আলী	'উলূমুল-কুরআন ওয়াল-হাদীস, আম্মান, দারুল-বাশারিয়্যাহ ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।
আহমদ ইবন মুহাম্মদ আত-তাহাবী	শারহ মা'আনিল-আসার, করাচীঃ এডুকেশনাল প্রেস, ১৩৯০/১৯৭০।
আহমদ আবূ 'আব্বাস আল-কাল কাশান্দী	কিতাবু সুবহিল-আশা, কায়রোঃ আমীরিয়্যাহ প্রেস, ১৩৩২/১৯১৪।
'আমীমুল ইহসান, মুফাতী	তারীখ-ই-ইসলাম, ঢাকাঃ কলটোলা, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।
আহম্মদ মুস্তফা যাদাহ তাশ কুবরা	মিফতাহুস-সা'আদাহ ওয়া মিসবাহুস-সিয়াদাহ, হায়দারাবাদঃ ১৩৫৬ হিজরী।
আল-হারাবী	কিতাবুয-যিয়ারাত, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।
আল-হুসাইনী	তাবাকাত আল-হুফফাজ, দামেস্কঃ ১৩৪৭ হিজরী।
আল-আনরাবী	নুযহাতুল-আলিববা ফী তাবাকাতিল-উদাবা, কায়রোঃ ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।
'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ আল-ইয়াফি'ঈ	মিরআতুল-জিনান ওয়া ইবরাতুল-ইয়াকযান, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল-মা'আরিফিল উসমানিয়াহ ১৩৩৭ হিজরী।
,,	মিরআতুল-জিনান ওয়া ইবরাতুল-ইয়াকযান, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭।
আল-মাকরীযী	কিতাবুস-সুলূক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল-মুলূক, বৈরুতঃ দারুস-সাদির, নতুন সংস্করণ, তাঃ বিঃ।
আনীস ইব্রাহীম, ডক্টর	আল-মু'জামুল-ওয়াসীত, দেওবন্দঃ কুতুব খানা হুসাইনিয়াহ তাঃ বিঃ।
আবূ মুহাম্মদ হুসাইন আল-বাগাভী	মা'আলিমুত-তানযীল, মিসরঃ ১৩৩১ হিজরী
আবূ বকর আহমদ আল-জাসসাস,	আহকামুল-কুরআন, লাহোরঃ সুহাইল একাডেমী,তাঃ বিঃ।
আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আর-রাযী	মাফাতিহুল গায়িব, (আত-তাফসীরুল কাবীর) বৈরুতঃ তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ লাইছ নছর ইবন মুহাম্মদ, সমর কান্দী	তাফসীর বাহরুল 'উলূম, তাঃ বিঃ।
আবূ হাইয়্যান	আল-বাহরুল মুহীত, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর ১৪১২ হিজরী।
,,	আল-বাহরুল-মুহীত, মাতবা'আতুস-সা'আদাহ ১৩২৮ হিজরী।
আবূ বকর আল-বাকিল্লানী	ই'জাযুল-কুরআন, মিসরঃ মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭০/১৯৫১।
আস'আদ তালস, মুহাম্মদ	মাকালাতুল-মাখতূতাত ওয়া খাযানাতুহা ফী হালব, কায়রোঃ তাঃ বিঃ।
আস-সুবকী	তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা, কায়রোঃ ১৩২৪ হিজরী।
আশ-শারানী	আল-মীযানুল-কুবরা, কায়রোঃ তাঃ বিঃ।
'আলী ইবন আবী বকর আল-মারগিনানী	আল-হিদায়াহ, দিল্লীঃ মাকতাবাতু রশিদিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।
'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী আল-জুরযানী	তা'রীফাত, ইস্তাম্বুলঃ আহমদ কামিল, ১৩২৭ হিজরী।
'আলী ইবরাহীম হাসান	মিসর ফীল-আসরুল-ওয়াসতী, কায়রোঃ মাকতাবাতুন-নাহযিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।
'আলী ইবন মুহাম্মদ আল-বুযদূবী	আল-উসূলুল-বাযদূবী, পাকিস্তানঃ তাঃ বিঃ।

ই

ইবন আয়াস	তারিখী মিসরঃ কায়রোঃ ১৩১১ হিজরী।
ইবনুল-'আরাবী	আল-য়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির, কায়রোঃ ১৩০৬ হিজরী।
ইবন 'আবদ রাব্বিহ 'ইকদ	কায়রোঃ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।
ইবন 'আব্দিল-বার	জামি'উল-বায়ানিল-'ইলম ওয়া ফাযলিহী, আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাতুস-সাউদিয়্যাহ, দারু ইবনুল-জাওযী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৮।
ইবন আবী হাতিম	আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল-'আরবী ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ।
ইবন আবী হাতিম	আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।
ইবনুল-আলূসী, খায়রুদ্দীন	জামাউল-আইনাইন ফী-মুহাকামাতিল-আহমাদাইন, মাতবা'আতুল মাদানী ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন ইয়াস	বাদা'ই'উয-যুহূর ফী ওয়া'ইদ-দুহর, কায়রোঃ ২য় সংস্করণ, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।
ইবনুল-'ইমাদ	শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, কায়রোঃ ১৩৫০/১৯৩২।
ইবনুল-ওয়ারদী	তারীখু ইবনিল-ওয়ারদী, মিসরঃ ১২৮৫ হিজরী।
ইব্‌ন কাসীর, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা	তাফসীরিল-কুরআনিল-'আযিম, মিসরঃ দারু-ইয়াহ্ইয়াইত-তুরাসিল-'আরাবী, তাঃ বিঃ।
,,	আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭।
,,	আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রোঃ তাঃ বিঃ।
,,	রিসালাতুল-ইজতিহাদ ফী তলাবিল-জিহাদ, কায়রোঃ মাতবা'আতুল আবীল হাওল ১৩৪৭ হিজরী।
,,	ইখতিসারুল 'উলূমিল-হাদীস, মিসরঃ মাকতাবাতু মুহাম্মদ 'আলী সুবাহই ওয়া আওলাদিহি ১৩৭৭ হিজরী।
,,	আস-সীরাতুন-নবভীয়্যাহ তাহকীকঃ মুস্তাফা 'আব্দুল ওয়াহিদ, কায়রোঃ মাতবা'আতুল-হালাবী ১৩৮৪ হিজরী।
,,	ফাদাইলু-কুরআন, কায়রোঃ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী ১৩৭১ হিজরী।
,,	মাওলাদু রসূলিল্লাহ, বৈরুতঃ দারুল-কিতাবিল-জাদীদ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।
,,	আল-মুখতাসার ফী আখবারিল-বাশার, মিসরঃ আল-মাতবা'আতুল হুসাইনিয়া ১৩২৫ হিজরী।
ইব্‌ন হাজর 'আসকালানী	আদ-দুরারুল-কামিনাহ ফী-আয়ানিল-মিয়াতিছ-ছামিনাহ, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতিল-মা'আরিফ ১৩৪৮ হিজরী।
,,	লিসানুল মীযান, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।
,,	আনবাউল-'উমর বি-আবনাইল গুমর, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল-মা'আরিফিল-'উছমানিয়্যাহ, ১৩৫০ হিজরী।
,,	আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।
,,	তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১৪১৫ হিজরী।
,,	তাকরীবুত-তাহযীব, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

,, গারীবুল-হাদীস বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ, তাঃ বিঃ।

,, বুরুল-মারআম, দিল্লীঃ মাকতাবাতু-'ঈশাআতুল-ইসলাম, তাঃ বিঃ।

ইবন খাল্লিকান. ওয়াফাইয়াতুল-আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয-যামান, কায়রোঃ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ওয়াফাইয়াতুল-আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয-যামান, বৈরুতঃ দারুস সদর তাঃ বিঃ।

ইবন খালদূন আল-মুকাদ্দিমাহ, বৈরুতঃ দারুল-কলম, ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবন তাইমিয়্যাহ মিনহাজুস-সুন্নাতি নাবাবিয়্যাহ, তাঃ বিঃ:

ইবন নাদিম ফিহরিসত, বৈরুতঃ মাকতাবাতুল-খাইরাত ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

,, ফিহরিসত, আল-মাকতাবাতুল-আযহারিয়া, কায়রোঃ ৩য় সংস্করণ, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবন ফারহুন আদ-দীবাজুল মাযহাব ফী আয়ানিল-মাযহাব, মিসরঃ মাতবা'আতুল-মাঅহাদ ১৩৫১ হিজরী।

ইবন ফাহাদ, তকী উদ্দীন মুহাম্মদ লাহযুল-আলহায-বিযায়লি তাবাকাতিল-হুফফায, দামিশকঃ মাতবাআতুত-তাওফীক, ১৩৪৭ হিজরী।

ইবন সা'দ আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ ১৪১০ হিজরী।

ইবন মানযূর, জামালুদ্দীন আফরীকি লিসানুল-'আরব, বৈরুতঃ দারু-ইয়াহইয়া আত-তুরাসিল-'আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবন রাজাব, যায়লু তাবাকাতিল-হানাবিলা, মিসরঃ মাতবা'আতুস-সুন্নাতিল-মুহাম্মদীয়া ১২৭২ হিজরী।

ইবন তাগরী বারদী আন-নুযূমুয-যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসরা ওয়াল-কাহিরাহ, কায়রোঃ দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাহ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

,, মুফাকাহাতুল-খিল্লান ফী হাওদিসিয-যামান, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুসতাফা, কায়রোঃ ১৩৮১/১৯৬২।

ইবন তুলূন আল-কালাইদ আল-জাওহারিয়্যাহ তাঃ বিঃ।

ইবন শাকির উয়ূনুত-তাওয়ারীখ, তাঃ বিঃ।

ইবন শাকির ফাওয়াতুল-ওয়াফাত, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন শাহীন	জুবদাত কাশফ আল-মামলিক, তাঃ বিঃ।
ইবন পাশা, মুহাম্মদ	ফিহরিসত, মাকতাবাতি কুবরিলী যাদাহ তাঃ বিঃ।
ইব্ন নাসিরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর	আর-রদ্দুল ওয়াফির, মিসরঃ মাতবা'আত কুর্দিস্তান আল-'ইলমিয়্যাহ ১৩২৯ হিজরী।
ইব্ন নাজীম	আল-আশবাহ ওয়ান্-নাযার, দিল্লীঃ কুতুব খানাহ ইশাআতিল-ইসলাম, তাঃ বিঃ।
ইব্ন শাকির আল-কুতবী	যায়লু-ফাওয়াতিল-ওয়াফাইয়াত, কায়রোঃ মাতবা'আতুস্-সা'আদাহ, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।
ইউসুফ আল-মিযযী	তাহযীবুল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।
ইয়াকুত আল-হামাভী	মু'জামুল-বুলদান, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ
,,	মু'জামুল-উদাবা, কায়রোঃ ২য় সংস্করণ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।
ইবরাহীম মাদকূর, ডক্টর	আল-মু'জামুল ওয়াজীয, মিসর, মাজমা'উল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যাহ ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।
ইসমাঈল পাশা বাগদাদী	ইযাহুল-মাকনূন, ইস্তাম্বুলঃ ওকালাতুল-মা'আরিফ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।
,,	ইযাহুল-মাকনূন, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।
ইসমাইল পাশা বাগদাদী	হাদীয়াতুল-আরিফীন ফী আছমাইল-মু'আল্লিফীন ওয়া মুসান্নিফীল, ইস্তাম্বুলঃ অকালাতুল-মা'আরিফ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।
,,	হাদীয়াতুল-আরিফীন ফী আছমাইল-মু'আল্লিফীন ওয়া মুসান্নিফীল, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।
ইসমাঈল ইবনুল-মালিক ইমামুদ্দীন	তাকভীমুল-বুলদান, প্যারিসঃ দারুত্-তাবা'আতিস্-সুলতানিয়্যাহ, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ।
ইযযাত হাসান	ফিহরিসাতু মাখতুতাতিয-যাহিরিয়্যাহ, দামিশকঃ ১৩৮১ হিজরী।
ইব্নুল আসীর	উসুদুল-গাবাহ, মিসরঃ দারুশ-শা'ব, তাঃ বিঃ।
,,	আল-লুবাব ফী-তাহযীবিল-আনসাব, কায়রোঃ মাতবা'আতুল-কুদসী ১২৫৮ হিজরী।
,,	আল-কামিল, মিসরঃ মাতবাআতুল-আযহারিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩০১/১৮৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল-'আরাবী	আহকামুল-কুরআন, বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ, তাঃ বিঃ।
ইবনুল-হাসান নীশাপুরী নিজামুদ্দীন	গারাইবুল-কুরআন ওয়া রাগাইবুল-ফুরকান, বৈরুতঃ দারুল-মা'আরিফাহ ১৪০৬ হিজরী।
ইবনুল-জাযরী, আবুল খায়ের মুহাম্মদ	মুস'আদুল-আহম্মদ ফী খাতমি মুসনাদিল-ইমাম আহম্মদ, কায়রোঃ দারুল-মা'আরিফ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।
ইবনুল-জাওযী	আল-মুনতাযাম, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।

উ

'উমার রিযা কাহ্হালাহ	মু'জামুল-মুঅল্লিফীন, বৈরুতঃ মাকতাবাতুল-মসনা, তাঃ বিঃ।
,,	মু'জামুল-মুঅল্লিফীন, বৈরুতঃ দারু-ইয়াহ্ইয়াত-তুরাসিল-'আরাবী, তাঃ বিঃ।

ক

কতুবী	ফাতওয়া, কায়রোঃ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

খ

খায়রুদ্দীন যিরাকলী	আল-আ'লাম, বৈরুতঃ দারুল-'ইলম-লিল-মালাইন, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।
,,	আল-'আলাম, কায়রোঃ ১৯৫৪-১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।
খাওয়ানসারী	রওজাতুল-জান্নাত, হায়দারাবাদঃ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

জ

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ জা'ফর হুসায়নী	তারীখ কাবীর, কলিকাতাঃ ফারহাম-ই-ইরান যামীন, পাণ্ডলিপি।
জামালুদ্দীন আস-নুবী	তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ, তাহকীকঃ 'আব্দুল্লাহ জুবূরী, বাগদাদঃ ১৩৯০ হিজরী।
জুরজী যায়দান	আদাবুল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যাহ কায়রোঃ দারুল-হিলাল ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ত

তাহা জাবীর আলওয়ানী, ড.	আল-ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ, কায়রোঃ দারুল-আনসাব, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ফ

ফুয়াদ সীযগীন	তারীখুত-তুরাসিল-ইসলামী, অনুবাদঃ মাহমুদ ফাহমী হিজাযী, ইদারাতুছ্-ছাকাফাহ ওয়ান-নাশর, জামিআতু মুহাম্মদ ইবন সাউদ, আরব ১৪০৩/১৯৮৩।
ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী	আল-মুফহারাস লি আলফাযিল-কুরআনিল-কারীম, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৪/১৪১৪হিজরী।

ন

নিজামুদ্দীন শামী	জা'ফর নামা, বৈরুতঃ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।
নাজমুদ্দীন আল-গাযী	আল-কাওয়াকিবুস্-সায়িরাহ, বৈরুতঃ মাতবাআতুল-আমিরিয়্যাহ, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ব

ব্রকেলম্যান	তারীখুল-লুগাতিল-আদাবিল-'আরাবিয়্যাহ লাইডেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।
বুসতানী, ফুয়াদ	দায়িরাতুল-মা'আরিফ, বৈরুতঃ ১৯৫৬ হিজরী।
বুতরুস-বুসতানী	দায়িরাতুল-মা'আরিফ, বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ, তাঃ বিঃ।
বদরুদ্দীন 'আইনী	'উমদাতুল-কারী, কৈরুতঃ দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।
বিরযালী, ইলুমুদ্দীন	মু'জামুশ্-শুয়ূখ, তাঃ বিঃ।
বায়জাবী, কাযী নাসিরুদ্দীন	আনওয়ারুত্-তানযীল ওয়া আসরারুত-তাবীল, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, তাঃ বিঃ।

ম

মান্না-আল-কাত্তান	মাবাহিস ফী 'উলূমিল-কুরআন, বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর-রিসালাহ ১৪০৬/১৯৮৩।
মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী	সহীহুল বুখারী, দিল্লীঃ আসাহহুল-মাতাবী, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত্-তিরমিযী	জামি'উত্-তিরমিযী, দেওবন্দঃ তাঃ বিঃ।
মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী	জামি'উল-বয়ান ফী তাফসীরিল-কুরআন বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ তাঃ বিঃ।
মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন 'আকীল মূসা	ই'জাযুল-কুরআনিল-কারীম বায়নাল-ইমাম আস-সুয়ূতী ওয়াল-'উলামা, জিদ্দাঃ দারুল-আন্দালুস, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭।
মুহাম্মদ খতীব আলাউদ্দীন	আল-ইকমাল, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ শফীক গারবাল	আল-মাওসুআতুল-'আরাবিয়্যাতিল-মুআসসিয়্যাহ, বৈরুতঃ দারু-ইয়াহইয়াইত-তুরাসিল-'আরাবী, তাঃ বিঃ
মুহাম্মদ 'আলী সাবূনী	আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল-কুরআন, বৈরুতঃ 'ইলমুল-কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫ হিজরী।
মুহাম্মদ 'আব্দুল আযীয আল-খাওলী	মিফতাহস-সুন্নাহ, মিসরঃ আল-মাতবাআতুল-'আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩০৭/১৯২১।
মুহাম্মদ রশীদ রিযা	তাফসীরে মানার, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।
মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ কুরতুবী	আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন মিসরঃ আল-হাইয়্যাতুল-মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ ইবন জাফর কাতানী	আর-রিসালাতুল-মুসতাতরফাহ, দামিশকঃ দারুল-ফিকরিল-'আরাবী ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ কারদ 'আলী	কুনুযুল-আজদাদ, তাঃ বিঃ।
মুহাম্মদ ইবন তুলুন	আলামুল-ওয়ারা বি-মান ওয়াল্লা নায়িবান মিনাল-আতরাক বিদিমাশ্‌ক আশ্‌-শামিল-কুবরা, দিমাশ্‌কঃ মাতবাআ'তুর-রসমিয়্যাহ, ১৩৮৩ হিজরী।
মুহাম্মদ আবূ যুহরাহ	তাইমিয়াহ হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ওয়া আরাউহু ওয়া ফিকহুহু কায়রোঃ দারুল-ফিকর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ বদরুদ্দীন যারকাশী	আল-বুরহান ফী 'উলূমিল-কুরআন, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ 'আব্দুল আযীম যারকানী	মানাহিলুল-'ইরফান বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ ছাবিত আল-ফিন্‌দী	দায়িরাতুল-মা'আরিফিল-ইসলামিয়্যাহ, কায়রোঃ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ সাব্বাগ, ডক্টর	আল-হাদীসুন নবভী, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৬/১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ।
মুহাম্মদ ইবন 'আলী শাওকানী	আল-বাদরুত-তালী' বিমাহাসিনি মান বাদাল কার নিস-সাবি', কায়রোঃ মাতবা'আতুস-সা 'আদাহ ১৩৪৮ হিজরী।
মুহাম্মদ ইবন 'আলী শাওকানী	আল-বাদরুত-তালী' বিমাহাসিনি মান বাদাল কার নিস-সাবি', বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালী	ইয়াহইয়া-ই-'উলূমিদ-দীন, বৈরুতঃ দারুল-খায়র, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩/১৯৯৩।
মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল-বাকী	আল-মু'জামুল-মুফহারাস লি-আলফাযিল-কুরআনিল-কারীম, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪১৪/১৯৯৪।
মুহাম্মদ আস-সাখাভী	আদ-দাওউল-লামি ফী আহলিল-কারনিত তাসি, কায়রোঃ ১৩৫৫/১৯৩৬।
,,	আদ-দাওউল-লামি ফী আহলিল-কারনিত তাসি, কায়রোঃ মাকতাবাতুল-কুদসী ১৩৫৩ হিজরী।
,,	ফাতহুল-মুগীস, দারুল-ইমামিত্-তাবারী, ২য় সংস্করণ, ১৪১২/১৯৯৬।
মুসলিম ইবন্ হাজ্জাজ	আস-সহীহ লি-মুসলিম, লাহেরঃ শায়খ গোলাম 'আলী এন্ড সন্স, তাঃ বিঃ।
মাহমূদ আলূসী	রুহুল-মা'আনী ফী তাফসীরিল-কুরআনিল-'আযীম ওয়াস্-সাবইল মাছানী, মুলতানঃ মাকতাবাতু ইমদাদিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।
মাহমূদ ইবন্ 'উমার যামাখশারী	আল-কাশশাফ আন-হাকাইকি গাওয়ামিদিত-তানযীল ওয়া উয়ূনিল-আকাবীল ফী উযূহিত্-তাবীল, বৈরুতঃ দারুল-কিতাবিল-'আরাবী, তাঃ বিঃ।
মাস'উদী	মরূজুয্-যাহাব, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।
মোল্লা জিওন	নুরুল-আনওয়ার, করাচীঃ মাতবা'আতুস-সাউদিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।
মোল্লা 'আলী আল-কারী	মিরকাতুল-মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ, মূলতানঃ মাজলিসু ইশা'আতিল-মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৬/১৯৬৬।

য

যাহাবী	দুওয়ালুল-ইসলাম, হায়দারাবাদঃ ১৩৩৭ হিজরী/১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

র

রিযক সালিম মাহমুদ	আসরু সালাতিনিল-মামালীক, কায়রোঃ মাতবা'আতুত্-তাওয়াককুল ১৩৬৬ হিজরী।
রাগিব ইস্পাহানী	আল-মুফরাদাত ফী-গারীবিল কুরআন, মিসরঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ল

লুইস মালুফ — আল-মুনজিদ ফীল-লুগাহ্ ওয়াল-আ'লাম, বৈরুতঃ দারুল- মাশরিক, ২৮তম সংস্করণ ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ

শাকির আহমদ, মুহাম্মদ — আল-বাইসুল-হাছীছ, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

,, — তাহকীকঃ মুসনাদুল-ইমাম আহমদ, কায়রোঃ দায়িরাতুল-মা'আরিফ ১৩৭১ হিজরী।

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী — তাযকিরাতুল-হুফফায, হায়দারাবাদঃ ১৩৩৪ হিজরী।

,, — সিয়ারু আ'লাম-আন-নুবালা, বৈরুতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭/১৯৯৬।

,, — মীযানুল ইতিদাল, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

,, — আল-'ইবার, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

,, — মু'জামুল মুখতাস, আলীগড়ঃ মাখতূতাতু মাকতাবাতি-আযাদ, তাঃ বিঃ।

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আলী আদ্-দাউদী — তাবাকাতুল-মুফাসিসরীন, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ তাঃ বিঃ।

স

সুবহী সালিহ, ডক্টর — 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, বৈরুতঃ দারুল-'ইলম লিল-মালা'ঈন ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

সুবহুল-আশা, কায়রোঃ আমীরিয়াহ প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৩৩২/১৯১৪।

সালাহুদ্দীন খালীল আস্-সাফাদী — আল-ওয়াফী বিল ওয়াফইয়াত, ইস্তাম্বুলঃ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

,, — আয়ানুল-আসর, তাঃ বিঃ।

হ

হুসাইন যাহাবী, ডক্টর — আত্-তাফসীর ওয়াল-মুফাসিসরুন, দারুল-কুতুবিল-হাদীস ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

হুসাইন যাহাবী, ডক্টর — আত্-তাফসীর ওয়াল-মুফাসিসরুন, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী খলীফা — কাশফুয-যুনূন আল-আছামিল কুতুব ওয়াল-ফুনূন, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১৪০২/১৯৮২।

,, — কাশফুয-যুনূন আল-আছামিল কুতুব ওয়াল-ফুনূন, ইস্তাম্বুলঃ ১৩৬০/১৯৪১।

হামযাহ, 'আব্দুর রাযযাক — মুকাদ্দামাতু আল-বাইছুল হাছীছ, মিসরঃ মাকতাবাতু মুহাম্মদ 'আলী সুবাহই, ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আয়সিসকোঃ মানসুরাতুল-মানযামাতুল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৫।

উর্দূ দায়েরাতুল মাআরিফ, লাহোরঃ তাঃ বিঃ।

বাংলা উৎস

আবুল আলা মওদূদী — ইসলামী রেনেসা আন্দোল, আনুবাদঃ আব্দুল মান্নান তালিব, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

,, — ইসলামী উসূলে ফিকহ, অনুবাদঃ মুহাম্মদ নুরুল আমীন জাওহার, বি, আই, টি,।

এস. এম. হাসান — ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

আশরাফ উদ্দিন, আহমদ — মধ্য যুগের মুসলিম ইতিহাস, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

'আব্দুল-মাবুদ মুহাম্মদ — আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭/১৪১৪ হিজরী।

মুজীবুর রহমান, ডক্টর — কুরআনের চিরন্তন মুজিজা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

মুজীবুর রহমান, ডক্টর — তাফসীর ইব্ন কাছীর (অনুবাদ)

সোহরাব উদ্দীন আহমদ — মুসলিম জাহান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তাঃ বিঃ।

শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডক্টর — উলূমুল-কুরআন, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ-শাফিঈয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডক্টর — হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডক্টর

ইমাম তাহাভী র. জীবন ও কর্ম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কুরআন পরিচিতি, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০ম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খণ্ড (১ম ভাগ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খণ্ড (২য় ভাগ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী উৎস

Abd al-hai lucknowi	Al-fawatd al-bahiyya fi Tarajim al-Hanafiyya, Cairo: 1324/1960.
Abdullah Yusuf Ali	The Holy Quran, New York: The Marry printing Company, 1946.
Ataher Husain	The Book of thousand lights. Lucknow: Islamic Research and publications. second edition. 1978.
As Tritton	Islam belief and practices, London: Hutchinson House, 1951.
Ahmed A. Galawash, Dr	The Religion of Islam, Cairo: Imprimeria Misr, 1963.
Ahmad Taymur	Qabr Al-Imam Al-suyuti watahqiq mawdihi.
A. N. Poliak	Some notes on the Feudal system of the Mamluhs in JRAS, London: 1937.
Al-Mubark	al-khitat al-Tawfiqiyiyyah al-jadidah.
Ayolon	Studies on the Structure of the Mamluk army in BSOAS, 1953.
Al-Nawawi	yahya bin sharaf, Minhaj al talibin, Ed. & translated: L. W. C. Vandin Bery, Batavia: 1882.
Burnell & Jule	Hobson jobson, London: 1968.
Clauson	An Etymological dictionary of per Thirteentnth century, Tarkush, Oxford: 1972.
Edword William Lane	Arabic English Lexicon, Beirut: Librairie Du Liban, 1980.
E. M. Sartain	Al-Tahadduth Binima tillah "jalal-al-din-al suyuti: Biography & Background, London: 1975.
Hans Wehr	A Dictionary of Modern Written Arabic, New York: Spoken Language Services, Inc, 1976.
H. M. Robic	The Financial system of Egypt, Oxford: 1972.
Huart.	A. History of Arabic Lit; 334.
Ibn al-Imad	Shadharat al-dhahab Fi-akhbar man dhahaba.
Ibn Zulaq	Akhbar Sibawyh al-misri, Cairo: 1933.

Dhaka University Institutional Repository

Kharidatal	Qasr Wa jaridat ahlal-asr-bi-al-kafib al-isbahani, Cairo: 1951.
T.P Hughes	Dictionary of islam. new Delhi : Orientel Book Reprin Corporation- 1976.
Tahkubrazadz	Miftahal saada, Hyderabad: 1329/1911.
Srajul Huqe, DR	Imam Ibn Taimiya. and it is Projects of Reform. Islamic Foundation. Bangladesh- 1982.
Suyti	Al-Tahadduth Bin matillah, London: 1975.
Wustenfeld, Die	Geschichts Chreber araber,
Goldziher,	Die Zahiriten.
Zirikli	Al-Alam, Coiro: 1979.
Ziyadah	Al-Muarrlkhin Fi-Misr Fil qarn al-Khamis ashar al-Miladi.
	Encyclopaedia Britannica, London: William Benton, Publisher, First Published, 1968.
	The New Encyclopaedia Britannica. U.S.A.: 15th Edition, 1986.
	The Encyclopaedia Americana, Danbury: Grolier Incorporated, 1980.
	Encyclopaedia Americana, New York: 1949, P-609.
	The Encyclopaedia Of Islam, London: E. J. Brill, 1971.